পাগল হরনাথ

অর্থাৎ

শ্রীহরনাথের অপূর্ব্ব পত্রাবলী।

(প্রথম খণ্ড)

সহৃদয় ভক্তবৃন্দের সাহায্যে

শ্রীক্ষীরোদকুমার ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

এবং তাঁহার বিশেষ যত্নে

শ্রীঅটল বিহারী নন্দী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৬।

শ্রীঃ

উৎসর্গ পত্র।

যিনি বহু সদ্‌গুণসম্পন্ন ও সাধুদরিদ্রপ্রতিপালক

যিনি বৈষ্ণব-জীবনের আদর্শস্বরূপ

ও

শ্রীশ্রীরাধাবিনোদের পরমসেবা-পরায়ণ

এবং

যিনি অর্থের সদ্ব্যবহার দ্বারা প্রকৃত মনুষ্যত্বের

পরিচয় দিতেছেন,

সেই অশেষ গুণালঙ্কৃত শ্রীধাম বৃন্দাবননিবাসী

তাড়াশ ভূম্যধিপতি

শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজর্ষি রায় বনমালী বাহাদুর

ভক্তিভূষণ মহাশয়ের শ্রীকরকমলে

আমার ন্যায় অনুপযুক্ত মানবের গ্রথিত

এই

"পাগল হরনাথ"

ঐকান্তিকী ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ

সাদরে সমর্পিত হইল।

সকলের সেবানুসেবক

শ্রীঅটলবিহারী নন্দী।

ভূমিকা।

শ্রীগুরু ও বৈষ্ণবগণের কৃপায় আমাদের কাঙ্গালের ঠাকুর, মাদৃশ অধম-গণের একমাত্র গতি পতিতপাবন শ্রীহরনাথ ঠাকুরের প্রস্ফুট কমলসদৃশ অমল কোমল হৃদয়ের পবিত্র ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ কয়েকখানি পত্র তদীয় ভক্ত-গণকে অন্তরের প্রীতির সহিত উপহার প্রদান করিলাম। ভক্তবৃন্দ এই পত্রাবলি-নিহিত সার উপদেশরত্ন ভক্তিপূত হৃদয়ে ধারণ করিয়া অপার্থিব শোভায় শোভমান হইবেন এবং পরমানন্দ লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই। যেমন এই ঘোর কলিতে জীবের মলিন দশা দর্শন করিয়া পরম দয়াল স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কলিপাবনাবতার শ্রীগৌরাঙ্গরূপে শ্রীনবদ্বীপ ধামে অবতীর্ণ হইয়া নাম প্রেম বিতরণে যেরূপ জীবের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন সেরূপ এক্ষণ আমাদের দয়াল ঠাকুরও আমাদের মত কত শত বিষয়াসক্ত বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণকে হরিনাম মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ বুঝাইয়া দিয়া ও হরিপ্রেম দান করিয়া কৃতার্থ করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরা তাঁহারই প্রসাদে দেবদুর্ল্লভ হরিপ্রেমের আস্বাদনে অধিকারী হইয়াও তাঁহার মহিমা বুঝিতে সক্ষম হইতেছি না। দয়াল নিতাইসদৃশ আচণ্ডালে অপার করুণা এবং মহাভাগবত হরিদাস ঠাকুরের ন্যায় হরিনামে অচলা নিষ্ঠা এতদুভয়ই একাধারে আমাদের ঠাকুরে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহা প্রত্যক্ষ দর্শন ও অন্তরে অনুধ্যান করিয়াও আমরা এখনও আমাদের চঞ্চল চিত্তকে তদ্ভাবে ভাবিত করিবার শক্তি লাভ করিতে পারিতেছি না; কিন্তু আমাদের নিরাশ হইবার কোন হেতু নাই কারণ যদ্যপি আমরা আমাদের সমগ্র হৃদয়ের ভক্তিটুকু লইয়া আমাদের দয়াল ঠাকুরের শ্রীচরণে শরণাগত হই তাহা

হইলে আমরা তাঁহারই কৃপাবলে অচিরে সফল কাম হইব এ আশা অনুক্ষণ হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকি। তাই আমরা ভক্তমণ্ডলীর নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে সবিনয়ে প্রার্থনা করিতেছি যে এই দুঃখাস্পদ সংসারে যাহারা নিরন্তর রোগে শোকে ক্লিষ্ট, ভবতাপে দগ্ধ, প্রতিকূল ঘটনাবর্ত্তে মুহ্যমান এবং অশন্ত দুর্ব্বার ইন্দ্রিয়গণের উৎপীড়নে শান্তিশূন্য ও নিরানন্দ, তাঁহারা আমাদের দয়াল ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রয় করিয়া তাঁহার উপদেশানুসারে দুর্ল্লভ মানব জীবনের কর্ত্তব্যগুলি নিয়মিত করিলে পাপ তাপ ক্লেশ হইতে আশু মুক্ত হইয়া চিরশান্তি ও প্রেমানন্দ লাভ করিতে পারিবেন ইহা আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি। আমাদের মত অভাজন মহাপাতকীর প্রতি ঠাকুরের অপার করুণা সন্দর্শনে আমরা বিস্মিত হইয়াছি কিন্তু যাঁহারা সুপাত্র তাঁহাদের প্রতি তাঁহার যে কি দয়া প্রকাশ পাইবে তাহা বর্ণনাতীত।

অয়স্কান্ত মণি সুদুর্লভ ও অমূল্য এবং এই মণির একমাত্র গুণ এই যে ইহা স্পর্শে লৌহ বিকার প্রাপ্ত হইয়া সুবর্ণে পরিণত হয়। অয়স্কান্ত মণি অপেক্ষা স্বর্ণ অধিকতর সুলভ এবং বহুগুণে মানবের কার্য্যসাধক হইয়া থাকে। ভগবান্ অয়স্কান্তমণি স্বরূপ; এ সংসারে যিনি ভাগ্যবান্ পুরুষ তিনিই প্রেমবশ্য পুরুষোত্তমের শ্রীপাদপদ্ম প্রেমশৃঙ্খলে বাঁধিয়া নিজ হৃদয়-বৈকুণ্ঠে সেই ভবারাধ্য দেবকে চিরতরে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হয়েন তিনিই সুবর্ণজাতীয় মনুষ্য এবং তাঁরই সার্থক জন্ম। ভগবান্ অপ্রত্যক্ষ, সাধু মহাপুরুষ প্রত্যক্ষ; এই মহাপুরুষ দ্বারাই জীবের অশেষ কল্যাণ সংসাধিত হইয়া থাকে; ঈদৃশ মহাপুরুষেরা ভগবানের নিজজন এবং তাঁহার সহিত অভিন্নরূপে প্রখ্যাত যথা;—নারদ ভক্তি সূত্রে "তস্মিন তজ্জনে ভেদাভাবাৎ"। শ্রীহরনাথ ঠাকুরের অলৌকিক স্বভাব এবং গুণগ্রামের পরিচয় প্রাপ্ত হইলে ভক্ত পাঠকগণ আমাদিগের উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

ঠাকুরের অনুগত দাস—

শ্রীঅটলবিহারী নন্দী।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণৌ জয়তি।

বিজ্ঞাপন।

নাম, প্রেম, ধর্ম্ম, প্রচার উদ্দেশে আমাদের প্রাণের "শ্রীমদ্ হরনাথ ঠাকুরের পাগলামি" নামক পুস্তক খানি ভক্তজন হিতার্থে চতুর্থ বার প্রকাশিত হইল। এই পুস্তক খানি প্রেমাকাঙ্খী ভক্তবৃন্দের সমধিক আদরনীয় হওয়াতে ইহার প্রথমখণ্ড চতুর্থবার ও দ্বিতীয় খণ্ড তৃতীয়বার প্রকাশ করা হইল। পত্র লেখকের আদেশ পুস্তকের "শ্রীমদ্ হরনাথ ঠাকুরের পাগলামী" স্থলে "পাগল হরনাথ" এই সংক্ষিপ্ত নামকরণ করা হইয়াছে; ভরসা করি প্রেমিকেরা বিরক্ত হইবেন না। প্রেমের কৃষ্ণকে তদ্‌গুণ মুগ্ধ ভক্ত তাঁহাকে যা বলিয়া ডাকেন তিনি তাতেই সন্তুষ্ট; কৃষ্ণ দাসও সুখী। ঠাকুরের ইচ্ছায় নামান্তর হইল বটে কিন্তু আমরা অবিকৃত। প্রেমিক জন প্রেমের পাত্রটীকে যদি ইচ্ছানুযায়ী অপভ্রংশ নামে অভিহিত করেন তাহা উচ্চ ভালবাসার প্রকৃষ্ট পরিচয় ভিন্ন আর কিছুই নয়। দ্বিতীয়তঃ ঠাকুরের আদেশ আমাদের অবিচার্য্য। লেখকের সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্বেও এই পত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া আমরাই প্রকাশ করিয়াছি। প্রেমোন্মত্ত ফক্ত—ভক্তি, প্রেম, হৃদয়ের গুহ্যাতিগুহ্য প্রদেশে নিহিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণে প্রাণৈকান্ত ভালবাসা, অনির্ব্বচনীয়

প্রেম ও অগাধ ভক্তি চিরদিনই গোপন করিতে চেষ্টা পান, সুতরাং তাঁহাকে যে ঠাকুর শব্দে অভিহিত করিয়াছিলাম তাহা তাঁহার সহ্য হইবে কেন ?

প্রথম বারে এই অমূল্য পুস্তকের মূল্য নির্দ্দিষ্ট করা হয় নাই। দ্বিতীয়বারে একটি মহৎ সদিচ্ছা প্রণোদিত হইয়া ইহার মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। বিক্রীত অর্থ প্রেমিক ভক্ত, সাধু, সন্ন্যাসীর সেবার্থে উৎসর্গ করা হইবে; ইহাই আমাদের স্বার্থ। ভরসা করি পুস্তক প্রার্থিগণ এই সামান্য ভিক্ষা দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। নিবেদন ইতি

বৃন্দাবন ধাম। | বিনীত প্রকাশক
বৈশাখ, ১৩১৯। | শ্রীঅটলবিহারী নন্দী

পাগল [illegible]প্ত জীবনী।

"তোমারই চরণ করিয়া স্মরণ চলেছি তোমারি পথে।
তোমারই ভাবেতে ভাবিব তোমারে আশা করি মনোরথে" ॥

ঠাকুরের জীবনী সম্বন্ধে আমরা যাহা জানি এবং যাহা তাঁহার আত্মীয়গণের নিকট শুনিয়াছি তাহাই সংক্ষেপে লিখিত হইল। ভক্তগণ তৎপাঠে পরম সন্তোষ লাভ করিলে আমরা কৃতার্থ হইব। আমাদের ঠাকুর সন ১২৭২ সালের ২০শে আষাঢ় তারিখে, সাক্ষাৎ শিবতুল্য ৺জয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঔরসে এবং সাক্ষাৎ ভগবতীরূপিনী মাতা শ্রীমতী ভগবতী সুন্দরী দেবীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ঠাকুর মহাশয় পূর্ব্বে অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন এবং বিমাতার উৎপীড়নে নিজ বাসস্থান ত্যাগ করিয়া বাঁকুড়ার নিকট বেলেড়া নামক গ্রামে মাতুলালয়ে বাস করিতে থাকেন। তাঁহার নিকট একটী শালগ্রাম শিলা ছিল; তিনি স্বয়ং তাঁহাকে পরম ভক্তির সহিত পূজা করিতেন। হঠাৎ একদিন একটী সন্ন্যাসী আসিয়া গ্রামের সমস্ত শালগ্রাম শিলা দর্শন করেন ও ঐ শিলাটিকে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ বিগ্রহ মনে করিয়া পূজা করেন এবং ঠাকুরের পিতৃদেবকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যান। ইহার কিছুদিন পরে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার এক সম্পর্কীয় খুড়ামহাশয়ের নিকট একটী চাকুরী স্বীকার করেন। ঐ সময় তাঁহার বয়স ১৯।২০ বৎসর হইবে। তৎপরে ২।৩ বৎসরের মধ্যে ভগবৎ কৃপায় তাঁহার ক্রমোন্নতি হইতে থাকে। যখন তাঁহার বয়স ২৬।২৭ বৎসর তখন তিনি সোনামুখি গ্রামের মধ্যে একজন প্রধান সমৃদ্ধিশালী ও মহামাননীয় বলিয়া পরিগণিত হন।

এইরূপে ক্রমশই তাঁহার ঐশ্বর্য্য এবং সম্মান বাড়িয়া উঠে। সেই সময় তাঁহার দুইটী পুত্র হয়। সাত আট বৎসর বয়সে সেই পুত্র দুইটীর মৃত্যু হয়। তৎপরে ৭।৮ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার আর কোন সন্তান হয় নাই। কিছুদিন পরে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একটি শিবমূর্ত্তি স্থাপন করেন এবং তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে ও পরে যথাক্রমে একটি কন্যা ও দুইটি পুত্র জন্মে। শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার পরই আমাদের দয়াল ঠাকুর ধরাধামে আবির্ভূত হয়েন। তাঁহাকে গর্ভে ধারণ করিয়াই তাঁহার মাতাঠাকুরাণী শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন ; এই শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে প্রায় ২৫ হাজার টাকা ব্যয়িত হয়। ঠাকুরের পিতা মাতা যে দেব দেবী ছিলেন তাহা তাঁহাদের কার্য্যে প্রকাশ পাইত। তাঁহাদের কার্য্যে দেখিয়া সকলেই অনুমান করিতেন যে তাঁহারা পৃথিবীর জীব নহেন। শিব প্রতিষ্ঠার পর ঠাকুরের পিতৃদেব কলিকাতায় গমন করেন। সেই সময়ে একদিন একটি অতীব সুন্দর সাধুপুরুষ তাঁহার বাটির অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ঠাকুরের মাতাঠাকুরাণীকে বলেন "আমি আজ তোমার অতিথি" ইহা শুনিয়া তাঁহার মাতা বলিলেন "বাবা মেয়েদের নিকটে কি ? কর্ম্মচারিগণ এবং চাকরেরা বৈটকখানাতে আছেন আপনি সেইখানে যান"। তাহাতে সাধুটি উত্তর করেন "না মা, আমি বৈঠকখানাতে থাকিতে আসি নাই আমি নিজের স্থানে থাকিব" এই বলিয়া শিব মন্দিরে যান এবং ধুনি জ্বালাইয়া বসেন। পরে এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার মাতা তৎক্ষণাৎ সাধুটির নিকটে যান এবং বিনীত ভাবে তাঁহার সেবার কথা জিজ্ঞাসা করাতে সাধু তাঁহাকে অনুমতি করেন যে প্রাতে যে ছোলার ডাল রাঁধিয়া রাখিয়াছ তাহা দিও, আর তুমি নিজে খানকতক লুচি প্রস্তুত করিয়া আমাকে দিও, আমি তাহাতেই তৃপ্ত হইব।" পরে দৈনিক নিয়মিত সান্ধ্যভোজনের পর শিব মন্দিরের বাহিরের দরজায় চাবি বন্ধ

করা হয়। ঠাকুরের মাতা প্রাতেই সন্ন্যাসীর জন্য দ্বার মুক্ত করিতে গিয়া দেখেন যে তথায় সন্ন্যাসীও নাই কিংবা ধুনির কোন চিহ্নও নাই। তখন তিনি হঠাৎ সন্ন্যাসীর অদর্শনে একেবারে অত্যন্ত কাতর ও মূর্চ্ছিত-প্রায় হইয়া পড়েন এবং কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া বাটীতে আসিয়া অসুখের ভান করিয়া পড়িয়া থাকেন। আত্মীয় পরিজন ও দাস দাসীগণ নানা কথা জিজ্ঞাসা করাতেও কোন উত্তর দেন নাই। সেই সাধুর বিস্ময়জনক অন্তর্দ্ধান চিন্তায় অধীরা হইয়া আছেন এমন সময় হঠাৎ ঠাকুরের পিতৃদেব কলিকাতা হইতে প্রত্যাগমন করেন ও বাটীর ভিতরে যাইয়া ঠাকুরের মাতার কথা জিজ্ঞাসা করেন এবং যেখানে মাতাঠাকুরাণী শুইয়া ছিলেন সেখানে গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে গতরাত্রে কোন সাধু এখানে আসিয়াছিলেন? ঠাকুরের মাতা তাঁহার স্বামীর কণ্ঠস্বর বুঝিতে পারিয়া এবং তাঁহার মুখে সাধুর কথা শুনিয়া একেবারে অবাক্ হইলেন এবং বলিলেন "হাঁ! এক সাধু আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রাতে তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া বড়ই কাতর আছি।" ইহা কহিয়া সাধু বিষয়ক সমুদায় বৃত্তান্ত বলিলেন, শুনিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কহিলেন, আমি আজ রাত্রিশেষে স্বপ্ন দেখিলাম যেন একটি শিবমূর্ত্তি সাধু আমাকে বলিতেছেন যে তুমি কোনও চিন্তা করিও না আমি তোমার স্ত্রীর নিকট বড়ই যত্নে আছি ও থাকিব। স্বপ্ন ভঙ্গ হইবার পরই আমি কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া একেবারে এখানে চলিয়া আসিলাম এবং এখন নিশ্চিন্ত হইলাম। এই ঘটনার পরই আমাদের ঠাকুরের জন্ম হয়। যখন তাঁহার বয়স দুই বৎসর, তখন তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গস্থ হন। এই সময় তাঁহার ভগিনীর বয়স ছয় বৎসর, দাদার বয়স চার বৎসর মাত্র। তখন তাঁহারা বড়লোক বলিয়া সম্মানিত ছিলেন, এবং অনেক দাস দাসীর দ্বারা লালিত পালিত হইতেন। ঠাকুরের পিতৃদেবের

স্বর্গারোহণের পরে তিনি তাঁহার মাতার বড়ই যত্নের ধন ছিলেন। যখন তিনি তিন বৎসরের তখন একদিন জাঁতি কলে একটা সাদা কৈউটে সাপ তাঁহার বাটীর ভিতরে ধরা পড়ে। একটি সাপুড়িয়া আসিয়া সাপটিকে ধরে এবং খেলা দেখায়; সেই সময়ে তাঁহার মাতা তাঁহাকে কোলে করিয়া যে দিকে ফিরিতে লাগিলেন সাপটীও সেইদিকে ফিরিতে লাগিল। সাপটী কেন এত তাঁহাকে দেখিতেছে মনে করিয়া ইতঃস্তত করিতে লাগিলেন, সাপও সেইদিকে মুখ ফিরাইয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। এইরূপ ভাব দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হন। সাপুড়িয়া তাঁহার মাতাকে বলে যে সাপটি লইয়া যাইতে আমার ইচ্ছা নাই। তারপর তাঁহার বয়ঃক্রম যখন ৪।৫ বৎসর তখন একদিন তিনি তাঁহার দাদার সঙ্গে তাঁহার জেঠামহাশয়ের বৈঠকখানাতে যান, সেখানে একজন শিক্ষক তাঁহার দাদাকে পড়াইতেন। পরদিন তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ, সেই কারণে তাঁহাকেও তাঁহার জ্যেষ্ঠের সঙ্গে পাঠাইয়া সকলে গৃহকর্ম্ম করিতে ব্যস্ত থাকেন। শিক্ষক মহাশয় তাঁহার জ্যেষ্ঠকে পড়াইয়া চলিয়া গেলে পর তাঁহার জেঠামহাশয়ের চাকর আসিয়া তাঁহাদিগকে বাটীতে রাখিয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ঠাকুরের দাদা তাহাতে সম্মত হন নাই। নিজ বাটীর চাকরের প্রত্যাশায় বসিয়া রহিলেন। বাড়ীতে সকলে মনে করিয়াছিলেন যে অন্য চাকরে রাখিয়া যাইবে, এজন্য কাহাকেও পাঠান নাই। ক্ষণকাল পরে ঠাকুরের কষ্ট হওয়াতে তাঁহারা উভয়েই বিনা চাকরে চলিয়া আসেন। বাটীর নিকটে আসিয়াছেন এমন সময় তাঁহাদের পশ্চাতে প্রকাণ্ড শরীর এক পুরুষকে দেখিয়া ঠাকুরের দাদা ঠাকুরকে দেখান। তিনিও দেখিলেন যে দীর্ঘাকার পুরুষের মস্তক দ্বিতল গৃহের ছাদ স্পর্শ করিয়াছে। তাঁহার পরিধানে কৌপীন, গলে যজ্ঞোপবীত, নাভিমণ্ডল জ্যোতির্ম্ময় এবং ঘূর্ণায়মান, চন্দ্রালোকে তাঁহার

বর্ণ আরক্ত বোধ হইতেছিল। ঠাকুর সেই মহাপুরুষকে ধরিবার জন্য মনে মনে ইচ্ছা করিতেছিলেন এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহার নিকটে গিয়া হস্ত দ্বারা পদতল স্পর্শ করেন। সেই মহাপুরুষের সৌগন্ধময় সুশীতল অঙ্গস্পর্শে ঠাকুর একেবারে নিশ্চল জড়বৎ হইয়া পড়েন। ঠাকুর সেই মহাপুষটির চরণ ধরিলে পর তিনি নিজ হস্ত দ্বারা ঠাকুরকে ছাড়াইয়া বলেন যে, "হর! আমী তোমার অভুমীত দ্বারকানাথ নই"; বলিয়াই পুষ্করিণীতে জলের উপর দিয়া চলিয়া যান এবং কিয়ৎক্ষণ পরে অদৃশ্য হন। এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহার দাদা দৌড়িয়া বাটির ভিতর চলিয়া যান এবং প্রায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। তাঁহার দাদার এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মাতা ও অন্যান্য সকলে দ্রুতবেগে বাটির বাহিরে আসিয়া দেখেন ঠাকুর ছবির মত দাঁড়াইয়া আছেন। তখন মাতৃদেবী ঠাকুরকে কোলে তুলিয়া লয়েন এবং ক্রমে সুস্থ হইলে সকল কথা জিজ্ঞাসা করেন। পরে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া ঠাকুরের মাতা বড়ই আনন্দিতা হয়েন ও তাঁহাকে নানা প্রকারে আশীর্ব্বাদ করেন এবং ভগবানকে ধন্যবাদ দেন। ঠাকুর বাল্যকালে ৮।৯ বৎসর পর্য্যন্ত অসুখে খুব ভুগিয়াছিলেন, ডাক্তার কবিরাজ কিছুই করিতে পারিতেন না; কিন্তু যখন তাঁহার মাতাঠাকুরাণী দেবোদ্দেশে কিছু করিতেন তখনই তিনি ভাল হইতেন।

যখন তাঁহার বয়স ১৯।২০ বৎসর তখন কলিকাতায় একটী কলেজে বি, এ, পড়িতেন সেই সময়ে তিনি দারুণ কাশরোগে আক্রান্ত হন। এই সময়ে তাঁহার মনের অবস্থা বড়ই উন্মত্ত ছিল; সাংসারিক ব্যাপারে তাঁহার উদাসীনতা ও নির্লিপ্ততা সর্ব্বদা প্রকাশ পাইত। তাঁহাকে রোগাক্রান্ত দেখিয়া পাছে আত্মীয়েরা ঔষধ খাইতে পীড়াপীড়ি করেন এই জন্য নানা প্রকারে রোগ লুকাইয়া রাখিতেন। কিছুদিন পরে কোন একটী বিস্ময়জনক ঘটনায় সকলেরই মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছিল যে স্বয়ং

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে রোগমুক্ত করেন। ঠিক এই সময়ে একটী মহাপুরুষের সহিত ঠাকুরের সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু তাঁহার সহিত ঠাকুর ভালরূপে আলাপ করিতে পারেন নাই। মহাপুরুষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সমস্ত রাত্রি দৌড়িয়াও তাঁহাকে ধরিতে পারিলেন না; এ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে লিখিয়া শেষ করিবার ক্ষমতা নাই। তাঁহাদের গ্রামের নিকট একটী প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-উৎসবের মেলা হয় এবং সেই মেলায় নানা স্থান হইতে অসময়ে বহু আশ্চর্য্য জিনিস আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই দেব পূজার জন্য সেই অসময়ে কোন অজানিত স্থান হইতে কদম্ব ফুল আইসে; কিন্তু ঠাকুরের সামান্য মাত্র এ সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। প্রভু দয়াময় পাপীর পাপভার লাঘব করিবার জন্য একটী নিতান্ত ছোট চারাতে দুটী ফুল ফুটাইয়া তাঁহাকে মোহিত করেন এবং সমস্ত সন্দেহটুকু দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত করেন। যে বৃক্ষটী এই পুষ্প রত্ন দুটী দান করেন সেটীর জীবন ২ বৎসরের অধিক নয়। ইহা দেখিয়া সকলের বিশ্বাস করা উচিত যে প্রভু তাঁহার দাসগণের জন্য সর্ব্বদাই সর্ব্বপ্রকারে ব্যস্ত থাকেন। হরনাথ ঠাকুর তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করেন ও বাটী আসিয়া ফুল ও তদ্বৃত্তান্ত তাঁহার মাতাঠাকুরাণীকে বলাতে মাতা তাঁহাকে অনেক উপদেশ দিয়া আশ্বস্ত করেন। এই সময় একদিন তাঁহারা স্ত্রীপুরুষে নিদ্রিত ছিলেন তখন একটী সাপে তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে দংশন করে। তাঁহার পত্নী চীৎকার করিয়া উঠিয়া বসেন। তখন ঠাকুর নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন বলিয়া কিছু জানিতে পারেন নাই। তৎপরে তাঁহার মাতা ও ভ্রাতা আসিয়া তাঁহাকে জাগাইতে চেষ্টা করেন, দাদা অনেক সজোরে লাথি মারেন কিন্তু কোন রকমে নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। প্রায় ২০।২৫ জন লোক সে ঘরের ভিতর গোলমাল করে তাহাতেও তাঁহার চৈতন্য হয় নাই; সেই অচৈতন্য অবস্থাতে তাঁহার মুখ হইতে একটী কথা নির্গত হয় "রাধাগোবিন্দ বলে ঘুমাও"। এ শব্দ নির্গমনের সময় তাঁর কোন জ্ঞানই ছিল না; পরদিন সকলে বলাতে জানিতে পারেন। পরে ওঝারা অনেক মন্ত্রের পর বলে বিষ নাই, কোন ভয়ের কারণ নাই। ইহার কারণ কেহ বুঝিতে পারিল না, পরে ঠাকুর ক্রমে চৈতন্য প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে ক্রমশঃ লেখা পড়ায় নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন ও নানা কারণে চাকুরী

করিতে ইচ্ছা হয় এবং কাশ্মীরের রাজার অধীনে একটী কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন। ইহার কিছুদিন পরে ঠাকুর আমাকে কৃপা পূর্ব্বক দর্শন দেন। তখন ঠাকুরের দেহের রং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ছিল। ইহার দুই বৎসর পরে পুনরায় যখন আমার নিকট আসেন তখন ঠাকুরের দেহকান্তি তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় হইয়াছে। তিনি নিজে পরিচয় দিলে পর আমি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলাম। ঈদৃশ বিস্ময়কর অসম্ভব বর্ণ পরিবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া আমি জানিতে পারিয়াছিলাম যে "১৩০৩ সালের ২১শে বৈশাখ ঠাকুর যখন জম্বু হইতে কাশ্মীরে আফিস লইয়া আসেন সেই সময় অনেক লোকজন তাঁহার সঙ্গে ছিল। পথে হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। লোক মুখে ঠাকুর শুনিয়াছিলেন যে বেলা ৩টা হইতে রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত তিনি এইরূপ অবস্থায় ছিলেন। রাত্রি ২টার পর হঠাৎ ঠাকুরের পূর্ব্ব দৃষ্ট মহাপুরুষ আসিয়া তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিয়া বলেন যে "হর! তুমি মরিয়া গিয়াছ"। ঠাকুর হাসিয়া উত্তর করিলেন যে "ইহাত নূতন কথা নয় আমি যে মরিয়াছি তাহা আমি জানি তবে আমার মায়ের শরীর মায়ের নিকট গিয়া রাখিতে পারিলে দুঃখ হইত না। এই কথা শুনিয়া মহাপুরুষ আমাকে শরীর হইতে বাহির হইবার জন্য আদেশ করিলেন এবং আমি তাঁহার আজ্ঞা মত বাহিরে আসিয়া এই স্থূল পৃথিবীর শোভা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম।" ঠাকুরের বিস্ময়ের কারণ এই যে তিনি সকল পদার্থের ভিতর পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছিলেন। তিনি সম্মুখে যে পাহাড় দেখিতেছেন সেই পাহাড়ের অপর দিকে যাহা রহিয়াছে তাহাও দেখিতে পাইতেছেন। গাছ দেখিতেছেন এবং মৃত্তিকার নিম্নে তাহার শিকড় কিরূপ ভাবে রহিয়াছে, শিকড়ের ভিতর কিরূপে রস যাইতেছে তাহাও দেখিতেছেন। ঠিক যেন স্বচ্ছ কাচের মত পৃথিবী তাঁহার চক্ষে প্রতীয়মান হইতেছে।

এ ঘটনার পূর্ব্বে ঠাকুর কাল ছিলেন কিন্তু ইহার পর তিনি স্বর্ণ বর্ণ প্রাপ্ত হন। ঠাকুর বলেন "কৃষ্ণ যে কেন আমাকে এরূপ অবস্থা হইতে রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার কি শুভ ইচ্ছা তাহা বলিতে পারি না, বুঝিতে চেষ্টা করিলেও বুঝিতে পারি না, তাঁহার ইচ্ছা তিনিই জানেন, কত শত মহাপুরুষকে ডাকিয়া লইতেছেন, কিন্তু আমার মত পাষণ্ডকে লইয়া

তাঁহার কি কাজ তাহা তিনিই জানেন, তবে এই মাত্র বুঝি আমার জীবন প্রহেলিকাময়, সদাই যেন কে আমাকে চালাইতেছে, আর আমি অন্ধের মত চলিতেছি, একটি কথাও যেন আমার নিজের নয় বলিয়া মনে হয়"। আমি প্রথম যখন ঠাকুরের সাক্ষাৎকার লাভ করি তখন আমার শূল রোগ ছিল। ঠাকুর আমাকে দেখিয়াই বলেন যে কৃষ্ণের কৃপায় দেড় মাসের মধ্যে তুমি রোগমুক্ত হইবে। কোন ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে না। তাঁহার সহিত সর্ব্বদা পত্র ব্যবহার করিতে, বৈষ্ণব সেবা ও সঙ্গ করিতে এবং মহামন্ত্র হরিনাম করিতে আমাকে আদেশ করেন। আমি সেই আদেশ পালন করিয়া অচিরে রোগমুক্ত হই। ইহার পর আমি ঠাকুরের নিকট হইতে এই মর্ম্মে এক খানি পত্র পাই যে "তোমার নিকট একটী ভয়ানক ঝড় আসিতেছে তবে কোন ভয় নাই বীরের মত বুক পাতিয়া চলিয়া যাও"। ইহার ১০।১৫ দিন পরেই আমি ভয়ানক বসন্তরোগে আক্রান্ত হই। ক্রমাগত ১৮ দিন পর্য্যন্ত বসন্ত বাহির হয় এবং দুগ্ধা-হার পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া যায়। এ অবস্থায় প্রত্যহ ঠাকুর আসিয়া আমার শিয়রে বসিয়া দর্শন দিতেন এবং অভয় দিয়া চলিয়া যাইতেন।

এইরূপ আমি ও ঠাকুরের অন্যান্য ভক্তগণ তাঁহার চরণাশ্রয়ে থাকিয়া কত যে অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়াছি তাহা বলিবার নয় এবং বলিলেও হয়ত সাধারণ লোকে বিশ্বাস করিবেন না। তবে তাঁহার বিশিষ্ট ভক্তগণ তাঁহার নাম করিলে এবং গুণ কীর্ত্তন শুনিলে বড়ই আনন্দ লাভ করেন সেই জন্য তাঁহার জীবনের ২।১ টা ঘটনা বিবৃত করিলাম। তিনি সংসারে থাকিয়া সাংসারিক বিষয়ে সম্পুর্ণ নিলিপ্ত। সচরাচর এরূপ ব্যক্তি নয়ন গোচর হয় না। ভক্তগণ যেন তাঁহারই আশীর্ব্বাদে, তাঁহারই প্রসাদে, তাঁহারই চরণ দুটী হৃদয়ের উপর রাখিয়া জীবন কাটাইতে পারেন ভগবানের নিকট সর্ব্বান্তকরণে এই প্রার্থনা।

হাতরাস জংসন
জেলা আলিগড়।

ছোট বড় সকলের আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী ও
দাসানুদাস—
শ্রীঅটল বিহারি নন্দী।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর্জয়তি।

পাগল হরনাথ।

অর্থাৎ

শ্রীহরনাথের অপূর্ব্ব পত্রাবলী।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥"

১ম পত্র।

প্রিয়—

সদাই হরিনামে মত্ত থাক; শুচি অশুচি যেন মনে স্থান না পায়। অশুচি জগতে কিছুই নাই, যদি থাকে তাহাও কৃষ্ণনামের স্পর্শে শুচিতম হইয়া উঠে। তাই বলি, শয়নে স্বপনে সদাই নামে ডুবিয়া থাক! নামই মন্ত্র, নামই তন্ত্র, নামই ঈশ্বর। নাম হ'তে বড় আর কিছুই নাই। কৃষ্ণ হইতেও কৃষ্ণ নাম বড় ও গুরু-বস্তু। আমার ভাগ্যে এমন সুখদ, শুভদ নাম লওয়া হইল না, তাই ভয়। নাম-মহামন্ত্র-বলে ভবরোগ নিবারণ হয়, কি ছার দৈহিক ব্যাধির কথা। কোন চিন্তা করিও না। নাম কর, জগৎ তোমার হইয়া যাইবে—তুমি তাঁর হইয়া যাইবে। চিরানন্দে ডুবিয়া থাকিবে—নিরানন্দের ছায়াও কখন দেখিতে হইবে না। আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক কোন ভয়ই তোমার থাকিবে না; সকল ভয়ই

ভয় পাইয়া দূরে পলায়ন করিবে—চিরদিনের মত নিশ্চিন্ত হইবে। তাই বলি, নাম করাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য ও উদ্দেশ্য। নাম ভুলিয়া স্বর্গের ইন্দ্রত্বও মহানরক-ভোগ মধ্যে পরিগণিত। কৃষ্ণ ভুলিলেই মায়ার দাস, আর কৃষ্ণ স্মরণ করিলেই জীবন্মুক্ত; যার যে পলক-ক'টিমাত্র জীবন থাকে যেন কৃষ্ণনাম লইয়া জীবনের সার্থকতা সম্পন্ন করে। কৃষ্ণ ভুলে ব্রহ্মত্ব শিবত্বও কিছু নয়। সুখ দুঃখ ক্ষণস্থায়ী, ইহাতে মজিয়া কৃষ্ণ ভুলা আর অঞ্জলি অঞ্জলি বিষ পান করা সমান কথা।

তোমাদেরই—হর।

২য় পত্র।

প্রিয় যতীন!

তোমার পত্রখানি পেয়ে কাঁদিলাম মাত্র; আমার কোন ক্ষমতা থাকিলে তোমার জন্য তাহা কার্য্যে আনিতাম, কিন্তু সে ক্ষমতা আমার নাই; সত্যই আমি নিতান্ত দরিদ্র, কৃষ্ণপ্রেমের কোন ধার ধারি না। সামান্য মাত্র যদি আমার থাকিত, অকাতরে তাহা তোমাকে দিয়া কৃতার্থ হইতাম। তবে এইমাত্র বলি, তুমি যাহা যাহা লিখিয়াছ, সকলই সেই দয়াময় কৃষ্ণ শুনিয়াছেন, তিনি তোমার হৃদয় পরম পবিত্র করিয়া তোমার সকল প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন। তিনি যে বাঞ্ছাকল্পতরু, সকল প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া থাকেন, তোমার বাসনাও পূর্ণ করিবেন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। নিশ্চিন্ত মনে তাঁর নাম লইতে থাক, দেখিবে সকল আনন্দ, পরম শান্তি অচিরেই পাইবে; তখন তোমার ছায়াতে বসিয়া অনেক তাপী শীতল হইবে। সে দিন বেশী দূর মনে করিও না। কৃষ্ণ অপেক্ষা কৃষ্ণনাম অধিক

বলশালী ও পরম শান্তিদায়ক। এমন সজীব মহামন্ত্র আর নাই; দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত নাম করিতে থাক, বিনা শ্রদ্ধাতেও নাম লইলে বিফল যায় না। দুই দিনের পৃথিবীকে চিরশান্তির স্থান মনে করিয়া প্রতারিত হওয়া কর্ত্তব্য নয়। এ পৃথিবীর যাহা কিছু দেখিতেছি তাহারা চিরস্থায়ী হইলেও আমার সম্বন্ধে তাহারা ক্ষণস্থায়ী; কেন না পৃথিবী যেমন তেমনই থাকিতে পারে; কিন্তু আমার চিরদিন থাকা কোন রকমেই সম্ভব হইতে পারে না; আমি এই আছি আর এখনই না থাকিতে পারি। তাই বলি দুদিনের পৃথিবীকে চিরদিনের মনে করিয়া যেন আমরা অনন্ত শান্তি-নিকেতন ভুলিয়া না যাই, এইমাত্র সেই দয়াময়ের নিকট প্রার্থনা। প্রভু যেন আমাদের মনের সাধ মিটান। তাই বলি চিরদিনের এবং সকল অবস্থার অকপট বন্ধু কৃষ্ণকে, আর চিরদিনের সম্বল কৃষ্ণ-নামকে ভুলিয়া যেন দুদিনের পার্থিব সুখ দুঃখ, পুত্র পরিবারকে আপন মনে করিয়া ভ্রান্ত না হই। নাম ভুলিও না। সকল শক্তির আধার ও বীজস্বরূপ নামে বিশ্বাস করা এবং কায়মনোবাক্যে তাঁহার আশ্রয় লওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। যে বন্ধুর নিকট থাকিলে সদাই হরি-কথা হইবে তাহাকেই প্রকৃত বন্ধু মনে করা উচিত; আর যাহারা পৃথিবীর সকল বন্ধনকে আরও দৃঢ় ও শক্ত করিতে চেষ্টা করিবে, তাহারা কখনই বন্ধুপদবাচ্য হইতে পারে না। এখানকার যাহা যাহা কর্ত্তব্য তাহাকে কর্ত্তব্য জ্ঞানে কর, আর নামটি নিজের পরম মঙ্গল ও প্রীতিদায়ক নিজ-ধন মনে করিয়া তাঁহাকেই প্রাণ দিয়া ভাল বাস। প্রাণ আর কাহাকেও দিও না। পৃথিবীর শরীর পৃথিবীর জন্য দাও, আর কৃষ্ণের প্রাণ-মন কৃষ্ণকে দিয়া সুখ-সমুদ্রে ডুবিয়া থাক, কখনই কাতর হইতে হইবে না, কাহাকেও ভয় করিতে হইবে না। যিনি জগদ্বীজ ও জগতের মূল কারণ, তাঁহাকে ভালবাসিলে সকল জীব ও সকল বস্তুকে ভালবাসা হয়; যেমন গাছের গোড়ায় জল দিলেই তাহার

সকল অঙ্গেই জল সেচন করা হয়, তেমনি কৃষ্ণকে ভালবাসিলেই সকলকে ভালবাসা হয়। তিনি যার বন্ধু, স্থাবর জঙ্গম সকলই তার বন্ধু; অতএব কায়মনোবাক্যে সেই সর্ব্বকারণের কারণ কৃষ্ণকে ভালবাসা সকলেরই কর্ত্তব্য। এই জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন "যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর"।

মাকে রক্ত মাংসের শরীরধারী কৃষ্ণ মনে করা সকলেরই কর্ত্তব্য। যে মা এই শরীর ধারণ, প্রসব, পালন ও পুষ্টি করিয়াছেন তাঁকেই সাক্ষাৎ ঈশ্বর মনে করিবে না ত আর ঈশ্বরত্ব কিসে? তিনি যেমন জগৎ ধারণ, প্রসব, পালন ও পুষ্টি করিতেছেন, মা'ও তেমনি এই শরীরের সম্বন্ধে; তবে মা আমার পক্ষে কেন ঈশ্বর হইবেন না? আর একটি কথা—আমি যে দেব-মূর্ত্তিটি পূজা করি, সেইটিকে মান্য করিয়া অন্যের পূজিত দেব মূর্ত্তিটিকে যদি ঘৃণা বা অবমাননা করি, তাহা হইলে পাপ হয় কি না বল দেখি? সেই রকম কেবল নিজের মাকে দেবী মনে করিয়া অন্যের মাকে যদি অবমাননা করি তাহা হইলে মহৎ পাপের সঞ্চয় করা হয়; তাই বলি নিজের মায়ের মত সকলের মাকেই দেখিবে। কুক্কুর, বিড়াল মনে করিয়া তাহাদের মাদিগকেও ঘৃণা করিও না। যে মা হৃদয়ের রক্ত দিয়া তোমাকে পালন করিয়াছেন, তোমার কর্ত্তব্য সেই মাকে হৃদয়ের প্রেমভক্তি দিয়া সেবা করা। মা অপেক্ষা পরম দেবতা আর নাই। ইন্দ্র, চন্দ্র, প্রভৃতি তেত্রিশ কোটি দেবতাই মায়ের শরীরে বর্ত্তমান রহিয়াছেন মনে করিও। স্ত্রীকে খেলিবার জন্য সহযোগিনী মনে করিয়া ইহ পরকালের সকল শক্তি হারান কোন রকমেই উচিত নয়। স্ত্রীকে ইহ পরলোকের প্রধান সঙ্গিনী মনে করিতে হয়, সামান্য পার্থিব খেলার সঙ্গিনী স্ত্রী নন্; তাঁকে খেলিবার চিরসঙ্গিনী মনে করিয়া তাহার মত ব্যবহার করা উচিত। তাঁকে তাঁর উপযুক্ত মান্য দিয়া সকল অবস্থায় সহযোগিনী করা কর্ত্তব্য। তাঁদের গুণগুলি লইয়া নিজের গুণ তাঁদিগকে দিতে হয়;

এই রকম আদান-প্রদানে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া ক্রমে দুটিতে একটি হইতে হয়। তাহাতে আনন্দ, তাহাতেই মজা। যদি ভালবাসিয়াছ, যাহাতে দুদিনে সে ভালবাসা ভুলিতে না হয়, তাহার চেষ্টা করা উচিত। নিকৃষ্ট কামের বশবর্ত্তী হইয়া চির-সুখ বিসর্জ্জন দেওয়া উচিত নয়। তুমি আমার ভালবাসা জানিবে ও অপরাপর সকলকে দিবে।

তোমাদের আশ্রিত—হর।

৩য় পত্র।

মাগো! (নগেন বাবুর স্ত্রী)

মালা লইবার কথা, সে কথা আর জিজ্ঞাসা করিতে কেন হইবে মা? হে মা! যদি কেহ মলমূত্র ত্যাগ করিতে করিতে কোন রত্ন পায়, তা' হ'লে কি সে আপনাকে অপবিত্র জ্ঞান করিয়া ঐ রত্ন উঠাইবে না? রত্ন লইবার জন্য মানুষ কখন পবিত্র অপবিত্র মনে স্থান দেয় না। তাই বলি মা! মালা ধারণ করিতে-ও মালা জপ করিতে আবার পবিত্র অপবিত্র জ্ঞান কেন মা? তা' ছাড়া মা, যে বস্তু সদাই পরম পবিত্র, তার আবার অপবিত্রতা কোথায় মা? তোমরা নিত্য শুদ্ধ, তোমাদের স্পর্শে পরম অপবিত্র দ্রব্য ও জীব তৎক্ষণাৎ পরম পবিত্র হইয়া উঠে। তাই বলি মা, মালা গ্রহণ করিতে কোন রকম সন্দেহ করিবে না। হে মা! পাপী যদি পাপের ভয়ে গঙ্গাস্নান না করে, তবে তার পাপ যাবে কেমন করে মা? পাপী আছে বলেই গঙ্গার এত মান,—এত মাহাত্ম্য। পাপী না থাকিলে কেহ গঙ্গার এত আদর করিত না। মাগো! এখন মনে প্রাণে সেই রসময় কৃষ্ণের নামটি কণ্ঠভূষণ কর, এই আমার প্রার্থনা। কৃষ্ণনাম অপেক্ষা মহামন্ত্র আর নাই। মাগো! "মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে।" কৃষ্ণ

ভজন করাই জীবের প্রধান উদ্দেশ্য, জীব আপন কর্ম্ম ভুলিয়াই কেবল কর্ম্মবন্ধনে পতিত হয়।

"জীব কৃষ্ণ-নিত্যদাস ইহা ভুলি গেল।
সেইকালে মায়া পিশাচী গলায় বান্ধি দিল॥"

মা! কৃষ্ণকে ভুলিলেই জীব মায়ার দাস হইয়া চিরদিনের মত বদ্ধ হইয়া যায়। তাই বলি মা, কৃষ্ণকে ভুলিও না; কৃষ্ণ পাবার প্রধান উপায় তাঁর নাম করা, অহরহঃ তাঁর নামে ডুবে থাকা। মাগো! যে সুশীতল সলিলে সদাই মগ্ন আছে, প্রখর সূর্য্যকিরণ কখন কি তাহাকে স্পর্শ করিয়া কষ্ট দিতে পারে? পৃথিবীর সমস্ত জীব হা হা করিলেও দারুণ উত্তাপ জলমগ্ন ব্যক্তির কিছুই করিতে পারে না। তেমনি মায়া লক্ষ চেষ্টা করিলেও যাহারা কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণপ্রেমে ডুবে থাকে তাদের কিছুই করিতে পারে না। কৃষ্ণনাম ব্যতীত অন্য উপায় আছে কিনা মা জানি না, তাই আমার প্রার্থনা সদাই এই নাম লইতে থাক। মা! নাম করিতে করিতে প্রেম আসিবে, আর প্রেম আসিলেই সেই প্রেমের হরিকে পাইবে।

তোমার—হর।

৪র্থ পত্র।

প্রিয় ক্ষীরোদ!

আমাকে আর বেশী ক্ষেপাইও না। তোমার পত্র পেলেই আমার নানা চিন্তা হয়, কি জানি কি লিখে বসেছ; আমাকে ওরকম করে লিখ না। আমাকে তোমাদেরই এক জন মনে করিয়া সুখী করিও। আমি মহাপাষণ্ড ও ভণ্ড, তোমাদের ভালবাসাই তোমাদিগকে আমার দোষগুলি দেখিতে দেয় না। এই জন্যই বলে গেছে "Love is blind" তাই

তোমরা আমাকে সকল রকমে ভাল দেখ। আপনার ছেলেকে কেহ কখনও মন্দ দেখে না। যাই হউক, তোমার পত্রের প্রত্যেক ছত্রই পূর্ণ পাগলের চেহারা দেখাইয়া দেয়। চিত্তকে শক্ত বেড়ার মধ্যে ভ'রে রাখ। জলের স্বভাব ব'য়ে যাওয়া, কখনও স্থির থাকিতে পারে না, তবে ঘড়ার ভিতর রাখিলে চিরকালের জন্য স্থির থাকিয়া যায়। মনও তেমনি শক্ত ঘড়ার ভিতর না রাখিলে ক্রমেই চ'ল্‌তে থাকে। মন চলিবার দুইটি মহা মহা খাদ—কামিনী ও কাঞ্চন। এই দুয়ের মধ্যে আবার কামিনীই প্রধান, অতএব মনকে স্থির করিতে হইলে এ বড় খাদের নিকট যাওয়া বন্ধ করা চাই। তুমি কি জান না যে বড় নদীর নিকটে কূপ খুদিলে তাহার জল নদীর জলের সঙ্গে হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে? নদী সতত কূপের জলকে টানিয়া কূপকে শুকাইয়া দেয়। তাই বলি বড় নদী কামিনী হইতে দূরে থাকাই উচিত; তবে যখন মনকে শক্ত ঘড়ার মধ্যে পুরিবে, তখন নদীর মধ্যে থাকিলেও আর তোমার কোন ক্ষতি হইবে না। ঘড়াতে জল পূর্ণ করিয়া নদীতে ডুবাইয়া রাখিলে নদী বাড়িলেও বাড়িবে না, আর কমিলেও কমিবে না, সে সদাই পূর্ণ থাকিবে। তাই বলি সাপের সঙ্গে খেলিতে হইলে প্রথমে সাপ বশ করিবার মন্ত্র শিক্ষা করা উচিত। মন্ত্র না জেনে সাপ ধরিতে গেলেই বিষে প্রাণ যাবে, তার আর সন্দেহ নাই। আগে মন্ত্র শিখে তারপরে সাপ ধর্‌তে যাবে। রাজা হ'তে হ'লে প্রথমে ভিক্ষা কর্‌তে শিখতে হয়। ক্ষীরোদ! মনকে শক্ত ডোরে বান্ধ, দেখ যেন মাঝখানে ছিঁড়ে না যায়। এই জন্যই রসিকগণ বলিয়াছেন—"শ্রীরূপ নদীতে কেউ নাইতে নেমো না" ইত্যাদি; অগাধ সমুদ্ররূপা স্ত্রীতে না জেনে ঝাঁপ দিতে দৌড়ো না। আলো দেখিয়া পতঙ্গের মত উড়ে পড়তে চেও না। সাবধান! সাবধান! চালাক তাকে বলি যে এই নিরানন্দময় ভূমিতে আনন্দে থাকতে পারে। নিরানন্দ স্থানে নিরানন্দে থাকা বাহাদুরী নয়।

মাতালের মধ্যে মাতাল হয়ে থাকা বেশী কথা নয়; চোরের মধ্যে চোর হয়ে থাকা আশ্চর্য্য নয়; কিন্তু বিপরীত গুণ অধিকার করে থাকা বাহাদুরী ও আদরের সামগ্রী। তাই বলি কান্নার দেশে হেঁসে যাওয়াই রসিকতা ও মহাসাধন। তাই আবার বলি সাবধান! স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী মনে করবে, খেলবার জিনিষ মনে করে ভ্রমে প'ড় না। রামচন্দ্র সোনার সীতা করিয়া রাজস্থয় করে গেছেন। দূরে রাখিয়া স্ত্রীমূর্ত্তি অন্তরের ধন করিয়া চিন্তাতে যে সুখ, নিকটে সে সুখ নাই। কাছে রাখার নাম মায়া, দূরে ভালবাসার নাম প্রকৃত প্রেম ও অনুরাগ। চারিদিক্ রেখে চলার নাম চতুরতা। যাক্, অনেক কথা মনে রহিল, দিন দেন বলিব। লিখে শেষ করা যায় না। মনে রাখিও—

তোমার—হর।

৫ম পত্র।

প্রিয়তম অনুকুল! (অনুকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)—

তোমার পত্রখানি পাইয়াছি; আমি কি জানি যে উপদেশ দিব? তবে যাহা যখন মনে আসে, লিখে দিই বা বলে ফেলি। তোমরা আমাকে বড় ভালবাস ব'লে আমার অসংলগ্ন ও অসংযত কথাগুলিও তোমাদিগকে মধুর লাগে; ইহাতে আমার কথার কিছুমাত্র গুণ নাই, গুণ তোমাদের ভালবাসার। স্ত্রী স্বামীর নিকট বসিয়া কত পাগলের মত কথা ব'লে, অন্যে সে কথা শুনে হাস্‌বে, কিন্তু সেই কথাগুলি স্বামীকে এতই মধুর বলে বোধ হয়ে (Vice Versa) যে স্বামী সে কথা বন্ধ করিতে ইচ্ছা করেন না। স্ত্রীর কথা স্বামীকে, স্বামীর কথা স্ত্রীকে যে এত মধুর বোধ হয়, এঁকি কথার গুণ—না ভালবাসার গুণ? তাই বলি তোমাদের নিকট আমি যাহা বলি বড় মধুর মনে কর, এ তোমাদের ভালবাসার পূর্ণ মাত্রার পরিচায়ক।

ভাল লাগিবার আর একটি কারণ, ভাল দ্রব্যের সর্ব্বত্রই আদর। মাতৃস্নেহ—এটা কুকুর বিড়াল পশু পক্ষীর মধ্যেও দেখিলে প্রাণে কত আনন্দ হয়; স্বামী স্ত্রীর মধুর ভালবাসা এটি তির্য্যক্ প্রাণীর মধ্যেও কেমন সুন্দর দেখায়! তেমনি এই কৃষ্ণ-কথা; এটি এত মধুর ও পবিত্র যে মহা-পাতকীর মুখেও ভাল লাগে, অসংলগ্ন হইলেও মধুর বলিয়া মনে হয়। এই জন্য আমার কথা মিষ্ট নয়, মিষ্ট ও মধুর বস্তুর কথা বলিয়াই এত মিষ্ট; যেমন দূরগত স্বামীর চিন্তাও মধুর হইয়া থাকে। তাই বলি এর জন্য আমাকে বাহোবা দিবার কোন দরকার নাই। বাহোবা দিতে হলে, সেই কৃষ্ণকে—যিনি এত মধুর ও যাঁর কথা এত পবিত্র ও মধুমাখা। যেমন তিনি তেমনি তাঁর নাম। নাম তাঁর অপেক্ষা মধুর। যেমন কোন মিষ্ট বস্তুর নাম, সেই বস্তুর আনুষঙ্গিক অমিষ্টতা লোপ করিয়া কেবল মিষ্টতাই মনে আনিয়া দেয়, তেমনি নাম আনুষঙ্গিক অনেক দুঃখ লোপ করিয়া কেবল আনন্দটিই আনিয়া দেয়। পদ্ম বলিলে সুন্দর রং, সুন্দর গঠন, সুন্দর গন্ধ, যত কিছু সুন্দর বলিতে আছে মনে আনিয়া দেয়; কিন্তু মৃণালে কণ্টক ও পদ্ম পাইতে কষ্ট এ সব কিছুই মনে থাকে না; কিন্তু স্বয়ং পদ্মটি দেখিতে তার মৃণাল, শুষ্ক শুষ্ক রূপ, স্থান-চ্যুতির জন্য নিরানন্দময়তা ইত্যাদি অনেক কষ্টের দ্রব্য নজরে আসিয়া পূর্ণ-মাত্রায় সুখ দিতে পারে না। আম বলিতেও তাই; আম নামটি ও সত্য একটি আমে অনেক প্রভেদ। আম বলিলে আমের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মিষ্টতাই মনে আসিবে, আম পাইলে সন্দেহ আসিবে, মিষ্ট বটে কি না? তারপর ছাল আঁটি সব মনে আসিবে, কেহ তিক্ত, কেহ কঠিন—কিন্তু আম নামে সে সব কিছুই নাই, আঁটি নাই, ছাল নাই, কেবল মধুর রসটুকু। তেমনি আমার কৃষ্ণ-নাম আর কৃষ্ণে পার্থক্য। নামে কেবল মাত্র মধু আছে, কৃষ্ণে সকলই আছে, তাঁতে নানা ভয়ানকত্বও আছে, বীভৎসত্বও আছে; কিন্তু নামে

কেবল মধুরত্ব-টুকু। তাই বলি নামই অধিক মধুর। নাম প্রধান হবার আর একটি প্রধান কারণ এই যে, নাম-মূল্যে কৃষ্ণ কেনা যায়। যখন টাকা দিয়ে কোন বস্তুটিকে কিনিতে পাওয়া যায় তখন টাকাই আমার পক্ষে প্রধান বলতে হবে। টাকা থাক্‌লেই যখনই লালসা হবে তখনই অভিলষিত দ্রব্য কিনিতে পারিব। এইজন্য নাম সংগ্রহ করে রাখ্‌তে রাখ্‌তে যখনই কৃষ্ণ কিন্‌বার লোভ হ'বে, তখনই কিন্‌তে পার্‌বো। এই জন্যই নামই আমার পক্ষে সর্ব্ব প্রধান সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তবে ধন সংগ্রহ করিতে হইলে যেমন প্রথমতঃ কষ্ট করিতে হয় ও কৃপণ হইতে হয়, তেমনই নাম সংগ্রহ করিতে হইলে প্রথমতঃ সংযম ও গোপন করিতে হয়; পরে যেমন, যখন অর্থ অধিক হয়, তখন অর্থোপার্জ্জনের জন্য কষ্ট করিতে হয় না, আপনা আপনি আসিতে থাকে, ব্যাঙ্কের সুদের মত; তেমনি যখন নাম ধনে ধনী হওয়া যায়, তখন আর গোপন করিলেও থাকে না, আপনা আপনি প্রকাশ হ'য়ে পড়ে; তাই বলি প্রথমতঃ সংযম ও গোপন এই দুইটির সাহায্য লইতে হয়, তা' না হ'লে সামান্য ধন কেহ চুরি করে নিলে পুঁজি ফাঁক হয়ে যায়। এই জন্য নাম সাবধানে গোপনে করিতে শাস্ত্র বার বার বলে গেছে। তোমার মনের সংকল্প যেন অটুট থাকে; সামান্য সুখের জন্য যেন চিরসুখে জলাঞ্জলি দিতে না হয়। আবার দেখা হবে, সেই আশাতেই জীবন রাখিতেছি, তবে জানি না কৃষ্ণ সে আশা পুরাইবেন কি না, তাঁহার ইচ্ছাই বলবতী ও সর্ব্বত্র ফলবতী। আমার জন্য ভাবিও না, তবে ভুলে থেকো না, সময় সময় মনে করিও।

তোমার—হর।

৬ষ্ঠ পত্র।

শ্রীচরণেষু প্রণাম নিবেদন বিশেষ—(নৃসিংহ বাবু—বৈবাহিক মহাশয়।

আপনার কৃপাপত্র পাইলাম। মহাশয়! মাসান্তে একবার পূর্ণচন্দ্র দর্শন হয়, তাই তার এত মান ও আদর। আপনার পত্রও চন্দ্রের স্বভাব পাইয়াছে তাই এ চকোরের নিকট এত মান। বুঝিতে পারি না,—আপনি পত্রের ভিতর কি কি রাখিয়া বন্ধ করেন, খুলিবামাত্র হাঁসি-কান্না আপনা-আপনি আসিয়া আমাকে অধিকার করিয়া লয়। পত্রখানি পেলেই মনে হয়, আপনাকে পাইলাম,—আনন্দের সীমা থাকে না; পড়তে পড়তে এক কারে আত্মবিস্মৃত হইয়া আনন্দে মগ্ন, পরক্ষণেই আবার অবস্থা ঠিক Robinsonএর মত হইয়া পড়ে, আর তার কথাটি মনে হইয়া কাতর করে, "Alas! Recollection at hand hurries me back to despair" আমাকে কেন এত যাতনা দেয় বলিতে পারি না! গরিবের উপর সকলেরই জুলুম চলে। এখন উপায় না দেখিয়া যোড়-হাতে কেবল সেই ভবভয়-নিবারক কৃষ্ণের নিকট বিনীত প্রার্থনা—যেন সহ্য করিবার ক্ষমতা আমার থাকে, আমি যেন কোন কষ্টে পড়িয়াও প্রাণের ধনকে না ভুলি। "আমার" বলিতে আমার কিছুই নাই, আমি এখন বে'ওয়ারিশ মাল, যিনি দয়া করিয়া উঠাইয়া লন তাঁহারই হই। ব্যারিং পোষ্টে সমুদ্রযাত্রা করিতেছি, এইজন্য Captain of the ship যাহা অনুমতি করিতেছে, যখন যেখানে যে ভাবে থাকিতে বলিতেছেন, তাহাই করিতেছি ও সেইখানেই রহিতেছি। আমার পয়সা নাই ব'লে জোরও নাই। আপনাদের পথের খরচ আছে ব'লে আপনাদের জোরও আছে, একটু এদিক ওদিক হলেই Captain-কে দুকথা শুনিয়ে দিচ্ছেন। যাদের ভজন সাধন আছে, তারা পার হবার জন্য আর সেই কর্ণধারের

খোসামোদ করে না; তারা দাম দিয়া পার হইয়া যায়; কিন্তু যাহারা আমার মত গরিব, ভজন-সাধন-বিহীন, তাদের আর অন্য উপায় নাই; তাদের কর্ত্তব্য সদাই দয়াময়ের নাম করা ও গুণ গাওয়া। অবশ্যই তিনি দয়া করিবেন। মনে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া তাঁর নাম করা ও তাঁর গুণ গাওয়াই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ও উচিত। দেখুন মহারাজের সঙ্গে মহারাজের, আমীরের সঙ্গে আমীরের, যোগীর সঙ্গে যোগীর, সন্ন্যাসীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর, আর গরিবের সঙ্গে গরিবের আলাপই শোভা পায়; ইহার বিপরীত যেখানে সেইখানেই কষ্টের কারণ। তাই বলি যাঁদের ভজন সাধন আছে তাঁরাই ব্রহ্ম, ঈশ্বর প্রভৃতির সহিত আলাপ করুন; কিন্তু আমার কিছুই নাই, বড়ই কাঙ্গাল, তাই আমি কাঙ্গালের ঠাকুর গৌরের সহিত আলাপ করিতে চাই, তাই আমি গয়লার ছেলে, গরুর রাখাল সেই প্রাণ কানাইয়ের সঙ্গ চাই। এখানে মন্ত্র, তন্ত্র, জপ, ধ্যান কিছুই করিতে হয় না, কেবলমাত্র একটু ভালবাসা চাই; কিন্তু আমার এমনই দুর্ভাগ্য যে, এ নিষ্কড়ি ভালবাসাও তাঁকে দিতে পারি না। কৃষ্ণ কিন্তু এত দয়াময় যে, যে তাঁহাকে ভাল না বাসে তাকেই তিনি বেশী ভালবাসেন, যে তাঁর হিংসা করে তাকেই তিনি দয়া করেন। এমন দয়াময়কে ছেড়ে কেন রাজদ্বারে ভিক্ষা করিব? রসিকের সঙ্গে অরণ্যবাসও প্রার্থনীয়। আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমি কায়মনোবাক্যে তাঁর হতে পারি। মুক্তি চাই না, ব্রহ্মত্ব ইন্দ্রত্ব চাই না, চাই কেবল তাঁর দাসের দাস হ'তে, যেন আমার আশা পূর্ণ হয়। কাঙ্গালের উপর কৃপা পরবশ হইয়া—সেই দয়াময় হরি, অতি কাঙ্গাল গৌরাঙ্গরূপে সকলকে দয়া করেছেন এবং নিতাই রূপে যেচে যেচে প্রেম দিয়েছেন। আমাদের জন্য প্রভুর এত কষ্ট মনে হলেও প্রাণ কাঁদে। ধন্য প্রভু! তোমার দয়া! আমাদের পাপের জন্য তোমার কত কষ্ট? আমাদের পাপের ভার বহিতে বহিতে তোমার

কত কষ্ট হয়, জেনে শুনেও প্রত্যহই পাপের বোঝা বাড়াইতেছি। আমাদের গতি কি হবে প্রভু ?

মহাশয় ! যাহা লিখিয়াছেন সত্যই। বৈষ্ণব হ'লেই মানুষ ব'য়ে যায়, কেন না সে আপনি অস্তিত্ব হারাইয়া জড়বৎ দিন কাটায়। কথায় বলে "জাত হারালেই বৈষ্ণব"। জীবের জাতিধর্ম্ম, অহঙ্কার, মাৎসর্য্য, লোভ, মোহ, কাম, লজ্জা, ভয়, ঘৃণা, হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদি যতক্ষণ এ সকল গুণ থাকে, ততক্ষণ বৈষ্ণব হ'তে পারে না। যতক্ষণ জীব স্ব জাতের মধ্যে থাকে, ততক্ষণ বৈষ্ণব হ'তে পারে না। এই জন্যই জাত না হারালে বৈষ্ণব হওয়া যায় না। তাই বলি সত্যই বৈষ্ণব হ'লে জীব ব'য়ে যায়, কিন্তু তাহার গতি বিপরীত। যে দিকে জীবসমুদ্রের গতি, সে সে দিকে যায় না। তা'র বিপরীত দিকে যায়—ইহারই নাম যমুনার উজান-গতি। এই উজান-গতিতে চলিতে থাকে এবং ক্রমে উৎপত্তি স্থানে যাইয়া গতি শূন্য হইয়া পড়ে ; তখন তীর পায় ও নিশ্চিন্ত হয়। জীব কিন্তু ক্রমে ক্রমে তীর হইতে দূর দূরতর দেশে, কখন ডুবে, কখন ভেসে, অবিশ্রান্ত গতিতে চলিতে থাকে, বিশ্রাম করিবার জন্য এক পলকও অবকাশ পায় না। কৃষ্ণ করুন, যেন বৈষ্ণব হ'য়ে আমরা বয়েই যাই। মহাশয় ! যমুনার এই উজান গতির, একমাত্র কৃষ্ণের বংশীর স্বরই কারণ। এই উজান-গতিতে চলিলেই বংশীধ্বনি শুনিতে পায় এবং সেই বংশী শুনিতে শুনিতে ক্রমে সেই বংশীবাদকেরও দেখা পায়, ও কৃতার্থ হয়। কিন্তু যাহারা জীব-গতিতে চলিতে থাকে, তাহারা ক্রমেই এই মধুর শব্দকে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর, ক্ষীণতম ও পরে একেবারে হারাইয়া চিরদিনের মত পথ-হারা হ'য়ে পড়ে। তখন কষ্ট ভীষণ হইতে ভীষণতর ও ভীষণতম হইয়া জীবকে বিতাড়িত করে, তখন কাতরে আর্ত্তনাদ করিলেও কোন বিশেষ ফল হয় না; তখন আত্মকার্য্য চিন্তা করিয়া জীব অনুতাপে দগ্ধ হয়। তাই

বলি মহাশয়! বেশী ক'রে ব'য়ে যান। জাত হারাইয়া বৈষ্ণব হ'ন। বড় মজা! বড় মজা! জাত হারান বড় মজা! জাত দিলে অন্নের জন্য ভাবনা নাই; যেখানে সেখানে প্রস্তুত অন্ন-ব্যঞ্জন। এই জন্যই লোকে কথায় বলে চৈতন্যের "চার খুঁট ফাঁক"। এ সব শুনে হয় ত আমাকে পাগল মনে করিবেন তাই বন্ধ করিলাম। সাপের ঝুড়পি বন্ধ করিলাম, এখন শিরোপা পেলেই চলি এবং বেদের বেদে, গুরুর গুরু, অন্দরের বন্ধ রমণীদিগের নিকট যাইয়া শিক্ষার পরিচয় দিই।

গিন্নি ঠাকরুণ! প্রণাম। আপনারাই খেলা শিখাইয়াছেন, তাই গুরু-দক্ষিণা দিবার জন্য আসিয়াছি; নিগুর্ণ শিষ্যের প্রণাম বই আর অন্য ধন নাই বলিয়া তাহাই দিলাম,—আদরে গ্রহণ করুন। যে খেলা শিখাইয়াছেন, তাহাতে জগৎ মুগ্ধ হইয়াছে, যে খেলা খেলাইতেছেন, তাহা বুঝিবার কাহারও শক্তি নাই। ধন্য আপনারা! আর ধন্য সেই আপনাদের গুরু—কখনও বা শিষ্য—সেই বেদের বেদে কৃষ্ণ। আপনারা পরস্পর মিলে যা না করেন, তাহাই মিথ্যা। ধন্য আপনারা, ধন্য ধন্য! আপনারাই উজান ও নিম্নস্রোত-বিশিষ্টা যমুনা। আপনারা যাহাকে দয়া না করেন, তাহারা কখনই উজান বইতে পায় না। অধোগতিতে জগতকে জীব-পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, কে বুঝিবে আপনাদের খেলা। ডুবাইতে আপনারা—উঠাইতেও আপনারা। আপনারাই দণ্ডমুণ্ডের মালিক,—আপনারাই জীব রাজ্যের রাজা। জীব-রাজ্যে আপনারাই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবরূপী। জনম আপনারাই দেন, পালন আপনারাই করেন, আবার করাল কাল হইয়া গ্রাসও আপনারাই করেন। ধন্য আপনাদের শক্তি! জালবদ্ধ করিতে এবং জালমুক্ত করিতে কেবলমাত্র আপনারাই পারেন। আপনারাই ইচ্ছাময়ী, দয়াময়ী, পিশাচী ও রাক্ষসী। আপনারাই বহুরূপা, যা'র যেমন ভজন, সে তেমনি আপনাদিগকে দেখে। যে দুর্গা জগৎপালিনী, দয়াময়ী,

তিনিই আবার ঘোরা, ভয়ঙ্করী, অসুরনাশিনী বগলা। আপনারাই রাজ-রাজেশ্বরী—আবার আপনারাই কালী করালী। আপনাদের লীলা-খেলা কে বুঝিবে? এখন প্রার্থনা যেন আপনাদের দয়া না হারাই। আমি যেন সদাই আপনাদের পরমপ্রেমময়ী, দয়াময়ী মূর্ত্তি দেখিতে পাই। আপনাদের ভয়ে সদাই জড়সড়, আর ভয় দেখাইবেন না, সদাই শিষ্য-জ্ঞানে দয়ার নেত্রে দেখিবেন, এই মাত্র প্রার্থনা। পাগলের কথায় রাগ করিবেন না।

আপনাদের দুইজনেরই স্নেহের—হর।

৭ম পত্র।

শ্রীচরণেষু—(নৃসিংহ বাবু বৈবাহিক মহাশয়)

মহাশয়! "নাম করা, গুণ গাওয়া" ছাড়া আর কি আছে? ইহাই সকলের মূল, ইহা হইতে সবই হয়। ইহাতেই শিব মত্ত, ইহাতেই নারদ মুক্ত ও ইহার জোরেই শুকদেব শ্রেষ্ঠ। নাম হইতেই প্রেম, আর প্রেম হইতেই সেই প্রেমের ঠাকুর আমার রসময় রাসবিহারী। যেমন ধ্রুবকে আশ্রয় করিলেই সকল গ্রহ নক্ষত্রকে আশ্রয় করা হয়, যেমন বৃক্ষের মূলে জল দিলে, তাহার প্রত্যেক শাখা, প্রশাখা, পত্র ও পুষ্পে জল দেওয়া হয়, তেমনি নাম আশ্রয় করিলেই সকল তপস্যা ও ঋদ্ধি সিদ্ধিকে ভজনা করা হয়। নাম করিলেই সকল তপস্যার ফল আপনা আপনিই আসে; তাই নিবেদন "নাম করা, গুণ গাওয়া" ছাড়া আর কি কাজ আছে জানি না। অনেক তপস্যার ফলে নামে বিশ্বাস হয়। কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ অপেক্ষা গুরু-বস্তু ও মধুময়। নারদের কোন্ তপস্যার অভাব ছিল? শিব কি যোগ ও কি সিদ্ধি না পাইয়াছেন? শুকদেব কি শাস্ত্র না অধ্যয়ন করিয়াছিলেন—যে তাঁহারা সর্ব্বশেষ নামই আশ্রয় করিয়া ধন্য হইয়াছেন! নামকেই পরম পদার্থ মনে করিয়া তা'তেই প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন ও সদাই উন্মত্ত অবস্থাতে কাল

কাটাইতেছেন। কৃষ্ণ আমাদিগকে কবে উন্মত্ত করিবেন, সেই আশাতেই রহিয়াছি, দেখি দয়াময়ের দয়া কত দিনে হয়। কোন জোর জবরদস্তি নাই—তাঁ'র যখন ইচ্ছা হইবে তখনই হইবে—আশাতে মাত্র রহিয়াছি। মহাশয়! এই জন্যই কৃষ্ণের শ্রীমুখের বাক্য—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে, যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।"

কেবল এইটুকু শিখাইতেই ব্রজের নবীন নটবর, নিতাই গৌর হইয়া, দ্বারে দ্বারে কেঁদে বেড়াইয়াছেন। মহাশয়! এ সম্বন্ধে বলিবার বা শুনিবার দরকার নাই—দেখিতে পাইবেন, সদানন্দে ভাসিবেন ও আনন্দে যা'কে তা'কে ভাসাইবেন।

শ্রীযমুনার উজান-গতি বলিতে আপনি ঊর্দ্ধগতি মনে করেন কি? আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাতে তাই যোগের পথে ঊর্দ্ধ-রেতকে উজান-গতি বলে। আমাদের মুখ্য প্রেমিকেরা এ মুখের কথাতে মানে না ও তৃপ্ত হয় না, তারা সাক্ষাৎ শ্রীযমুনার উজান-গতি দেখিতে চায় ও কৃষ্ণ কৃপাতে দেখে প্রাণ জুড়ায়। মহাশয়! এমন ভাগ্য কি হ'বে, যে কখনও কৃষ্ণের বংশীস্বর অনুসরণ করিয়া যমুনার উজান-গমন প্রত্যক্ষ করিতে পাইব? সে শুভদিন কি কৃষ্ণ কখন দেবেন? তাঁ'র ইচ্ছা তিনিই জানেন। তাঁ'র উপর ত আর কোন জোর নাই। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন সেই শুভদিন আমার আসে। মহাশয়! পাগলের মত কি যে লিখি, কি যে বলি, আমার পরক্ষণেই কিছু মনে থাকে না। এ সব কথা,—যদি কৃষ্ণ কখন দিন দেন, আপনার দর্শন পাই, তা' হ'লে প্রাণের সাধ মিটিয়ে কথা কহিব, এখন মনের আশা মনে রেখে নিশ্চিন্ত হইলাম। তবে বলা যায় না, মহাশয়! যেমন প্রসবের কোন প্রকৃত সময় কেহই নির্দ্ধারণ করিয়া বলিতে পারেন না, তেমনি কবে এ দেহ, গর্ভবাস হইতে প্রসব হইবে, কেহই ঠিক্ করে বলিতে পারেন

না। জন্ম মৃত্যু দুইটি একই জিনিষ, আমরা না জেনে কেবল মৃত্যুর আতঙ্কে দিনে সাতবার ক'রে ম'রে যাই—কিন্তু একটু ভেবে দেখ্‌লে, জন্মেও যেমন আনন্দ করা উচিত, মরণেও তাই করা উচিত। জন্ম মৃত্যু একই জিনিষ, কোন পার্থক্য নাই; আমরা কেবলমাত্র সংস্কার দোষে ভয় পাই। তাই বলি, যদি আপনার শুভদর্শন পা'বার আগেই আমার এ দেহবাস যায়, তাহা হইলেও কোন ক্ষতি নাই। আবার মিলিব, আবার খেলিব। আমাদের এ সম্বন্ধ আজকার নয়, যুগ-যুগান্তরের বলিয়া জানিবেন।.........আপনারা আমার প্রণাম জানিবেন।

মহাশয়! যেমন গুণী বেদে তেমনি জাহিরী সাপ পেয়েছেন; খেলাতেও জানেন, খেল্‌তেও জানেন। আমি তন্ত্র-মন্ত্র জানি না ব'লে সাপের ভয়ে, নিসাপের দেশে হিমালয়ের গর্ভে আশ্রয় লইয়াছি। আমাকে দু'একটা মন্ত্র শিখাইতে পারেন? তাহা হইলে নির্ভয়ে কাল কাটাই। সাপ-খেলান-মন্ত্র শিখিতে আমার বড় মন, কিন্তু ফোঁসের ভয়ে কাছে যেতে ভয় করে। দু'একটা চোট খেয়েছি, দাগ লেগে আছে; এখনও সময় সময় কাতর হ'তে হয়। আপনি মহাপুরুষ, নির্ভয়ে দিন কাটাইতেছেন ও কাটাইবেন। আপনার উপর কৃষ্ণের দয়া অপার। আমি আপনাদের বলিয়াই কৃষ্ণ আমাকেও ভালবাসেন; যেমন স্ত্রীর ভয়ে পুত্রকে ভাল-বাসিতে হয়, মার সোহাগে বাপের আদর, জানেন ত? আপনার নিকটে সব ব'লে ফেলিলাম। সময় সময় ওজন ক'রে কথা বল্‌তে হয়, কি জানি কখন কি হয়। মহাশয়! চিরদিনটাই আমার ভয়ে ভয়ে গেল। ভয়েই দেশ ছেড়েছি। রাজার সঙ্গে মিত্রতা করিলে গরিবের মরণই মঙ্গল দাঁড়ায়। তাই আমি পলাতক। রাজা কিন্তু ছাড়েন না। ধ'রে নিয়ে যাবার জন্য সদাই ব্যস্ত। এখন মহাশয়ের শরণাপন্ন হ'য়েচি, যাহাতে ভয়-শূন্য হ'তে পারি করুন। মহাশয়! ইহারা রাজা বলে রাজা নয়,—ঘরের

রাজা, বাহিরের রাজা, স্বর্গের রাজা, নরকের রাজা, বৈকুণ্ঠের রাজা, গোলোকের রাজা, বৃন্দাবনের রাই-রাজা—কোথায় পলাই বলুন দেখি? শিব ঠাকুর, ঘর-বার ছেড়ে শ্মশান আশ্রয় করেও রাজার হাত এড়াতে পারেন নাই, কি ছার জীবের কথা। মহাশয় কিন্তু নিজের জোরে এমন রাজাদের সঙ্গে রাজত্ব করিতেছেন; বলবানের পক্ষে দূষণীয় নয়, আপনারা সব পারেন। আমি কিন্তু সদাই জড়সড় হ'য়ে চরণতল আশ্রয় ক'রেছি, তবুও সময় সময় কাঁপি। মহাশয়! ধন্য প্রকৃতি, ধন্য তা'দের শক্তি ও মোহিনী মন্ত্র। চরাচর সৃষ্টির ভিতর তা'দের একছত্রী রাজত্ব; সর্ব্বত্রই তা'রা রাজ-রাজেশ্বরী ও রাজচক্রবর্ত্তী, দণ্ডমুণ্ডের মালিক। কাহাকেও মারিতেছে, কাহাকেও কাল মারিবে বলিয়া রাখিয়া দিতেছে, কাহাকেও ডুবাইতেছে, কাহাকেও উঠাইতেছে। একমাত্র কৃষ্ণ ছাড়া সকলেই তা'দের চাকরী করিতেছে। মহাশয়, সত্য বল্‌তে কি কেবলমাত্র তা'দের ভয়েই মুরারি কৃষ্ণের শরণ লইয়াছি,—জানি না কতদূর কি হ'বে? কৃষ্ণের নিকটে প্রার্থনা করুন, যেন আমাকে এ শক্ত রাজাদের হাতে কোন শাস্তিতে না পড়িতে হয়। যেমন আনন্দময়ীদের আনন্দময়ী মূর্ত্তি দেখে আসিয়াছি, যেন সেই রকম আনন্দময়ী মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে চলে যাই। দয়াময়ীদের দয়া চাই, আর কিছুই চাই না। আপনাদের দয়া হইলেই কৃষ্ণ দয়া করিবেন।

আপনাদের—হর।

৮ম পত্র।

বাবা অম্বু!

তোমার পত্র পাঠে বড়ই কষ্ট পাইলাম। আমাকে এত ক'রে লেখা বৃথা। যাই হোক, সদা হরিপ্রেমে মত্ত থাক, হরিনামে রত

থাক, পরোপকারে ব্রতী থাক, অবশ্যই কৃষ্ণ কৃপা করিবেন। কৃষ্ণ কিনিবার মূল্য একমাত্র লালসা, অন্য কোন ধন-রত্নের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না। জপ বল, তপ বল, ব্রত, অধ্যয়ন প্রভৃতি কোন জিনিষেই তাঁহাকে বশ করা যায় না; তাই বলি, যেন অনুরাগ বজায় থাকে। কৃষ্ণের নিকট সকলই সমান, জগতকে আপনার ভাব; জগৎ কৃষ্ণের, কৃষ্ণ আমার নিজের, এইজন্য তাঁ'র দ্রব্য অবশ্যই আমার প্রিয়। জগতকে জগৎ বলিয়া ভালবাসিও না, জগৎ কৃষ্ণের বলিয়া ভালবাস, তাহা হইলে হিংসা, দ্বেষ আসিবে না; কেন না, পরের দ্রব্য বলিয়া জ্ঞান থাকিলে সে দ্রব্যে কখন আত্মজ্ঞান হইবে না। রাখালেরা গরুগুলি গোঠে পরস্পর আপনার গরু বলিয়া সম্বোধন করে, বলে—ভাই, আমার গরুটা ফিরাইয়া আন, আমার গরুটার অসুখ ক'রেছে, আমার গরুর বাচ্ছা হ'য়েছে—কিন্তু ইহাতে তাহার কোন সুখ দুঃখ হয় না; কেন না সে মনে-প্রাণে জানে গরুগুলি তা'র নয়, মুখে কেবল আপনার বলে মাত্র। সেই প্রকার যদি মনে-প্রাণে জানিতে পারা যায় যে এ সমস্তই কৃষ্ণের, তাহা হইলে কোন জিনিষেই আসক্তি হয় না, অথচ সকল জিনিষই আপনার বলিতে পারি;—ইহার নাম সন্ন্যাস, আত্মসংযম ইত্যাদি। এই চিন্তাতেই জীব মুক্ত হয়, এ রকম পুরুষই জীবন্মুক্ত। অতএব সদাই এই ভাবে থাকিবে। এই ভাবে থাকিয়া পরোপকার করিলে কখনও অহঙ্কার আসিবে না। অহঙ্কার না আসিলেই অভিমান-শূন্য হইবে, নিরভিমানী হইলেই সেই অভিমান-শূন্য নিতাইয়ের দয়া পাইবে, আর নিতাইকে পেলেই চৈতন্য করতলগত; তখন নিশ্চিন্ত হইবে। তখন কেবল যে তুমি একা আনন্দ পাইবে তাহা নয়, অনেকে তোমার জন্য প্রেমানন্দে ভাসিবে, অনেককে তুমি প্রেমে ডুবাইতে পারিবে।

তোমারই—হর।

৯ম পত্র।

শ্রীচরণেষু—(নৃসিংহ বাবু)

প্রণাম নিবেদন বিশেষ—আপনাদের সুধামাখা পত্র পাঠে উন্মত্ত হইলাম, জানি না কি দিয়া পত্র লেখেন ও কেন এত ভাল লাগে। কত পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য ফলে আপনাদের মত রত্ন মিলাইয়া দিয়াছেন। কৃষ্ণ বড়ই দয়াময়, তাঁ'র অপার দয়ার অন্ত নাই, তুলনা নাই। পতিতের উপর তাঁ'র অধিক দয়া, তাই তিনি আমাকে এত ভালবাসেন, তাই তিনি মেঘ না চাইতে জল দিয়া থাকেন। এমন দয়াময়কেও আমরা ভুলে থাকি,—ধিক্ আমাকে! মহাশয়! কৃষ্ণ আপনাকে নব-জীবন দিয়াছেন; এবার ক্রমে ক্রমে সকল প্রকার সুখশান্তি দিবেন—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, তবে আমার উপর দয়া রাখিবেন; গরিবের উপর দয়া রাখিলে কৃষ্ণ সন্তুষ্ট থাকেন। মহাশয়! আপনারা আমাকে যাহা মনে ক'রে লেখেন, আমি তা'র কিছুরই ধার ধারি না। এ প্রেমশূন্য কঠিন জীবন ধারণ করিয়া কষ্টে দিনপাত করিতেছি। মনে করেছিলাম এ জীবনে কৃষ্ণ-ভজন ক'রে সুখী হব, কিন্তু কই তা'র কিছুই হ'ল না; কেবল মানুষ ভজিয়া চলিলাম, মানুষ ধরিতে গিয়া কৃষ্ণকে ছেড়ে দিয়াছি; আমার মত মহা পাগল এ ধরাধামে দ্বিতীয় আছে? সময় সময় জীবনকে ভার ব'লে মনে হয়। সকলই কৃষ্ণের ইচ্ছা; পথ তিনি দেখাইয়াছিলেন, আবার অন্ধকার তিনিই করিলেন, তাঁ'র যা ইচ্ছা তাই হইতেছে ও হইবে, আমাদের বৃথা চিন্তাতে কোন ফল নাই জানিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারি না, সময় সময় বড় কষ্ট হয়, এবং সেই দয়াময়ের উপর অভিমান হয়। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন যেন কৃষ্ণের উপর নির্ভর করিয়া অবশিষ্ট জীবন কাটাইতে পারি ও পাই। মহাশয়! সংসারে

পুত্র কন্যা ভ্রান্তির পতাকা ও ফলস্বরূপ; ভ্রমে উৎপন্ন পদার্থ হইতে যাহারা, সুখ বাঞ্ছা করে, তাহারা দ্বিগুণ ভ্রমে পতিত হয়; তবে রসিক জন আপনাদের পরাজয় নিশান সম্মুখে রাখিয়া কাজ করে—যেন আর দ্বিতীয় বার ভ্রমে না পড়ে। তাই বলি মহাশয়! এ ভেল্কি বাজীতে আমি এমনি মুগ্ধ হইয়াছি, যে সেই প্রাণের প্রাণ কৃষ্ণকেও ভুলে গেছি, কৃষ্ণ কিন্তু এমনি দয়াময় যে আমি ভুলিলেও তিনি ভুলেন নাই, সদা আমায় যত্নই করেন ও আদর করেন। এখন আপনাদিগকে পাইয়াছি, সময় সময় আশা হয় নিশ্চিন্ত হইতে পারিব ও আর ভ্রমে পড়িব না। এই আশা হৃদয়ে রাখিয়াই আপনাদের শরণ লইয়াছি, শরণাগতকে প্রতিপালন করিবেন এই মাত্র প্রার্থনা। ভ্রান্তকে আর ভুলাইতে চেষ্টা করিবেন না, মাতালকে আর মদ খাওয়াইবেন না। একে অহঙ্কারে পূর্ণ হইয়া বেড়াইতেছি, তাহাতে যদি আপনারা আর একটু অগাধ জলে ঠেলে দেন, তাহা হইলে আর আমায় পাবেন না; এখন ডুবান উঠান আপনাদের হাতে, যা ইচ্ছা করিতে পারেন। মহাশয়! মহাশক্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া তা'র সঙ্গে খেলিতে গিয়াছিলাম; এখন তা'র ফলভোগ করিবার সময় এসেছে; যে শক্তি আস্তে আস্তে সমস্ত জগৎ গ্রাস করিয়া বসিয়া আছে, তাঁ'দিগকে আমরা সামান্য অবলা স্ত্রী মনে করি, একবার ভেবেও দেখি না তাঁ'রা কি ও তাঁ'দের কার্য্যই বা কি? তাঁ'রা কিন্তু সব জানেন; আমাদিগকে হাবুডুবু খেতে দেখে বড় খুসি; বন্ধনের গ্রন্থি আর একটু শক্ত ক'রে দিতে সদাই যত্নবতী। খুলে দেওয়া দূরে থাক্, নিত্য নূতন ছাঁদে বান্ধিবার জন্য ব্যস্ত। আমরা এমনি শ্রীপাদপদ্মের ছুঁচা, যে দ্বিরুক্তি না ক'রে হাত ও গলা বাড়াইয়া দিতেছি, আস্তে আস্তে তাঁ'রা অষ্টাঙ্গ বন্ধন ক'রে নির্জ্জীব জড়ের মত করিয়া তুলিতেছেন। তাঁ'রা দয়াময়ীও যেমন, নিষ্ঠুরাও তেমনি, কে জানে তাঁ'দের

লীলা। জীবগণ তাঁ'দের দয়াপ্রার্থী হইয়াই ধরাধামে আসে, কিন্তু একটু সতেজ হইলেই দয়া মমতা ভুলে যায়, তাঁ'দের সমান কিম্বা তাঁ'দের অপেক্ষা বেশী মনে করিয়া তাঁ'দের সঙ্গে খেল্‌তে যায়, কিন্তু একটু পরেই নিজেদের ভ্রান্তি বুঝিতে পারে; তখন পরাজিত, ভয়ানক কারাবদ্ধ এবং তখন আর কোন উপায় থাকে না। তখন সত্যই নাক-ফোঁড়া বলদ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভার বহন করে ও সময় সময় মার খায়। তাই বলি মহাশয়! এ সাপের সঙ্গে না খেলাই ভাল, যদি খেল্‌তে হয়, তবে বেশ ক'রে বুঝে ও মন্ত্রতন্ত্র শিখে। আমরা ক, খ, না পড়েই চাকরী করিতে বাহির হই, তাই প্রভুর লাথি, ঝাঁটা খেয়ে কাঁদ্‌তেই দিন যায়। ক্রমে ক্রমে উন্নতির আশা ত থাকেই না, লাভের মধ্যে লাথিটা খুব থাকে। তবে আর একটি মজা, লাথির মত লাথি হ'লে একদিন না একদিন বিতৃষ্ণা হ'য়ে পড়ে, কিন্তু নরম পায়ের লাথির কি জানি কি গুণ, একবার খেলে আবার খেতে ইচ্ছা করে। সকলের জীবনেই এ লাথির সাধ বেশ অনুভূত হয়! ধন্য সেই শক্তিকে—যাঁ'দের এত শক্তি ও এত গুণ। এই শক্তি কৃষ্ণের একটি প্রধান আবরণ, এঁদের জন্যই কৃষ্ণকে কেহ দেখিতে পান না, দেখ্‌তে গেলেও প্রথমে ইঁহাদের হাতে পড়িতে হয়। মহাশয়! ইঁহারা শাঁখারীর করাৎ, খুসি হলেও বিপদ্—রাগ্‌লেও বিপদ্। এঁদের হাত এড়ান রসিকের কাজ; কেননা, তাঁহারা মাঝামাঝি রাস্তাটি বেশ জানেন। তাঁ'দেরই কথা বলি—

"কলঙ্ক সায়রে সিনান্ করিবি,
না ভিজাবি মাথারই কেশ।"

জোরের কাজ নয়, খোসামুদির কাজ নয়, এখন মাঝামাঝির কাজ; দয়া ক'রে আমাকে সেই পথটি ব'লে দেন মহাশয়! নীলকণ্ঠ বুঝি সেইটি পাবার জন্যই একটি গানে ব'লে গেছেন,—

"একবার ঠুলি খুলে দে মা ব্রহ্মময়ি,
তোর কৃপায় পার হই এ ভব-সাগরে।"

আমি অনেক আশাতে আপনাদের শরণ নিয়েছি। দয়া কর্‌বেন, ভিখারীকে প্রত্যহ হাতযোড়া বল্‌বেন না, এক দিন তা'র ভিক্ষার ঝুলিটি ভর্ত্তি ক'রে দিবেন; আর যদি নিতান্তই আপনার নিকট কিছু না থাকে, দয়া ক'রে একখানা সুপারিষ চিঠি দেন, আমি অন্দরে গিয়া পেশ করি ও মনের সাধে ঝুলি ভরে নিই আর পেটটা ভরে খেয়েও নিই। ঐ দয়াময়ীদের দয়া হ'লে কিছুই দুষ্প্রাপ্য থাকে না, তাঁ'রাই আমার ইচ্ছাময়ী ও পূর্ণানন্দময়ী, তাঁ'দের দয়ারই প্রার্থী............খেপার কথা কিছু মনে করিবেন না।

আপনাদের—হর।

১০ম পত্র।

শ্রীচরণেষু—

আপনার পত্র আসিতেছে সত্য, কিন্তু প্রত্যাশাতে আর থাকা গেল না, তাই আজ আবার "যেচে মান কেঁদে সোহাগ" লইতে আসিলাম। আমার মানময়ীদের কাছেই মান। আদরিণীরাই আদর জানেন; তাই আচণ্ডালিনীদের চরণে মনঃপ্রাণ বিক্রয় করিয়াছি, দেখি তাঁ'দের দয়া হয় কি না? আপনাদের সুপারিষ চিঠি নিয়ে যাব, দেখি তাতেই যদি দয়াময়ীদের দয়া পাই। জগতের সকল স্ত্রীই সেই এক মহাশক্তিরূপিণী মহাপ্রকৃতির এক একটি মূর্ত্তি। সেই কথাতে বলে "মেষের শিং বাঁকা, যুঝ্‌বার বেলা একা"; সেই রকম সব স্ত্রী এক, এই জন্যই লিখে গেছে (যদিও বুঝে নাই) "All women are the same, but their faces are different."

কথাটি সত্য, যে দিকেই লউন কথাটি সত্য। ইংরাজ মহাপ্রভু যে sense-এ লিখিয়াছেন তাও সত্য, আর জগতের সকল স্ত্রী সেই মহাশক্তি এটিও মহাসত্য। শাস্ত্রে আছে, যখন ব্যাস শিবদ্বারা কাশী হইতে বিতাড়িত হইয়া নূতন কাশী করিবার জন্য যত্ন করেন এবং গঙ্গাকে আপনার কাশীর চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া যাইবার জন্য তপস্যা দ্বারা সন্তুষ্ট করেন, তখন গঙ্গা দর্শন দিয়া বলিয়াছিলেন "ব্যাস তুমি ভ্রান্ত, পার্ব্বতীর অসন্তোষ উৎপাদন করিয়া, আমার নিকট পার্ব্বতীর বিরুদ্ধে প্রার্থনা করিতে আসিয়াছ, কিন্তু তোমার জানা উচিত পার্ব্বতীতে আমাতে ত অভেদ সত্যই, কিন্তু কেবলই যে পার্ব্বতীতে আমাতে অভেদ তা নয়, পৃথিবীতে নানা যোনিতে যে সকল স্ত্রী-মূর্ত্তি আছে সকলের সঙ্গেই আমি অভেদ।" অতএব স্ত্রী-রহস্য বুঝিবার কাহারও ক্ষমতা নাই, দূর হইতে তাঁহাদিগকে নমস্কার করাই স্ত্রী-রহস্য ভেদ করিবার প্রধান উপায়। নির্ব্বাণ-পথ পরিষ্কার করিবার মালিকও স্ত্রী, আবার চিরজীবনের জন্য সে পথ বন্ধ করিয়া ঘোর নরকের পথ পরিষ্কার করে দেবারও মালিক তাঁ'রাই। এমন বিরুদ্ধশক্তিময়ীদের শ্রীচরণে কোটী কোটী প্রণাম। তাঁ'দের আনন্দময়ী মূর্ত্তিই সুখকরী ও শুভঙ্করী, আর ঘোর পিশাচীর রূপ, মহা করালা ও ভয়ঙ্করী, যেন কখন সেই ঘোর রূপ দেখিতে না হয়। যে স্তন হইতে ক্ষীর নির্গত হইয়া আমাকে জীবন দিয়াছে, সেই স্তনই আমাকে আকর্ষণ করিয়া মৃত্যুর মুখে ডালিয়া দিতেছে। কি মহাশক্তি! ত্রাহি ত্রাহি!! মহাশয় পরম রসিক, তাই সাপ খেলিয়ে লোকের মনোরঞ্জন করিতেছেন; আমার কিন্তু বড়ই দুর্ভাগ্য, যে সাপের মন্ত্র জানি না, দয়া করে যদি শিখিয়ে দেন তা হ'লে একবার নির্ভয়ে এই কাম-রূপিণী কালী করালীদের সঙ্গে প্রাণ খুলে খেলে জীবন সফল করি। আমি মহা পামর আমার কপালে সে সুখ অসম্ভব। যাদের ক, খ, অভ্যাস নাই, তাহা-

দিগকে চেষ্টা ক'রে Conic Section বুঝাইতে পারিবেন কি? আপনারা মনে করিলে সব পারেন; মহতের অসাধ্য কিছুই নাই। এ পত্র কেবল আপনাকেই লিখি নাই; যুগলে মাখামাখি ক'রে লিখিলাম। এ অধমকে শিখাইতে ও তরাইতে যুগল-রূপ ব্যতীত অন্য রূপের পক্ষে অসম্ভব; তাই মিলাইতে ও মিলাইয়া দেখিতে বড় ভালবাসি। যুগলে আমার প্রণাম জানিবেন। গরবিণীদের গরব দেখিতে বড় ভালবাসি।

আপনাদের—হর।

১১শ পত্র।

শ্রীচরণেষু—

মহাশয়! আপনাদের শরীর খারাপের আর একটি নিগূঢ় কারণ এই যে, বলুন দেখি! যদি মেয়ে পরিণত বয়স পর্য্যন্ত স্বামী হস্তে ন্যস্ত না হইয়া পিতৃ-মাতৃ-গৃহে বাস করে, তা হইলে তা'র শরীর কি কখন ভাল থাকে? Palpitation of the heart, মূর্চ্ছা, নিস্তেজতা, জড়তা প্রভৃতি নানা রোগাক্রান্ত হইয়া শরীর মাটি হয় কি না? সেই প্রকার ঈশ্বরের সৃষ্টিতেও লক্ষ্য হয়। তমঃ—আরম্ভ, রজ—মধ্য-অবস্থা, সত্ব—শুদ্ধ অবস্থা। জীব যদি ক্রমে তমঃ হইতে আরম্ভ করিয়া সত্বের দিকে ধাবিত না হয়, তাহা হইলে তা'র শরীর আপনা-আপনি খারাপ হইয়া পড়ে। বাল্যকাল জীবনের কোন অবস্থার মধ্যেই গণ্য নয়; যৌবন হইতে অবস্থার আরম্ভ, সেই অবস্থাতে মানুষ তমোগুণাক্রান্ত হইয়া নানা কার্য্য করে; তখন সহ্যও হয়; পরে প্রৌঢ় অবস্থা আসে; তখন মানুষ তমঃ সত্বের মাঝামাঝি থাকে; পরে বার্দ্ধক্য অবস্থা—তখন সত্বগুণ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। সাধন সম্বন্ধেও তাই; শক্তি আরম্ভ, শৈব সৌর প্রভৃতি

মধ্য অবস্থা এবং বৈষ্ণবতা চরম। আমাদের এখন মার নিকট থাকিবার সময় নাই, বিবাহের উপযুক্ত হইয়াছি; অতএব এখন জগৎস্বামী কৃষ্ণের অনুগমন করাই কর্ত্তব্য। এখন অনেক পুণ্যফলে ব্রজধামে আসিয়াছেন, অন্তর-বাহিরের ময়লা ধৌত করিয়া মধুর কৃষ্ণনাম গ্রহণ করুন, দেখিবেন নব-জীবন প্রাপ্ত হইয়া চিরসুখে থাকিবেন। আর মাংস ইত্যাদি তামস ভোজনে, পশুহিংসা ইত্যাদি তামস যাগযজ্ঞে রত থাকিয়া শরীর মন অপবিত্র করিবার সময় নাই। এখন শুদ্ধাহারে ও কৃষ্ণনামে রত হওয়া উচিত। দেখিবেন—এক মাসের মধ্যে শরীর সুস্থ, মন পবিত্র হইয়া বিশুদ্ধ আনন্দ ভোগ করিতে পারিবেন। শরীর আহারের উপর নির্ভর করে; বিশুদ্ধ দ্রব্য আহার করিলে শরীর কেন বিশুদ্ধ না হ'বে? মাটির জিনিষ মাটিই থাকে, আর সোনার জিনিষ সোনাই থাকে। মাটির দ্রব্য কোন ক্রমেই সোনা হইতে পারে না। সোনা মাটী হইতে পারে না। সেই রকম তামসিক দ্রব্য আহারে শরীর তামসিকই হইয়া থাকে। মহাশয়! আমি অতীব চণ্ডাল, কি বুঝিব কৃষ্ণনামের মহিমা! তবে শাস্ত্রে শুনেছি ও অনেক সাধুর মুখে শুনেছি যে কৃষ্ণনাম একটি মহৌষধি; অন্যান্য ঔষধে কেবল-মাত্র দৈহিক রোগ নাশ করে, কৃষ্ণনাম পারমার্থিক ব্যাধিও নাশ করে, জীবকে পবিত্র করে ও শান্তিময় বৃন্দাবনে লইয়া যায়। ভবরোগ নাশের এমন ঔষধ আর নাই। শারীরিক ব্যাধি, নামাভ্যাসে নষ্ট হইয়া শরীর পবিত্র হয়। অতএব এখন সেই মহৌষধি ব্যবহার ক'রে দেখ্‌লে ভাল হয় না? আর ভুলে থাকা কি ভাল? এই মধুর নাম অহরহঃ স্মরণ করিবার অভিলাষে শিব সংসার ত্যাগ ও বিল্বমূল আশ্রয় করিয়াছেন। ইহার দ্বারা প্রমাণ হইতেছে, সংসার ত্যাগ পারমার্থিক—বিল্ববৃক্ষ ঐহিক শান্তির সোপান। তাই নিবেদন এই যে, অহরহঃ কৃষ্ণনামে মত্ত থাকুন,

দেখিবেন সকলই ভাল হ'বে। পাগলের মত নানা কথা লিখিলাম, কিছু মনে করিবেন না, মাপ করিবেন।

একান্ত অনুগত—হর।

১২শ পত্র।

যতীন বাবু!

আপনার পত্রখানি আদ্যোপান্ত পাঠে বড়ই লজ্জিত হইলাম। পর্ণ-কুটীরবাসী কিম্বা তা' অপেক্ষাও দরিদ্র বৃক্ষতলবাসীর নিকট আপনার রাজ্য প্রার্থনার মত, এ অধম চণ্ডালের নিকট সদুপদেশ পাইবার অভিলাষ করা হইয়াছে। আমার অবস্থা আমিই জানি, আমার মত ভণ্ড আর দু'টি নাই। যাহারা পাপকে পাপ জানিয়া করে, তাহারা কৃষ্ণের নিকট ক্ষমা পায়; কিন্তু আমার মত পাষণ্ড,—যাহারা প্রভুর নাম লইয়া, ধর্ম্মের ভাণ করিয়া পাপ করে,—তাহাদের উদ্ধার কোথায়? আমার ভিতরের কথা মনে মনে চিন্তা করিতেও মহাভয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। লোকের নিকট প্রকাশ করা ত অসম্ভব।

"মদ্বিধো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন।
পরিহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম॥"

আমার অবস্থা তাই। নিজের পাপের কথা প্রভুর নিকটে বলিতে লজ্জা হয়।

অর্থলাভ এই আশে, কপট বৈষ্ণব বেশে,
ভ্রমিয়া বেড়াই ঘরে ঘরে।"

ঠিক এইটি আমার ভিতরের কথা, তবে যে আপনি অটল প্রভৃতির মুখে আমার সম্বন্ধে যাহা শুনিতে পান তাহার কারণ অন্য কিছুই নয়, তা'রা দয়া ক'রে আমাকে ভালবাসে ও নিজের জন মনে করে; তাই তা'রা

আমার দোষগুলি গুণ ব'লে মনে করে ও লোকের নিকট বলিতে লজ্জা বোধ করে না। প্রবাদ আছে, নিজের ছেলে পাথুরে কয়লার মত কাল হ'লেও মা-বাপ তাহার মধ্যে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ দেখিতে পায়। ভালবাসার চক্ষু পৃথক্ "Lover sees angel's beauty in Egyptian brow" তাই তা'রা আমাকে ভালবাসে। যাহা হউক সত্য সম্বন্ধে আমার কোন গুণ নাই।

মহাশয়! গত কর্ম্ম ভুলিয়া যান; তা'র জন্য দুঃখ করিবেন না। পাপিগণ যে দিন কৃষ্ণনামে দীক্ষিত হয়, সেই দিন হইতে তাহার পূর্ব্ব পাপ ধ্বংস হইয়া নব-জীবন হয়। আপনারও নবজীবন হইয়াছে, এখন আর পূর্ব্ব কর্ম্ম চিন্তা করিয়া অনর্থক মনে অশান্তি আনিবেন না। নিশ্চিন্ত মনে নাম করিতে থাকুন, সকল অশান্তি দূর হইয়া পরম শান্তি আসিবে, কোন চিন্তা নাই। কৃষ্ণনাম হইতে মহামন্ত্র আর নাই। নামই ভবরোগের একমাত্র মহৌষধি। নাম করিলে ইহ-পরকালে অবিশ্রান্ত আনন্দ ও শান্তি পাওয়া যায়। নাম ভুলিবেন না। নাম করিতে সময় অসময়, স্থান অস্থান, পবিত্রতা অপবিত্রতা কিছুই বিচার নাই, ইহাতে আসন-শুদ্ধি ভূত-শুদ্ধি নাই, যখন তখন লইলেই উপকার ও আনন্দ। জীবের দুঃখে কাতর হইয়া দয়াময় হরি শ্রীগৌরাঙ্গরূপে আসিয়া আচণ্ডালে নাম বিলাইয়া জগৎ ধন্য করিয়াছেন, এই জন্যই শ্রীগৌরাঙ্গ সর্ব্বপ্রধান বলে মনে হয়।

আপনার শরীরের অবস্থা শুনিয়া সত্যই দুঃখিত হইলাম; যাহা হউক কোন চিন্তা করিবেন না। এখনও সময় আছে, এখনও চেষ্টা করিলে ভাঙ্গা ঘর নূতন হইতে পারিবে। ঘরখানি এখনও বাসোপযোগী আছে, এখনও সমান্য খরচ করিলেই আবার ঠিক্ হইয়া যাইবে। এখনও সাবধান হইলে সুখে থাকিতে পারিবেন। শরীর ভাল রাখিবার জন্য

ব্রহ্মচর্য্যই সর্ব্ব প্রথম ও প্রধান উপায়। বীর্য্যই জীবন, বীর্য্যই শরীর রক্ষার মূল কারণ; বীর্য্য-ধারণই প্রধান ব্রহ্মচর্য্য, এটি যেন মনে থাকে। এ সম্বন্ধে আর আর যাহা বলিতে ও করিতে হইবে, তাহা অটলের নিকট শুনিবেন। কিছুদিন প্রত্যহ ১০।১২টি বড় এলাচ খাইবেন, তাহাতে অনেক উপকার পাইতে পারেন। পরের সামান্য উপকার করিতে পারিলে জীবন সার্থক জ্ঞান করিবেন। বাক্যের দ্বারা, কার্য্যের দ্বারা পরের উপকার করিবার চেষ্টা করিবেন। আহারের উপর বিশেষ নজর রাখিবেন। অপবিত্র দ্রব্য কখন গ্রহণ করিবেন না। পতিপ্রাণার উপর নজর রাখিবেন। তাঁ'র উপযুক্ত মান্য করিবেন। তাঁ'রাই গৃহ-লক্ষ্মী ও মূলশক্তি বলিয়া মনে করিবেন। জগতের স্ত্রী মাত্রেই উপযুক্ত মান্য করিবেন। কুকুর বিড়ালের স্ত্রীকেও সেই মহাশক্তি মনে করিয়া মান্য করিবেন। তাঁহাদের মর্য্যাদার অতিক্রম করিবেন না, তাঁহারাই বল দিবার ও হরিবার একমাত্র মালিক। সাবকাশ মত অটল, নিয়োগী প্রভৃতির সহিত গোপনে আলাপ করিবেন তাহাতে অনেক আনন্দ পাইবেন। হাতরাসে আর কতদিন থাকিবেন? মহাশয়! আমার উপর দয়ার নজর রাখিবেন। আপনারাই আমার আশা, ভরসা, আমার নিজের কোন শক্তি বা ক্ষমতা নাই। প্রকৃত সাধন ভজন-হীন একটি বদ্ধ জীবমাত্র। আমার কোন গুণ নাই। রাধা, অটল, প্রভৃতি সকলেই আমার আশা, ভরসা। তা'দের নিকটেই অনেক জানিতে পারিবেন। ইষ্ট মন্ত্র যাহা হউক, নাম লইবার সময় মধু মাখা রাধাকৃষ্ণ নাম লইবেন; সবই এক, নামমাত্র ভেদ। কোন রকম দ্বিধা করিবেন না। আমার মত নরাধমকে দেখ্‌বার জন্য এত কাতর কেন? কৃষ্ণ-ইচ্ছা থাকিলে একদিন না একদিন দেখা হ'বেই হ'বে। আপনার পরম পবিত্রা স্ত্রীকে আমার যথাযোগ্য প্রণাম জানাইয়া নিবেদন

করিবেন যেন আমার উপর স্নেহের ও দয়ার নজর রাখেন। তাঁ'দের ভালবাসাতেই আমার এত গরব, আমার নিজের বলিতে কিছুই নাই। মাঝে মাঝে শ্রীধাম বৃন্দাবন দর্শন করিতে যাইবেন, তাহাতেও মনের অনেক শান্তি পাইবেন। আমরা কৃষ্ণ-কৃপাতে ভাল আছি, কোন চিন্তা করিবেন না। মাঝে মাঝে দয়া করিয়া আমার খবর লইবেন।

আপনাদের—হরনাথ।

১৩শ পত্র।

প্রাণের রাধা!

বাবা! তোমার পত্র ও লিচুর পার্শেল পাইলাম। এত যত্ন কেন? আমাদের দিন ত হ'য়ে এসেছে, আর এত যত্ন কেন? বাবা! বল্‌ব কি প্রত্যেক লিচুতেই তোমাদের ভালবাসা, স্নেহ ও চেহারা মাখান রহিয়াছে; প্রত্যেক দ্রব্যটি আমি বড় আদরের সহিত স্পর্শ করিয়া তোমাদের আলিঙ্গন সুখ পাইলাম। আনন্দের জিনিষ সকলেই আনন্দ করিয়া খাইলাম। হে বাবা রাধা! আমার জন্য এত ভাবনা কেন? ভাবনার ত কোন কারণ নাই। আমি বার বার লিখি আমার জন্য ভাবিও না, তবে ভুলে যেও না, মাঝে মাঝে খবর লইও। তোমরাই আমার জীবনের সর্ব্বস্ব, তোমরাই আমার ধর্ম্মধ্বজ, তোমাদিগকে মনে হইলে এ দুঃখময় সংসার, বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও আনন্দময় বলিয়া মনে হয়, আর ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। এখন সংসার ছাড়িতে একটু কষ্ট মনে হয়। এক সময়ে যে সংসারকে ছাড়িবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছি আজ কেবল তোমাদের জন্যই সেই সংসারেই কিম্বা তা অপেক্ষা ভীষণতর সংসারে আরও কিছু

দিন থাকিতে ইচ্ছা করে। আশ্চর্য্য হইলাম, ধন্য তোমাদের বল। শ্রীজয়দেব যে লিখিয়া গিয়াছেন—

কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাং।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীং ॥"

এখন বুঝিলাম সেই গোলোকবিহারীকে এ সংসারে আনিবার জন্য প্রেমই কেবল সক্ষম; প্রেমে আকৃষ্ট হইয়াই গোলোক ছাড়িয়া হরি ব্রজভূমে, প্রেমের জন্যই নারায়ণ বৈকুণ্ঠ ও লক্ষ্মী ছাড়িয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। যখন সেই কৃষ্ণের সম্বন্ধে প্রেম এত বল ধরে, তখন সামান্য মনুষ্যের ত কথাই নাই। আমিও এখন তোমাদের প্রেমে পড়িয়া জীবন-সর্ব্বস্ব প্রাণ কৃষ্ণকে পর্য্যন্ত ভুলিয়াছি। তোমাদের চিন্তাতেই দিনরাত কাটে, ইষ্ট চিন্তা করিবার সময় পাই না, সময় পাইলেও মন যায় না। অতএব তোমরা পত্র না পাইলে মনে করিও না যে আমি ভুলিয়া নিশ্চিন্ত আছি। প্রাণ গেলেও, তোমরা থাকিবে। প্রাণের রাধিকা! বাবার কথা শুনিয়া মোহিত হইলাম, আশ্চর্য্য হইলাম না। রাধিকা আমার শিবানন্দের পুত্র প্রেমদাসের মত। তাই সে মনে মনে সকল করিতে যায়, বাহিরে তত দেখায় না। বাবা রাধা! রাধিকার ভাব দেখে আশ্চর্য্য হইও না, কারণ বড় সাপ অপেক্ষা ছোট সাপের বিষ বেশী, বৃদ্ধ অপেক্ষা বালকের চেষ্টা অধিক, সিদ্ধ অপেক্ষা সাধকের ব্যাকুলতা অধিক, সেইরূপ প্রথম অবস্থায় সকলেরই এই রকম হইয়া থাকে। পূর্ব্বরাগে শ্রীমতীর যে চেষ্টা ও আকুলতা, এমন কি বিরহে পর্য্যন্ত সে ভাবের অভাব। রাধিকার আমার এই পূর্ব্বরাগ। এখন প্রার্থনা, এই নব অনুরাগ দিন দিন মহারাগে পরিণত হউক। প্রেম দিন দিন মহাভাবে পরিণত হউক। কৃষ্ণ সে দিন কবে আনিবেন? আমাদের মধ্যে কোন একজনার সেই ভাব হইলে আমরা সকলেই কৃতার্থ হইব। একজনা খরচ পত্র ক'রে প্রতিমা আনে,

হাজার লোক দেখে আনন্দ করে। এক অদ্বৈত শ্রীগৌরাঙ্গকে আনিলেন, লক্ষ লক্ষ জীব দর্শনে নিষ্পাপ হইল—প্রেমের বন্যায় জগৎ ভাসিয়াছিল। সেই রকম বাবা, একজনার মহাভাব হইলেই আমরা সবাই ভাব-সমুদ্রে ডুবিব। সে দিন কত দূরে জানি না। দেখ্‌তে পাব কি? শরীর ক্ষণভঙ্গুর, ইহার উপর কোন ভরসা নাই, এই আছে—এই না থাকিতে পারে; তাই চাই সে দিন শীঘ্র শীঘ্র আসুক। আশাতেই রহিয়াছি। কৃষ্ণ দয়াময়, অবশ্যই দয়া করিবেন। অটলরা যেমন সুখে আছে, তোমরা আমার ত সেই রকম আনন্দে আছ? কম কিসে? ছেলে মেয়েরা মাঝে মাঝে কষ্ট দেয় বুঝি? এও একটা মজা, আস্বাদন করে লও। এ ভ্রান্তি-বৃক্ষের ফল। এটির নামই আসল "দিল্লিকা লাড্ডু।" এখন এর মজাও দেখা চাই, তা না হ'লে অসম্পূর্ণ থাকে। কোন চিন্তা নাই। অটলের মত তোমরাও সুখে আছ ও থাকিবে।

তোমার—হর!

১৪শ পত্র।

শ্রীচরণেষু—(নৃসিংহ বাবু!)

আপনার ২২এ তারিখের পত্র অদ্য পাইলাম; আর যে পত্র পাইব ও পত্র লিখিব এমন আশা থাকে নাই, এখনও যে আছে তাহা বলিতে পারিতেছি না; তবে কৃষ্ণের ইচ্ছা। মহাশয়! যাঁহারা মহাপ্রলয় সম্বন্ধে কোন রকম বিশ্বাস করিতে পারেন না, তাঁহারা এই সময় একবার কাশ্মীরে আসিয়া নারায়ণের বিরাট্ মূর্ত্তি দেখিয়া যা'ন। এখনও কাশ্মীর ১৬ ফিট্ জল মধ্যে; ৯ই শ্রাবণ তারিখে সমগ্র কাশ্মীর ৪০ ফিট্ জলমগ্ন হইয়া, যাহা কিছু ছিল, সমস্ত আত্মসাৎ করিয়া এখন চতুর্দ্দিকে কেবল জলরূপ ধারণপূর্ব্বক মহাকাল আনন্দে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। ২০০ খানি গ্রাম একেবারে

চিহ্নশূন্য ও জীবশূন্য। কাশ্মীর সহরে প্রায় ৪০০০ বড় বড় ঘর একেবারে ভূমিসাৎ ও চিহ্নশূন্য। লোক সকল পর্ব্বত পাহাড়ের উপর, রাস্তাতে বৃক্ষের উপর দিন রাত অতি কষ্টে কাটাইতেছে। এমন ভীষণ মূর্ত্তি কেহ কখন দেখে নাই; দেখিতে দেখিতে বড় বড় মোকাম একেবারে পতিত হইতেছে—দেখিলেই মনে হইতেছে যেন ইন্দ্র-বজ্রে এক-একটা মহাসুর পড়িতেছে। এই ত এক রকম; দ্বিতীয়—তার উপর অনাহার, টাকায় তিন সের চাউল, তা'ও পাওয়া যাইতেছে না। এমন সোনার লঙ্কা একেবারে আমাদের মতন বানরের হাতে পড়িয়া ছার খার হইল। এমন হৃদয়বিদারক দৃশ্য কেহ কখন দেখে নাই এবং তজ্জন্য অনুভব করিতেও পারিবে না। যে দেখেছে, সে আর জীবনে ভুলিতে পারিবে না। শুনিলে ভয় পাইবেন, তিন তালা চার্ তালা বাটীর ছাদের উপর আমরা নৌকায় বেড়াইতেছি। এমন ভয়ানক অবস্থা কেহ কখন দেখে নাই ও দেখিবে না। তার, ডাক একেবারে বন্ধ হইয়াছিল, কল্য হইতে বোটের উপর কাজ করিতেছে; এক হাজার বর্গ মাইল জল গর্ভে। যাহা হউক মহাশয়! এ হতভাগ্যের জন্য ভাবিবেন না; যাহা হ'বার তাই হ'বে। কৃষ্ণ বড় দয়াময়, তিনি যা করিবেন তাহাই হইবে। আমি তাঁ'রই এবং তাঁ'রই কৃপাতে কালকে ভয় করিতে শিখি নাই। মহাশয়! স্বামীকে পাইলে পিতা মাতাকে বিস্মরণ হইবার কথা ত কোন শাস্ত্রেতে বলিতেছে না, তবে এই মাত্র বলিতেছে যে স্বামী পাইয়া আর পিতা মাতাকে আশ্রয় করিও না; যে স্ত্রীর এ জ্ঞান না হয়, সে কেবল-মাত্র স্বামী-সোহাগিনী হইতে পারে না। বিবাহের পর পিতা মাতাকে বেশী টান দেখাইলে লোকে তা'র নিন্দা করে ও স্বামী তা'র উপর অসন্তুষ্ট হন। তাই বলি স্বামী পাইয়া পিতা মাতাকে নিজের মনে করিতে হয় এবং স্বামীকে পরম আশ্রয় মনে করিতে হয়। শাস্ত্রে তাই বলিতেছে—

"সর্ব্বদেবে পূজিবে, না হইবে তৎপর,
সবার কাছে মেগে নেবে কৃষ্ণ-ভক্তি বর" ॥

দেখুন, ব্রজগোপীরা মহা-কাত্যায়নী-ব্রত করিয়াছিলেন, জগন্মাতা সন্তুষ্টা হইলেন, তখন তাঁ'র নিকট কৃষ্ণকে স্বামীরূপে পা'বার জন্য বর লইয়াছিলেন। এমন নয়, যে স্বামী পেয়ে মা বাপকে শত্রু ভাবিতে হ'বে, যাহারা সেরূপ করে তাহারা পাষণ্ড মধ্যে গণ্য ও মহাপাতকী। তাহাদের কোন গতি নাই। মহাশয়! কন্যার যখন বিবাহ হয় তখন কি পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে? রূপ, রং, চেহারা, নাম সকলই সেই থাকে, পরিবর্ত্তন কেবলমাত্র হয় একটি অদৃশ্য পদার্থের, তাহার নাম—হৃদয়, মন ও প্রাণ। কন্যা সম্প্রদান করিবার পর কন্যার চারি হাতও বাহির হয় না, কিম্বা ত্রিনয়নও প্রকাশ পায় না। সেই রকম, ইহাতেও সকলই তাই থাকিবে, কেবল "গোত্রান্তর" যেটি কথার কথা মাত্র সেই অনির্ব্বচনীয় পদার্থটির পরিবর্ত্তন হইবে মাত্র। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে পরিবর্ত্তন কেবল মনের ভাব ও প্রাণের গতি। সেই রকম সকলই তাই রাখুন,—মন্ত্র, তন্ত্র সকলই তাই রাখুন, কেবল মাত্র প্রাণের টান সেই এক স্বামীর উপর রাখুন; তা' হ'লে মা বাপের আদরও পাবেন, স্বামী-সোহাগিনীও হবেন। স্বামী-সোহাগিনী হওয়া যে কত আনন্দের তা' সতীরাই জানেন, আদরিণীরাই তাহা অনুভব করিতে পারেন, অন্যের পক্ষে তাহা দুর্ব্বোধ্য। যাহারা স্বামীর সোহাগ চেনে না তাহারাই মাঝে মাঝে আদরিণীকে নানা প্রকার বিদ্রূপ করে মাত্র; সোহাগিনী কিন্তু নিন্দুকের নিন্দাতে কর্ণপাতও করে না। তা'র আনন্দ সেই জানে, এই জন্য দেওয়ান রামকৃষ্ণ বলিয়া গিয়াছেন,—"রামকৃষ্ণ কয় এমনি জনে, পরের নিন্দা শুন্‌বে কেনে, তাঁর আঁখি ঢুলু ঢুলু রাত্রি দিনে, কালী নামামৃত-পীযূষ পানে।" প্রেমিক কখনও পরের কথায় কর্ণপাত করে

না। সে আপন সুখে আপনি মাতোয়ারা। তাই নিবেদন, কিছুই পরিবর্ত্তন করিতে হইবে না, হ'বে কেবল মাত্র মনের ঢেউকে; আর প্রাণের কথা প্রাণের সঙ্গে কইতে হ'বে, অন্যের সঙ্গে নয়। "আপন ভজন কথা, না কহিবে যথা তথা"। একটা গানেও শুনিয়াছি "প্রেমের এই মানা, না হ'লে প্রেম ত র'বে না। আপন বিনে অন্য পানে চাইতে পা'বে না" ॥ ইত্যাদি। ইহার অর্থ, আপনার জন ব্যতীত অন্যের নিকট প্রাণের কথা কহিতে নাই, তা'তে দু'দিক যায়।

আপনাদের—হর।

১৫শ পত্র।

শ্রীচরণেষু—

মহাশয়ের শারীরিক সংবাদে প্রাণে যে কি কষ্ট অনুভব করিতেছি, তাহা, সেই অন্তরের অন্তরে যিনি রহিয়াছেন তিনিই বুঝিতেছেন। যাহা হউক কোন চিন্তা নাই, কৃষ্ণের খেলা তাঁ'কেই খেলিতে দেন; কোন ভয় নাই নিশ্চিন্ত মনে থাকুন। মহাশয়! মৃত্তিকাতে যে যে বীজ বপন করা হইয়াছে, সময়ে যেমন সেই সকল বীজই অঙ্কুরিত হইয়া কেহ বা ফল ফুলে শোভিত হইয়া নিজেও সুখ পায়, আর যে দেখে তাকেও সুখ দেয় আর কেহ বা অঙ্কুরিত হইয়াই অল্পক্ষণ মধ্যে মরিয়া যায়, সেই রকম, যে যে কর্ম্মবীজ জড়িত হইয়া এই দেহের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই সকল বীজ অবশ্যই সময়ে অঙ্কুরিত হইয়া জীবকে সময়ে সুখ ও দুঃখ দিতে থাকে; সে জন্য আপনার মত লোকের দুঃখ করা কখনই উচিত নয়। সময়ে এ রকম নানা জিনিষ আসিবে ও যাইবে, ইহার প্রতি কোন রকম দৃক্পাতও না করিয়া আনন্দে দিন কাটাইতে থাকুন। এখানকার খেলা যতদিন শেষ না হয়, ততদিন আর অন্যত্র কেহ

যাইতে পায় না, কিম্বা চেষ্টা করিলেও যাইতে পারে না। ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি যেমন শারীরিক ধর্ম্ম, জরা বার্দ্ধক্যও তেমনই শরীরের ধর্ম্ম, এ গুলি না থাকিলেও শরীর থাকিতে পারে না। দৈনিক পরিবর্ত্তনের সহিত থাকিয়া শরীরও নানা রকমে পরিবর্ত্তনের অধীন হইয়া থাকে। এ পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য, এ নিয়ম অপরিবর্ত্তনশীল। অতএব ইহাতে দুঃখ করা বা শোক করা কোন রকমেই উচিত নয়।............কোন চিন্তা করিবেন না।

একান্ত অনুগত—হর।

১৬শ পত্র।

শ্রীচরণেষু—

মহাশয়! আপনাদের পত্র পাইলেই দুর্য্যোধনের অবস্থা আমার হয়, হর্ষ বিষাদ একত্র। পত্র পাঠ শেষ হইলেই জানি না কেন চক্ষে জল আসে। আমাকে সকলে মহানিষ্ঠুর বলিয়া জানে; মহাপাষণ্ড সত্যই, কিন্তু ধন্য আপনাদের মন্ত্র-বল যে এত দূরেও—আমাকে টানিয়াছেন। centre of gravity-র মত। ধন্য বল আর ধন্য মন্ত্রচালক। আমাকে ঝড়ের মুখে শুষ্ক পাতার ন্যায় উড়াইয়াছেন, অধীর অস্থির করিয়াছেন। জানি না এর শেষ কত দিনে? আপনাদের খেলা আপনারাই জানেন। সত্য মহাশয়! সাপের ফোঁস দেখে ভয় পেয়েছি, কিন্তু, দুঃখের মধ্যে এই যে it is too late now. যাহা হউক, কৃষ্ণ যে এখনও দয়া করিয়াছেন ইহাই পরম মঙ্গল। মহাশয়! সাপের বিষে মানুষ মরে, আবার বিষের জোরেই মানুষ বাঁচে; অতএব সাপের এ দুইটি গুণই আছে। যে সাপ

জড়িয়ে রেখেছিল সেই দয়া ক'রে যখন পথ দেখা'তে চেষ্টা করেছে, তখন চৈতন্য হ'য়েছে, তখনই চরণে শরণ নিয়েছি। এই জন্যই কুকুরী, বিড়ালীও আমার নিকট বড় আদরের ও মান্যের সামগ্রী। সকল রূপেই স্ত্রীমুর্ত্তি আমার বড় ভাল লাগে; গাছে, পাতায় সেই রূপ দেখে আমি আনন্দে বিভোর হই। মহাশয়! মাপ করিবেন, আমি কি বলিতে বলিতে কি বলে ফেল্‌লাম; পাগলের সকল্‌টাই পাগলামি। দয়া করুন যেন পথভ্রষ্ট না হই, পথ ভুলে আবার যেন কাদায় না পড়ি! সুধা মনে ক'রে দু'হাত পুরে বিষ না খাই। যাহা খাইয়াছি তাহা এখনও পর্য্যন্ত পরিপাক হয় নাই। আর খাইলে প্রাণ যাবে। প্রাণের কথা আপনার নিকটেই বলিলাম, মাপ করিবেন। গরলই সুধা আবার গরলই প্রাণ নাশ করিবার ঔষধ। শক্তি প্রাণনাশিনী ও প্রাণতোষিণী, উভয়-রূপিণী। যে, যে ভাবে এই মহাশক্তিকে দেখে, তিনি তাঁ'কে সেই ভাবেই দেখা দেন। তাঁ'দের চরণে এই প্রার্থনা যেন কালী করালীরূপে আর দেখা না দেন। প্রেমময়ী রাধারূপ তাই এত ভাল লাগে। কামের পক্কাবস্থার নাম প্রেম, আর সেই প্রেম-স্বরূপিণী আমার রাধা, এখানে কাম-গন্ধ পর্য্যন্তও নাই; এই জন্যই রাধাকে সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণ "মদনমোহন" নাম পাইয়াছেন। রাধা না থাকিলে তাঁ'র নাম কেবল "মদন"। এই জন্যই শারী রাধাকে উদ্দেশ করিয়া শুকের প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিল—

"যদা সঙ্গে রাধা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।
অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ॥"

প্রেমময়ীর আশ্রয় লইয়াছি, এখন তাঁ'র দয়া হ'লেই কৃতার্থ হই। আশীর্ব্বাদ করুন যেন দয়াময়ীর দয়া পাই। মহাশয়! তাপ শুভঙ্কর যতক্ষণ দূরে থাকে; নিকটে গেলেই দগ্ধ করে দেয়, তখন ভজন সাধন কিছুই মানে না। তাই বলি স্ত্রী-রহস্য দূরে থেকে দেখ্‌তেই মজা ও আনন্দ, নিকটে

গেলেই দগ্ধ ও জীবনশূন্য জড় হইতে হয়। মহাশয়! এ রহস্য দুর্ভেদ্য ও গভীর! মহা মহা রথী এ ব্যূহচক্র ভেদ করিতে না পারিয়া পরাস্ত হইয়া গেছেন। স্ত্রী কন্যা ভ্রমে যেন এ শক্তির অনাদর না হয়। মহাশয়! চক্ষে চক্ষু মিলাইয়া সাপ খেলিতে হয় কিম্বা বাঘের সঙ্গে লড়াই করিতে হয়। চক্ষের পলক পড়িলেই অমনি দংশন বা ভীষণ আক্রমণ। বড়ই সাবধানে চলিতে হয়। "ক্ষুর ধারে বাস" বলে তা সত্যই এই। জানি না এই দয়াময়ীদের দয়া পাব কি না। জগৎ-প্রসবিনী, পালিনী ও গ্রাসকারিণী সবই একাধারে। মহাশয়রা রসিক জেনেই শরণ লইয়াছি, ভুলাইয়া দিবেন না, দয়া করিবেন। আমি সত্যই অতীব ভ্রান্ত, জানি না কিসে কি হয়। "আমার কাজের মধ্যে দুই," কিছুই মনে করিবেন না। যেমন সয়তান ইভ্‌কে ভুলাইয়া পাপের রাস্তাতে লইবার জন্য তা'র কবরী বন্ধনের জন্য সরল সর্পাকার ধারণ করিয়া আপন কার্য্য সমাধা করিয়াছিল, আমিও কলির চর, মানুষের আকারে মানুষকে কুপথে লইবার জন্য এ বেশ লইয়াছি। আমার ভিতর বাহির আছে বলিয়াই আপনার চিনিতে এত কষ্ট হইতেছে। ....আপনারা আনন্দে আছেন শুনিলেই আমার মহা-আনন্দ হয়, সদাই এইটিই শুনিতে ইচ্ছা।

আপনাদের ক্রীতদাস—হর।

১৭শ পত্র।

প্রিয়তম ক্ষীরোদ!

আমার জন্য বৃথা চিন্তা না করিয়া সেই চিন্তামণির চিন্তাতে দিন রাত ডুবিয়া থাক, তাহা হইলেই সুখে থাকিবে। ভালবাসা মুখে মুখে থাকিলে তাহাকে কাম বলে, আর অন্তরে থাকিলেই প্রেম নাম হয়। তাই

বলি ভালবাসার স্রোতটাকে অন্তরের দিকে ফিরাইতে চেষ্টা কর। মুখে হা হুতাশ কোন কাজের নয়। তোমার ভালবাসা, যা'কে ভালবাস, সে পর্য্যন্ত বুঝিতে না পারে; প্রাণের টান প্রাণে প্রাণে রাখ, মুখে যেমন তেমন হইয়া থাকিবে। মনের ভাব মুখে প্রকাশ হইলে, পাগলের বুলি ব্যতীত অন্য কিছুই হইতে পারে না। মুখের কথাতে চক্ষে জল আসে না। প্রাণের কথায় প্রাণে আঘাত পায়। এই পাগলের মত কি বলিতে কি বলিলাম, একটু চিন্তা করিও। ভালবাসার ধনকে হৃদয়ের রাজা ক'রে রাখ, কিন্তু অন্য কাহাকেও জানিতে দিও না। পায় ধরিলেও ভালবাসা হয় না, নিকটে ব'সে কাঁদ্‌লেও ভালবাসা হয় না। ভালবাসা মনে ও প্রাণে চাই, নয়নে নয়নে নয়। তুমি ভালবাস আর অপরটিকে এই রকম ভালবাসিতে শিক্ষা দাও। নিকটে থাকিলে এ রকম ভালবাসা হয় না, এই জন্য ভালবাসার ধনকে প্রথম প্রথম দূরেই রাখিতে হয়; যখন কেঁদে কেঁদে, ভেবে ভেবে, সামান্য কাম-ভাব পুড়ে ভস্ম হইয়া যায়, তখন যেটুকু থাকে, সেটুকু বিশুদ্ধ ভালবাসা,—তা'রই নাম প্রেম। মনে রাখিও, বৌকেও বলিও। আমি বেশ ভাল আছি, আমার জন্য কোন চিন্তা নাই।

শ্রীহরনাথ।

১৮শ পত্র।

শ্রীচরণেষু—নৃসিংহ বাবু!

মহাশয়! একটু নিবেদন—এই উপনয়ন উপলক্ষে আপনারা যাইবেন, আমার শুক শারী যাইবেন, বৃন্দাবন হইতে আমার মা যাইবেন,—ইহাতেও যদি অভিমানিনীর মুখে হাসি না দেখেন, তা' হ'লে ২।১ খানা হাসি ধার ক'রে আটা দিয়ে মুখে চিটিয়ে দিবেন। মহাশয়! মন

যোগাইতে যোগাইতে আমার জীবনটা গেল। কখন কোন রূপ, আমিও সেই সময় মত প্রভুর মন যোগাইবার জন্য ঠিক সেই রকম। আমাকে মহাশয়! নরম পেয়ে বহুরূপী সাজিয়েছেন। তাঁ'দের অসীম ক্ষমতা, সকলই পারেন, কিছুই অসম্ভব নয়। আমাদিগকে ভুলাইয়া ভুলাইয়া, মুখে কালি মাখাইয়া, বাঁদর সাজাইয়া দেখেন—আর হাসেন; যে না সাজ্‌তে চায়, তা'কে একেবারে রাজ্যচ্যুত করেন। উভয় দিকেই বিপদ। এস্থানে জগা ভাঁড় না সাজ্‌লে আর উপায় নাই। ধন্য তাঁ'দের ক্ষমতা! সাধ্য কি তাঁ'দের বিরুদ্ধে একটি কথা কই বা এক পা চলি। যা বলান তাই বলি, আর যা করান তাই করি; যেখানে নিয়ে যান সেইখানেই যাই। যাওয়া আসার কুলুপকাঠি তাঁ'দের হাতে, তাই এত গরব ও এত অহঙ্কার। কি করি মহাশয়! ক্ষমতা নাই তাই সয়ে চল্‌তে হয়। প্রায় অনেকেরই আমার মত শক্ত অবস্থা; কেহ বলে, কেহ চুপ করে মার খায় আর পড়ে থাকে,—অবস্থা কিন্তু দু'জনারই সমান, ধন্য দয়াময়ীরা, আর কেন? অনেক হয়েছে।

আপনাদেরই—হর।

১৯শ পত্র।

শ্রীচরণেষু—

মহাশয়! একবার যুগল হ'য়ে দাঁড়ান, বিজয়া-যাত্রার প্রণামটা সেরে নিই। মহাশয়! যা'র এমন দপ্তরি তার আবার পত্র লিখিবার ভাবনা? আমার মত কানা খোঁড়া ঘোড়ায় চড়ে ত আর আপনাকে হিমালয় পার হ'তে হয় না? আপনার ভাবনা কিসের? আপনার যেমন,—তেমন একটি এটর্ণি পেলে আমি ব্যারিষ্টারি করিতাম।........মহাশয়

এ সব খাইবেন কিন্তু মনে করিবেন না যে ইহাতেই উপকার হইতেছে; সকল রোগের মহৌষধি একমাত্র "কৃষ্ণনাম"। কৃষ্ণনাম ভবরোগের মহৌষধি। কৃষ্ণনামই সকলের মূল, কৃষ্ণই সর্ব্ব কারণের মূল কারণ। পৃথিবীতে যাহা কিছু আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইবে, তাহাই কৃষ্ণের খেলা মনে করিবেন। মানুষের কৃত মনে করিয়া ভ্রান্ত হইবেন না। জীবের কোন শক্তি নাই। জীব পুতুল,—কৃষ্ণ সূত্রধর, যেমন নাচান তেমনি নাচে। কায়-মনোবাক্যে কৃষ্ণের দাসত্ব অঙ্গীকার করুন, চিরসুখে থাকিবেন ও নিশ্চিন্ত হইবেন। মানুষকে মানুষ মনে করিবেন, কৃষ্ণকে কৃষ্ণ মনে করিবেন; জীবকে কখন কৃষ্ণ মনে করিবেন না। সেই জন্যই শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণ দর্শন ক'রে ঘরে আসিলে, যখন সখিগণ তাঁহার চঞ্চলতার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন শ্রীমতী বলিয়াছিলেন—

'সখি আমি কিরূপ হেরিলাম, মোহন মূরতি, পিরীতি রসেরই সার।
হেন লয় মনে, এ তিন ভুবনে, তুলনা নাহিক যার॥"

বুঝি তাঁ'র তুলনা তাঁ'তেই আছে। তাই বলি কৃষ্ণের তুলনা কৃষ্ণই। তাই নিবেদন, জীবের সঙ্গে কৃষ্ণের তুলনা করিবেন না। কৃষ্ণ পাদপদ্মে কায়মনোবাক্যে শরণ লইয়া ও কৃষ্ণপ্রেমে প্রাণ ঢালিয়া দিয়া চলিতে থাকুন,—দেখিবেন কত সুখ ও কত আনন্দ। আপনি কৃষ্ণের জন্য পাগল হইলেই কৃষ্ণও আপনার জন্য পাগল হইবেন। কৃষ্ণের জন্য যখন রাধা অতীব কাতরা ও কৃষ্ণপ্রেমে একেবারে উন্মত্তা তখন কৃষ্ণের অবস্থা চণ্ডীদাস লিখিয়া গিয়াছেন,—

"তা'র উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী, কিশোরী করেছে সার।
শয়নে কিশোরী, স্বপনে কিশোরী, কিশোরী গলার হার॥"

ইত্যাদি। তাই বলি যদি কৃষ্ণকে কাঁদাইতে চান, নিজে কৃষ্ণ ব'লে কাঁদুন। কৃষ্ণকে যদি পাগল করিতে চান, কৃষ্ণনামে পাগল হউন,

যদি কৃষ্ণের ভালবাসা পাইয়া অমর হইতে চান তাঁহাকে ভাল বাস্থন; যেমন কুকুরে শিয়ালে কামড়ান ব্যক্তি জলে স্থলে কুকুরের, শৃগালের মূর্ত্তি দেখিতে পায়, তেমনি কৃষ্ণভক্তগণ পৃথিবীর সকল দ্রব্যেই কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিতে পান। এই জন্যই চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন—

"স্থাবর জঙ্গমে দেখে না, দেখে তার মূর্ত্তি।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা ইষ্ট স্ফূর্ত্তি॥"

কৃষ্ণ কৃষ্ণ করিতে করিতে এই রকম অবস্থা একদিন নিশ্চয়ই আসিবে কোন সন্দেহ নাই। অনুমতি করেন ত পুঁথি বন্ধ করি। এখন আপন পান স্থপারি রেখে দিন্ আমিও পাঁজি পুঁথি বন্ধ করিয়া একবার অন্দরের দিকে যাই; ভিখারির এক স্থানে বসে থাক্‌লে চল্‌বে কেন? পাঁচ দুয়ারের কুকুরের এক স্থানে পেট ভরিবে কেন? ···········অনেক অপরাধ করিলাম মাপ করিবেন।

আপনাদের—হর।

২০শ পত্র।

প্রাণের রাধা, (রাধাবিনোদ নিয়োগী)

বাবা! তোমার ছেলেরা যে মধুর রাধাগোবিন্দ নাম করিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? গর্ভের গুণে পুত্রগণ স্থ বা কু হইয়া থাকে; আমার মা যেমন কৃষ্ণানুরাগিণী, ছেলেরাও তেমনি হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। (চৈতন্য চরিতামৃতের অন্ত্যলীলার ৩য় অধ্যায় পড়িবে—অবশ্য পড়িবে।) বাপ রাধা। তোমরা দু'টিতে প্রেমে ভেসে যাও—আমি দেখি। বাপ! কাম ও প্রেম একই জিনিষ—তবে প্রভেদ এইমাত্র কাম প্রাকৃত ও প্রেম অপ্রাকৃত; মনোবৃত্তি নীচপথগামিনী হইলেই তাহার

নাম কাম, আর কৃষ্ণপথানুরাগিণী হইলে তাহার নাম প্রেম। কাম লৌহ, প্রেম স্বর্ণ; লৌহ পরেশ-পাথর স্পর্শে সোনা হয়। চৈতন্যচরিতামৃতখানা বেশ করিয়া পড়িবে, দুই তিনবার পড়া চাই। পার্থিব কামও তেমনি—কৃষ্ণানুরাগী হইলে সোনার মত প্রেমরূপে পরিণত হইয়া থাকে। তাই প্রার্থনা তোমরা দু'টিতে অহরহঃ কৃষ্ণপ্রেমেতে মত্ত থাকিয়া অপর সকলকেও মত্ত করিয়া তোল, এ ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর কোন দ্রব্যকেই প্রাণ দিও না, তাহা হইলে কাতর হইতে হইবে। এ স্থানের সকল দ্রব্যই বাজিকরের বাজি মাত্র, এখনই এক রকম, এখনই আর এক রকম, তাই বলি এ ভ্রান্তিতে ভুলে থেক না। একমাত্র কৃষ্ণই অপরিবর্ত্তনশীল ও চিরস্থায়ী, অতএব তাঁকে ভালবাসিতে শিক্ষা কর, কখনই হারাইয়া কাঁদিতে হইবে না, কেননা, যে জিনিষ কখনই হারান যায় না, সে চিরদিন সমান ভাবে থাকে। খেতে শুতে তাঁহারই চিন্তা করিবে। অবকাশ পাইলে তাঁহারই নাম লইবে, তাহা হইলে প্রেমে ভাসিবে। কৃষ্ণ বড় দয়াময়, অবশ্যই করুণা করিবেন, কোন চিন্তা নাই।

বাবা রাধা! তোমাদিগকে পাইয়া আমি ধন্য হইয়াছি। আমি ত মহাপাতকী তাই তোমাদিগের সকলের পাপের বোঝা মাথায় লইতে কোন ভয়ও করি না, কিম্বা কুণ্ঠিতও হই না। **যাকে পাবে, বলে দিও যেন আপন আপন পাপের বোঝা আমার মাথায় চাপাইয়া তারা নিষ্পাপ ও পবিত্র হইয়া প্রেমের হরিকে প্রাণ খুলে ডাকে; নরক আমার পক্ষে ভয়ের স্থান নয়।** তোমাদিগকে সুখী ও প্রেমী দেখিয়া আমি মহানন্দে নরকেও কাল কাটাইতে পারিব। যা হ'ক্ বাবা, তোমারা নিশ্চিন্ত মনে হরি-প্রেমে মত্ত থাক, কোন চিন্তা নাই—ত্রিতাপের ছায়া পর্য্যন্ত তোমাদিগকে স্পর্শ

করিতে পারিবে না। অভিমান-শূন্য হইয়া আমার নিতাইয়ের শরণ লও, তিনি আদরে কোলে তুলে কৃষ্ণ-প্রেম তোমাদিগকে দিবেন। তিনি বড় দয়াময়, তাই ব'লে অভিমানীর পক্ষে নন। অভিমানীর পক্ষে তিনি বজ্র অপেক্ষাও কঠিন। তাই বলি অভিমান ছেড়ে নির্ম্মল হও। প্রেম-পুষ্পের পক্ষে অভিমানই বজ্রকীট স্বরূপ; তাই বলি প্রেম চাও ত অভিমান ছাড় এবং যা'কে দেখিবে তা'কে ইহাই কও।

তোমাদের—হর।

২১শ পত্র!

প্রাণের রাধা!

সত্যই গোপীগণ অপেক্ষা কৃষ্ণের অন্য কেহ প্রিয় নাই। অতএব তাঁ'দের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠও কেহ নাই। আর সেই প্রেমময়ী গোপীগণ যে স্থানে থাকেন তাহার নাম বৃন্দাবন, অতএব বৃন্দাবন অপেক্ষা শান্তিময় ও প্রেমময় স্থান দ্বিতীয় নাই। গোপীদিগের মত প্রেম না হইলে সেই প্রেমের রাজ্য বৃন্দাবনে কেহ যাইতে পায় না। প্রেমের রাজ্যে নীরস, শুষ্ক দ্রব্য যাইতে বা থাকিতে স্থান পায় না। প্রেমের রাজ্যে প্রেমের খেলা, প্রেমের মেলা, প্রেম বই সেখানে কিছুই নাই! সে প্রেম শিখিতে হইলে গোপী-অনুগত হইতে হয়। গোপী-অনুগত হইয়া গোপীভজন করিলে তবে সেই পরম দয়াময়ীরা দয়া ক'রে তোমাকে আমাকে সেই প্রেম-নিকুঞ্জে ডেকে লন, তখন সকল অভিমান চলিয়া যায়, একমাত্র প্রেম থাকে। জ্ঞান, বিজ্ঞান কিছুই সেখানে যেতে পায় না। প্রেমের রাজ্যে জ্ঞান চলে না; সেখানে জ্ঞানের আদর নাই। একটি প্রেমের পুতুল শিশুকে কোলে তুলে আদর কর বেশ থাকে—কিন্তু যদি কোন পণ্ডিত ব্যক্তি তাহাকে বিজ্ঞান বুঝাইতে যায় তাহা হ'লে সে যেমন সুখ

পায় না, তেমনি সেই প্রেমময় বৃন্দাবনে জ্ঞান বিজ্ঞান নাই। প্রেমে অনুরক্তা স্ত্রীর সঙ্গে যদি কেহ প্রেমের আলাপ না করে, ভয়ানক ভয়ানক গূঢ় শাস্ত্রকথা বলিতে যায় তাহা হইলে সে ব্যক্তি যেমন হাস্যাস্পদ হয়—বৃন্দাবনে তেমনি জ্ঞানের কথা। সেখানে প্রেম বই আর কিছুরই স্থান নাই। তাই বলি, বাবা, প্রেমে সেই প্রেমের হরিকে ডাকিতে থাক, অবশ্য মনস্কামনা পূর্ণ হ'বে।

তোমাদের—হর।

২২শ পত্র।

বাবা অনুকূল!

আমি তোমাকে বাবা বলি, সেই জন্যই বুঝি তোমার এত কষ্ট। বাবা আমাকে ভূলে যাও তা হলেই সুখে থাক্‌বে। আমার কপাল ভাল নয় তাই তোমরা আমার কষ্ট পাইতেছ; কি করি বাবা, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে, কোন চিন্তা নাই, কোন জিনিসই এ সংসারে চির দিনের জন্য নয়; সুখ দুঃখ সকলই আসে আর চলে যায়। ইহাতে মুগ্ধ হওয়া কখনই উচিত নয়, মুগ্ধ হইলেই অধিক কষ্ট পাইতে হয়। যাহারা যত এই ক্ষণস্থায়ী সংসারে মজে, ছেড়ে যা'বার সময় তা'দের ততই কষ্ট হয়, তাই বলি বাবা কিছুর জন্যই বেশী ভাবিও না। সব আপন আপন নিয়মে আসিতেছে ও যাইতেছে, কেহই নিয়মের বাহির নয়। সবই সেই দয়াময় কৃষ্ণের ইচ্ছাধীন, তবে আর এত ভয় কেন? কাহারও জন্য বেশী ভাবিও না, কোন জিনিষেই বেশী মুগ্ধ হইও না। বেশী ভালবাসিতে চাও, বেশী আদর যত্ন করিতে চাও, তাহা হইলে কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণকে কর, চির সুখে থাকিবে। মানুষকে মানুষ মনে করিয়া

ভালবাসিতে শিক্ষা কর, তবে বেশী ভালবাসিয়া প্রতারিত হইও না বর্ত্তমানে সন্তুষ্ট থাক, ভবিষ্যৎ-চিন্তাতে বৃথা কাতর হইও না।

শ্রীহরনাথ

২৩ম পত্র।

শ্রীচরণেষু—

মহাশয়! আজ আমাকে চিনেছেন? আমিও আজ নিশ্চিন্ত হইলাম। ইতঃপূর্ব্বে সদাই চিন্তা হইত, পাছে মহাশয় চিনে ফেলেন; অনেক লুকোচুরি করিতে হইত, এখন গা-ঝাড়া দিয়ে বেড়াইতে পাইব! মহাশয়ের আজ পত্রখানি পড়ে অনেক দিনের শিক্ষা একটি গীত মনে পড়িল—

"চিনিতে পারি নাই গুরু রাত্রিকাল বলে।
সেই দু'হাতে দু' বেগুন ধ'রে এচাল ওচাল কর্‌ছিলে,
আবার উপর দিকে লেজটি ক'রে সাত ডোবার জল খাচ্ছিলে॥"

যা হউক, আজ চিনে ফেলেছেন; আর আমাকে আশমানে চড়াইবেন না, আমি যেখানের সেই থানে রাখিবেন। এখন মহাশয়, দাসকে দাস জ্ঞানে চরিতার্থ করিবেন—ইহাই প্রার্থনা ও নিবেদন। শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে আসিয়া মহাশয় যে পত্র দিয়াছিলেন তাহাতেও একা ছিলেন বলিয়া প্রাণে সে অপার আনন্দ পাই নাই এবং সেই জন্যই আমিও মহাশয়ের দ্বারে হাজির হই নাই; অপরাধ হইয়াছে সত্য, কিন্তু কি করি; এখন ক্ষমা করিয়া আমাকে আনন্দিত করিবেন। "ক্ষমা রূপং তপস্বিনাং।" তাই আজ ক্ষমার ভিখারী হইয়া হাজির, মহাশয়ের যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন। আমার আদরিণী শ্যামা মাকে দেখে যে আপনারা আনন্দিত হইয়াছেন শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম, কিন্তু বড় ভয়ও পাইলাম।

আমাকে দেখে পাছে মায়ের উপর এ শ্রদ্ধা ভক্তি সব যায়। আমি মায়ের নাম-ডুবান ছেলে হ'য়েছি। আমার গতি কি হ'বে কে জানে। মাকে আমার যা বলিবেন তাহাই; সত্যই তিনি প্রেমময়ী, দয়াময়ী, স্নেহময়ী—আর যত কিছু ময়ী আছেন সবই আমার মায়ে একাধারে বিদ্যমান। মাকে মা বলিতে পাইয়া আমি কৃতার্থ হইয়াছি ও আপনাকে পরম ভাগ্যবান মনে করিতেছি। এমন অনুরাগিণী না হ'লে কি আবার কৃষ্ণ বাঁধা যায়? কৃষ্ণ এমনি লোকের কাছে কেবল কাবু আছেন। মহাশয়! কৃষ্ণকে ভালবাসিতে কৃষ্ণ নিজেই শিখান, তা, না হ'লে জীবের কি সাধ্য যে তাঁ'কে ভালবাসে। এই জন্য যাঁহারা কৃষ্ণকে ভালবাসেন তাঁহারা জীব নন; তাঁহারা সেই মহানন্দময় গোলোকধামে নিত্যবাসী ও সেই রসময়ের নিত্য সহচর। তবে কি একটা জানেন, কৃষ্ণের খেলার প্রধান উপাদান স্ত্রী, এঁদের সঙ্গেই কৃষ্ণের মনের মিল বেশী। ইহাঁদের কাছেই কৃষ্ণ জব্দ! প্রকৃতি ছাড়া হইলেই তিনি নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নিরাকার, পরম ব্রহ্মরূপে ভাসিত হন। এমন জিনিষ থাকা, না থাকা, উভয়ই সমান। এই জন্যই মহাশয়, এই জগতের সকল স্ত্রীলোকেরই মনে প্রাণে আদর করিলে কখন না কখনও কৃষ্ণ-কৃপা পাওয়া যাইবে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে কেহ কখনই স্থির থাকিয়া জয় লাভ করিতে পারেন নাই। কেন মহাশয়ের ত বেশ মনে আছে? যে দিন লঙ্কার ফটক বানর সঙ্গে বদ্ধ হইয়া যায়, আর প্রমীলা ইন্দ্রজিতের সহিত মিলিবার জন্য লঙ্কা প্রবেশ করিতে যান, তখন বানর সৈন্য দ্বার না ছাড়াতে, রণপ্রার্থিনী হইয়া স্বয়ং রামচন্দ্রের নিকট আসেন; তখন রাম মহা বিপদ গণনা করিয়া স্তব স্তুতিতে সন্তুষ্ট করেন ও বানরকে আদেশ করেন—যেন এই মহা শক্তির পথ কেহ রোধ না করে। তখন ছার জীবের ত কথাই নাই। এ ত স্থূল প্রকৃতির কথা; আবার গোলক বৃন্দাবনের মহাপ্রকৃতিদের

কথা কে জানে বলুন ; সেই প্রকৃতিরা যা'র উপর দয়া করেন, তা'রাই কেবল বুঝিতে পারে। যাঁহারা কৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তি এবং কৃষ্ণকে পলকে পলকে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছেন, কে তাঁ'দের শক্তির ইয়ত্তা করিতে পারেন ? এই জন্যই প্রকৃতি মাত্রের আদর করিয়া চলা ভাল, কেন না, কে জানে মহাশয় ? কোন বনে মহা সের (বাঘ) শুইয়া আছে, উঠিয়া একেবারেই গ্রাস ক'রে ফেলবে। প্রাচীন কথা আছে—অজানিত নদীতে কখনও সাঁতরাইতে নামা উচিত নয়, কে জানে যদি কুম্ভীরাদি গ্রাস করে। তাই নিবেদন, যখন এই মহাসমুদ্রের কুল-কিনারা কিছুই জানা নাই, তখন দূর হ'তে জল স্পর্শ করিয়াই নমস্কার বিধেয়। এ রকম করিলে আর ভয়ের কোন কারণ থাকে না, নিশ্চিন্ত মনে জীবন কাটাইতে পারা যায়। তাঁ'দের খেলা তাঁ'রাই জানেন, ছার পুরুষ অভিমানীরা কি বুঝিবে ? না বুঝে কত রকমে এ মহাসমুদ্রকে আলোড়িত করিতে চেষ্টা করে, জানে না যে যাহাতে সুধাকর চন্দ্র, তাহাতেই জীবনাশক বিষ। যাহা হউক মহাশয়, আর পরচর্চ্চায় দরকার কি ? ....আপনারা বেশ সুখে ও আনন্দে থাকিলেই আমার মহা-আনন্দ হয় ও হইবে। এবার একবার আপনি চতুষ্পদ হউন, আমি আস্তে আস্তে একটি প্রণাম ক'রে চলে যাই। যুগলরূপ বই আর নয়নে ধরে না, তাই এ আব্দার।

আপনাদের দয়ার ভিখারী—হর।

২৪শ পত্র।

শ্রীচরণেষু—

মহাশয়! সত্যই নির্জ্জনবাস অপেক্ষা আনন্দের বাস আর নাই। এই অনন্ত-বরফ-আবৃত পর্ব্বতে, অনন্ত স্থানে তাঁ'র অনন্ত লীলা দেখিতেছি আর বিভোর হইতেছি। তবে কি জানেন মহাশয়—"O Solitude where are thy charms that sages have seen in thy face ?"

&c. কথাটা ঠিক পাগলের মত হ'য়েছে কি না? এখন হরি বলুন, আর আনন্দে ডুবে যা'ন। একা কত আনন্দ ভোগ করিবেন? মহা সমুদ্র একা পান করিয়া আর কতটা শুষ্ক করিতে চান? তা'র চেয়ে সকলকে নিয়ে গেলে তৃপ্তি ক'রে পানও ক'র্‌বেন, পরে পান করিবার জন্য ঘড়া ভ'রে আন্‌তেও পার্‌বেন। এখন যা'কে পা'বেন তা'কেই প্রেম-সমুদ্রে সঙ্গে ক'রে নিয়ে চলুন। এখন আর ছেড়ে কথা নাই। অনেক জীব লইয়াই মহারাস,—বটে কি না? খেপার কথা, শিবই একা থাকৃতে ভালবাসেন মনে ক'রেছেন, কিন্তু তিনিও যখন প্রেম-সমুদ্র দেখেন তখন আর কাহাকেও না পেয়ে, ভূত, প্রেত, পিশাচ লইয়া আনন্দে ডমরু বাজাইয়া আনন্দে মাতাল হন। মহাশয়! নেশা গোপনে ক'রে মজা নাই, যদি নেশার জোরে রাস্তাতে দু'বার না পড়্‌লেন তা হ'লে আর হ'লো কি? হাজার লোকে আনন্দ কর্‌বে, হাজার লোকে হাত-তালি দিয়ে নাচ্‌বে, তবে ত আনন্দ হ'ল; তা না হ'লে রাত্রে একা চুপ ক'রে নেশা করিলে আর কি আনন্দ? সে ত ঔষধ সেবন করা মাত্র। তাই ঔষধকে সুধা বলাইবার জন্য, প্রভু আমার নিতাই হ'য়ে দ্বারে দ্বারে প্রেম দিয়ে জগৎকে মাতাল ক'রেছেন। এখন আর লুকাচুরি কেন? মদ খেয়েছেন এখন রাস্তাতে গড়াগড়ি দেওয়া বাকি মাত্র। আমার কথার মাথা-মুণ্ড নাই, কিছু মনে করিবেন না, পাগলের কথা ব'লে মাপ করিবেন। মহাশয়! মালী হ'য়ে গাছটি রোপণ ক'রেছেন, এখন চেষ্টা করা উচিত যাহাতে ফলগুলিও পরম মধুর হইয়া যে খাইবে তাহাকে আনন্দ দিতে পারে। আমার জন্য ভাবিবেন না, তবে তাই ব'লে ভুলিবেন না।

আপনাদের দাস—হর।

২৫শ পত্র।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস শীল—

ভাই কৃষ্ণলাল রে! আজ তোমার পত্রখানি পাঠে যে কত কাঁদিলাম তা' সেই গোপনের ধন গুপ্তবন্ধুই দেখিলেন। সেই দয়াময় হরির দয়ার এই দৃশ্য আমার পক্ষে প্রথম নয়; আমি অনন্ত-শক্তিময়ের অনন্ত ও অজস্র দয়ার নিদর্শন দেখিয়াছি ও দিন দিন দেখিতেছি, তত্রাচ এমনি পাষণ্ড, ভ্রমান্ধ ও বুদ্ধিভ্রষ্ট, যে, তাঁ'র প্রেমে মজিতে পারিলাম না; সদাই আকুল-প্রাণে মরীচিকার মত আশার আশাতে ছুটিয়া অবহেলাতে কাল কাটাইতেছি। ভাই রে! আজ তোমার পত্রখানি পাঠে আকুল হইয়া আকুল প্রাণে সেই অকূলের কাণ্ডারীকে ডাকিতে গেলাম; কিন্তু ভাই! পূর্ব্বপাপস্মৃতি আমাকে সে আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিয়া অগাধ দুস্তর নিরাশা-সমুদ্রে ফেলে দিল। ভাই, আমার হৃদয়, ভূগর্ভের ন্যায় অন্ধতমে পূর্ণ গিরিকন্দরের মত, ভয়ানক হিংসা-দ্বেষরূপ ব্যাঘ্র সর্পের আবাস-স্থল। সদাই যাতনা অসহ্য, হতাশার বায়ুতে সদাই বিপর্য্যস্ত। আমার মনের অবস্থা আমার মনই জানে, আর জানেন সেই আনন্দময় পুরুষ, যিনি হতভাগার হৃদয়ে থাকিয়া দারুণ যাতনা পাইতেছেন। ভাই রে! সুকোমল দেহ কি এমন কঠিন হৃদয়ে বাস করিতে পারেন? তিনি ত দয়াময়, সদাই জোর ক'রে হৃদয়ে আসিতে চান, কিন্তু এত শক্ত স্থানে তাঁহাকে আসিতে দিতে কষ্ট হয়। সেই পরম পবিত্র ধনকে এ অপবিত্র হৃদয়ে আনিবার ইচ্ছা করিতেও শিহরিয়া উঠি। ভাই কৃষ্ণ! সত্য বলিতে কি ভাই, তোমরাই আমার গতি, তোমরাই একমাত্র আশা-ভরসা; তোমরা দিন দিন নরম, আরও নরম হইয়া সেই কোমল চরণ হৃদয়ে ধারণ কর—তখন কেবলমাত্র এই হতভাগ্য দাদাকে মনে করিও, আমার কথাটাও সেই দয়াময়ের নিকট তুলিও, তা'তেই আমি পরম পবিত্র

হইয়া ব্রজবাস-উপযোগী দেহ পাইয়া ব্রজে বাস করিতে পারিব, তা'র আর কোন সন্দেহই নাই। তোমরা যেন তোমার দাদাকে ভুলিও না। দাদা মহাপাষণ্ড হইলেও ছোট ভাইয়ের যাহা কর্ত্তব্য তাহা ভুলিয়া যাইও না। আমার নিজের কোন সম্বলই নাই, সম্বলের মধ্যে তোমরা। ভাই রে! আমি এই আশাতেই এত বহুপরিবারী হইতেও ভয় করি না। আমি কাহারও বাবা, কাহারও দাদা, কাহারও পুত্র, কাহারও ছোট ভাই কাহারও ছোট ভগিনী হইয়া অনেকের হইয়াছি। এত বহুপরিবারী হওয়া মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত বেশ জানি, কিন্তু কি করিব ভাই, বড়ই গরিব, নিজের স্বার্থের জন্যই কেবল তোমাদের মত ধনীর সঙ্গে চেষ্টা করিয়া সম্পর্ক পাতাই। তোমরা দিন দিন অধিক ধনী হও, আমি দিন দিন গরিবই হই, তাহাতে আমার কোন ক্ষতিও নাই আর কোন রকম কষ্টও নাই; আমি কেবল তোমাদিগকে সুখী দেখিয়াই সুখী হইব ও হইতে চাই। কৃষ্ণ-ইচ্ছা কৃষ্ণই জানেন, আর জান তোমরা; কেন না তোমরা সেই প্রাণবল্লভের আদরের ধন। তিনি আমারও স্বামী, কিন্তু নিজের কঠিন ও কলঙ্কিত হৃদয় বলিয়া তাঁ'কে হারাইয়াছি। এ জগতে পাপী তাপী সকলেই তাঁ'র নিকট অতি আদরের ও যত্নের ধন, এটি মনে রাখিয়াই কোন পতিতের উপর ঘৃণা করিও না। পাপীও সেই কৃষ্ণের আর পরম প্রেমিক পুরুষও সেই কৃষ্ণের! ভাই কৃষ্ণ! যে জহ্লাদ রাজ-আজ্ঞাতে কাহাকেও কাটিয়া ফেলে কিম্বা ফাঁসি দেয়, সে কি রাজ-সরকারের চাকর নয়? যেমন মন্ত্রী তেমনই জহ্লাদ, প্রভু যা'কে যেমন কার্য্যের ভার দিয়াছেন, সে তেমনি কাজ করিয়া প্রভুর হুকুম প্রতিপালন করিতেছে। তবে আর পতিতকে দেখিয়া ঘৃণা কেন? ভাই! তা'কেও হাসি মুখে প্রেমে গলিয়া কোল দিলে কি কখনও কৃষ্ণ তোমার উপর রাগ করিবেন? কেহ কেহ এ কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিবেন, পাপীকে

প্রশ্রয় দেওয়া মনে করিবেন; কিন্তু ভাই! বেশ ক'রে দেখ্‌তে গেলে, কথাটির সত্যতা উপলব্ধি করা যায়। ভাই রে! যাহারই সাপ তাহারই মানুষ,—তবে আর সাপের উপর রাগ কেন? তাই বলি ভাই, অযাচিত ভাবে যা'কে তা'কে নাম দাও, আর প্রাণ-খোলা ভালবাসা দাও। যে তোমার শত্রুতা করিতেছে, তা'কে প্রেমের চক্ষে দেখিতে শিক্ষা কর। ভাই রে! কে জানে কখন ডাক্ পড়্‌লে চ'লে যেতে হ'বে, নাম মাত্র পাছে পড়ে থাক্‌বে। তাই বলি ভাই, দু'দিনের পূজার জন্য প্রতিমা যত শক্ত হউক আর নাই হউক, বহুকাল স্থায়ী পাটাখানি শক্ত করা কি যুক্তিযুক্ত নয়? ভাই! দু'দিনের শরীরের জন্য অকর্ম্ম কুকর্ম্ম করিয়া নানাবিধ সুখাদ্য দানে পালন করা অপেক্ষা, অধিক দিন এমন কি চিরস্থায়ী হইতে পারে যে নাম, সেই নামটিকে নানা অলঙ্কারে সাজান কি ভাল নয়? তাই বলি, পরের জন্য জীবন উৎসর্গ কর, আমাদের চক্ষে যাহারা পাপী, তাহাদের মঙ্গলের জন্য সদাই কাঁদ, আর সেই পাপীর সহায় প্রেমের ঠাকুর আমার নিতাইকে জানাও। সদাই প্রেমের জন্য সেই প্রেমের হরির নিকট প্রার্থনা কর। ভাই! জগৎ সুখময় দেখিতে চাহিলে সুখের গাছের তলায় বসিয়া দেখ। নিত্যানন্দের চরণ আশ্রয় কর, অতি কাঙ্গাল হ'য়ে তাঁ'র পদাশ্রয় লও—দেখিবে কৃষ্ণপ্রেমে ভাসিয়া যাইবে, আর প্রেমের চক্ষে সকলই প্রেমপূর্ণ ও আনন্দময় দেখিবে। তখন কৃতার্থ হইবে—তখন সকল জ্বালা জুড়াইবে। ভাই রে! জ্বালা জুড়াইতে হইলে যে প্রেমময় কৃষ্ণ দাবানল ভক্ষণ করে, সেই কৃষ্ণের শরণ লইতে হইবে। ভাই! একটি একটি ক'রে দিন গেল, কে জানে আর এ ভাবে ক'দিন; এখনও সময় আছে—যদি শরণ লইতে পারি। আমার ভাগ্যে তা' নাই, তবে তোমরা সদাই চেষ্টা কর, কৃতকার্য্য হইবে তা'র কোন সন্দেহ নাই। লিখিতে লিখিতে প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইতেছে, তাই চেষ্টা ক'রে খেপার

খেপামী ছাড়িলাম! আমার অসংলগ্ন কথাগুলি শুনিয়া হাসিও না। মনের কথাতে কেতাবের সঙ্গে সম্পর্ক নাই, মনের কথা মনের সঙ্গে, তাই আজ দুটো কথা বাহির হইয়া গেল। তোমার নিকটে ব'লেই অসঙ্কোচে লিখিয়া পাঠাইলাম। কৃষ্ণ, ভাই, এটিও জানিও, প্রেমের ভাণ্ডারের একমাত্র অধিকারিণী প্রেমরূপিণী স্ত্রীমূর্ত্তিরা। তাই বলি, যদি কৃষ্ণপ্রেমে প্রেমী হইতে চাও তাহা হইলে স্ত্রীরূপিণী, কন্যারূপিণী, মাতৃ ও ভগিনীরূপিণী অধিকারিণীগণের আশ্রয় লও। স্ত্রীকে খেলিবার সামগ্রী মনে করিয়া কিম্বা সংসারের সাহায্যরূপিণী মনে করিয়া প্রতারিত হইও না। তাঁ'রাই কৃষ্ণপ্রেমদাত্রী। কন্যাকে কন্যা মনে করিয়া ক্ষুদ্র জ্ঞান করিও না। সকলেই এক জানিবে। আমি ছুটীতে যা'বার চেষ্টা করিতেছি, যদি ততদিন জীবন রাখেন দেখা হ'বে, নচেৎ তোমাদের মঙ্গল কামনা করিতে করিতে চলিয়া যা'ব, তা'র জন্য কেহ দুঃখিত হইও না। সমুদ্রে অনন্ত বুদ্‌বুদ্ সময়ে উঠিতেছে, আবার পলকে লয় হইতেছে —আমরাও তাই।

তোমার—হর।

২৬শ পত্র।

শ্রীযুক্ত নিয়োগী মহাশয়ের স্ত্রী—

স্নেহময়ী মা—মাগো! নিজের ছেলের মত পরকেও ভালবাসিতে চেষ্টা করা সকলেরই উচিত; এই রকম করিতে করিতে তবে সংসার ছেড়ে সেই কৃষ্ণকে ভাল বাসিতে পারা যায়। আপনার না ভুলিলে পরকে ভালবাসা আর পরকে ভাল না বাসিলে কৃষ্ণ প্রেম আসে না। এই

জন্যই শ্রীচৈতন্য, সনাতনকে শিক্ষা দিয়াছেন (১) নামে রুচি, (২) জীবে দয়া, (৩) বৈষ্ণব সেবন। এ তিনটির কোনটি করিতে গেলেই আপনাকে ভুলিতে হইবে। ক্রমে ক্রমে আপনাকে ছাড়িলে তবে সেই আপনার ধন কৃষ্ণকে পাওয়া যাইবে। কৃষ্ণ পাইলেই জগতকে পাওয়া হইল, তখন জগতই আপনার হইয়া যাইবে। আজ যাহাদিগকে ভুলে কৃষ্ণ পাইলেন, কৃষ্ণ পাইলেই তাহারা আবার আপনার হইয়া আসিবে। তাই বলি' মা! প্রথম প্রথম অজ্ঞান বশতঃ নিজ স্বার্থ ছাড়িতে কষ্ট হয়; কিন্তু স্বার্থ ছাড়িলে ক্রমে যাহাদিগকে ছাড়িয়াছি তাহারাই আবার আপনার নিকট আসে; অতএব দু'দিনের স্বার্থের জন্য মানুষ যেন চিরদিনের লাভকে ভ্রান্ত হইয়া বিসর্জ্জন না দেয়। যদি চিরসুখে কেহ থাকিতে চান, তিনি সামান্য চক্ষু বুজিয়া স্বার্থ ত্যাগ করিতে চেষ্টা করুন। স্বার্থ থাকিতে হরি-ভজন হয় না। তোমরা মা, কৃষ্ণপ্রেমে ডুবে থাক, আমি দেখে সুখী হই। আমার দ্বারা ভজন সাধন আর হ'বে না। যখন সাধনের দিন ছিল তখন হেলায় কাটাইয়াছি, এখন আর হাত নাই, এখন আমার সমস্ত আশা ভরসা তোমরা। আমার প্রাণের ননীকে বলিবেন, তাহার দাদা বেশ ভাল আছে, যেন সে কোন চিন্তা না করে। সোনা-মুখীর পত্র কয় দিন পাই নাই, তবে সকলে ভাল আছে মনে হইতেছে। মাঝে বাড়ীর পত্র পাইয়াছিলাম, তাহাতে তাহারা তোমাদের জন্য ভারি উতলা হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল কতদিনে আসিবে। কৃষ্ণ ইচ্ছা যখন হইবে তখনই মনস্কামনা পূর্ণ হইবে, আমার জন্য ভাবিবেন না। মনে রাখিবেন মা—

তোমার ছেলে।

২৭শ পত্র।

বাবা রাধা!—

তোমার পূর্ব্বপত্রে ননীর শরীর একটু ভাল শুনে যেমন আনন্দিত হইলাম, তোমার শরীর খারাপ শুনে তেমনি কাতর হইলাম। এই ভয়ানক গরমে এই রকম হইয়াছে, কোন চিন্তা নাই। সকলই মঙ্গল হ'বে। শরীরটার উপর একটু বিশেষ নজর রাখিবে। শরীরই সাধনের মূল। শরীরটি সুস্থ থাকিলে যেমন ইষ্ট চিন্তাতে আনন্দ হয়, তেমন রুগ্ন শরীরে হয় না। এই জন্য মুনিঋষিগণ সমাধি অবলম্বন করিয়া শরীরকে দীর্ঘকাল স্থায়ী করিতে চেষ্টা করিতেন, কেন না তাহা করিতে পারিলে, অনেক দিন ধরিয়া সাধন করিতে পারিবেন; এবং সেই জন্যই হঠযোগ, রাজযোগ, প্রভৃতির অনুশীলন করিতেন। তাই বলি, বাবা, শরীরই সাধনের মূল। শরীরের উপর বিশেষ যত্ন রাখিও। যুক্ত আহারবিহারে সদাই যত্নবান্ ও সাবধান হইবে। শরীর এবার ক্রমেতে ধ্বংসের দিকে চলিয়াছে এখন যদি একটু একটু পশ্চাদ্‌পদ হইতে পার তবে শরীরটা কিছুদিন থাকিবে। এ ভয়ানক স্রোতের মুখে আবার শীঘ্র যাইবার জন্য সাহায্য দিতে হ'বে না। তাই আবার বলি' শরীরটার উপর একটু বিশেষ নজর রাখিবে। মাঝে মাঝে অটলের সহিত দেখা করিতে পারিলে ভালই হয়, সময় পাইলেই স্থানে স্থানে ফিরিবে, ভাল খাদ্য ব্যতীত মন্দ ও উত্তেজক দ্রব্য আহার করিও না। দুধ, ঘৃত প্রভৃতি দেব-উপভোগ্য দ্রব্যের উপর নজর বেশী রাখিবে। শাক প্রভৃতি, ফলাদি বেশী ব্যবহার করিতে পারিলে, শরীর বেশ ভাল থাকে ও অনেকটা নীরোগ হইয়া থাকে, মনে রাখিবে।

তোমার—হর।

২৮শ পত্র।

প্রাণের রাধা!—

তোমার পত্র পাইলাম। তোমরা বড় উতলা হইয়াছ শুনিয়া যা'রপর নাই দুঃখিত হইলাম। এত উতলা হইবার কোন কারণ নাই। কৃষ্ণ সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন, তিনি ছাড়া স্থান নাই, তাঁহার দয়া সর্ব্বত্রই, তবে এত ভয় কেন? আমার জন্য বৃথা চিন্তা করিয়া হৃদয়কে বৃথা কাতর করিও না, সদা কৃষ্ণচিন্তাতে দিন কাটাও; কৃষ্ণ বড় দয়াময়। মানুষের জন্য চিন্তা করা বৃথা। গাছের গোড়ায় জল দিলে, যেমন তা'র পত্রে পুষ্পে, ডালে, ফলে, সকল স্থানেই জল দেওয়া হয়, তেমনি কৃষ্ণ-চিন্তা করিলেই সকলের চিন্তা করা হয়, কেন না তিনিই মূলাধার, তিনিই জগতের মূল কারণ। তাই বলি, বাবা, সেই সর্ব্বাশ্রয় কৃষ্ণের চিন্তাতেই দিন রাত্ উন্মত্ত হইয়া সুখে কাল কাটাও। কৃষ্ণ-পাদপদ্মে সমস্ত হৃদয়টুকু ঢালিয়া দেও, তাহা হইলেই চিরসুখে থাকিবে। মানুষকে মানুষের মত ভাল বাসিও; মানুষ প্রতারক, কেন না, সে কখন আছে কখন ফাঁকি দিবে বলা যায় না; যাহাকে আজ প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেছ, কাল হয়ত সে তোমাকে ফেলে চ'লে যা'বে। জীবমাত্রই কৃষ্ণের আজ্ঞাধীন; তাঁহার আজ্ঞা হইলে আর থাকিতে পারে না, তাঁ'র আজ্ঞা না হইলে যাইতেও পারে না। কৃষ্ণ স্বেচ্ছাময়, মানুষ ও জীবমাত্রই আজ্ঞাধীন। তাই বলি বাবা! মানুষকে মানুষের মত ভালবাসিও।

তোমার—হর।

২৯শ পত্র।

দিদি ননি! (নিয়োগী মহাশয়ের কন্যা)—

এবার সকলের পত্র পাইয়াছি, কিন্তু তোমার পত্রেরই উত্তর দিলাম; ইহাতেই তুমি বুঝিতে পারিবে, আমি তোমায় কত ভালবাসি। শুষ্ক ভালবাসিতে আমার মত কেউ জানে না। আমার ভালবাসার কথা শুনে হয়ত তোমার হাসি পা'বে। যাই হ'ক দিদি, তোমার হাতের লেখাগুলি এক এক টুক্‌রা হীরার মত সুন্দর; মাঝে মাঝে আমাকে এই রকম আনন্দ দিতে ভুলিও না।..............সকলে ভাল আছে শুনে বড়ই আনন্দিত হইলাম। সোনামুখীর কোন পত্রাদি পাই নাই, জানি না তোমার দিদি কেমন আছেন। তাঁ'র শরীর সুস্থ থাকা এক রকম অসম্ভব ব'লে মনে হইতেছে। যা'রা বেশী ভাবে, প্রায়ই তা'দের শরীর খারাপ হইয়া পড়ে। ভালবাসিলেই ভাবিতে হয়। যা'রা যত ভালবাসে তা'রা এ সংসারে ততই ভাবে; এ সংসারে যা'রা যত কাঁদে তা'রা তত আনন্দে থাকে। এ সংসারে হাসি, কান্না দুইটি ভগ্নী, সদাই একত্র থাকে, কখনও ছাড়াছাড়ি থাকিতে পারে না।..............বাপ রাধা! ....যা'রা কৃষ্ণনাম করে, তা'রা চিরসুখে থাকে; তাই বলি বাবা, কৃষ্ণ-নাম কদাচ ভুলিও না কিম্বা আর কাহাকেও ভুলিতে দিও না। এ সংসারে যাহারা একত্র কৃষ্ণ-নাম করে, তাহারাই প্রকৃতপক্ষে নিজ জন—এটি যেন সদাই মনে থাকে; নিজ-জন বলিতে যেন স্ত্রী পুত্রকে না বুঝে।

তোমাদের—হর।

৩০শ পত্র।

শ্রীচরণেষু—নৃসিংহ বাবু!

আপনাদের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল সমাচার জ্ঞাত হইলাম; আপনাদের পত্র পাইলে আমার যে কি আনন্দ হয় তা' সেই অন্তর্য্যামী ব্যতীত আর কে জানিবে? (জঙ্গলি ফুল জঙ্গলে ফুটে, যা'র ফুল তা'কে দেখিয়ে মনের গুমরে আপনি শুকিয়ে মাটীর ফুল মাটীতে মিশে যায়। আমার অবস্থাও ঠিক্ ঐ ফুলের মত। আপনি ফুটে আপনি শুকায়, দেখাইতে পাইলাম না মনের এই খেদমাত্র। কৃষ্ণ কি দেখিবার দেখাবার দিন দিবেন? কে জানে ইচ্ছাময়ের কি ইচ্ছা? যখন কৃষ্ণ রত্ন দিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই গলে ধারণ করিবার দিন অবশ্যই এক দিন না এক দিন দিবেনই দিবেন। তবে যদি দেখাবার আগেই ডাক পড়ে, তা'হ'লে সেই সাধকের কথা "ঘরেতে বিধবা রইল তা'রে অন্ন দিও রে।") আমার প্রাণ এখন আর আমার নাই, দেনার দায়ে পৈতৃক ধন বিক্রয় ক'রে ফেলেছি, এখন বড়ই কাঙ্গাল, সকলের দ্বারের ভিখারী; এখন কেবল দয়ার প্রার্থী হইয়া দ্বারে দ্বারে বেড়াইতেছি। কৃষ্ণ আমার বড়ই দয়াময়; তাঁ'র দয়ার তুলনা নাই, শেষ নাই; এখন তিনি দয়া ক'রে আপনাদের দ্বারে নিয়ে এসেছেন। ধন্য দয়াময়, তোমার দয়া! পাপী আমি আমার জন্য তোমার এত কষ্ট। গরিব আমি কি দিয়ে প্রতিশোধ দিব জানি না। আমার ভক্তি নাই, আমার প্রেম নাই, এ শুষ্ক মরুভূমিময় হৃদয় দিলেই বা তুমি কেন নেবে? চিরদিন ঋণী ক'রে রাখ্‌বার ইচ্ছা হয়, রাখ। আমারও তাই ঐ চরণে প্রার্থনা। মহাশয়, লিখেছেন আমার কথা অনেক স্থানে বুঝিতে পারেন না, এ কথাটি বড়ই সত্য; পাগলের কথা অনেক সময় অসংলগ্ন হ'য়ে পড়ে; তাই বুঝা যায় না; আমি নিজেই অনেক সময় নিজের কথা বুঝিতে পারি না; আপনার মনে আপনিই হেসে মরি।

এ—কি খেলা যে খেলিতেছে সেই-ই জানে। অনেক সময়ে বুঝিতে চেষ্টা ক'রে কূল হারা'তে হয়। একে জাত-কুল-মান হারায়ে ব'সে আছি, তা'র উপর আবার দ্বিতীয় কূল পর্য্যন্ত হারা'লে তখন মজাও খুব—দুঃখও খুব। "বিষামৃতে একত্র মিলন" বড়ই মধুর! বড়ই মধুর!! মহাশয়, আশীর্ব্বাদ করুন, এ সুখদুঃখে চিরকাল ডুবে থাকি ও ডুবিয়ে রাখি। মহাশয়, এ রাজ্যের পথপ্রদর্শক একমাত্র প্রেমময়ীরা; তবে কি জানেন? তাঁ'দের সঙ্গে চতুরতা করিতে গেলেই প্রেমময় রাধাকুণ্ড দেখাইবার ছলে ভয়ানক নরককুণ্ড দেখাইয়া দেন!

আমরা ভ্রান্ত, চিনি না, তাই রাধাকুণ্ড ভ্রমে নরককুণ্ডকে আশ্রয় করিয়া, মহাদুঃখকে পরম সুখ জ্ঞানে তা'তেই ডুবে থাকি। যে রাজ্যের পথ জানি না, সে রাজ্যের পথ প্রদর্শকগণের সঙ্গে চতুরতা দেখান নিজের ধ্বংসের প্রধান কারণ হ'য়ে পড়ে। আমরা না জানিয়া এ প্রেমময়ীদিগকে ভীষণ গরলসমুদ্ররূপে পরিণত করিয়া, আপনার সখের বিষে নিজেই জ'রে মরি। মহাশয় ত বেশ জানেন, যে সমুদ্র রত্নাগার, চন্দ্র ও সুধাঘটের উৎপত্তি স্থান, সেই সমুদ্রই আবার জগতপ্রলয়কারী বিষাগারও বটে।—নারায়ণের মত রসিক না হ'লে সুধা ও লক্ষ্মী পাওয়া যায় না, শিবের মত বেবুঝ হইলেই কেবল গরল। রসিকরাই কেবল এ সমুদ্রের হাসি-কান্নারূপ তুফানে বুঝিয়া পাড়ি মারিতে পারেন; অন্য লোকে ডুবে মরে। আমি এই হাবুডুবুর মধ্যে পড়েছি; যদি ধ'রে টেনে তুলেন তবেই উদ্ধার, না হয় "চলিলাম অনন্ত নরকে।" মহাশয়, যেখানে লাভ ও ভয় দুই-ই আছে, সেখানে বিজ্ঞগণ লাভের আশা ত্যাগ করেন, একবারে সে দিক মাড়ান না, এবং শাস্ত্রেও বলে গেছে "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ"। তাই বলি, এমন সমুদ্রের ধারে যেতেই নাই, তবে যদি যেতে হয়, দেখে শুনে পাড়ি মারিবার চেষ্টা করিতে হয়। নাবিকদের

খোষামোদ করিতে হয়, তবে যদি কখনও সেই রসের নাগরের দেশে পৌঁছিতে পারা যায়; নচেৎ হাবুডুবু লোণা জল খেয়ে "পেটটি ডাগর" হ'য়ে পড়ে। আমার পেট ফাটে ফাটে হ'য়েছে, এখনও সাবধান হইতেছি না। ডাক্তার বুঝিয়া আপনাদের শরণাগত,—দয়া করুন। আপনার যেমন না, তেমনই নাবিক। দেখে শুনে নায়ে চড়েছেন, কোন ভয় নাই। আমার ছুইটিই খারাপ; নৌকাটি ফুটো, আর নাবিকটি বেবুঝ ও একদেশদর্শী। আমি জেনে শুনেই ভেসেছি, প্রতি মুহূর্ত্তে ডুববার ভয়। এই ভয়ে কেবল ডুববার আগেই চেষ্টা দেখে রাখছি, যদিও সেটি ভ্রম মাত্র, তত্রাচ সমুদ্রে পতিতের পক্ষে তৃণও আশ্রয় মনে হ'য়ে থাকে; আমারও এখন অবস্থা প্রায় সেই রকম; জানি না প্রেমময়ীরা প্রেম নজরে দেখ্‌বেন, না—ডুবতে দেখে হাস্‌বেন, তা তাঁ'রাই জানেন। বোধ হয় শেষটিই আমার অদৃষ্টে আছে। মহাশয়, এমন হেসে খেলে ডুবা'তে কেউ পারে না। তাঁ'রা যেমন নরম, তেমনি কঠিন। শাস্ত্রে আছে "বজ্রাদপি কটোরাণি, মৃদুনি কুসুমাদপি" কথাটি এদের পক্ষে লাগে ভাল। এমন অদ্ভুত প্রবল শক্তি আর দ্বিতীয় নাই। তবে এই মাত্র তাঁ'দের চরণে নিবেদন, ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা কি বীরত্ব? মহাশয়, এঁদের কথা যখন মনে হয়, সব ভুলে যাই; আর কি বল্‌ছি, কি শুনছি, কিছুই মনে থাকে না; এ ভয়ানক আবর্ত্তটি মনে হ'লেই ভয়ে জড়সড় হ'য়ে পড়ি। নিতান্ত ভয় পেয়েই স্বয়ং ভয়েরই শরণ লইয়াছি, দেখি তাঁ'রা কি করেন। মহাশয়, আজ এক কথাতেই পাগল হ'য়ে প'ড়েছি, আর অন্য দিকে একটি পাও বাড়া'তে মন হইতেছে না; তবে এ দিকেও ক্ষুধার সময়, অন্দরে যেতেই হ'বে, তাই হাতকে জোর ক'রে মনের মত ক'রে নিলাম ও vice versa দেখা না হ'লে আর আশা মিটিতেছে না অথচ ছাড়িতেছে না, সেই—

"বিফলে সেবিনু, কৃপণ দুরজন, চঞ্চল সুখলব লাগি রে।"

আমার অবস্থা ঠিক তাই হইয়াছে।…………এখন আসি, আর হাত চলে না, দয়া করিবেন।

ক্রীত-দাস—হর।

৩১শ পত্র।

বাবা রাধিকা—

তোমার পত্র পেয়েছি। বাবা রে,—

"কানুর সহিতে পিরীতি করিতে অধিক চাতুরী চাই।"

আর এটিও মনে রাখিও—

"চিতে অতি ব্যাকুল হইলে ধরম সরম যায়।"

তাই বলি বাবা, ধীরের মত চলিলেই কানু-প্রেম অনুভব হয় নচেৎ বড় কষ্টকর হ'য়ে উঠে। পূর্ব্বরাগ সত্যই বড় কষ্টকর, এক রকম অসহ্য হয়, কিন্তু তা ব'লে অস্থির হ'লে চ'ল্‌বে না—ধীর হ'তে হ'বে। মহাজনেরা ব'লে গেছেন—

"হরি হীরের গিরে, স্থিরে কি অস্থিরে, জানে ধীরে।"

তাই বলি, বাবা! এত উতলা হ'লে ত চল্‌বে না। স্বামীর জন্য স্বামী-সোহাগিনী সদাই কাঁদে, কিন্তু তাই ব'লে কি গুরু-গঞ্জনাকে ভয় করে না? লোকের উপহাসকে ভয় করে না? এই সব ভয়ে প্রাণের অত্যন্ত ব্যাকুলতাকেও গোপন করিতে বাধ্য হয়। তাই বলি বাবা, গোপন কর। ঢেকে রাখলেই শীঘ্র সিদ্ধ হয়, এটি—দিন দেখতে পাও। তবে কেন বাবা, না ঢেকে রাখ্‌ছ? গোপন কর। ঢেকে রাখলে কাঁচাও সময়ে সময়ে পেকে উঠে ও সুমিষ্ট হয়। তাই বলি, বাবা ঢেকে রাখ।

তোমার—হর।

৩২শ পত্র।

প্রাণের রাধা!—

তোমার মধুমাখা পত্রখানি পাইয়া প্রাণমন আনন্দে মাতিয়া উঠিল। একটি কথা বলিয়া রাখি, কদাচ আপনাকে এত ঘৃণিত পাতকী মনে করিও না। যাঁহারা কৃষ্ণ-নাম লইয়াছেন, পাপ তাঁহাদের নিকট যাইতে ভয় পায়। একবারমাত্র কৃষ্ণ-নাম লইলে সুদর্শন চক্র সদাই তাঁহার চারিদিক রক্ষা করেন, এবং কৃষ্ণ স্বয়ংই তাঁহাকে রক্ষা করেন। তবে বল দেখি কি করিয়া পাপ নিকটে থাকিতে পারে? তা'র কি প্রাণে ভয় নাই? তাই বলি, কখনও এমন মনে করিয়া কৃষ্ণের মনে কষ্ট দিও না। যেমন, যদি কোন স্বামী আপন স্ত্রীকে প্রাণ দিয়া ভালবাসে এবং সেই স্ত্রী সদাই মরি মরি করিয়া অনর্থক স্বামীকে কষ্ট দেয়, তাহা হইলে মনে কর দেখি সে স্বামীর মনে কত কষ্ট হয়? তেমনি তোমাদের মত ভক্তগণ নিজেকে পাপী পাপী মনে করিলে কৃষ্ণের বড় কষ্ট হয়, তাই বলি এইরূপ করিও না।

তোমার—হর।

৩৩শ পত্র।

প্রাণের রাধা!—

তোমার পত্র পাঠে পরমানন্দিত হইলাম। কৃষ্ণ তোমার মঙ্গল করুন। এখন তোমাদিগকে দেখিবার জন্য প্রাণ বড় অস্থির হইয়াছে, জানি না কৃষ্ণ কবে সে শুভদিন আনিবেন। ছেলেরা সকলে এক রকম ভাল আছে শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। কৃষ্ণ তাহাদিগকে সুখে রাখুন!

তোমাদের যত্ন ও সাধন গুণে আমার মত মহাপাতকীও সেই রসময় শ্রীকৃষ্ণের চরণে একটু স্থান পাইবে এমন আশা এখন হইয়াছে। তোমরা কৃষ্ণের জীবন-ধন তোমাদের শরীর তাঁ'র নিজেরই। তোমাদিগকে পাইয়া ধন্য হইয়াছি। আমার মনের প্রকৃত ভাব ব্যক্ত হইবার নয়, করিবারও ক্ষমতা নাই, এইজন্য চুপ করিলাম।

যখন নামে এত বিশ্বাস হইয়াছে, নাম সাক্ষাৎ কৃষ্ণ মনে হইয়াছে, তখনই ভবরোগ নিবারণ হইয়াছে, সামান্য শারীরিক ব্যাধির ত কথাই নাই। এই নাম নির্জ্জনে একা উচ্চ করিয়া গাইলেই প্রেমাশ্রু আপনা আপনি গড়াইতে থাকিবে। ভালবাসা ও প্রেম একত্রই থাকে। ভালবাসা স্থূলভাবে কাম নামে অভিহিত হয়, আর উচ্চ ভাবে সেই ভালবাসারই নাম প্রেম। লোহা আর সোনা উভয়ই যেমন ধাতু পদার্থ অথচ মূল্য ও বর্ণ সম্বন্ধে অনেক প্রভেদ, সেই রকম সম্বন্ধ কাম প্রেমে। একটি লৌহ অন্যটি হেম। প্রেমের তুলনা প্রেম, প্রেমের ফল প্রেম, প্রেমের আস্বাদন প্রেমাস্বাদনের মত। কোন জগতেই কোন কথা বা দ্রব্য নাই যাহার সহিত তুলনা দিয়া বুঝান যাইতে পারে। সুধা—যাহা খাইলে অমর হয়, যাহার আস্বাদ পাইয়া দেবতাগণ অমর হইয়াছেন, যাহার মিষ্টতা সম্বন্ধে পুস্তকে যেখানে সেখানে অনেক লেখা আছে, প্রেমের নিকট সেই সুধা বিস্বাদময় সামান্য জল মনে হইবে। তাই বলি প্রেমের তুলনা প্রেম, যে প্রেমের দ্বারা সেই প্রেমময় কৃষ্ণকে বাধ্য করে, তাহার তুলনা আর কি হইতে পারে? প্রেমের তুলনা এমন কি প্রেমের ধন কৃষ্ণও হইতে পারেন না। এই প্রেমাস্বাদনের জন্যই, জগত-প্রাণ কৃষ্ণ—গৌর হ'য়ে, কেবল দ্বারে দ্বারে, নগরে নগরে, কেঁদে বেড়াইয়াছেন। যে জিনিষটি হরিকেও পাগল করিতে পারে, তা'রই নাম প্রেম। সেই জন্যই শাস্ত্রকার প্রেমটি বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন—

"প্রেম কৃষ্ণরে নাচায়, আর ভক্তেরে নাচায়।
আপনি নাচয়ে তিনে নাচে এক ঠাঁই ॥"

তাই বলি, প্রেমের তুলনা প্রেমই। কৃষ্ণ তোমায় সেই প্রেম দান করুন, আমি দেখে আনন্দিত হই। এই অমূল্য মহারত্নটি কেবলমাত্র নামসমুদ্র মন্থনেই পাওয়া যায়। অন্য কোথাও নাই, তাই ভাগবত বার বার ব'লেছেন—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥"

অনবরত নামসমুদ্র মন্থন করিতে থাক, রত্ন পাইবেই পাইবে, কোন ভুল নাই। পাইলে আপনি তৃপ্ত হইবে আর অগ্র পশ্চাৎ অনেক পুরুষ পর্য্যন্ত সকলকেই তৃপ্ত করিবে। শরীরের জন্য কোন চিন্তা নাই। শরীর নীরোগ আর রোগপূর্ণই হউক, এক দিন না এক দিন অবশ্য চলিয়া যাইবে। সুধা পাইয়া অমরগণও শারীরিক ব্যাধির হাত হইতে কোন রকমে এড়াইতে পারেন না। ব্যাধি শরীরের ধর্ম্ম, তবে আর ভয় কেন? কৃষ্ণের শরীর কৃষ্ণকে দিয়া দাও, তাঁ'র যা ইচ্ছা করুন। আহারের দ্রব্য মধ্যে যাহাতে তমোগুণের বা রজোগুণের উদ্রেক করিবে তেমন দ্রব্যমাত্রই খাইবে না। তাই ব'লে, একেবারে এমন করিও না যে জগতের কোন জিনিষ খাইবে না। মিষ্টান্ন ইত্যাদি যাহা মন যাইবে খাইবে, তবে অতিরিক্ত ভোজন নিষেধ। অতিরিক্ত আহার যেমন নিষিদ্ধ, একেবারে কম আহারও তেমন নিষিদ্ধ। আহার বিহার পান ইত্যাদি সকলই একটি নিয়মের অধীন রাখিবার চেষ্টা করিবে, সীমার বাহির হইতে দিও না। সীমার মধ্যে থাকিলেই শুভফল পাইবে কোন সন্দেহ নাই। কোন বিষয়ে অধিক চিন্তা করিও না। যে কার্য্য করিতে ভয় পাও, সেটি মনে চিন্তা করিতেও ভয় পাইবার চেষ্টা করিও। যেটি

কার্য্যে কর, সেটি গোপন করিবার চেষ্টা করিও না। এমন কাজ হইতে দূরে থাকা কর্ত্তব্য, যাহার বিষয় পরে চিন্তা করিলে মনে কষ্ট পাইতে হয়। এমন কাজ করিতে নাই, যাহা লোকের নিকট বলিতে পারা যায় না। যাহা হউক, তোমাদের মত যদি সকলেরই হইত, তাহা হইলে এ পৃথিবী ছাড়িয়া কেহই স্বর্গে যাইতে চাহিত না।

তোমার—হর।

৩৪শ পত্র।

পরম স্নেহময়ী মা,—

মা! আমি প্রকৃতির বিষয় কি জানি যে আপনাকে বলিব? তা'র সামান্য মাত্র গুণ ও ক্ষমতা বলিবার কাহারও শক্তি নাই, বাড়াইবার ত কথাই নাই। মা! কেন তোমাদিগকে এত ভালবাসি জানি না, ভাল লাগে ব'লেই ভালবাসি, গুণ জেনে নয়। আপনাদের গুণ জানিবার শক্তি কাহারও নাই; যদি কাহারও থাকে, তবে সেই কৃষ্ণের। যাঁ'র প্রকৃতি তিনিই জানেন, তা'তে কত বল আছে। তবে আমি এই মাত্র দেখি, জগতের যা' কিছু দেখিতেছি, সকলেরই আধারস্থল আপনারা; আপনারা প্রসব ও পালন না করিলে কিছুই থাকিতে পারে না, তাই মা তোমাদের শরণ লইয়াছি। সত্য সম্বন্ধে জগতে যা' কিছু আছে, সবই প্রকৃতি। মা! আমি যতই পুরুষ অভিমানে অভিমানী হই না কেন, সত্য সম্বন্ধে আমি প্রকৃতি ব্যতীত আর কিছুই নই এবং হইতেও পারি না। মা গো! স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরা, মাণিক ইত্যাদি যাহাই দেখ, সকলই যেমন মাটী ব্যতীত আর কিছুই নয়, তেমনি মা! তুমি, আমি, কুকুর, বিড়াল, গাছ, পাতা, কীট, পতঙ্গ, যাহা কিছু

দেখিতে পাওয়া যায়, সকলই এক প্রকৃতি ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই অনন্ত প্রকৃতি লইয়া চৈতন্যরূপে কৃষ্ণই, একমাত্র পুরুষরূপে নিত্য মহা-রাসলীলা করিতেছেন। মা! এই রাসলীলা অনাদি, অনন্ত এবং নিত্য। ইহার নামই মা মহারাস। সেই একমাত্র পুরুষ কৃষ্ণ মহাপ্রকৃতি লইয়া কখন কোন্ রূপে খেলিতেছেন; এ খেলার বিরাম নাই—শেষ নাই। মাগো! এই রাসের কথা ভাবিতে যাইয়া ব্রহ্মা, শিব আদিও অগাধ চিন্তা-সমুদ্রে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন। ইহার প্রকৃত তথ্য জানিবার, সেই কৃষ্ণ ব্যতীত, আর কাহারও শক্তি নাই। এ খেলার তত্ত্বটি এক কৃষ্ণ, আর সেই মহাপ্রকৃতি রাধাই জানেন, অন্যের পক্ষে অসম্ভব। যা'ই হ'ক মা, আমার পদে পদে অপরাধ লইবেন না। মা! তোমাদের খেলা মা তোমরাই বুঝ, আর যা'কে দয়া ক'রে বুঝাও, সেও বুঝে। অন্যের পক্ষে দুর্বোধ্য।

তোমাদের ছেলে—হর।

৩৫শ পত্র।

প্রাণের অটল ভাই!

তোমার পত্রখানিতে আমার মায়ের সুস্থতা সংবাদে যে কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইলাম, তা' সেই অন্তর্যামীই জানেন। জানি না ভাই, তোমাদের পত্রের কি মাদকতা শক্তি। তাহা না হইলে প্রাণ এত মাতিয়া কেন উঠে ভাই? সেই রসময়ের ভক্তও রসময়, তাই এত আনন্দদায়ক ও সুমধুর। দেখিও ভাই, নজর রাখিও। সর্ব্বদা নিকটে থাকিতে দাও না বলিয়া যেন অন্তর হইতে তাড়াইয়া দিও না ভাই! বড় সুখী হইলাম যে তুমি অনেক দিনের পুরাতন কথাটি মনে রাখিয়াছ!

ছিঃ ভাই! তাই মনে করিয়া এত ঘৃণা প্রকাশ কেন? প্রাণের অটল! যমুনার স্বাভাবিক গতি নিম্নতর দিকে ও অগাধ সমুদ্রাভিমুখে। এ গতি রোধ করিবার কোন উপায় নাই। সমুদ্রের মহাকর্ষণ সামান্য নদী সহ্য করিতে পারে কি ভাই? অবশ্যই তদাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, যাহা হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, সেই মহাসমুদ্রে বিলীন হইয়া যায়;—কোন চিহ্নই দেখা যায় না। এই স্বাভাবিক অধোগামিনী যমুনাকে স্থির করিবার সাধ্য কা'র! ইহার দুইটি পথ আছে। একটি সমুদ্রকে স্থির করা; যদি সমুদ্রের হ্রাস বৃদ্ধি না থাকে, তাহা হইলে সেই সমুদ্র-উৎপন্না নদীসমূহের হ্রাসবৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে গতিও রোধ হইতে পারে। কিন্তু ভাই, সূর্য্যরশ্মিসংযোগে সমুদ্রবারি বাষ্পাকারে উঠিয়া মেঘসকলকে উৎপন্ন করে এবং সেই কারণে স্বয়ংও হ্রাস হইয়া পড়ে; বৃষ্টিরূপে নদী সকলকে পূর্ণ করে, আর সেইটিই এই নদী সকলের গতির কারণ হয়। সমুদ্রের এই স্বাভাবিক হ্রাস্বতা নিবারণ করা অতীব দুঃসাধ্য; কেবল দুঃসাধ্য নয় সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই কারণে নদী সকলেরও গতিরোধ প্রথম প্রথা অনুসারে অসম্ভব। তবে রোধ করিবার অন্য উপায়,—সেটি বাস্তবিক পক্ষে রোধ করা নয়—যে মহাসমুদ্র উৎপত্তির কারণ, তাহাতে না লয় হইতে দেওয়া মাত্র; সেটির নাম উজান গতি। এটি কেবল সেই বংশীধারীর বংশীনাদ ব্যতীত অন্য উপায়ে করা যায় না। সেই বংশীধারীর বংশীস্বর শুনিবামাত্র যমুনা উজান বহিতে থাকে, আর উজান বহিলেই ধ্বংস হয় না, যেমন এইটি স্বাভাবিক তেমন জীবের পক্ষেও। জীব সকল যে মহাসমুদ্ররূপিণী প্রকৃতি হইতে অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে, স্বাভাবিক গতি বশতঃ সেই মহাসমুদ্রের দিকে ধাবিত হইয়া লয় প্রাপ্ত হয়; নিবারণের কোন উপায় নাই। প্রকৃতি সদাই চঞ্চল, এইটি প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম ও শক্তি; এই কারণে জীব কেমন করিয়া স্থির হইতে

পারে ভাই? ধন্য প্রকৃতি, তুমিই ধন্য! যাহার সামান্য হাসি-কান্নার সঙ্গে আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সমস্ত চিৎজড়ের হাসি ও কান্না মাখান রহিয়াছে। ধন্য প্রকৃতি, তোমার বল ও কার্য্য! ভাই অটল! এখন এ অপার সমুদ্রের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার একমাত্র উপায় বংশধারীর বংশী-ধ্বনি, যাহার শ্রবণে স্বয়ং প্রকৃতিও জড়বৎ স্পন্দরহিতা হন; তাই বলি প্রকৃতির চরণে নমস্কার করিয়া—কেন না, তিনি আমার উৎপাদনের মূল-কারণ-স্বরূপা—যাহাতে সেই বংশীস্বর শুনিতে পাই, তাহার চেষ্টা করা কি উচিত নয়? ভাই অটল! যে বাঁশী সদাই বাজিতেছে আর গোপীগণ প্রাণানন্দে শুনিতেছেন, সে বাঁশী কখন বন্ধ হয় না, আর গোপী-গণ ভিন্ন অন্যে শুনিতে পায় না। জয়দেব শুনিয়াইত লিখিয়াছেন,—

"নামসমেতং, কৃত সঙ্কেতং, বাদয়তে মৃদু বেণুম্।" ইত্যাদি ৫ম সর্গ। ভাই, সে বাঁশী বন্ধ হইবার নয়; এই প্রকৃতির শরণাগত হইলে তবে শুনিতে পাইবে। এমন দিন কি ভাগ্যে ঘটিবে? হে ব্রজবিহারিণী গোপীগণ! তোমরা কি কখন কৃপা করিবে? ভাই! এ মহাসমুদ্র কখন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আলোড়িত করিতে যাইও না। সমুদ্রের সামান্য আলোড়নে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তরণীসমূহ তৃণবৎ লয় প্রাপ্ত হয়। তাই বলি, এ প্রকৃতি-সমুদ্রের সামান্য চঞ্চলতাতে অসংখ্য অসংখ্য জীবের ধ্বংস হইয়া যায়। কৃষ্ণ আমাদিগকে রক্ষা করুন, প্রকৃতিগণ আমাদের উপর দয়া করুন। যে খেলা খেলিবার জন্য এমন ভয়সঙ্কুল অগাধ সমুদ্রে ঝাঁপাইয়াছি, যেন খেলিয়া যাইতে পারি। ভাই, ভগবান্! তোমরা ত জানই সেই কারণেই রামানন্দ আমার গৌরহরিকে নিবেদন করিয়াছেন—

"কে তোমার মায়ানাটে হইবেক স্থির।"

এ প্রকৃতি সমুদ্রে স্থির থাকা বড় কঠিন। তবে এই প্রকৃতির তোষামোদ

এবং সেই প্রকৃতির নেতা জগৎস্বামী কৃষ্ণের কৃপা প্রার্থনা করিতে করিতে যদি কখন কুল পাওয়া যায়। প্রকৃতি যে জাতীয় হউক, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ যেরূপেই তাঁ'র অবস্থান হউক, সদা যেন আমরা ভক্তিনেত্রে দেখিতে পারি। ভাই ভগবান! ভাই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়! এ মহাসমুদ্রের ভিতরে থাকিয়া নিশ্চিন্ত থাকিব মনে করা—আর ঘৃতসংযুক্ত তুলা অঙ্গে আবরণ করিয়া প্রজ্জ্বলিত অগ্নিমধ্যে সুস্থ কায়ে থাকিবার ইচ্ছা একই প্রকার নয় কি? ধন্য প্রকৃতি তোমার বল! এই বল দেখিয়াই শ্রীজয়দেব লিখিয়াছেন—

"কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥"

এই কারণেই গীতা বলিতেছেন—

"পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোঽপি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্" ইত্যাদি।

তখন অন্য পরে কা কথা? ভাই, যখন সেই সচ্চিদানন্দময় নিত্যানন্দস্বরূপ চৈতন্যই প্রকৃতি-সমুদ্রে পড়িয়া হাবুডুবু খান, তখন আমরা ত কোন ছার! তবে ভাই, আমরা যেন এই মহাপ্রকৃতিকে সদাই সভয় ও সভক্তি নেত্রে দর্শন করি। এই প্রকৃতির কৃপা হইলে, এক দিন সেই পরমপুরুষকে দেখিতে পাইব। আমার কন্যা, আমার স্ত্রী, আমার ভগিনী জ্ঞানে যেন কখন প্রতারিত না হই। প্রকৃতি মাত্রেই প্রণম্যা সে যে হউক। ভাই ভগবান! রাধারাণীর দয়াতে তোমাতে রাধাকুণ্ডের গুণ ধরিয়াছে শুনিয়া অপার আনন্দে ভাসিতেছি। ধন্য তুমি! ধন্য আমরা! ভাই ভগবান! আমার মাকে আমার প্রণাম দিও। নিবেদন করিও যেন এ অধমকে কখন চরণ-ছাড়া না করেন। চরণ-প্রান্তই একমাত্র নিরাপদ স্থান; যেন চিরকাল সেই দুর্গ মধ্যে বাস করিয়া কাহাকেও ভ্রূক্ষেপ না করিতে হয়। মাকে আমার প্রণাম দিও।

তাঁ'র সম্পূর্ণ সুস্থতা সংবাদে চরিতার্থ করিও। সস্ত্রীক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, আমার প্রণাম জানিবেন। ধন্য আপনি! আপনার তুলনা নাই! দেখিবেন মনে রাখিবেন, অতি দীন বলিয়া ভুলিবেন না! নবকুমারকে আমার ভালবাসা দিবেন। প্রাণের শারীকে আমার প্রাণের ভালবাসা দিয়া বলিবে, আমারও মন সদা দর্শনাভিলাষী, তবে সমস্ত কার্য্যই সময়ের অধীন, ইচ্ছা সময়ে পূর্ণ হয়। কোন বিষয়ের বাসনা না রাখাই কর্ত্তব্য। বাসনাই বন্ধনের কারণ, কেবল সেই কৃষ্ণসম্বন্ধীয় বাসনা, সমস্ত মুক্তির কারণ। শারীকে খুব অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করিও। আর বলিও যেন আমার উপর নজর রাখেন।

প্রাণের ভাই ভগবান্! তোমাদের পত্রখানিতে এবার এক অননুভূত আনন্দ মাখান ছিল। সে আনন্দ মাদকতাময় থাকায় মন প্রাণ মাতিল, সদাই ইচ্ছা হইতেছে একবার তোমাদের পবিত্র দেহ আলিঙ্গন করিয়া এই কলুষিত শরীরকে পবিত্র করি। যদি কপালগুণে মেঘ উঠিয়াছিল, দুর্দ্দৈববলে তাহাও এখন অন্তর্হিত হইতে চলিল। হে ভাই ভগবান্! যা'দের ভালবাসিবার আছে তাহারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয় কেন? প্রাণে কত নূতন নূতন তরঙ্গ রোজ উঠিতেছে, আবার কত নব নব ভাবে ভাবিত করিতেছে; দেখিবার ও দেখাইবার সাধ পূরিতেছে না কেন ভাই? তোমাদের সেই মুরলীবাদন কি বিরহ এত ভাল বাসেন? কাছে, না থাকেন—না থাকিতে দেন। কেন ভাই! আমি পাপী বলিয়া? তবে তোমাদের সঙ্গে সঙ্গ হইল কি করিয়া? বলিও ভাই, তোমাদের এই কালসোনাকে, আর যেন তোমাদের এ হতভাগাকে পর না ভাবেন। তোমরা যেমন আমাকে কৃপা করিয়া আপনার মনে কর, তোমাদের সেই বাঁকাকে বলিও, সেও যেন আমাকে আপনার ভৃত্যগণ মধ্যে একজনা মনে করিয়া ব্যবহার করে। আমি

অতি অভাজন, ভরসা কেবল তোমরা। তোমাদের গুণে ও সহায়ে যদি কখন চরিতার্থ হইতে পারি, জীবন সার্থক মনে করিব। ভাই! সে দিন কি আমার কখনও হ'বে? "কবে সুদেবী সখী" ইত্যাদি সে দিন কি আমার ভাগ্যে লেখা আছে? তোমরাই জান। ভাই ভগবান্! রাধাকুণ্ডে স্নান করিলে যে পরিবর্ত্তন হয়, তা'র আর কথা কি? সামান্য পরিবর্ত্তন নয়; অনন্ত তপস্যাতেও যাহা না হইতে পারে, এক বার মাত্র রাধাকুণ্ডে স্নানে তাহাই সংঘটিত হয়। মনে নাই কি ভাই! তোমাদের সেই নটবর কেমন কাল? তিনি এক দিন রাধা বিরহে আকুল হইয়া রাধাকুণ্ডে ঝাঁপ দেন, অনেকক্ষণ পরে কুণ্ডের উপরে আসিয়া দেখেন, তাঁ'র সেই মহা-কাল-রূপ সোনার মত হইয়া গিয়াছে; তাই বিদেশিনী হইয়া শ্রীমতীর নিকটে যান। যখন রাধাকুণ্ড স্নানে তোমাদের কৃষ্ণ, গৌরকান্তি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, তখন তোমার যে এ মনের পবিত্রতা এবং তজ্জন্য নব ভাবের অঙ্কুর হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যে রাধাকুণ্ডের জল-স্পর্শে আমার গৌরহরি আনন্দে ও প্রেমে পুলকিত ও মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন, তাহাতে স্নান করিয়া যে অপার আনন্দ পাইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? যে রাধাকুণ্ডের স্মরণে প্রাণ মন আকুল হয় ও প্রেম-কদম্বে শরীর পুর্ণ হয়, তাহার স্নানের ফল যে কি? তাহা কে জানিবে ভাই? ভাই হরি! ধন্য তোমরা! যাহারা সেই রাধাকুণ্ড-তীর-বিহারী হরির নিত্যসহচর। আমি হতভাগ্য, রাধাকুণ্ডের কথা কি বুঝিব? ভাই হরি! রাধাকুণ্ডে স্নানের পর তোমার যে নামে, পাঠে মন লাগিতেছে না, ইহার কারণ তুমিই বলিতে পার। আমাকে জিজ্ঞাসা কেন করিতেছ ভাই? আমি নিতান্ত মূর্খ ও অহঙ্কারে মাতোয়ারা! আমার মত অজ্ঞ জীবকে ও-কথা জিজ্ঞাসা করা ভাল হইয়াছে কি? তোমাদের লেখা তোমরাই জান, আর জানে তোমাদের

সেই—সে। তবে ভক্তমাল গ্রন্থে গোবিন্দচরিতে একটি গান আছে, তাহার অর্থ ত জানি না, তবে পড়িয়াছি মাত্র। সেটা এই—

"ভজ রে মন, শ্রীনন্দনন্দন, অভয় চরণারবিন্দ রে,
শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন, পদসেবন দাস্য রে,
সখীজন-সেবন, আত্ম-নিবেদন, গোবিন্দদাস অভিলাষ রে"।
ইত্যাদি, ইত্যাদি।

তাই বুঝি তোমার মন, আর নামে, পাঠে থাকতে চায় না। ভাই! বালক বড় হইলে আর কি মাতৃস্তনের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারে? না—থাকে? আহার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনের ভাবেরও পরিবর্ত্তন হয়। তোমারও বুঝি তাই হইয়াছে। ভাই হরি! প্রাণের অটল! মান্যবর বন্দ্যোপাধ্যায়! দেখ ভাই! শ্রীমতী প্রথমতঃ বংশী শব্দ, পরে কৃষ্ণনাম শ্রবণ, তার পর রূপ-দর্শন, তারপর স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া চরিতার্থ হইতেছেন। যখন একবার কৃষ্ণনাম শুনিলেন, তখন কি আর বংশী ভাল লাগে? যখন রূপ দেখিলেন, তখন কি আর কেবল নাম লইয়া সুখী হইতে পারেন? যখন একবার স্পর্শসুখ পাইলেন, তখন কি আর কেবল মাত্র রূপধ্যানে পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারেন? শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে, বিবর্ত্তবিলাসে আছে, "গোপী নয় যোগীশ্বর, তোমার পদকমল ধ্যান করি পাইবে সন্তোষ"। যখন তাহারা স্পর্শ করিয়াছে, তখন আর ধ্যান কেন ভাল লাগিবে? আজ তোমারও বুঝি তাই। ধন্য তোমরা! ধন্য ধন্য! ভাই! মধ্যে মধ্যে এই প্রকার পথ দেখাইয়া আমাকে প্রলুব্ধ করিও, চিরকাল যেন লৌহখণ্ড থাকিতে না হয়। নাম করিতে হয় নামের জন্য করিও না, তাঁ'র নাম বলিয়া মনে করিও। পাঠ করিতে হয় তাঁ'র গুণকীর্ত্তন মনে করিয়া পাঠ করা উচিত নয় কি? শ্রবণ করিতে হয় প্রাণের ভালবাসার কথা

মনে করিয়া গোপনে শুনিতে হয়। দেখ ভাই, যখন বিবাহের কথা হয়, কিন্তু বিবাহ হয় না, তখন স্বামীর নামমাত্র শ্রবণে আনন্দ হয়; বিবাহের পর যখন কেবলমাত্র দেখাদেখি হয়, তখন রূপ-ধ্যান এবং গোপনে তাঁ'র গুণগান ও নাম-জপ করিয়া থাকে ও অপার আনন্দ পায়। তার পর, যখন সামান্য প্রণয় হয়, তখন গোপনে দাঁড়াইয়া স্বামীর কথা অন্য কেহ কহিলে প্রাণ লাগাইয়া শ্রবণ করিয়া আনন্দ পায়। তার পর, যখন প্রণয় গাঢ় হয়, তখন কি আর পূর্ব্বের ও সব ভাল লাগে? যদিই বা লাগে, তাহা হইলে ভালবাসার বিষয়ক বলিয়াই। তাই বলি, ছাড়িবার নয়—উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আপনি অন্তর্হিত হইতে থাকে। যা'ক্ ভাই, এ সব পাগলের পাগলামীর শেষ নাই। এ সমুদ্রের ঢেউ গণনা করা অসম্ভব। যদি কখন তিনি দিন দেন, সকলে মিলিয়া প্রাণের আনন্দে ঐ সমুদ্রে ডুবিয়া ডুবিয়া আনন্দ লইব। তবে এইমাত্র বলিয়া রাখি, অভাগা বলিয়া যেন আমাকে ছাড়িও না। মধ্যে মধ্যে মনে রাখিও।

তোমাদের—হর।

৩৬শ পত্র।

শ্রীচরণেষু—(হরিদাস মুখোপাধ্যায়)

হরি দাদা! অনেক দিন পরে মনে প'ড়েছে, যাহা হ'ক মনে প'ড়েছে এই খুব; আজ কাল কি অন্যকে চিন্তা করিবার অবকাশ পান? আজ "একশ্চন্দ্রস্তমোহন্তি"। আপনার আবার এ সব কি লেখা? আপনারা উপযুক্ত পাত্র বলেই দয়াময় কৃষ্ণ দয়া ক'রে কিম্বা জোর ক'রে কোথা থেকে টেনে এনে ব্রজের দ্বারওয়ানী দিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা আর কি

সৌভাগ্য হইতে পারে? কোন রিপুর হাত হইতে এড়াইবার উপায়— রিপু কম জোরী হইলে তাহাকে বিনাশ করা কিম্বা আপন অধীনে আনা, আর রিপু বলবান্ হইলে তাহার নিকট হইতে পলায়ন করা। এই দুই ব্যতীত তৃতীয় উপায় আছে বলিয়া মনে হয় না। তাই বলি, যদি কেহ কোন শত্রুর হাত হইতে নিশ্চিন্ত হইতে চায়, কায়মনোবাক্যে তাহার চিন্তা না করিলেই নিশ্চিন্ত হইতে পারে। কাম বলুন, ক্রোধই বলুন অথবা অন্য যে কোন বলবান্ রিপুর হাত হইতে এড়াইতে ইচ্ছা হইলে তাহাদের রাজ্যের দিকে দৃষ্টিপাতও করিতে নাই। নিজের চেষ্টা এই—আর তা'র উপর, সেই করুণাময় কৃষ্ণের আশ্রয় লওয়া ও তাঁ'র কাছে রক্ষার জন্য সর্ব্বদা প্রার্থনা করা চাই। কৃষ্ণের নাম শুনিলে সকল শত্রুই দূরে পলায়ন করে কেন না তাঁ'কে সকলেই ভয় করে; অতএব যদি কেহ এই দুর্দ্দান্ত শত্রুগণ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চান, তিনি যেন অহরহঃ কৃষ্ণ-নামে মত্ত থাকেন; তাহা হইলে আর কোন ভয় থাকিবে না। এই সকল মহাশত্রুই যখন আপনাকে সর্ব্বদাই মহাস্ত্রধারী দেখিবে, তখন নিজে নিজেই তা'রা আপনার শরণাগত হইয়া পড়িবে। নামের জোরে সকলই হইতে পারে, এই জন্যই ভাগবতে বলেছেন—

"কলের্দ্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ" ॥

অতএব এমন মহাস্ত্র আর দ্বিতীয় নাই। সর্ব্বদা নামে মগ্ন থাকিলে আর কোন ভয় নাই। এই জন্যই চৈতন্যের শিক্ষা—(১) জীবকে দয়া, (২) নামে রুচি, (৩) বৈষ্ণব সেবন।

সাধ্য মত এই শিক্ষার অনুগমন করিতে চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। প্রথম আরম্ভ—সর্ব্ব জীবে দয়া করিতে করিতে কৃষ্ণ-নামে রুচি হয় এবং নামে রুচি হইলেই নাম করিতে করিতে মহতের দয়া হয়; মহতের দয়া

কৃষ্ণ কৃপা অপেক্ষাও দুর্ম্ল্য। কৃষ্ণকে পাইলেই জীব মুক্তি পায়, কিন্তু কৃষ্ণভক্তকে পাইলে জীব স্বয়ং কৃষ্ণকে পায়। অতএব কৃষ্ণ পাওয়া অপেক্ষা কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ মূল্যবান্; নাম করিতে করিতে কেবল ভক্ত-সঙ্গ পাওয়া যায়। তাই যোড়হাতে নিবেদন, সদাই নামে ডুবে থাকুন। নাম করিলে কি হ'বে না হ'বে, বিচার না করিয়া অহরহঃ নামে ডুবে থাকুন, চিরসুখে ও চিরশান্তিতে থাকিবেন। অভাগাকে ভুলিবেন না।

আপনাদের আদরের—হর।

৩৭শ পত্র।

My Dear Upen Babu,

আপনার ভালবাসামাখা পত্রখানি পাইয়া যারপর নাই আনন্দিত হইলাম। আমার মনের ধারণা কৃষ্ণ বড় দয়াময়, বিশেষতঃ তিনি বড়ই শরণাগতপালক, তাঁ'র দয়াতে আপনি ক্রমোন্নতি করিবেন ও শরীর ক্রমশঃ কর্ম্মক্ষম হইবে। কায়মনোবাক্যে তাঁ'র শরণ লউন। আপনার জানা আছে, দেবতাগণ সত্ব, রজ, তম, তিন গুণের কোনও না কোন গুণের পক্ষপাতী। সত্বগুণাবলম্বী হইয়া কোন দেবতার আরাধনা করিতে হয়, কেহ বা রজোগুণ-প্রিয়, আর কেহ বা তামসিক! আবার এই তিনটি গুণের যোগ বিয়োগে শরীর। তাই বলি, শরীর অনুযায়ী সাধন করিলেই সত্বর ফল লাভ হইয়া থাকে। শরীর আবার আহারের উপর নির্ভর করে, এই জন্য যা'র যেমন আহার, শরীর তদনুরূপ হইয়া আপন মত গুণকে অধিকার করে, এই জন্যই প্রথমতঃ আহারই সাধনের মূল ভিত্তি মনে করিতে হইবে এবং আহারের প্রতি বিশেষ নজর রাখিতে হইবে। ব্যাধির সময় ও তার পর প্রকৃত বৈদ্যগণ কেন লঘু

পথ্য ব্যবস্থা করেন বলুন দেখি? লঘু আহার দ্বারা শরীর সুস্থ থাকে ও সত্ত্ব গুণের উদয় করায়; আর সত্ত্ব গুণটি শরীর রক্ষার একমাত্র শক্তি বলিলেও বলা যায়। আমাদের শাস্ত্রে সেই জন্যই সত্ত্ব-প্রধান বিষ্ণুকে পালনকর্ত্তা বলিয়া থাকেন। আর এই গুণের বিপরীত তমোগুণই নাশের কারণ, এই কারণ তম-প্রধান শিবকে সংহারকর্ত্তা বলিয়া থাকেন। তাই বলি মহাশয়, শরীর নীরোগ রাখিতে হইলে, বিশুদ্ধ আহারের বিশেষ দরকার; সেই কারণ নিবেদন কোন রকম সন্দেহ না করিয়া তামসিক আহারগুলি ত্যাগ করা একেবারেই উচিত। ফল, মূল, শাকসব্জি ইহাই সাত্ত্বিক আহার; আর মৎস্য, মাংস, মদ্য, পলাণ্ডু, রসুন প্রভৃতি তামসিক আহারের মধ্যে গণিত। শরীর নীরোগ করিতে চান ত প্রথমতঃ আহার ঠিক করিতে চেষ্টা করুন। কিছু দিনের জন্য নিমন্ত্রণ খাওয়া ছাড়িলে খুবই ভাল হয়। ঘৃত, দুগ্ধ ইত্যাদি যথেষ্ট খাইবেন; মৎস্য, মাংস একেবারেই ত্যাগ করুন, যেমন তা'তে লালসা পর্য্যন্ত না থাকে। ফলের মধ্যে বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান ফল বিল্ব, এই জন্যই তম-প্রধান ঠাকুরটি এই বিল্বমূল সার করিয়াছেন। বিল্বপত্র, বিল্বছাল, বিল্বফুলও ফল প্রত্যেকেরই তমোনাশের শক্তি আছে বলিয়াই শিব সকল গুলিই ভালবাসেন। এই বিল্বফলটি পাইলেই খাইবেন, ফল অভাবে পাতার রস খাইবেন। পাতার রসে মিষ্টতা নাই, সেই জন্য কিছু মিছরি মিলাইয়া খাইতে পারেন; ইহাতে আপনার শরীর ক্রমেই সারিয়া যাইবে। যদি এই রস খাইলে ঠাণ্ডা বোধ হয় তাহা হইলে মিছরির পরিবর্ত্তে লবণ মিলাইয়া খাইবেন। মহাশয়, এই ভাবেই শরীর সত্ত্ব-পূর্ণ হইলে মন অসৎ চিন্তা ত্যাগ করিবে, তখন অতি আনন্দে মধুর কৃষ্ণ-নামটি লইয়া ইহ-পর-জীবন সার্থক করিতে পারিবেন। কৃষ্ণ নাম অপেক্ষা মহামন্ত্র দ্বিতীয় নাই, কৃষ্ণ-নাম সকল সুখ দিতে পারে, সকল সিদ্ধি আনিতে

পারে এবং সর্ব্ব প্রকারে ভক্তকে কৃতার্থ করে। রাজসিক ও তামসিক তপ দ্বারা অনেকেই সিদ্ধ হইতে পারেন, কিন্তু সিদ্ধ হইয়াও তাঁ'দের নিজ নিজ গুণ শক্তিহীন হয় না, তা'র অনন্ত সাক্ষী পাইবেন। রাবণ, কুম্ভকর্ণ, কংস প্রভৃতি অপেক্ষা সিদ্ধ পুরুষ দ্বিতীয় নাই; কিন্তু তাহারা সিদ্ধ হইয়াও আপন আপন ইষ্টের সঙ্গে সমকক্ষ হইতে ছাড়ে নাই—ইহাই ভ্রম। তাই বলি, সত্ব-গুণ দ্বারা আরাধনা করিতে থাকুন, পবিত্র ও সুখী হইবেন। কৃষ্ণ-নাম হইতে কেবল মাত্র শুদ্ধ সত্ব উদয় হয়, তাহার ফলে ভক্তি, ভক্তি হইতে প্রেম, আর প্রেমের দ্বারাই সেই প্রেমের হরিকে পাওয়া যায়। যদি বলেন, আপনারা পুরুষানুক্রমে শাক্ত, কেমন করিয়া নূতন পথ লইবেন? ইহার জন্য কেবল প্রহ্লাদ, উদ্ধব ও বিদুরকে দেখাইতেছি। তা' ছাড়া দৈনিক ব্যবহার দেখাইতেছি। কন্যা চিরদিন মা বাপের অধীন থাকে, আর সামান্য বড় হইলে স্বামীর অধীনা হয়, ও সুখে থাকে। যত দিন অজ্ঞান অবস্থা তত দিনই মা মা করিয়া, মেয়ে মার নিকট থাকিতে চায়, তার পর স্বামীর জন্য পলকে প্রলয় বোধ করে। স্বামীর সামান্য সুখের জন্য মায়ের হাজার কষ্টের উপর দৃক্‌পাতও করে না, যে স্ত্রী ইহার বিপরিত আচরণ করে, তা'কেই কুলটা বলিয়া সকলে ঘৃণা করে। জীবের অবস্থাও ঠিক তাই। জীব যত দিন অন্ধ থাকে, তত দিন মা বাপ বলিয়া কাঁদে, তার পর স্বামী পাইলে সকল ভুলে যায়। কৃষ্ণই একমাত্র জগতস্বামী। এই জন্য নিবেদন, কায়মনোবাক্যে সতীর মত সেই স্বামীর শরণাগত হইয়া কৃতার্থ হউন। এ সম্বন্ধে আমি একেবারে অন্ধ, তবে আপনাদের মত মহতের নিকট যাহা শুনিয়াছি তাহাই নিবেদন করিলাম। নিতান্ত দরিদ্র ব্যক্তিও লক্ষ কোটী টাকার গল্প করে। এত টাকা তাহারা দেখে নাই, তবে যাহারা দেখিয়াছে তাহাদের নিকট শুনে সেও বলে লক্ষ টাকা এই ঘরের এক ঘর, কোটী

টাকা এত। আমি সেই রকম দরিদ্র হইয়াও আপনাদের নিকট শুনিয়াছি মাত্র। কৃষ্ণ-নামটি সকল সুখের আকর, তাই আজ শ্রুতি মাত্র নিবেদন করিতেছি; এ সম্বন্ধে অনেকেই বড় বড় মহাজন আছেন। তাঁহাদের নিকট এই সকল কথার সাক্ষাৎ দর্শন করিতে পারিবেন। আমার নিকট যাহা অনুমান মাত্র তাঁহাদের নিকট সকলই বর্ত্তমান দেখিবেন। এ সম্বন্ধে অনেক সন্ধান রাধার (রাধাবল্লভ শীলের) নিকটে পাইবেন। হরি-ধরার সকল সরঞ্জাম তা'র নিকটে আছে, লইবেন। আর একটি নিবেদন, নব অনুরাগিণী স্ত্রীর মত প্রথম প্রথম মুখটি ঘোমটাতে ঢেকে রাখিবেন, যা'কে তা'কে দেখাইলে নির্লজ্জ বলিয়া অপবাদ করিতে পারে। এই জন্যই বোধ হয় সাধুজন বার বার বলিয়াছেন "আপন ভজন কথা, না বলিবে যথা তথা"। তাই বলি, মহাশয়, আমার এইমাত্র একান্ত ভিক্ষা, যাহা যাহা করিবেন একটু গোপনেই করিবেন। এই যেমন, যদি মাংস ছাড়েন খাইতে বসিয়া বমির ভাণ করিবেন; একদিন দু'দিন এই রকম করিয়া পরে বলিবেন, মাংসে অরুচি হইয়াছে। এই রকম চাতুরী সকলই খেলিতে হইবে, তবে বিনা ব্যাঘাতে উন্নতির পথ পাইবেন; নচেৎ অনেক বাধা অনেক কষ্ট পাইতে হইবে। সংসারে থাকিয়া হরি-ভজন করিতে হইলেই চাতুরী চাই; সংসার ছাড়িলে তত দরকার নাই। সংসারে থাকিয়া হরিভজন দেখাইবার আদর্শ ব্রজলীলা; তাই তা'তে সাধারণ চক্ষে এত চাতুরী দেখা যায়। মহাশয়, পাগলের কথা মনে করিয়া এই সকল অসঙ্গত কথাতে উপেক্ষা করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিবেন। মাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর মনে করিবেন; তাঁ'র চরণামৃত প্রত্যহ পান করিবেন। মা যদি সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে বিনা ক্লেশে সাধনের পথ পরিষ্কার হইয়া যাইবে! মা সাক্ষাৎ দেবতা।

আপনারই—হর।

৩৮-শ পত্র।

পরমস্নেহময়ী মা আমার (কৃষ্ণকামিনী দাসী, বৃন্দাবনবাসিনী)

মা! আপনার স্নেহমাখা পত্রখানি পাইলাম। মা হইয়া ছেলেকে প্রণাম করিলে যে ছেলের অপরাধ হয়, তবে কেন মা আপনি আমাকে প্রণাম করিয়াছেন? ছেলে মা'কে জ্বালাতন করিলে, মা যখন বিরক্ত হন, তখনই কেবল দুঃখে ছেলেকে প্রণাম করেন। সে ত ইচ্ছা পূর্ব্বক অপরাধ লইবার জন্য; তাই বলি মা, আমার বড় ভয় হইয়াছে, আমি কি কোন অপরাধ করিয়াছি যে আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া এমন কথা লিখিয়াছেন? যাহা হউক, মা, আর আমাকে প্রণাম করিয়া অপরাধী করিবেন না। আমি যে আপনার কোলের ছেলে। আজ আমি নামে ব্রাহ্মণ হইয়াছি বলিয়া কি এমন করিতেছেন? মায়ের কাছে আবার ব্রাহ্মণ কি মা? কৃষ্ণ জগতের স্বামী কিন্তু যখন গোয়ালার ঘরে যশোদার নীলমণি হইয়াছিলেন তখন কই মা যশোদা ত কখনও প্রণাম করেন নাই? তবে কেন মা, আপনি আমাকে প্রণাম করিয়াছেন; তবে কি আপনি আমাকে ভাল বাসেন না মা? তাহা হইলে আমি সত্যই কাঁদ্‌বো, আমি ত আগেই বলেছি আমি বড় কাঁদুনে ছেলে; কেঁদে কেঁদে আপনাকে জ্বালাতন কর্‌বো। মা, আমায় কাঁদাইবেন না। আপনি আমাকে এমন ক'রে বামুন সাজালে আমি নির্ভয়ে আপনার কোলে উঠে ত দুধ খেতে পার্‌ব না, তখন বামুন বামুন মনে হ'বে; তাই আপনার নিকট নিবেদন, মা, আমার জাতি নাই, আমাকে আর বামুন সাজাইবেন না। আমি চণ্ডালেরও অধম, মা, কোথাও পেট না ভরাতে, আজ আপনার নিকট আসিয়াছি। গোপালের মায়ের অনেক দুধ, খুব পেট ভ'রে খা'ব, এই আশাতেই আজ আপনার নিকট আসিয়াছি, দেখ্‌বেন মা! নিরাশ করিবেন

না। অত্যন্ত ক্ষুধা—মা! যে পায়ে কতকগুলি ভারি জিনিষ বান্ধিয়া নাচিতে পারে, সেই ত ভাল নাচ্‌তে জানে। যে মা কাঁদুনে ছেলে মানুষ কর্‌তে পারে, সেই ত ভাল মা! আপনি গোপালের মা শুনেই ত আপনার নিকট আসিয়াছি, তাই প্রার্থনা নিরাশ করিয়া তাড়াইয়া দিবেন না। আমি যেমন মা ব'লে আসিয়াছি, আপনিও তেমনি ছেলে ব'লে কোলে তুলে নিন্ না মা! আপনাকে মা, মা, বল্‌তে প্রাণে বড় শান্তি আসে, তাই এতবার মা, মা, ব'লে জ্বালাতন কর্‌চি কিছু মনে কর্‌বেন না, আর ছেলেকে অপরাধী করিবেন না। মা! পেটে না ধর্‌লে কি আর ছেলে হয় না? যশোদা কৃষ্ণকে পেটে ধরে নাই, তবে কি ক'রে মা হ'লো। তাই বলি মা, আপনি আমাকে আপনার পেটের ছেলে বলিয়া আদর করিবেন। মা আমি বড় অধম তাই বুঝি আপনি লিখিয়াছেন তোমার অধম মা! তা মা, অধমের মা আবার ভাল কোথায় হয়? আমার এই অধম মাই ভাল, তাই ব'লে মা, আমার কাছে অধম সাজিবেন না। লোকের কাছে অধম সাজুন, কিন্তু আমার কাছে রাজরাজেশ্বরী মা। বিজয়া দশমীর প্রণাম না করিয়া যদি কোলে তুলে মুখচুম্বন করিতেন, কত সাজ্‌ত মা!

মা, আমার মত ভাগ্য কা'র? যে দিকে চাই সেই দিকেই আপনার স্নেহময়ী মূর্ত্তিটি। সেই উজ্জ্বল শ্যাম বরণ, সেই মধ্যম আকৃতি, সেই মৃদু—স্নেহ-পূর্ণ দীর্ঘ নয়ন, সদাই আমার নয়নপথে পড়িয়া মহা আনন্দ দিতেছে। মা! আজ দুই দিন হইল, আপনার কোলে ব'সে আপনার ছোট ছোট চুলগুলি লইয়া কত খেলা করিয়াছি। চুলগুলি আমার মুখে আসিয়া পড়িতেছিল আর আমি সেইগুলি লইয়া হাসিয়া হাসিয়া খেলিতেছিলাম, সে যে কি আনন্দ তা যে পেয়েছে সেই জানে। মা, আপনার কাল চক্ষু দেখিয়া কখনও বা ভয় পাই আর কখনও বা সাহসে

ভর দিয়া হাসি। মা, আপনার চক্ষে কি আছে কে জানে। এখন আমি আপনার ভারি আদুরে ছেলে হ'য়ে পড়েছি। মা, সত্যই আমার জাত নাই। গৌর আমার জাত খেয়েছে। আমার জাত নাই, কুল, শীল, লাজ, ভয় কিছুই নাই। আমি একটি বদ্ধ পাগল! কলিকাতাতে যখন থাকিতাম তখনও এমনি ছিলাম; এক এক দিন কলেজ বন্ধ হ'য়ে সকলে চলে গেলেও আমি ঘুমন্ত ছেলের মত বসিয়া থাকিতাম। চাপরাসী দরজা বন্ধ করিবার সময় আমাকে বলিত—বাবু, তুমি এখনও এখানে কেন বসিয়া আছ? তখন যেন ঘুম ভাঙ্গার মত লজ্জিত হইয়া চলিয়া যাইতাম। আমার মা, সকল গেছে, আশীর্ব্বাদ করুন এখন যাহা যাহা বাকী আছে সেগুলিও যেন যায়। এ সংসারে কি খেলা খেলাইবার জন্য সেই লীলাময় কৃষ্ণ এই অধমকে আনিয়াছেন তা তিনিই জানেন। তাঁ'র নিয়ম ছাড়া চলিবার আমার ক্ষমতা নাই। মা, একটি একটি ছেলের জন্য একটি একটি মা দিয়াছেন, কিন্তু আমার কেন মা, অনন্ত মা? তবে কি আমি বড় দুরন্ত ছেলে? তাই আমাকে এত মায়ের হাতে দিয়াছেন? কি জানি, তাঁ'র কি ইচ্ছা। তাঁ'র ইচ্ছা তিনিই জানেন। তবে এইমাত্র মনে হয়, যে সেই দয়াময় আমার উপর অত্যন্ত দয়া প্রকাশ করেন ও করিবেন। মা, আমাকে নিষেধ করিয়াছেন কণ্ব মুনির পায়স খেতে; তা মা আমি কি ক'রব? মা যশোদাও ত কোন রকমে কসুর করেন নাই! এমন কি বৃন্দাবন ছাড়িয়া গোকুলে যান তত্রাচ তিনি কৃষ্ণকে রাখিতে পারেন নাই, ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিতে পারেন নাই, কিন্তু এত দুরন্ত হইলেও ত মা যশোদা রাগ করেন নাই। তাই বলি মা, আমি কোন অন্যায় করিলে আপনি রাগ করিবেন না। মায়ের আদরে থাকিয়া চিরজীবন সুখে কাটাইব এই মাত্র প্রার্থনা ও আশা।

হে মা! যা'রা কৃষ্ণ চায়, তা'রা কি পাপ পুণ্যকে ভয় করে? তা'দের

আবার পাপ পুণ্য কোথা হ'তে আস্‌বে? কৃষ্ণের রাজ্যে পাপ পুণ্য নাই। সে বৃন্দাবন নিত্যানন্দ ধাম, সেখানে পাপ পুণ্য যেতে পারে না। তবে কেন মা আপনি বার বার লেখেন আমার পাপ হইবে, আমার পাপ হইবে? ছি মা, এ ভ্রান্তকে আর ভুলাইয়া দিবেন না। মা, আশীর্ব্বাদ করুন, যেন পাপ পুণ্য বিচার আমাদের না থাকে, আমরা যেন কৃষ্ণ কৃপাতে এ দুইয়েরই বাহিরে থাকিতে পাই। পাপ পুণ্য যা'দের জন্য, তা'রা বিচার করুক; আমাদের ও সব দরকার কি মা? কোন চিন্তা করিবেন না। পাপ কিছু নাই। মাগো, আপনাদের ছায়া যত দূর যায় তত দূর পরম পবিত্র হয়, পাপ দূরে পলায়; কোন ভয় নাই মা।

রাগের কথা লিখিয়াছেন মা, তার জন্য ভাবিবেন না। এ রাগী ছেলের হাতে প'ড়ে আপনাকেও কতবার রাগ্‌তে হ'বে। রাগই ত মা প্রেমের শান্‌। যেমন তলোয়ার প্রভৃতি নিস্তেজ হইলেই শান্‌ দিতে হয়, তেমনই মা, রাগ প্রেমের শান্‌। রাগ হ'লে মা, কিছুতেই লুকান যায় না। চক্ষে, মুখে, নাকে, প্রকাশ পায়। ইহাই মা, মৃগমদ। কাপড়ে ঢেকে কি কখন মৃগমদের গন্ধ আটকান যায়? সেই রকম মা, জীব রাগে মত্ত হইলে সে আপনাকে আপনি ছাপাইতে চেষ্টা করিলেও প্রকাশ হ'য়ে পড়ে। মা, আপনারা রাগভরা। আপনাদের কাছে থেকে আমি পার্থিব রাগ দিয়ে আপনাদের ঐ অপার্থিব রাগ শিক্ষা করিব। ছেলে মূর্খ হইলেও মায়ে মার্‌তে চায় না; আমার কিন্তু মা, দিদিমারা মাষ্টার, তাঁ'রা ত আর আপনার মত দয়া কর্‌বেন না? না শিখ্‌লেই মার্‌বেন। তাঁ'দের ভয়ে যদি কখন রাগ শিখ্‌তে পারি ও রাগ ছাড়্‌তে পারি! তাঁহাদিগকে বেশ ক'রে ব'লে রাখ্‌বেন। এ পাঠশালার সব সরঞ্জাম যেন প্রস্তুত রাখেন।

আপনার আদুরে ছেলে—হর।

৩৯শ পত্র।

পরমস্নেহময়ী মা আমার!

আপনার স্নেহমাখা পত্রখানি পাইলাম। মাগো, হতভাগার ভাগ্য গুণে "সমুদ্র শুকাইয়ে যায়।" আমার আজ তাই হ'য়েছে, দয়া ক'রে ও যত্ন ক'রে রজ পাঠাইয়া দিয়াছেন; কিন্তু কপাল গুণে শুষ্ক হইয়া অন্তর্দ্ধান হইয়া গিয়াছেন। যাহা হউক মা, পত্রখানি মাথায় মুখে স্পর্শ করাইলাম ও পরম পবিত্র হইলাম। আপনি মা আজ কাল ভাল আছেন শুনে যে কত সুখ পাইলাম তাহা সেই অন্তর্য্যামীই জানেন। মাগো, আপনার হুকুম মত রজ-রাণী বরফ গলাইয়া রাস্তা করিয়াছেন। ১১।১২ দিন ডাক একেবারে বন্ধ ছিল; বরফে সমস্ত রাস্তা একেবারে বন্ধ হইয়াছিল; কিন্তু আপনার পত্রখানি আসিতে রাস্তা বাহির হইল। আপনার পত্রখানির রাস্তাতে একটি দিনও বিলম্ব হয় নাই। অপরাপর সকল পত্র গুলিও আপনার পত্রের সঙ্গেই পাইলাম। কেহ ১২ দিনের, কেহ ১০ দিনের এই রকম সব বিলম্ব হইয়াছে। ধন্য মা, ব্রজরজের শক্তি, আর ধন্য মা, আপনার স্নেহের জোর! হনুমানের মা পর্ব্বত ভেদ করিয়া হনুমানকে স্তন পান করাইয়াছিলেন, আর আপনি মা, এ পর্ব্বতশ্রেণী ও বরফরাশি ভেদ করিয়া এ বানর ছেলেটিকে স্তন পান করাইলেন। মাগো, আমি ধন্য হইলাম, এ হতভাগার উপর যেন এমনই দয়া চির দিনই থাকে।

আপনাদের আদুরে ছেলে—হর।

৪০শ পত্র।

MY DEAR CHIRANJI LAL SAHIB,

It is beyond my power to express, even a bit of the pleasure I have felt, in going through the contents of your letter. Very much pleased to see your speedy improvement. Go on in this way and you shall be satisfied. Learn to love mother; that alone shall lead you to everlasting bliss and take to the most sweet company of the Saints. Don't think that mothers are mortals like ourselves. They are gods in human shape. The whole universe is the mother's dominion. She is the sole mistress of all created things. Mothers are gods in disguise. I see, now-a-days, your mother is well pleased with you and this speedy and timely improvement is the result. Tender my best respect to your mother and to your dear wife and ask them to be affectionate towards me. They are my only hope and sole and principal help; without their special care I am none in this world. I also see, your wife too is well-disposed at present; try to keep her always cheerful. Dear, to-day I am going to say something more; hope they will be most agreeable to you. Dear, you ought to know that man lives on food both spiritual and material. For the up-keep of the Spirit within, we

require spiritual food and for the nourishment of the material body we want matter. At present you are earning the material food through your employers; therefore, serve them with your body and intellect, but keep your mind and spirit in the service of that Great Lord Krishnaji, whence alone come all spiritual forces and helps. With spirit serve spirit, and matter with matter. If you serve matter with spirit too, then you will see within a very short period your spirit shall be turned into matter. So is it with matter. Matter may also be purified and turned into Spirit if you keep it always in contact with the Spirit. For this reason alone, the Shastras teach us to serve God with body, mind and words. Help those who want material help with matter, such as hungry peoples with food, the naked with cloth, the poor with money; but the fallen, with spirit, that is, wish well of them, ask Krishnaji for their help and try to teach them the ways to attain Krishnaji and to love that Universal Master. To the fallen, worldly helps will do very little good; they want spiritual food for the nourishment of their degraded spirit. Next to Krishnaji, mother is the great reservoir of all these spiritual forces and helps. Whenever you want these spiritual forces, take them from mother.

Try to please mother and then she will give you everything you want. Next to mother, know wife; she will not also fail to help you in every way.

Do not forget the most sweet and potent name of *Krishnaji*. Try, even in dream, to repeat that name. Repetition of name shall alone lead you to salvation. Whenever you find leisure, read books that deal with the *Lila* of Krishnaji. Do not pass your time uselessly. Day, once gone, is gone for ever; and no wealth of this universe can call it back. Always try to help the needy. When pecuniary help will be beyond your power, do not forget to please the needy even with sweet words. Do not hate the sinners, pity them and try to show them the path to everlasting bliss. Try always to be helpful to *Sadhus*. Do not judge over their character and conduct. Try heart and soul to lessen their miseries. Remember, that the police is just between the subject and suzerainty. So the police can exert any power lawfully or unlawfully on the subjects. Try not to oppress willingly or unwillingly these poor subjects. Remember always, that nothing in this universe is everlasting and the works done here shall end here. But the effect of good and bad work shall follow the doer everywhere, and shall be the sources of

pleasure and pain. Weigh your words and work, before you speak and do; let no unkind words, ever come out of your mouth, nor any bad and cruel deeds out of your hands; and then everlasting pleasure will be your constant companion. Again, I request you not to forget Krishnaji and His sweet name. We are all right here.

Affectionately yours—

HARANATH

৪১শ পত্র।

প্রাণ প্রিয়তমে!

তোমাদের আনন্দপূর্ণ পত্রখানি পাইয়া, প্রাণে অপার আনন্দ ও শান্তি পাইলাম। জানি না কি অপরূপ রসে এটির ভিয়ান কর, যাহাতে এত সুমিষ্ট হয়। তোমরা ময়রা, ভিয়ান জান, আমরা ত অরসিক, অনভিজ্ঞ, আমরা ইহার সন্ধান কি জানিব? হে ভাই! তোমাদের সবই গুণ; কিন্তু দোষই বল, আর গুণই বল, একটি জিনিষ তোমাদের মধ্যে আছে, সেটি শুনিতে চাও কি? সেটির নাম চাতুরী। তোমরা কখন কাহাকেও সরল হইয়া আত্মপরিচয় দাও না। ধন্য তোমাদের শক্তি! যে যত তোমাদিগকে জানিতে চেষ্টা করে, তোমরা ততই তা'কে চাতুরী কর। তোমরা সরলা হইয়া যে এত চতুরা এইটিই তোমাদের প্রধান গুণ, এইটিই কেবল ছাড় না। সব দাও—মন প্রাণ, সব দাও সত্য; দাও না কেবল ঐ চাতুরী ছাড়িয়া; আমি চাই কেবল ঐটি। অন্য অভিলাষ নাই। এবার ত বুঝ্‌লে, এখন দাও, দয়া কর। আমি সুখে

তোমাদিগকে দেখি আর আনন্দ ভোগ করি। তোমাদের এ ভাবটি ভাবিতে ভবিতেই ত কৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ হইয়াছেন তত্রাচ অন্ত না পাইয়া গৌরাঙ্গরূপে রাধা রাধা বলিয়া কাঁদিয়াছেন। গৌর কাঁদা'তে তোমরাই ত জান, আর ত কাহারও সাধ্য নাই। গৌর কান্দাইতে, হাঁসাইতে কেবল তোমরাই জান। না জানি তোমাদের কি আছে, যাহার জন্য গৌর কান্দে। আমি সেইটি চাই। আমিও কান্দিতে চাই। সে জিনিষটা কি তা তোমরাই জান, আর সে জানে যা'কে জানাও। তাই চাই আমাকেও জানাও। আমি কৃতার্থ হই। হায় হায় বলে কেন্দে, হেসে, নেচে চরিতার্থ হই। সেটি কি দিবে? সেটির একটি নাম প্রেম। তোমাদের আছে তাইত তোমাদের কাছে এইটি শিখিতে চাই। তাইত রাধা আমার প্রেমের গুরু। কৃপা করিয়া এইটি শিখাও। আমি অতি হতভাগা, প্রেম ছাড়িয়া কাম শিখিতেছি, কাঞ্চন ছাড়িয়া কাচে লোভ পড়িয়াছে। প্রেম কাম অনেক তফাৎ। আপনাকে ভুলিয়া ভালবাসার নাম প্রেম, কৃষ্ণ এই প্রেমের অধীন, কৃষ্ণ কেবল প্রেমের ঋণী; এই ঋণ পরিশোধ করিবার অভিলাষেই গৌর হওয়া। আর আপনাকে মনে রাখিয়া ভালবাসার নাম কাম, ইহা হইতেই সংসারের যত কিছু সুখ, দুঃখ, মঙ্গল, অমঙ্গল, শোক, তাপ আসে। প্রেম ভীরুকে সাহসী, সাহসীকে ভীরু করে; প্রেমই পুরুষকে প্রকৃতি, প্রকৃতিকে পুরুষ করে। প্রেমই কেবল মৃতকে সজীব, সজীবকে মৃত করিতে সক্ষম। তোমরা না কি এই প্রেম জান, তাই তোমাদের শরণ লইয়াছি, দয়া করিয়া শিখাও। আমি চরিতার্থ হই, আমি জীবন সার্থক করি। কৃপণতা করিও না। আর আমার সঙ্গে চাতুরী করিও না। যেমন আপনা ভুলিয়া আমাকে পালন করিয়াছ, যেমন আপনা ভুলিয়া আমাকে নিরাপদ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছ, যেমন আপনা ভুলিয়া আমাকে স্নেহ করিয়াছ

ও ভাল বাসিয়াছ, তেমনি কৃপা করিয়া আমাকে আপনা ভুলিয়া ভাল-বাসিতে শিখাও, আমিও একবার কামশূন্য ভালবাসার আস্বাদ অনুভব করিয়া চরিতার্থ হই। আর চাতুরী করিও না। হয় ত এই কথা শুনিয়া মনে করিবে, আমরা আবার কোথা চাতুরী করিলাম? কিন্তু যদি রাগ না কর, তাহা হইলে দেখাইতে পারি। দেখাইব কি? তবে দেখ; তোমরা লিখিয়াছ, ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় ও কামের বশে সেই প্রাণপতির চিন্তা করিতে পারিলাম না। বল দেখি এটি চাতুরী বটে কি না? বলি প্রাণপতির আবার চিন্তা কি করিয়া করিতে হয়? যদি চিন্তা দ্বারা সেই পতিকে পাইতাম, তবে ত গোপীগণ কখনই তাঁহার চিন্তা করেন নাই, ধ্যান ধারণা তাঁহারা জানিতেন না। শাস্ত্রে লিখিয়াছে "গোপী নহে যোগীশ্বর, তোমার পদকমল সদা তা'রা করিবেক ধ্যান"। এ যে সহজ ভজন, তোমরা জান বলিয়াই ত ধ্যান কর না, তোমরা জান বলিয়াই ত যোগ কর না। ধ্যান যোগ ত্যাগ করিয়াছ বলিয়াই ত কৃষ্ণ তোমাদের হইয়াছেন। তাই বলি, ছলনা ছাড়, এই সহজ ভজনটি আমাকে জানাও। কি করিয়া তোমরা তাঁ'কে বশ করিয়াছ এইটি কেবল শিখাইয়া দাও। কি করিলে সেই অধরকে ধরিতে পারিব, বলিয়া দাও। হাড়িপাড়ায় ঝাড়ু আমার সত্য হইয়াছে। আমি যাই কি ঝাড়ু দিতে, না শিখিতে? হাড়িরা ঝাড়ু দিবার মূল অধিকারী, আমি ত জানি না কেমন করিয়া ঝাড়ু দিতে হয়, তাই ত তোমাদের কাছে যাই; যদি কখন কৃপা হয়, যদি কোন দিন কৃপা করিয়া শিখাইয়া দাও, তখন ঝাড়ু দিয়া অন্তর পরিষ্কার করিতে পারিব। তোমাদের উপকারের জন্য আমি যাই না, আমি যাই আমার উপকারের জন্য। পুরুষ স্বার্থপর, তাই ত ধরিয়াই তাহাদিগকে নিঃস্বার্থ হইতে শিক্ষা দাও, এই ধনটি দিলেই আমি অধীন হইব। আমি একবার আপনা ভুলিয়া তোমাকে ভালবাসিয়া চরিতার্থ হইব—

জীবন সফল করিব। তাহা হইলে তুমি আমি, আর আমি তুমি হইয়া যাইতে পারিব। তখন এই প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া যুগল হইয়া সেই যুগলরাজ্যে যুগলরূপ দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইব। যুগল না হইলে যুগলরাজ্যে যাওয়া যায় না। কৃপা করিয়া প্রাণে প্রাণ মিশাইবার পথ দেখাও এটি শিখাইবার তোমরাই মালিক। প্রাণাধিকে! রাম সীতাকে, যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে সঙ্গে লইয়াছিলেন সত্য, তা'র কারণ শুনিবে কি? প্রাণাধিকে! তোমরা যে—সকল কর্ম্মের মূল; তোমরা ব্যতীত কোন কার্য্যই সফল হইতে পারে না। দেখ প্রণয়িনি! তাঁ'দের কার্য্য ছিল ভূভার হরণ করা, তা শক্তি ছাড়া হইলে, সে কার্য্য হইবে কেন? তাই তাঁ'রা সশক্তি গমন করিয়াছিলেন। যদি সীতাকে সঙ্গে না লইতেন, তবে কি কখন রাবণ মরিত? দ্রৌপদী না থাকিলে কি কখন দুর্য্যোধন প্রভৃতি মরিত? এ কথা লিখিলে অনেক বেশী হ'বে, একটু ভাবিবে, দেখিবে সত্য মিথ্যা বুঝিতে পারিবে। আমায় ত আর ভূভার হরণ করিতে হইবে না যে সশক্তির দরকার। আমার দরকার ছায়া; তা ত কখন ছাড়া নই। সদাই হৃদয়ের এক নির্জ্জন কক্ষে বসাইয়া প্রাণের সাধে পূজা করি; তবে কি জান, কখন কখন তোমার অকৃপা হয়, নানা চেষ্টাতেও আর রাখিতে পারি না। পলাইয়া যাও। তাইত বার বার বলিতেছি, চাতুরী ছাড়, স্থির হইয়া বসিয়া থাক। ছায়ারূপে আমার কাছে থাক, আর দেহে মাত্র মায়ের সেবা কর। আমার নিজের সেবা অপেক্ষা তোমার সেবাতে তিনি অধিক আনন্দিত হইবেন। অসম্ভব মনে করিও না। টাকা অপেক্ষা টাকার সুদ বেশী মিষ্ট, তা বোধ হয় সকলেই জানে। তাইতো তোমাকে অনুরোধ করি প্রাণপণে মায়ের সেবা করিও। দুঃখ দূর হইবে। মাকে আমার প্রণাম জানাইবে! তিনি যেন আমার জন্য কোন চিন্তা না করেন। তাঁহাকে ভাবাইও না। সদাই হাঁসি মুখে থাকিবে। কেন

প্রাণাধিকে! এক তিলের জন্যও ত, না আমি তোমা ছাড়া, না তুমি আমা ছাড়া, তবে ভাবনা কেন? আড়ালে ভালবাসার নাম প্রেম। বলি আমার সাপটি কি আর কারও হইয়াছে কেন নজর রাখিবে। অপাকে বলিবে, লাল ভালবাসিতে শিখিয়াছে কি? সাপের সঙ্গে খেলিতে ইচ্ছা হইয়াছে কি? আচ্ছা! আমরাও আশাতে রহিয়াছি। সে শিখিলে আমিও শিখিব। যেন চিহ্ন রাখিয়া যায়। দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত চলিতে বলিও। সাপ খেলাইতে হইলে যেন সদাই সাপের চক্ষের উপর চক্ষু রাখে। চক্ষু হেলাইলেই বিপদ। চল, চল, চল আমিও আসি। অনেক কথা মনে রহিল, ভয়ে ভয়ে জড় সড়। নিজের কথা পালন করিও, ছায়ার মত সদাই আমার কাছে থেকো। যেন সদাই দেখিতে পাই, চক্ষু মুদিলেই বা কি আর চাহিলেই বা কি?

তোমাদের—হর।

---

৪২ শ পত্র।

প্রাণ প্রিয়তমে!

আজ আবার তোমাকে দেখিতে আসিলাম। আমি কি প্রকার আনন্দে কি নিরানন্দে আছি, তাহা তুমি বেশ বুঝিতে পারিতেছ। সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া ভাল করি নাই, বড়ই ভুল হইয়াছে, যাহা হউক কোন চিন্তা করিও না। আজ একটি বিশেষ কথা বলিতে আসিলাম। তুমি কি ইতিমধ্যে ২।১ দিনের জন্য বাপের বাড়ী গিয়েছিলে এবং সেখানে যাইয়া কি সুখে থাকিতে পার নাই? এ কথাটি আমাকে বেশ করিয়া খুলিয়া লিখিবে। মহোৎসবের তিন দিন পূর্ব্বের কথা। লিখিতে ভুলিও না, যতক্ষণ পত্র না পাইব, ততক্ষণ মন স্থির হইবে না। আমার উপর নজর

রাখিয়া, সব সত্য কথা গুলি লিখিও! যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময় তোমার খুড়িমা তোমার অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন, কথাগুলি পাগলের কথা মনে করিয়া উপহাস করিও না। আর যদি তুমি আমাকে যথার্থ ভালবাস, তাহা হইলে আমার একটি কথা রাখিও, কথাটি কাটিলে তুমিও কষ্ট পাইবে, আমাকেও কষ্ট দিবে। কথাটি অন্য কিছুই নয়, তুমি আর এক চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বাপের বাড়ী যাইও না, এক দিনের জন্যও আমার মায়ের কাছ ছাড়া হইও না। কোন বিশেষ কারণ বশতঃ বাপের বাড়ী গেলে কখনও সেখানে রাত্রিবাস করিও না। যদি আবার কখনও দেখা শুনা হয়, সব কথা খুলিয়া বলিব—এখন নয়। মায়ের নিকট থাকিলে সুখে থাকিবে, কোন কষ্ট পাইবে না। মায়ের কাছ ছাড়িলে বিপদে পড়িতে হইবে। তুমি কেমন বুঝিতেছ? এখন আমার কাছ ছাড়িয়া সুখে আছ ত? সুখে থাক্‌লেই আমার সুখ। বেশী ভাবিও না, বেশী উতলা হইও না। সদাই মন্ত্র স্মরণ করিতে ভুলিও না। আমি এখানে পাঁচ দিনে পাঁচ রকম হইয়াছি। আমার আজ কালের রূপ দেখিতে পাইলে না। কাছে থাকিলে অনেক কথা মনে পড়ে না, এখন সেই সকল কথা মনে পড়িতেছে। যাহা হইক সার কথা—মন্ত্রটি ভুলিও না। কাহার উপর নিষ্ঠুর ব্যবহার করিও না। খারাপ কথা বলিয়া কাহারও মনে কষ্ট দিও না। গুরুজনের প্রতি অভক্তি করিও না। মাকে সেবার দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ পাইতে বিশেষ চেষ্টা করিবে। গুরু-পাদপদ্মে রতি-মতি রাখিবে। তোমার কানাই আর গুরুদেবে কোন তফাৎ নাই, দুই-ই এক। এটি যেন ভুলিও না। সকলের আঁদরের হইতে চেষ্টা করিও। ছেলেদের উপর নজর রাখিও। মাকে আমার প্রণাম জানাইও। মা যেন আমার জন্য না ভাবেন, দেখিও তুমি মাকে বেশী ভাবাইও না। এটি মনে রাখিও, মা না থাকিলে আমাকেও এ সংসারে

দেখিতে পাইবে না। মায়ের প্রাণে আমার প্রাণ মিশান আছে। এটি আজ বলিলাম। মনে রাখিও অথবা মিথ্যা কথা মনে করিও না। এ বিষয়ে অধিক লিখিবার দরকার নাই; তোমার কৃপাতে আমি বেশ আছি।

তোমার—হর।

৪৩শ পত্র।

প্রাণ প্রিয়তমে!

সম্প্রতি তোমাদের করুণার পরিচয় পাইলাম। তোমরা এমন না হইলে এ সংসার থাকিত না। একটি জীবও জীবিত থাকিত না। তোমরা আমার প্রতি করুণা করিয়া শান্তিভাব ধারণ করিয়াছ সেই জন্যই ত এ মহাসমুদ্রও স্থির হইয়াছে, তা'র তরঙ্গ নাই। এখন নিশ্চিন্তা হইয়া নিশ্চিন্ত করিলে। তাই ত তোমাদিগকে এত ভালবাসি, তাইত তোমাদের নিকট এত আব্দার করি। এখন প্রার্থনা যেন এই করুণা চিরস্থায়ীরূপে আমার উপর থাকে। আমি যেন কখনও তোমাদের অকৃপাভাজন না হই। আমার মত সৌভাগ্যবান্ এ সংসারে অতি অল্পই আছে। দেখ না ভাই, প্রত্যেক জীবকে রক্ষা করিবার জন্য একটি একটি করিয়া মা আছে, কিন্তু ভাই, আমার কথা একবার ভাবিয়া দেখ দেখি। আমি না বড়ই অক্ষম, সেই জন্যই রক্ষার ভার এতগুলি মায়ের উপর পড়িয়াছে; ধন্য আমি, আর ধন্য সেই পরমকরুণানিধানের করুণা। আমার জন্য ভাবিও না। যেই খানেই আমি সেই খানেই তোমাদের কৃপাতে সেই প্রাণপতির অপার স্নেহ ও ভালবাসা। কেবল মাত্র তোমাদের জন্য তোমাদের কৃষ্ণ আমাকে এত ভালবাসেন ও এত আদর করেন।

তোমরা যতই সেই প্রাণবল্লভের প্রিয়তমা হইবে, ততই তিনি আমাকে ভালবাসিবেন; কেন না আমি তোমাদের। তাই বলি, সদাই তাঁ'র নামে ও প্রেমে থাকিয়া কাল কাটাও। আন্ চিন্তাতে মনকে খারাপ করিও না। সদাই সেই প্রেমময়ের প্রেমহ্রদে ডুবিয়া সুধা খাও, তখন বিষ খাইলেও মরিবে না। বিষের জ্বালায় জ্বলিবে না। তবে যদি কোন হতভাগা সেই প্রেম সমুদ্রে পড়িয়াও আমার মত মুখ বুজিয়া থাকে, তাহার কথা স্বতন্ত্র। তা'রা ত সদাই জ্বলিতেছে, নিভাইবার আর স্থান কোথা? এমন মনে করিও না যে আমি এটি অযথা কথা লিখিলাম। কৃষ্ণ-প্রেম-সমুদ্রে পড়িয়াও কি কখন জ্বলিতে পারে? যাহার দর্শনে কোটী কাম নিবারণ হয় তাঁর স্পর্শেও কি কখন জ্বালা আসিতে পারে? তা'র সাক্ষ্য দেখ না ভাই, জটিলা কুটিলা। তা'রা ত সেই প্রেমময় মূর্ত্তি দেখেছিল, তবে কেন জ্বলিত? চন্দ্রাবলীও ত সদাই হ্রদে পড়িয়া থাকিত। কিন্তু সেও ত আমার কিশোরীর মত জুড়াইতে পারে নাই। দেখ সাধকগণ সাধিতে সাধিতেও পতিত হয় কি না? তা'রাও ত সেই মহা-সমুদ্রের মধ্যে, তবে কেন জ্বলে? তাই বলি, সেই প্রেম-সরোবরে অনেক বিষাক্ত সর্পও বাস করে। সকামে জলকে বেশী চঞ্চল করিলে, সেই সব সর্প দংশন করে। যাহারা মুখ বন্ধ করিয়া থাকে, সুধা পান না করে, তা'রাই জ্বলে, তা'রাই মরে। তাই বলি, আমার মত মুখ বুজিয়া থাকিও না। যদি মহাতপস্যার ফলে জুড়াইবার হ্রদে পড়িয়াছ পান কর, পান কর, তাহা হইলে ভয় থাকিবে না। যাক, এ সব কথা ত তোমাদের কাছে পচা, এ কথায় আর কাজ নাই। এখন আমি যেমন তেমনি কথা বলি, সে গুলি হয় ত মিষ্টি লাগিবে না, কেন না পলাওয়ের মুখে পান্তা ভাত ভাল লাগে না।—পরমপূজনীয়া মাকে আমার প্রণাম দিবে, আর নিবেদন করিবে যেন তিনি আমার জন্য এক তিলও না ভাবেন। যা'র

উপর তাঁ'র আশীর্ব্বাদ রহিয়াছে তা'র জন্য আবার চিন্তা কি? তিনি নিশ্চিন্তা থাকিলে আমরাও নিশ্চিন্ত থাকিব। গাছের গোড়ায় রস থাকিলে ফলও যে সরস হইবে তার ত আর সন্দেহই নাই। তাই বলি, তিনি যেন সদাই আনন্দে থাকেন। তাঁ'র সেবা করিতে ত্রুটী না হয়। তাঁ'র কৃপা হইলে তোমার সমস্ত কামনা পূরণ হইবে। বল ত আসি, তোমাদের যাহা খুসী কর। তোমরা ইচ্ছাময়ী—

তোমাদেরই হর।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

পাগল হরনাথ

অর্থাৎ

শ্রীহরনাথের অপূর্ব্ব পত্রাবলী।

দ্বিতীয় খণ্ড।

ভূমিকা।

গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণবের কৃপায় এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল; ভরসা আছে ইহাও সকলের নিকট আদরের ধন হইবে। মিষ্ট দ্রব্য মুখে দিলেই মিষ্ট লাগে, তাহার আস্বাদ কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হয় না। ঠাকুরের এই সমস্ত পত্র মধুর কৃষ্ণকথামৃত-পূর্ণ, যিনি পাঠ করিবেন তিনিই আনন্দ পাইবেন। কৃষ্ণ-কথা সকলের মুখেই মিষ্ট লাগে; আবার সেই হরিনাম যখন সাধুর মুখে শুনা যায়, ইহার শক্তি অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়; অতি পাষাণ হৃদয়ও সাধু দর্শনে গলিয়া যায়। আমি নিজ চক্ষে দেখিয়াছি অনেক মহাপাপী সাধু-মুখ-নিঃসৃত হরিকথা শুনিয়া মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়াছে। ঠাকুরের এই সমস্ত পত্রে সেই অমানুষিক শক্তি পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছে। এই শক্তির প্রভাবে অনেক পাপিষ্ঠ কুপথ ছাড়িয়াছে, হরিনাম জপিয়া সত্যের ঋষিতে পরিণত হইয়াছে। যাঁহারা মদ্য ও মৈথুন ভিন্ন অন্য কোন সুখ এ জগতে আছে জানিতেন না, এমন কত ব্যক্তি আজ আমাদের এই ঠাকুরের চরণে শরণ লইয়াছেন; তাঁহারাই অমিয়মাখা হরিনাম আস্বাদন করিতেছেন—নিত্যধামগামী সাধু-বৈষ্ণবের সেবায় মনুষ্য-জনম সফল করিতেছেন। পাঠক! ভেবে দেখুন, কেহই পাপীর ভার স্কন্ধে করিতে চাহেন না। আমি আপনাদের কৃপায় অনেক সাধুর দর্শন পাইয়াছি, কিন্তু সকলেই পুণ্যবান ব্যক্তিকে আদর করেন, পাপীকে আলিঙ্গন কেহই দেন না। প্রত্যক্ষ ব্রহ্মতেজ-সম্পন্ন সূর্য্যসদৃশ অনেক মহাপুরুষ দেখিয়াছি; উদ্ধার করা দূরে থাকুক পাপীর চেহারা দেখিতেও তাঁহারা ইচ্ছুক নহেন। সকলেই সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির মঙ্গল করিতে অভিলাষী। তাঁহাদের চরণ-ছায়ায় আমাদের মত মহাপাপীর আশ্রয় হইবে না। যে মহাত্মার সুধামাখা

পত্রাবলী প্রকাশিত হইল, তিনি কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁ'র ক্ষমতা অসীম, দয়াও অনন্ত। তিনি বলেন "সাধু ব্যক্তিকে সকলেই ত আদর করিবেন, পাপীর ভার আমি বহন করিব; জগতে যত পাপী আছে বলে দিও, তাহারা যেন নিরভিমান হইয়া আমার নিতাইয়ের চরণে শরণ লয় ও হরিনাম করে, আমি তাহাদের পাপের বোঝা মাথায় লইয়া নরকে যাইব; নরক আমার পক্ষে ভয়ের স্থান নয়। ভাই অটল, তোমাদিগকে মনে করিয়া আমি কাল মহাকালকেও নির্ভীক নয়নে দেখিয়া থাকি"। নিজ মুখে এই কথা স্বীকার করিয়াছেন এবং কার্য্যেও তা'ই করিতেছেন। যে সমস্ত অধঃপতিত জীবকে তিনি উদ্ধার করিতেছেন, তাহা দেখিলে মনে হয় না যে তিনি মানুষ। পাঠক! আপনি ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া আসুন, আমরা জোর ক'রে বলিতে পারি, এমন করুণার আধার কেহ নাই, যিনি গায়ে প'ড়ে যেচে যেচে আমাদের মত বিষয়ী, কুকৃতিলীন, মদ্য ও বেশ্যাসক্ত পাপিষ্ঠ রেলের কর্ম্মচারীকে শক্তি-সঞ্চার করিয়া, হরিনাম দিয়া উদ্ধার করিতে সমুৎসুক। উদ্ধার করা ত দূরের কথা, বোধ হয় দুষ্কৃতিমান্ পাপীর নাম শুনিলেই তাঁহাদের মনে ঘৃণার উদয় হয়। তাই বলি, আমাদের এই দয়াল ঠাকুরের মত অগতির গতি দ্বিতীয় কেহ আছেন কি না জানি না। তিনি কেবল হরিনাম করিতে বলিয়াই নিরস্ত হয়েন নাই; যাহাতে হরিনামের মিষ্টতা আস্বাদন করিতে পারা যায় সেই অজ-ভব-বাঞ্ছিত দুর্লভ ভক্তিরূপ মহাশক্তি মহাপাতকির হৃদয়ে সঞ্চার করিয়া কৃষ্ণনামের মধুরত্ব ও মাদকতা অনুভব করাইতেছেন। যে সমস্ত জীব ভ্রমেও কখন হরিনাম জিহ্বায় উচ্চারণ করে নাই তা'রাই আজ অহর্নিশি লক্ষ লক্ষ নাম জপিতেছে, প্রেমে উন্মত্ত হইয়া হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে—

"এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥"

"ভক্তগণ, তাঁহাদিগের প্রিয় সেই শ্রীহরির নাম যখন কীর্ত্তন করিতে থাকেন, তখন অনুরাগের উদয়ে চিত্ত দ্রব হয়, আর অবশ হৃদয়ে উন্মাদের ন্যায় কখনও উচ্চৈঃস্বরে হাস্য, কখনও রোদন, কখনও চীৎকার, কখনও নৃত্য করিতে থাকেন" এই মহাবাক্যের সার্থকতা উপলব্ধি করিতেছে। কিন্তু ঠাকুরের এমনি কৃপা ও আশ্চর্য্য ক্ষমতা যে, অনেক তরুণ যুবা প্রভুর চরণে শরণ লইয়া সেই লোভ সংবরণ করিয়াছে ও হরিনামের বিমল সুধা পান করিতেছে। যাহারা কিছু দিন পূর্ব্বে ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মে এবং গাড়ীর "স্ত্রীলোকের কামরাতে" মেয়ে মানুষ দেখিয়া বেড়াইত, তাহারাই আজ "কোন বৈষ্ণব গাড়ী হইতে নামিলেন কি না? তাঁ'র সেবা আবশ্যক কি না"? এই দেখিয়া বেড়াইতেছেন। একবার ভেবে দেখুন আমাদের ঠাকুরের কি ক্ষমতা! ইহা কবির কল্পনা নহে, পাগলের প্রলাপ নহে—সত্য ও জীবন্ত জিনিষ। যাঁহারা স্বভাবতঃ ভাল, তাঁহাদের উন্নতি সহজেই হয়; কিন্তু যাঁহারা বনিয়াদী বিখ্যাত পাপী, তাঁহাদের উপায় আমাদের ঠাকুরের মত দয়াল মহাপুরুষ ভিন্ন অন্য কিছু নাই। যিনি যতই পাপ করুন না কেন, যদি অভিমানশূন্য হ'য়ে তাঁ'র চরণে শরণ লয়েন, আমরা দম্ভ করিয়া বলিতে পারি তিনি শান্তি পাইবেনই পাইবেন; কৃষ্ণভজনের আনন্দে হৃদয় পূর্ণ হইবে, তখন আর সংসারের কোন পাপ বস্তুই তাঁহাকে লুব্ধ করিতে পারিবে না। "গৌরাঙ্গ বলিতে হ'বে পুলক শরীর, হরি হরি বলিতে নয়নে ব'বে নীর"। এই অপূর্ব্ব ভাব অনুভব করিয়া জীবন সফল

হইবে। ঠাকুরের আর একটি মজা এই—অভিমানশূন্য, দীন, মূর্খ, স্ত্রী, শূদ্র ইহাদের কাছেই তিনি বেশী ধরা দেন। তাঁহাদের বিশ্বাস বেশী, সেই জন্য প্রভুও অধিক কৃপা করেন। ইহা একটি মহতের লক্ষণ। চৈতন্য প্রভু সনাতনকে বলিয়াছিলেন—

"দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।
কুলীন, পণ্ডিত, ধনীর বড় অভিমান॥"

প্রভু যে সমস্ত উপদেশ দিয়াছেন তাহা ইচ্ছা করিলেই পালন করা যায়। আফিসের চাকরী করি, আর যাই করি, সৎ পথে থাকিয়া বিছানায় ব'সে হরিনাম করিবার সময় যথেষ্ট পাওয়া যায়। এই "হরেকৃষ্ণ" নাম নিয়মমত কিছুদিন করিতে পারিলে, অচিরেই তাঁ'র কৃপা পাওয়া যাইবেই যাইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে—

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব,
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিতজিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥"

"ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন "হে প্রভো! জ্ঞানোপার্জ্জনের প্রয়াস পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাঁহারা কেবল তোমাকেই প্রণাম করেন, এবং সাধুমুখ-নিঃসৃত ভবদীয় কথা শ্রবণ পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে সৎপথে থাকিয়া জীবন ধারণ করেন, তুমি ত্রিলোক দুষ্প্রাপ্য হইলেও তাঁহাদের নিকট সুখলভ্য হইয়া থাক।" নাম করিতে শুচি অশুচি নাই। যখন সময় পাইবেন তখনই করিবেন। তথাহি পদ্যাবল্যাম্—

"নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥"

যদি পাপক্লিষ্ট, নিরবলম্বন কোন ব্যক্তির পশুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া মানুষ হইতে ইচ্ছা হয়, তিনি যেন দীন হ'য়ে আমাদের ঠাকুরের চরণে শরণ লন, অচিরে বাসনা পূর্ণ হইবে। মহৎ কৃপা ভিন্ন হরিনাম কার্য্যকরী হয়েন না।

"মহৎ কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণ-ভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়।"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলায় ২২ পরিচ্ছেদ)

পাপে জগৎ আচ্ছন্ন, অধিকাংশ জীব ভগবৎ-বিমুখ। এমন কাল পড়িয়াছে সৎপথে থাকিয়া নিজের জীবিকা অর্জ্জন করা দায় হইয়াছে, কালের দোষে ধার্ম্মিক ব্যক্তিকেও অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইতেছে। ইহার ভিতর আত্মোন্নতি করিতে হইলে, হরিনাম ভিন্ন অন্য উপায় নাই। অধিকাংশ ভদ্রলোকেরই আমাদের মত অবস্থা; সকলেই প্রায় কোন না কোন আফিসে কাজ করেন। কাপড় ছেড়ে শুদ্ধ হ'য়ে, ফুল চন্দন নিয়ে জপ, আরাধনা, যোগ, তন্ত্র, মন্ত্র এ সব একেবারেই অসম্ভব।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

কিন্তু মহতের কৃপা ভিন্ন, রাশি রাশি পুস্তক পড়িলে হরিনামের মিষ্টতা পাওয়া যায় না। সদ্‌গুরু ভিন্ন সেই সচ্চিদানন্দময় শ্রীভগবানকে অনুভব করাইতে আর কেহ পারেন না।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ২২ অধ্যায়—

"কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধু সঙ্গে তবে কৃষ্ণে রতি উপজয়॥
কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু-অন্তর্য্যামী-রূপে শিখায় আপনে॥

সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ ভক্তে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তি ফল 'প্রেম' হয়,—সংসার যায় ক্ষয় ॥
মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে 'ভক্তি' নয়।
কৃষ্ণ কৃপা দূরে রহু, সংসার না যায় ক্ষয় ॥"

মহৎ সাধু অনেক আছেন, কিন্তু তাঁ'দের চরণে স্থান পাওয়া, যা'র তা'র অদৃষ্টে ঘটে না ; তাঁ'রা যা'কে তা'কে আশ্রয়ও দেন না। ভালর ভাল করিতে অনেকে পারেন, সকলেই সৎশিষ্য চাহেন! তাই বলি, যিনি পাপীকে আলিঙ্গন করিয়া প্রেম-ভক্তি দান করিতে সক্ষম, তিনিই যথার্থ নিতাইসদৃশ অসীম শক্তিধর করুণাময় মহাপুরুষ। আমাদের ঠাকুরও তাই। এই নিঃস্বার্থ মহাত্মা সংসারের ভিতর সামান্য সংসারী সাজিয়া প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিতেছেন। অচিন্তনীয় ক্ষমতার ও অনন্ত করুণার কিঞ্চিৎ আভাষ কেবল মাত্র জনকতক লোককেই দিয়াছেন। কেন যে তিনি লুকা'য়ে আছেন তিনিই জানেন। তাঁ'র শক্তি ও দয়া বলিয়া বুঝাইবার নহে, যা'কে করুণা করেন, সেই জানিতে পারে।

"বৈষ্ণব জানিতে পারে দেবের শকতি।
মুঞি কোন ছার হঙ শিশু অল্পমতি॥"

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ॥

শ্রীভগবান ও তাঁ'র ভক্তগণ কৃপা ক'রে আপনাকে না জানাইলে, কাহারও ক্ষমতা নাই যে তাঁহাদিগের শক্তি অনুভব করে।

মুণ্ডক শ্রুতি, তৃতীয় মুণ্ডকে বলিতেছেন—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম ॥" ইতি—

বাক্য, বুদ্ধি ও বহু শাস্ত্রাভ্যাস দ্বারা ভগবানকে জানা যায় না। ভগবান যাঁহাকে কৃপা করেন তিনিই ভগবানকে জানিতে পারেন।

দাতব্য চিকিৎসালয়ে যেমন দীন দুঃখীর অধিকারই সর্ব্বাগ্রে হয়, তেমনি আমাদের ঠাকুরও দীন পাপীকেই বেশী করুণা করেন। তাঁ'র কার্য্যকলাপ দেখিলে মনে হয় "পতিত পাবন আর কোথা? এই ত সাক্ষাৎ"। কোন স্ত্রীলোক, সুপুরুষ যুবাকে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া একেবারে মুগ্ধ হইলে, তা'র যেমন অবস্থা হয়, আমাদের ঠাকুরের যথার্থ কৃপা যখন কেহ পায় তা'রও অবস্থা তিনি ঠিক সেই রকম করেন। তাঁ'র চিঠিতে কি শক্তি নিহিত করেন জানি না, যা'কে একবার লিখেন সেই মোহিত হইয়া যায়। কি গৃহে, কি বাহিরে মিষ্ট কথা ভিন্ন অন্য কথা কখনও কাহাকেও বলেন না, তাঁ'র সমস্ত কথাই যেন অমিয় মাখান। স্নেহ ও ভক্তিতে অন্ধ হ'য়ে আমরা এ কথা বলিতেছি না; কি গৃহকার্য্যে, কি গুরুজনের প্রতি ব্যবহারে, কি বিষয়কার্য্যে, কি আচার ব্যবহারে কোন কার্য্যেই অনুসন্ধান করিয়া দোষ বাহির করিতে:সমর্থ হই নাই। যে স্থানে তাঁ'র বাস, সেই স্থানের সকলেই তাঁ'র গুণে একবারে মুগ্ধ। তাঁ'র আশ্রিত ভক্তের প্রতিও তিনি ঠিক এই রকম মধুর ব্যবহার করেন। স্নেহময়ী জননী যেমন ছোট বালকের সহস্র অপরাধ মার্জ্জনা করেন, তিনিও তেমনি তাঁ'র ভক্তের অশেষ দোষ ক্ষমা করেন। কেউটে সাপ সদৃশ কত উদ্ধত প্রকৃতির লোক তাঁ'র শক্তিতে একেবারে মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া দীনের দীন হইয়াছেন। তিনি যে তাঁ'র ভক্তের সকল কার্য্য সর্ব্বদা দেখেন, মাঝে মাঝে তাহা জানান। জয়স্তিপ্রসাদ নামে এক ভক্ত কৃষ্ণ নাম করিতে করিতে উঠানে বেড়াইবার সময় ছোট ছোট ঘাস গুলি তুলিয়া ফেলিতেন; তাহাতেই প্রভু লিখিলেন "স্বভাবের সৌন্দর্য্য অনাবশ্যক নষ্ট করিও না, যে টুকু দরকার তাহাই করিও।" অনুকূল নামে আর এক জন, দুই এক ঘটি জল ভুলক্রমে ইষ্ট স্মরণ না করিয়া খাইয়াছিল, তাহার পর পত্রেই প্রভু বলিলেন "নিতাইয়ের নাম না লইয়া

কোন দ্রব্য মুখে দিও না"। এক বাবুর মদ খাওয়া অভ্যাস ছিল; অনেক বুঝিয়ে বলা কহাতে সে অভ্যাসটি ত্যাগ করেন। মদের লোভ ছেড়েও ছাড়েন না, আবার একদিন তিনি গুপ্তভাবে মদ খাইয়াছেন, প্রভুও অমনি লিখিলেন "যে শত্রুকে ঘরের বাহির করেছিলে, আবার তাহাকে ঘরে আনিলে কেন"? এই রকম কত জনকে কত রকমে জানিয়ে দেন, "আমি তোমাদের সব কার্য্য দেখিতেছি"।

নিজ স্ত্রী, পুত্র ও আত্মীয় স্বজন অপেক্ষা ভক্তগণ তাঁ'র বেশী প্রিয় ও আদরের জিনিষ। ভক্তের জন্য সকল কষ্ট স্বীকার করেন, বিপদের সম্ভাবনা থাকিলে সাবধান ক'রে দেন ও রক্ষা করেন। কিন্তু স্ত্রী পুত্রের জন্য এত আয়াস স্বীকার তিনি করেন না।

যাঁ'রা ভক্তিমান্, তাঁ'রাই ভক্তির জোরে এই সমস্ত গুরুকৃপা অনুভব করেন; এবং তাহাও খুব কম লোকেই পারেন। আমাদের মত পাপী জীব যে সেই সমস্ত দেখিতে পায়, এইটি তাঁ'র সাধারণ করুণার পরিচায়ক নহে। এমন করুণাময় মহাপুরুষ আর দ্বিতীয় আছেন ব'লে বোধ হয় না। যদি তিনি কখনও নিজেকে নিজে প্রকাশ করেন, তবে সাধারণে জানিতে পারিবেন, নচেৎ লিখিয়া আর তাঁ'র মাহাত্ম্য কত জানাইব। তবে এ কথা বেশ বলিতে পারি, সরল অন্তঃকরণে, অভিমানশূন্য হ'য়ে, যিনি তাঁ'র নাম লইবেন, তাঁহাকে তিনি কৃপা নিশ্চয়ই করিবেন। যত বড় পাপীই হউক না কেন, যদি অকপটে তাঁ'র চরণে শরণ লইয়া এই "হরেকৃষ্ণ" নাম জপ করিতে থাকে, অতি অল্প দিনের মধ্যে তা'র আকৃতি ও প্রকৃতিতে এক প্রত্যক্ষ অপূর্ব্ব মাধুর্য্য আসিবে। লোহাকে স্পর্শ করিয়া যখন সোনা করা হয়, তখনই পরশমণির শক্তি বুঝিতে পারা যায়; তেমনি ঘোর নারকীর কঠিন হৃদয়ে ঠাকুর যখন কৃষ্ণভক্তি উদয় করান, তখনই তাঁ'র অলোকসামান্য ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই পুস্তক প্রকাশের

উদ্দেশ্য আমার মতন পতিত জীবের নিকট ঠাকুরকে প্রচার করা। যাঁহাদের জন্য ইহা প্রকাশিত হইল, তাঁহাদের মধ্যে এক জনেরও যদি ঠাকুরের কৃপা পাইতে লোভ হয় ও মধুর হরিনামে রুচি জন্মায় তাহা হইলেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

হাতরাস জংসন।
৮ই জুলাই।

সকলের কৃপাকাঙ্ক্ষী প্রকাশক
শ্রীঅটলবিহারী নন্দী।

শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর্জয়তি।

পাগল হরনাথ

অর্থাৎ

শ্রীহরনাথের অপূর্ব্ব পত্রাবলী।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পত্র।

বাবা পূর্ণ!—(পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

তোমার পত্রখানি আমাকে বড়ই আনন্দ দিয়াছে। বাবা, এ জগতে সকলেই দেনদার; তবে কাহারও দেনা কম, কাহারও বেশী—এইমাত্র প্রভেদ। অনুতাপই প্রকৃত কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত, তবে এটি যেন মনে থাকে, অনুতাপের পর দ্বিতীয়বার অনুতাপ হইতে পারে না, তখন কর্ম্মটি অভ্যস্ত হইয়া পড়ে, তাই অনুতাপের সঙ্গে সঙ্গে সে কর্ম্মটিও চিরদিনের মত ছাড়িতে চেষ্টা করা বিধি। বাবারে, অসৎ সঙ্গে পড়িয়া ইচ্ছা না থাকিলেও কত অন্যায় কর্ম্ম করিতে হয়। তাই বলি, অসৎসঙ্গ একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে। সৎসঙ্গ সদাই প্রার্থনা করিবে; যে দ্রব্য ইচ্ছা করা যায়, তাহা কখনই দুষ্প্রাপ্য থাকে না; তাই বলি, পাও

আর নাই পাও, সদাই সৎসঙ্গ অভিলাষ করিবে, দেখিবে সেই ইচ্ছাময় কৃষ্ণ নিশ্চয়ই তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া দিবেন। তখন পলকে রাজ-চক্রবর্ত্তী হইয়া যাইবে এবং চিরদিনের মত কৃতার্থ হইবে; ইহা সত্য বলিয়া জানিও, যে লাভ কৃষ্ণ সঙ্গেও দুর্ল্লভ, সাধু সঙ্গে তাহা অতীব সুলভ। সাধুর এ মান্য কৃষ্ণই দিয়াছেন। সাধুগণ সকলই কৃষ্ণপাদপদ্মে দিয়াছেন, কৃষ্ণও সেইজন্য তাঁ'দের এতটা বাড়াইয়াছেন। তাই বলি, সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য করিয়া রাখিবে। অর্থ না থাকে, মধুর কথা দ্বারা ও নিজের শরীর দ্বারা যতদূর হয়, পরের উপকার করিতে চেষ্টা করিবে। ইহাতে ভ্রমবশতঃ কাহাকেও কষ্ট দিবার চেষ্টা কিম্বা সংকল্প করিও না। অসৎ-চিন্তা একেবারে হৃদয় হইতে দূর করিতে চেষ্টা করিবে। মন্দ কর্ম্ম অপেক্ষা মন্দ চিন্তার বেশী ক্ষমতা, এই জন্যই হঠযোগ অপেক্ষা রাজযোগ বেশী প্রশংসনীয়। একটি কর্ম্ম অন্যটি চিন্তা। চিন্তার এত শক্তি যে,—নাই বস্তুকে উৎপাদন করিতে পারে, অদৃশ্য বস্তুকে দেখাইতে পারে এবং অ-ধরকে ধরিতে পারে। তাই বলি, নিজ চিন্তাগুলিকে সদাই মার্জ্জন করিবে। চিন্তা মার্জ্জিত হইলেই ঘোর অন্ধকার ঘরে বিদ্যুতের আলো জলিয়া উঠিবে, তখন আর কিছুই অজানিত থাকিবে না, নখদর্পণবৎ সকল দেখিতে ও বুঝিতে পারিবে। তখন পূর্ণানন্দ পাইয়া চরিতার্থ হইবে। পিতামাতাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিতে হয়, তবে সেই দয়াময় হরির দয়া পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি নিজের জন্মদাতা মা-বাপকে যত্ন করিতে জানে না, সে কেমন করিয়া ঈশ্বরের সঙ্গে মা-বাপ-সম্বন্ধ পাতাইয়া তাঁ'র সেবা করিতে সক্ষম হইবে? জানত বাবা, "charity begins at home," সেই রকম সকলই begins at home; এক্ষণে মন না দিলে, চিরদিন negligent studentএর মত গলদ spelling করিতে হইবে। তাই বলি, প্রথম পাঠ বেশ মন দিয়ে করিতে চেষ্টা করা

উচিত। মাবাপের সেবা আমাদের প্রথম পাঠ, এটিতে মন না লাগাইলে চিরদিন careless থাকিয়া যাইতে হইবে; আর তাহা হইলে শেষ পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইতে বড় বিপদ হইয়া দাঁড়াইবে। পিতা মাতাকে মনুষ্যদেহে সাক্ষাৎ ঈশ্বর মনে করিয়া সেবা ভক্তি করিবে! যদি কেহ চর্ম্মচক্ষে in flesh and blood দেখিতে চান, তাঁহারা মা বাপকে দেখুন। Entrance Examinationএ pass না হ'লে কেহ কখন Graduate হইবার ইচ্ছা করিতে পারে না, তেমনি এই পিতৃ মাতৃ সেবারূপ Entrance পরীক্ষা না দিতে পারিলে আর College-এ থাকার ইচ্ছা রাখা বাতুলের কর্ম্ম। মা বাপ যেমন পূজার ধন, স্ত্রী তেমনই আদরের ও ভালবাসার ধন। স্ত্রীকে সামান্য খেলার সঙ্গিনী মনে করিয়া আমাদের মত প্রতারিত হইতে যেন কেহ চেষ্টা না করে। অনেক কর্ম্মে শক্তি নাই বলিয়া তাঁ'র সাহায্যে সশক্তি হইয়া এ জগতে কার্য্য করিতে পারি বলিয়াই, তাঁ'র নাম শক্তি। তিনি ধর্ম্ম কর্ম্মে সহায়তা করেন বলিয়াই, তাঁ'র নাম সহধর্ম্মিণী, আমার সত্তাকে গর্ভে ধারণ করেন বলিয়া, তাঁ'র নাম জায়া। তাই বলি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সকল অবস্থাতেই স্ত্রী আমার প্রধান সহায়, আমি যদি নরকে যাইতে চাই তিনিই লইয়া যাইবেন, আর স্বর্গপথও তিনিই দেখাইয়া দেন, বৈরাগ্য ও মোক্ষপদ তাঁ'রাই দেখাইতে পারেন, এই কারণে তাঁ'দের অবমাননা করিতে ইচ্ছা কখনও করিতে নাই। জগতের সকল স্ত্রীকেই যথাযথ মান্য করিতে ভুলিও না। তাঁ'রা রাজকর্ম্মচারীর মত কেহ বা ধরিতেছেন, কেহ বা ফাঁসির, কেহ বা খালাসের হুকুম দিতেছেন, যিনি যাহা করিতে আসিয়াছেন, করিয়া যাইতেছেন। যাঁহারা নরকে যাইতে ইচ্ছা করেন, অতি আনন্দে তাহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য, কেহ বা বেশ্যা, কেহ বা রাক্ষসী, কেহ বা পিশাচী রূপ ধারণ করিয়া বিচরণ করিতেছেন;

আবার তাঁ'রাই নিজের রক্ত দিয়া আমাদিগকে পোষণ করিতেছেন। তাঁ'রাই আনন্দে মোক্ষপথ দেখাইয়া দিতেছেন ; তাই বলি, স্ত্রী যেমনই হউন, তাঁহার অমান্য করিবে না। তাঁ'রাই যা'বার আসিবার পথে দাঁড়াইয়া আমাদিগকে নিজ নিজ ঈপ্সিত স্থানে লইয়া যাইতেছেন। তাঁ'রা সকল খেলাই জানেন, এই জন্য তাঁ'দের সহিত উল্টা খেলা খেলিতে যাইবে না। কৃষ্ণ-কৃপাতে তোমরা আনন্দে থাকিলেই আমার মহা আনন্দ। কৃষ্ণ-নাম ভুলিবে না, ইহাই মূল-মন্ত্র। কৃষ্ণ-নাম অপেক্ষা মন্ত্র আর দ্বিতীয় নাই, শয়নে স্বপনে এটি ভুলিবে না। নাম করিতে অপবিত্রতা পবিত্রতা জ্ঞান করিবে না। নাম নিত্যশুদ্ধ, নাম লইলেই সকল প্রকার অপবিত্রতা দূরে পলায়ন করে।

তোমাদের—হর।

দ্বিতীয় পত্র।

প্রিয় হেম-দাদা (শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ)—

অনেক কাল পরে আপনার পত্র পাইলাম। আপনারা শ্রীধাম বৃন্দাবন দর্শন ক'রে পবিত্র হইয়াছেন শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। আমি অতি হতভাগা, তাই এই অদৃষ্টে বৃন্দাবন দর্শন ঘটিল না। এখন চিরজীবন আনন্দে কাটাইতে হইলে, সেই ব্রজরাজের মধুর নামটি আশ্রয় করুন। কৃষ্ণ-নাম অপেক্ষা মধুর নাম আর জগতে নাই। নামই সকল শক্তির প্রধান আধার। নাম ভুলিবেন না। জগতে, তুচ্ছ আনন্দে ত জীবন অনেক দিন কাটাইয়াছি, এখন আর কেন, ও সকল ছাড়িয়া কেবল শুদ্ধ সত্য কৃষ্ণ নামটি আশ্রয় করিয়া পরজীবনের জন্য প্রস্তুত হওয়াই কর্ত্তব্য। এই জীবনই শেষ জীবন নয়, আবার আছে। তাই বলি, আর ভ্রমে

ডুবে থেকে পরকাল নষ্ট না করি। শরীর ক্রমেই দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর হইয়া পড়িতেছে, এই জন্য এখন হইতে আহার ও তম হইতে সত্ত্ব করাই ভাল। মাছ, মাংস, মদ ইত্যাদি দ্রব্য যাহা যৌবনে উপাদেয় মনে হইত, এখন বিষবৎ প্রত্যাখ্যান করাই বিধেয় নচেৎ শরীর নিতান্তই কাতর হইয়া পড়িবে। এখন ফল, মূল, তরকারীতে পূর্ণ ভরসা রাখাই উচিত। আহার ভাল হইলে শরীর ভাল হইবে, শরীর ভাল হইলে মন ভাল হইবে, আর মন ভাল হইলেই প্রাণের ধন কৃষ্ণকে ভাল করে ডাকিতে পারিবেন। পার্থিব অর্থের ও পার্থিব মনের জন্য পরকাল নষ্ট করা উচিত নয়। পরপীড়ন-চিন্তা অন্তর হইতে দূর করিতে হইবে, আমি ও আমার এই ভয়ানক অহঙ্কারকে ছাড়িতে হইবে। জীবনের অনেক দিনই গেছে, আর কেন? অর্থের সদ্ব্যয় করিতে হইবে। অর্থ সঞ্চয় করা, স্ত্রী পরিবারের অলঙ্কার দেওয়া, কালিয়া পোলাও খাওয়াই অর্থের সদ্ব্যবহার নয়? দুঃখীর দুঃখ নিবারণ করা, অন্নক্লিষ্টকে অন্ন দেওয়া, বিবস্ত্রকে পরিধেয় দান করা ইত্যাদিই অর্থের সদ্ব্যবহার বলিয়া মনে রাখিবে। রাজচক্রবর্ত্তীও যাবার সময় ভিখারীর মত যাইতে বাধ্য হয়। এ পৃথিবীতে আসিবার সময় কেহ লইয়া আসে না, যাইবার সময়ে কেহ লইয়া যাইতে পারে না। নিয়ে যায় নিয়ে আসে কেবল সদসৎ-কর্ম্ম; তাই বলি, মহাশয়! অর্থ সঞ্চয় করা অপেক্ষা অর্থদ্বারা সৎ কর্ম্ম সঞ্চয় করাই ভাল, যাহা সঙ্গে যাবে। অভিমানশূন্য হইতে হইবে, নতুবা নিতান্ত অভিমানশূন্য নিতাই দয়া করিবেন না। হৃদয়কে নরম করিতে হইবে, নতুবা সেই অতি নরম কৃষ্ণ-চরণ কখনই হৃদয়ে আসিবে না, তাই বলি হৃদয়ে যাহা কিছু কঠিনতা আছে ত্যাগ করিতে চেষ্টা করাই ভাল। আর ছেলে মানুষের মত চলিলে চলিবে না, এখন setting sun (সূর্য্যাস্ত); একটু সত্বর হইতে হইবে, নতুবা অন্ধকার আসিলে আর

কিছুই করা হইবে না। নিজে নাম করিবেন এবং অন্যকেও নাম করিতে বলিবেন। নিতান্ত সংসারীর সহবাস মনে-প্রাণে ত্যাগ করিবেন, ভক্তগণের সহবাস মনে-প্রাণে ইচ্ছা করিবেন। আমাকে পাগল মনে করিয়া আমার মূর্খামি উপেক্ষা করিবেন। আমি মহাপাতকী ও অতীব ভণ্ড। আপনার প্রেমময়ী স্ত্রীকে আমাদের ভালবাসা দিবেন, আর নিবেদন করিবেন যেন আমাদের উপর দয়া রাখেন। তাঁ'কে বলিবেন, যেন মানুষকে ঈশ্বর জ্ঞান করে ভ্রমে না পড়েন। মানুষ চিরদিনই মানুষ। তাঁ'কে বলিবেন, আমরা নিতান্ত গরিব, আমাদের ইচ্ছাতে কিছু হইতে যাইতে পারে না। তাঁ'রা ইচ্ছাময়ী, যখন যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন, এই জন্যই বলি তিনি যদি দয়া ক'রে দর্শন দেন, পাইব নচেৎ আমার ইচ্ছাতে কিছুই আসে যায় না।

আপনাদের—হর।

তৃতীয় পত্র।

প্রিয় হেম-দাদা ও বৌদিদি !

আপনাদের পত্র পাঠে সত্যই বড় আনন্দ পাইলাম। কৃষ্ণ আমাদিগকে এমনই আনন্দে যেন চিরদিন রাখেন। আপনারা সুখে থাকিলেই আমার সুখ, কৃষ্ণ যেন আপনাদিগকে চিরসুখে রাখেন। চিরসুখে থাকিতে চান, পরম সুখময় কৃষ্ণ-নামটি ভুলিবেন না; অহরহঃ এই নামে ডুবিয়া থাকুন, দেখিবেন কত আনন্দ। কৃষ্ণ-নাম লইতে কোন রকম পবিত্রতা অপবিত্রতা মনে করিবেন না। যেমন অগ্নির নিকট কোন অপবিত্রতা থাকিতে পারে না, স্পর্শমাত্রেই যেমন সকল দ্রব্যই পবিত্র হইয়া উঠে, সেই রকম কৃষ্ণ-নামের নিকট কোন অপবিত্রতা থাকিতে

পারে না। নাম করিতে করিতে প্রেম আসিবে, আর প্রেম হইতে প্রেমের হরিকে পাইবেন। যেমন কৃষ্ণ-নামটি করিবেন, অমনি গরীব দুঃখীকে দেখিয়া কাতর হইবেন ও গরীবের কষ্ট নিবারণের জন্য যত্নবান্ হইবেন। অর্থ দ্বারা হউক কিম্বা কথা দ্বারা হউক, দুঃখীর দুঃখ নিবারণ করিতে চেষ্টা করিবেন। কোন রকম উত্তেজিত হইয়া কাহাকেও কোন রকম বিপদ্‌গ্রস্ত করিবেন না। কোন কারণ বশতঃ রাগ হইলে সেই রাগকে চিরসঙ্গী করিবেন না। তখনই রাগকে অন্তর হইতে উঠাইয়া ফেলিবেন। অঙ্কুরে যেমনই প্রকাণ্ড বৃক্ষ হউক, বিনা ক্লেশে উঠাইয়া ফেলা যায়, কিন্তু একটু বড় হইলে, তাহাকে উঠাইলে যেমন চিরদিনের মত চিহ্ন রাখিয়া যায়, ক্রোধও তেমনি একটু বড় হইলে উঠান শক্ত হয় এবং কোন রকমে উঠাইলেও একটি ভয়ানক চিহ্ন রাখিয়া যায়। কাম, ক্রোধ প্রভৃতি শত্রুগণ একবারমাত্র শরীরে স্থান পাইলে প্রায় যায় না, আর কোন রকমে যদি তাড়ান যায়, তাহা হইলে শরীরকে একেবারে নষ্ট করিয়াই যায়। তাই বলি, এমন শত্রুকে কদাচ শরীরে বাস করিতে দিবেন না। যদি কখন আসে, সঙ্গে সঙ্গে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিবেন। পরের অনিষ্ট চিন্তা করিবেন না, বরং কার্য্যদ্বারা অনিষ্ট করিবেন, তবু যেন অনিষ্ট চিন্তা না করেন। চিন্তার শক্তি অতীব প্রবল। চিন্তার এত দূর জোর যে চিন্তার দ্বারা সেই অচিন্ত্যকেও ধরা যায়। চিন্তার শক্তি ও গতি সর্ব্ব সময়ে অপ্রতিহত। শক্তিমন্ত জিনিসকে কখন শত্রু করিয়া কেহ স্থির থাকিতে পারে না। এ রকম বলবান্ পদার্থ যাহার মিত্র, তা'র পক্ষে কোন কর্ম্মই অসাধ্য থাকে না। তাই বলি সদা চিন্তার দ্বারা হৃদয় শুদ্ধ হইলে সেই পরমমঙ্গলময় কৃষ্ণ সদা হৃদয়ে বাস করিবেন তখন তাঁহাকে না ডাকিলেও সে আসিবে তাড়াইলেও যাইতে চাহিবে না। সেই সময়ের আনন্দ বলিয়া বুঝান যায় না, করে দেখুন বুঝিতে পারিবেন।

চিন্তাই বন্ধন ও মোক্ষের কারণ, চিন্তা যত হাল্কা হইবে, চিন্তাশীলকে তত ঊর্দ্ধদিকে লইয়া যাইবে, আর চিন্তা যত ভারী হইবে ততই অধঃপতন হইবে। মা'কে সাক্ষাৎ ঈশ্বর মনে করিয়া তাঁ'র সেবা শুশ্রূষা করিতে হয়, মা অপেক্ষা গুরু জগতে আর দ্বিতীয় নাই; দেখিবেন, মা যেন কখন কোন রকমে দুঃখ না পান। আপনি ভাগ্যবান্ তাই মা'কে এখনও পাইয়াছেন। আপনারা দু'টিতে আদর্শ স্ত্রী পুরুষের মত থাকিয়া জগতকে দেখা'ন কি করিয়া কৃষ্ণনাম করিতে হয় এবং নাম করিলে কি কি মহালাভ ও আনন্দ হয়।

আপনাদের—হর।

চতুর্থ পত্র।

হেম-দাদা!

বউ-দিদিকে এত দুঃখ করিতে নিষেধ করিবেন। তাঁ'দের দয়াতে আমরা এক রকম বেশই আছি। তাঁ'কে বলিবেন যেন মধুর কৃষ্ণনামটি লইতে না ভুলেন, আপনিও ভুলিবেন না, তাঁ'কেও ভুলিতে দিবেন না। নাম অপেক্ষা মহামন্ত্র ও মহা ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই। নামে আর কৃষ্ণতে কোন প্রভেদ নাই। কৃষ্ণ অপেক্ষা কৃষ্ণ-নাম পাপীর পক্ষে বেশী আদরের ধন, কেন না পাপীর নিকট কৃষ্ণ যান না, কিন্তু পাপী কৃষ্ণ-নামটি ইচ্ছা করিলেই লইতে পারে, এবং কৃষ্ণ-নাম লইলেই কৃষ্ণও পাইতে পারে; তাই বলি আমাদের নিকট কৃষ্ণ অপেক্ষা কৃষ্ণ-নামটি বেশী আদরের ধন মনে করিতে হইবে। কৃষ্ণের নিকট স্থানাস্থান বিচার আছে, ভাল-মন্দর প্রভেদ আছে, কিন্তু নামের নিকট তা কিছুই নাই। নাম পরম-মঙ্গল এবং নিত্য পবিত্রকারী। এমন মধুর নাম ভুলিবেন না।

খাইতে শুইতে যে কোন অবস্থাতে হউক, যে কোন স্থানে হউক নাম লইতে অবহেলা করিবেন না। নাম লইবার সময়, অসময়, পবিত্র, অপবিত্র, বিচার করিবেন না। নাম সদা শুচি, সদা পবিত্র, নাম লইলে অপবিত্রতা নিকটে আসিতে পারে না। মাঝে মাঝে একটু নির্জ্জন স্থানে যাইয়া উচ্চ-রবে নাম করিলেই প্রেমে শরীর পূর্ণ হয়, দু'নয়ন বেয়ে প্রেমাশ্রু পড়িবে, তখন সকল দুঃখ নিবারণ হইবে এবং সকল জ্বালা জুড়াইবে। এই একমাত্র কৃষ্ণ-নামই কৃষ্ণ-প্রেম দিতে সক্ষম, স্বয়ং কৃষ্ণও তাহা দিতে পারেন কি না বিচার্য্য, সেই জন্যই বলি, কৃষ্ণ অপেক্ষা কৃষ্ণ-নাম শ্রেষ্ঠ। এ কথা সকল স্থানে শোভা পাক আর নাই পাক, সকল অন্তরে সুখ দিক আর নাই দিক, আমাদের মত পাপী তাপী নিরাশ অভাজন যে এ কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইবে, তা'র ত আর সন্দেহ নাই। তাই বলি, পাপী তাপীর নিকট কৃষ্ণ অপেক্ষা কৃষ্ণ-নামের অধিক আদর। পাপ পূণ্য ততক্ষণই জীবগণকে ভয় দেখাইতে পারে যতক্ষণ তাহারা এই অমোঘ অস্ত্র নামের আশ্রয় না লয়। নামের মত নিরাপদ ও সুদৃঢ় আশ্রয়-স্থল ত্রিতাপ-তাপিত জীবের নিকট আর দ্বিতীয় নাই। মহাপাতকী অজামীলকে স্বয়ং কৃষ্ণ কোন রকমে উদ্ধার করিতে পারিতেন না, কিন্তু সামান্য নামাভাসে সেই অজামীল পরম পবিত্র হইয়া সকল ভয় হইতে ত্রাণ পাইয়াছিল। দেখে শুনেও যদি আমরা এমন মহদাশ্রয় না লই, তবে আর আমাদের উদ্ধার হ'বে কিসে? নাম বই আর আমাদের দ্বিতীয় আশ্রয় নাই, তাই সকলের নিকটে প্রার্থনা, যদি জুড়াইতে চাও নামকে আশ্রয় কর, কৃতার্থ হইবে সকল ভয় নিবারণ হইবে। আপনারা দু'টিতে কৃষ্ণ-দাস-দাসী হইয়া অহরহঃ আনন্দে থাকুন আমরা দেখে সুখী হই। দাদা! নাম করা হইতেছে না হইতেছে চিন্তা করিবার কোনই দরকার নাই, যাঁ'র নাম তিনিই এটি চিন্তা করুন, আমরা কেবল নামটি

লইয়া যাই। বেতনের প্রার্থী হইয়া তাঁ'র দরবারে চাকরি করিতে গেলে প্রতারিত হইতে হয় মাত্র। রাজরাজেশ্বরের নিকট মুষ্টি-ভিক্ষা করিবেন না।

আপনাদের—হর।

পঞ্চম পত্র।

প্রিয় হেম-দাদা ও বৌদিদি!

আপনাদের আনন্দমাখা পত্রখানা পাঠে বড়ই আনন্দিত হইলাম। আপনারা কৃষ্ণ-কৃপাতে বেশ সুখে ও আনন্দে আছেন জানিয়া সুখী হইলাম। দিদি! শারির মত আপনিও এক হাতে কাজ এবং এক হাতে মালা রাখিতে পারেন। সংসারে যতই কাজ হক্ না কেন নাম লইতে ভুলিবেন না। শয়নে স্বপনে নাম করিবেন। নাম অপেক্ষা চিন্তামণি আর কিছুই নাই। নামই প্রেমের মা, বাপ, জন্মদাতা ও প্রসবকর্ত্রী। নাম করিতে করিতে প্রেম, আর প্রেম হইতেই সেই প্রেমের নবকিশোরকে পাইবেন। নাম করা অপেক্ষা সাধনা আর কিছুই নাই। সকল প্রকার সাধনা অপেক্ষা ইহাই উৎকৃষ্ট। নাম করিলে সকল প্রকার জ্বালা জুড়াইয়া যাইবে, এমন ধন আর নাই। দিদি! এ জগতের যা কিছু দেখিতেছেন সকলই দু'দিনের, আজ আছে কাল না থাকিতে পারে। সেই জন্য যাহারা এ পৃথিবীর কোন ব্যক্তিকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে যায়, তাহারা সকল রকমে প্রতারিত হয়। কেহ আপনা ভুলিয়া পুত্র কন্যাকে ভালবাসিতে গিয়া দেখিতে পায় যে, তাহারা না বলিয়া দাগা দিয়া চলিয়া গেল, কেবল কান্দিবার জন্যই ভালবাসিয়াছিল। কেহ স্বামিকে, কেহ স্ত্রীকে কেহ অন্য কাহাকেও ভালবাসিতে গিয়া এই রকমে

প্রতারিত হয়। দিদি! যদি প্রাণ দিয়া কাহাকেও ভালবাসিয়া প্রতারিত না হইতে চান, তাহা হইলে সেই চিরস্থায়ী কৃষ্ণকে জীবনের জীবন মনে করিয়া ভালবাসুন, কখনই কান্দিতে হইবে না। আমরা হারাইয়া গেলেও তিনি খুঁজিয়া লইবেন, আমরা ভুলিলেও তিনি মনে ক'রে দিবেন। আমরা কান্দিলে তিনি চক্ষের জল মুছাইয়া দিবেন, আমরা হাঁসিলে আমাদের আনন্দ তিনিই বাড়াইয়া দিবেন; দিদি! এইটি মনে প্রাণে ঐক্য করিয়া কৃষ্ণকে ভালবাসুন। মা বাপ বলিতে হয় তাঁ'কে বলুন, ভাই বন্ধু পুত্র কন্যা বলিতে হয় তাঁ'কে বলুন, স্বামী বলিতে হয় তাঁ'কেই বলুন। তাঁ'কে ভুলে স্বর্গের ইন্দ্রত্বও নরক-যন্ত্রণা অপেক্ষা অধিক, তাঁ'কে মনে থাকিলে নরক মধ্যেও বৈকুণ্ঠের অপার আনন্দ পাওয়া যায়। তিনিই আমার পতি, তিনিই আমার স্বামী, তিনিই আমার ভর্ত্তা ও প্রতিপালন কর্ত্তা, তাঁ'কে ভুলিয়া কি লইয়া থাকিব? কৃষ্ণ দয়াময়, ভালবাসিতে শিখাও এবং ভালবাসিয়া সুখী হইতে দাও অন্য আর কি প্রার্থনা তোমার নিকট করিব। প্রার্থনা না করিতে তুমি ত আমাকে সকলই দিয়াছ এবং দিতেছ। হে দয়াময়! যে সকল দ্রব্য তুমি না চাহিতেও দাও সে সব যেন তোমার নিকট চাহিয়া ভ্রমে না পড়ি। তোমার নিকট কি কি মহা মহা রত্নরাজি আছে আমি জানি না, সেই জন্য ভয় হয় পাছে মহারত্নের পরিবর্ত্তে এক টুকরা কাচ লইয়া আসি, তাই তোমার শ্রীচরণে নিবেদন প্রভু চাহিব না, যে রত্নটি সত্যই মহারত্ন সেইটিই আমাদিগকে দাও, তোমার দয়ার ভিখারি হইয়া রহিয়াছি। চাহিতে জানি না ব'লে যেন মনে করিও না যে আমার অভাব নাই। আমার অভাব জানিয়া তাহাই তুমি পুরণ কর। দিদি, যে দয়াময় অভাব জানিয়া জানিয়া পুরণ করেন সেই দাতা-শিরোমণি কৃষ্ণকে কদাচ ভুলিবেন না। এ পৃথিবীর দু'দিনের সম্পর্কের জন্য চিরসম্বন্ধটি যাঁহার সঙ্গে তাঁহাকে যেন ভুলিবেন

না এবং পর ভাবিবেন না। এমন সম্বন্ধ পৃথিবীতে কতবারই পাইয়াছেন, কত মা, বাপ, বন্ধু, স্ত্রী, স্বামী জনমে জনমে পাইয়াছি, কই কোথাও ত এ সম্বন্ধটি চিরস্থায়ী হয় নাই। তাঁহারাও ভুলেছেন আমরাও ভুলেছি কিন্তু দিদি, কোনও জন্মেই ত কৃষ্ণ আমাকে ভুলেন নাই। যখন যাহা দরকার তাই দিয়া আমাকে বাঁচাইয়াছেন। এমন স্বামীকে ভুলে থাকা অপেক্ষা দুঃখের ও কষ্টের কথা আর কি হইতে পারে? কৃষ্ণ সকলের মূল ও সকলেরই আধার, তাঁ'কে ছাড়িয়া কেহই থাকিতে পারে না; জেনে শুনে এমন দয়াময়কে ভুলিবেন না এবং অন্য কাহাকেও ভুলিতে দিবেন না। ঢাক বাজাইয়া সকলকে বলুন, "কৃষ্ণ বই গতি নাই, আর যদি সেই কৃষ্ণকে চাও তাঁ'র নাম কর।" কৃষ্ণ অপেক্ষা সেই কৃষ্ণ-নামটি বেশী আদরের ধন, কেন না কৃষ্ণ মুক্তি দিতে পারেন, আর তাঁ'র নাম কৃষ্ণ দিতে পারেন। নাম অপেক্ষা মহামন্ত্র ও মহৌষধি আর কিছুই নাই। নাম করুন আর হেসে খেলে দিন কাটান। আপনারা জগৎকে দেখাইয়া যা'ন এই মাত্র আমার ইচ্ছা। সকলে আপন আপন পাপের ও দুঃখের বোঝা আমার মাথায় চাপাইয়া দিয়া আনন্দে কৃষ্ণ-প্রেমে ভাসিয়া যা'ন আমি দেখে আনন্দিত হই মাত্র। নিজের জন্য আমি এক বারও ভাবি না। নরকে আমার কিছুই ভয় নাই। আপনারা সকলে হাসিতে খেলিতে কৃষ্ণ সঙ্গে মিলিবেন, আমি দূর হ'তে দেখ্‌ব মাত্র। কৃষ্ণ আপনাদের কেনা বাঁধা ধন, আপনারা যা'কে তা'কে কৃষ্ণ-প্রেম ও কৃষ্ণ দিতে পারেন। সে রাজ্যের আপনারাই মালিক, সেখানে পুরুষ অভিমানীরা স্থান পায় না—যাইতেও পারে না।

আপনাদের স্নেহের—হর।

ষষ্ঠ পত্র।

প্রিয় হেম-দাদা ও বৌদিদি !

আপনাদের স্নেহমাখা পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। আমাদের উপর যে আপনাদের অপার স্নেহ তাহা বেশ জানি, কৃষ্ণ যেন এই রকম চিরদিন রাখেন। জানি না কি কর্ম্ম ফলে এ হেন নির্জ্জন বাস আমার কপালে লিখিয়াছেন। আপনাদের পাইয়া আমি এ দুঃখের পৃথিবীতেও পরম আনন্দে কাল কাটাইতেছি, আপনাদের চিন্তায় এত সুখ পাই যে নিজের ইষ্টানিষ্ট চিন্তা করিবারও অবকাশ পাই না। আপনাদিগকে সুখী দেখিয়া আমি ঘোর নরকেও যাইতে ভয় করি না। আপনারা অহরহঃ কৃষ্ণ-নামে মত্ত থাকিয়া পরমানন্দে কাল কাটান এবং কৃষ্ণ-প্রেমে ভাসিতে থাকুন আমি দেখে সুখী হ'তে চাই। এ পৃথিবী দু'দিনের জন্য এ পৃথিবীর সুখ দুঃখও অল্প কালের ; তাই বলি, ইহাতে মুগ্ধ হইয়া চিরজীবনের আনন্দকে ভুলিবেন না। কৃষ্ণই চিরসুহৃদ্, তিনিই নিজ জন, তিনিই পরাণের পরাণ শ্রেষ্ঠ বন্ধু, তাঁহাকে ভুলিবেন না। কৃষ্ণ ছাড়িয়া যাহাকেই ভালবাসিতে চান তিনিই দাগা দিবেন, কৃষ্ণ ছাড়া যাহাই চাহিতে যান তাহাতেই মনস্তাপ বই আর কিছুই পাইবেন না। তিনি একমাত্র সর্ব্বাবস্থায় এবং সকল সময়ের প্রেমময় বন্ধু। এমন অকপট বন্ধুকে ভুলিয়া আমরা ভ্রমে পড়িয়া মায়িক কপট বন্ধুদের নিকট আদর ও ভালবাসা চাহিয়া প্রতারিত হই। এ পৃথিবীতে যাহা দেখুন সকলেই এই আছে এই নাই, কোন জিনিসকেই চিরদিনের বলিয়া ভাল-বাসিতে পারা যায় না। এমন মা বাপ, ভাই বন্ধু, পুত্র কন্যা, স্ত্রী স্বামী, কত-বার পাইয়াছি, প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছি আবার প্রতারিতও হইয়াছি। যাহাদিগকে ছাড়িয়া আসিয়াছি, কই তা'দের জন্য ত একবারও ভাবি না আর তা'রাও ত সকলে ভুলে আছে। আমার মত সকলেই এই ভব-

ঘোরে প'ড়ে হাবু ডুবু খাইতেছে, একবার মুখ তুলে হাঁফ ছাড়িয়া মনে করিতেছি, হায় কি করিলাম, চিরদিনের মত জুড়াইলাম, কিন্তু পরক্ষণেই আবার অতলে ডুবিয়া চেতনা হারাইতেছি; এমন গোলকধাঁধা আর কিছুই নাই। আজ যাঁহাকে পলকে পলকে হারাইবার ভয়ে কাতর হইয়া পড়িতেছি, কাল তাঁহাকে হারাইয়া আবার একটি ঐ রকম ক্ষণস্থায়ী জিনিসে প্রাণ লাগাইয়া আনন্দে সব ভুলিতেছি। ধন্য প্রভু, তোমার এ খেলা!—যাহার আদি নাই অন্ত নাই চিরদিনই একভাবে চলিতেছে, অনন্ত চেষ্টাতেও একটু এদিক ওদিক হইবার যো নাই ও করিবারও ক্ষমতা নাই, যেমন চালাইয়া দিয়াছ তেমনই চলিতেছে ও চলিবে। প্রভু হে! দয়া করে এ অপূর্ব্ব রাধাচক্র হইতে একবার নামাইয়া লও মনের সাধ মিটাইয়া চক্রটী দেখে লই। প্রভু! ঘুরিতে ঘুরিতে আর কত দেখিব। কাতর প্রাণে অধীর হইব না কি আনন্দ পাইব। ঘুরে ঘুরে কাতর হইয়াছি প্রভু একবার নামাইয়া দাও। দিদি, পাগলের ক্ষেপামি আসিলে কত কি বলে ফেলে আর জ্ঞান থাকে না, তখন যাহা তাহা বলিয়া ফেলে, আমিও সেই রকম কত কি ব'লে গেলাম কিছু মনে করিবেন না। তবে এটি বলি, কথাগুলি বেশ করে সদাই চিন্তা করিবেন তাহা হইলে মন একটু প্রশস্ত হইবে ও সুখ পাইবেন। এ পৃথিবীর কোন দ্রব্যই আপনার আমার চিরদিনের জন্য নয়, আজ যিনি দিয়াছেন কাল তিনি কাড়িয়া লইবেন। দিদি, যিনি দেন তিনিই নেন, আমরা দু'চার দিনের জন্য পালন করি ব'লে নিজের মনে করি ও তাই হারাইলে কাতর হই। একটু বুঝিলে, আর মিথ্যা ভ্রমে পড়িতেও হয় না আর হারাইয়া কাঁদিতেও হয় না। তাই বলি দিদি, এ জগতের সকল দ্রব্যই তিনিই দেন আবার তিনিই নেন, এখানে আমার বলিতে আমার কিছুই নাই; এ শরীরটিও তিনি দিয়াছেন ইচ্ছা হইলেই লইয়া যান। তাই

বলি দিদি, পরের ধনকে নিজের মনে করিয়া অনর্থক ছাড়িবার সময় কষ্ট পাই। কৃষ্ণ যেন আমাদের হৃদয়ে থাকিয়া সদাই আমাদিগকে এটি মনে পড়াইয়া দেন, তাঁ'কে ভুলিও না। মানুষে তাঁ'কে দেখিতে পায় না; কিন্তু তাঁ'র নামটি সদাই আমাদের নিকট আছে, আমরা যেন কায়মনোবাক্যে এই নামটি আশ্রয় করিতে পারি। নামকে আমার করিতে পারিলে, তিনি স্বয়ংও আমার হইয়া যাইবেন, তখন মানুষই হই আর কীট পতঙ্গই বা হই তাঁহাকে দেখিতে পাইব। ব্রজের পশুপক্ষী ও তাঁ'কে দেখিতেছে ও তাঁ'র সঙ্গে খেলিতেছে। তাই বলি দিদি, সেই রসময়ের সঙ্গে রসের খেলা খেলিতে চানত নামটি ছাড়িবেন না। এ পৃথিবীর সকল ভুলে, নামে ডুবে থাকুন, পরমানন্দিত হইবেন ও সকল জ্বালা জুড়াইবেন। প্রিয়তম কৃষ্ণের পরম প্রিয়তমা হইয়া চিরশান্তি পাইবেন। নাম ছাড়িয়া যাহা ধরিতে যাইবেন তাহাই অচেনার মত দূরে ফেলিয়া দিবে। যে কখনও হীরার নাম শুনে নাই, সে হীরা পাইলেও ফেলিয়া দিবে, কিন্তু যাহারা নাম শুনিয়াছে তাহারা কাচ পাইলেও হীরা ব'লে কুড়াইবে এবং দু'চারবার কাচ কুড়াইতে কুড়াইতে একবার অবশ্যই হীরা পাইবেই পাইবে। তাই বলি কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ করিতে থাকুন, একে তা'কে কৃষ্ণ বলিয়া ধরুন, ক্রমে সত্য সত্যই পালে বাঘ পড়িয়া যাইবে। কৃষ্ণকে পাইবেন ও তাহা হইলেই মনের সকল আশা পূর্ণ হইবে।

আপনাদের স্নেহের—হর।

সপ্তম পত্র।

ভাই সুধী!

আজ তোমার পত্রখানি পাঠে কাতর হইলাম। ভাইরে! মা যে এমন ক'রে আমাদিগকে ছেড়ে যাবেন, তা কে জানে ভাই? তাঁ'রা

ইচ্ছাময়ী, যখন যা মনে করেন তাহাই পূর্ণ করেন; তাহাতে তাঁহারা কাহারও মুখাপেক্ষা করেন না। মা-শূন্য পৃথিবী পৃথিবীই নয়। ভাই, মা যে রকম ভাবে চলিয়া গেছেন মহাযোগীর পক্ষেও সে রকম যাওয়া এক রকম অসম্ভব। ধন্য ভাই তুমি! যে তেমন মায়ের গর্ভে স্থান পাইয়াছ। আমার অদৃষ্ট বড়ই মন্দ, যে তাঁ'কে একবার দর্শন ক'রে পবিত্র হ'তে পাইলাম না। সকলই সেই ইচ্ছাময়ের শুভ ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে, ভ্রান্ত জীব আমরা কি বুঝিব। তাঁ'র খেলা বেদের অগোচর; সামান্য মানব বুদ্ধির ত কথাই নাই। যে অভাব আজ অনুভব করিতেছ এ অভাব পূরণ হইবার কোন জিনিসই এ পৃথিবীতে নাই, তবে যদি তাঁ'র একটি আদেশও জীবনের উদ্দেশ্য করিতে পার তাহা হইলেও অনেকটা শান্তি পাইবে। ভাই, মনে করিও না মা অন্তর্দ্ধান করিয়া আমাদিগকে ছেড়ে গেছেন, তিনি সদাই আমাদের সকল অবস্থাতেই সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন। স্থূল শরীর লইয়া ইচ্ছামত সকল স্থানে আমাদের আদর যত্ন করিতে পারিবেন না, এই মনে করিয়াই এই নশ্বর স্থূল শরীরটি ত্যাগ করিয়া চিন্ময়ী আনন্দরূপিণী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন। এখনই তাঁ'র প্রকৃত সেবা করিবার আমাদের সময় আসিয়াছে; এটি যেন মনে থাকে। এখন তিনি মৃন্ময়পৃথিবী ত্যাগ করিয়া আমাদের হৃদয়টি বাসস্থান করিয়াছেন, অতএব তাঁ'র থাকিবার স্থানটি সদা পবিত্র ও নানা সদ্‌গুণে ভূষিত করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিও। এখন হৃদয়ে সামান্য মাত্র অপবিত্রতা থাকিলে তাঁ'র কষ্ট হইবে। হৃদয়কে সদা পবিত্র রাখিও। আর তিনি যে নাম করিতে করিতে চলিয়া গেছেন, সেই মধুর নামটি যেন সদা হৃদয়ে বসিয়া তিনি শুনিতে পান তা'র দিকে লক্ষ্য রাখিও। নাম ভুলিও না। মায়ের সদা আশীর্ব্বাদ পাইতে চেষ্টা করা সম্পূর্ণ ভাবে উচিত। মা হারাইয়াছি মনে করিয়া ভ্রমে পড়িও না। মা সদা সর্ব্বক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে ফিরিবার জন্যই এই সূক্ষ্ম দেহ

ধারণ করিয়াছেন। মায়ের জন্য খেদ করিও না তবে তাঁ'কে কষ্টদিও না, সদা তাঁ'র চরণে মতি গতি রাখিবে। তিনিই তোমাকে সদানন্দে রাখিবেন ও সকল সময়ে ও সকল বিপদে রক্ষা করিবেন। কোন ভয় নাই। সদা তাঁ'র সেবায় নিযুক্ত থাক। দেখ ভাই, অধীর হইও না। ভালবাসা প্রাণে প্রাণে চাই, মুখে চক্ষে ভালবাসা ভালবাসাই নয়। সেটি কোথাও কাম কোথাও নিতান্ত স্বার্থ। তাই বলি, ভাই, কোন রকম চিন্তা করিও না।

ভাই সুধী! পুলিশ লাইন (police line) তোমাদের মত ভাল লোকের দ্বারা পূর্ণ হইলেই অনেকটা সুফল ফলিবে। অতএব তুমি ঐ সুযোগ (chance) ছাড়িও না। ইহাতে ভাল ভাবে থাকিলে ইহ পরকাল ভাল হইবে। ভাইরে! যা'তে যত বিপদ ও প্রলোভন, তা'তেই তত লাভ ও পবিত্রতা আছে, এটি চিরপ্রসিদ্ধ; অতএব তুমি নিশ্চিন্ত মনে সাপ খেলিতে চেষ্টা কর; কিন্তু সাবধানে সাপটি সদা চক্ষে চক্ষে রাখিতে ভুলিও না। কৃতকার্য্য হইয়া জগতের মঙ্গল কর, এই মাত্র সেই মঙ্গলময়ের নিকট প্রার্থনা। স্থির ও ধীর হইয়া অগ্রসর হও, মনের সাধ মিটিবে। কিছু দিন অবশ্য অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হইবে, তাহার জন্য ভয় পাইও না। বেশ মন দিয়া সকল কার্য্য শিক্ষা কর, কিন্তু "পরোপকার" এই কথাটি জীবনের উদ্দেশ্য করিয়া রাখিবে, "পর-পীড়ন" কথাটি অন্তর হইতে অন্তরে রাখিবে। কায়মনোবাক্যের দ্বারা পরোপকার করিতে চেষ্টা করিবে। সত্য বলিতে ভয় পাইও না, তবে যেখানে সত্য বলিলে অন্যের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা মনে করিবে, সেখানে চুপ করিয়া থাকিও। পুলিশের খারাপ কার্য্য গুলির উপরে তত মনোযোগ না দিয়া, তাহার সাধু উদ্দেশ্যটি কেবল জীবনের সঙ্গী করিবে। সকল কাজে সেই করুণাময় কৃষ্ণকে ও তাঁ'র মধুমাখা নামটি স্মরণে

রাখিবে। নাম ভুলিও না। নামই মহামন্ত্র, এটি যেন তোমার মনে থাকে। অনেক অসাধু ও অন্ধকে তুমি পবিত্র করিতে পারিবে, এ সুযোগ ছাড়িও না। বেশ বিচক্ষণের মত অগ্রসর হও, সুখী হইবে। "পরোপকার করিতে ত্রুটী করিবে না" এইটী মাত্র মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া অগ্রসর হও, কৃতার্থ হইবে।

তোমার দাদা —হর।

অষ্টম পত্র।

ভাই সুধী! (সুধীরঞ্জন শেঠ)

তোমার পত্র খানি পাঠে বড়ই বিস্মিত হইলাম। সে কি ভাই, আমার পত্র পাও নাই? কেন? আমি তোমাকে দুই খানি কার্ড লিখিয়াছি। যাহা হউক, তুমি নিশ্চিন্ত মনে অগ্রসর হও, তোমার সকল মনোবাসনা পূর্ণ হইবে ও পরম শান্তি ও আনন্দ পাইবে। এটি তোমার মনে রাখা কর্ত্তব্য যে কালসম কালকূটই সময়ে অমৃত হইয়া—মৃতসঞ্জীবনী হইয়া দাঁড়ায়, তোমারও তাই হওয়া চাই, সেই আশাতেই তোমাকে এ দারুণ কষ্ট সহ্য করিতে, আমি বড়ই আনন্দিত মনে, উপরোধ করিতেছি। স্থির ধীর হইয়া অগ্রসর হও এবং সত্বর কৃতকার্য্য হইয়া বাহির হও। তোমার মত সুন্দর বৃক্ষের, ফুল ফল আমাকে দেখিতে দাও। কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা যে সে শুভদিন সত্বর আসুন, আমি এ জীবন থাকিতে থাকিতে একবার দেখে যাই। কোন রকমে পশ্চাৎপদ হইও না, বেশ মন-প্রাণ লাগাইয়া কার্য্য শিক্ষা কর। এমন করিয়া কার্য্য কর, যেন সকলেই তোমার উপর সন্তুষ্ট থাকেন। তুমি কাহাকেও কোন রকম remark করিবার অবকাশ দিও না। অগ্রসর হও, মা'কে আনন্দিত করিতে পারিবে।

প্রথম বৃত্তির কতক অংশ যে রকম ভাবে খরচ করা উচিত ছিল, তাহা করিয়াছ; কেবল একটি কথা, পাঁচসিকা অতি পবিত্র মনে এক স্থানে রাখিয়া দিও, সময় অনুসারে তাহার খরচের জন্য লিখিব। এই পাঁচসিকার সঙ্গে, মাসে মাসে চারি আনা করিয়া রাখিতে ভুলিও না। ক্রমে ক্রমে এটিতে কত মহৎ কার্য্য হইবে। এটি দেব-উদ্দেশ্য জানিবে। প্রত্যহ প্রাতে সন্ধ্যায় মা'কে প্রণাম করিবে। তিনি সদাই সঙ্গে রহিয়াছেন এটি যেন মনে থাকে। সাধ্য পক্ষে কাহারও কোন অনিষ্ট চেষ্টা করিও না কিম্বা চিন্তাও করিও না। পাপ কার্য্য অপেক্ষা পাপের চিন্তা অধিক অনিষ্টকারী, অতএব সর্ব্বদাই সৎচিন্তাতে সময় কাটাইবে। যখনই সময় পাইবে নির্জ্জন স্থানে চলিয়া যাইবে। একা এক মনে কৃষ্ণ পাদপদ্ম চিন্তা ও তাঁ'র মধুর নামটি লইতে থাকিবে। মনের মত সঙ্গী না পাইলে সর্ব্বদাই একলা থাকিবে।

তোমার ক্ষেপা দাদা—হর।

নবম পত্র।

ভাই সুধী!

তোমার পত্রখানি ও কার্ড পাইলাম। তোমার ভূষণের পত্রখানিও ফিরিয়া পাইলাম, তাহাকে বলিও দুঃখে আরম্ভ করিলে সুখে পরিসমাপ্তি হয়, প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার দাম্পত্য জীবনেও তাই দেখিতেছি, অনর্থক লঘু ক্রিয়ার অবতারণা করিতে তাহাকে নিষেধ করিও। তা'র স্ত্রীর স্বভাব অতীব সুন্দর, তিনি অত্যন্ত লজ্জাশীলা ও অভিমানিনী, নানা কারণে স্বামীর সকল অসঙ্গত কথাতে অভিমত করিতে ভীতা হন ও লজ্জা পান। এ সম্বন্ধে অন্য কারণ নাই। ভাই সুধী, স্ত্রী বিলাসের

দ্রব্য নন্। তাঁহার নাম সহধর্ম্মিণী, স্ত্রীগণ সাক্ষাৎ লক্ষ্মী স্বরূপা, কোন রকমে তাঁহাদের অবমাননা করিলে লক্ষ্মীভ্রষ্ট হইতে হয়। স্ত্রীগণই জগজ্জীবন, তাঁ'রাই প্রেম-ভক্তির আধার! আবার অসদ্ব্যবহার করিলে তাঁহারাই ঘোর কালরূপিণী, পিশাচিনী ও রাক্ষসী হইয়া সকলকে গ্রাস করেন। বেশ্যাগণ সেই কালান্তক-মূর্ত্তির সামান্য ছবিমাত্র। স্ত্রীরূপ মহা-সমুদ্রে মহা মহা রত্নও আছে, রসিকগণ সেই সব মহারত্নের অধিকারী হইয়া চিরসুখে জীবন কাটান, আর আমাদের মত দুর্ব্বল ও ঘৃণিত ব্যক্তিগণ কামমদগন্ধে মত্ত হইয়া ঐ সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া অস্তিত্ব হারায়। অতি সাবধানে এ মহাশক্তির সঙ্গে ব্যবহার করিবে। কদাচ কাম-নয়নে স্ত্রীগণকে দেখিও না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেবের সম্মিলন এক স্ত্রীতেই দেখিতে পাইবে। স্ত্রীর অবমাননা আশু ধ্বংশের কারণ মাত্র। প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। দ্রৌপদীর অবমাননা কুরুকুল ধ্বংসের কারণ, সীতার অবমাননা রাক্ষসকুল নির্ম্মূলের কারণ, হেলেনের অবমাননা ট্রয় ধ্বংসের কারণ, সরোজিনীর অবমাননা মুসলমান রাজত্বের ধ্বংসের কারণ। এ মহৎ দৃষ্টান্ত তুমি ঘরে ঘরে দেখিতে পাইবে, দূরে যাইবার কোন কারণ ও আবশ্যকতা নাই। যাহার ঘরে স্ত্রীর অবমাননা হয়, তাহার ঘরের শান্তি ও সুখ কোথায় চলিয়া যায়। যাহা হউক ভাই, আমার এই মাত্র তোমাকে বলা যেন স্ত্রীকে খেলিবার সামগ্রী মনে করিয়া প্রতারিত হইও না। এখন হইতে সাবধান না হইলে পরে কষ্ট পাইবে। তখন সমস্ত জীবন বিভীষিকাময় ও শূন্য বলিয়া মনে করিবে। তাই বলি ভাই, মূর্খের মত প্রতারিত হইও না ইংরাজী টাইপে কিম্বা ব্রাহ্ম টাইপে স্ত্রীকে প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিও না। হিন্দুর ঘরে হিন্দু রমণীরই আদর। এ সম্বন্ধে বেশী বলিবার আমার ক্ষমতাও নাই, আর আবশ্যকতাও বুঝি না। এ রকম কঠিন

কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে কাতর করিও না। মহা মূর্খের নিকট এ রকম শক্ত কথার উত্তর চাওয়া উচিত নয়। তুমিও স্ত্রীর জন্য যে রকম বালকভাব প্রকাশ কর, তাহাতে আমারও ভয় হয় পাছে প্রতারিত হও। এই সময় হইতে সাবধান হও। ভাল স্ত্রীকে আদর্শ করিয়া আপন স্ত্রী গড়িতে চেষ্টা কর। এটি ভাই মনে রাখিও "নারীরূপং পতিব্রতা"। সুন্দর রূপ হউক আর নাই হউক কিছু আসে যায় না, গুণবতী হওয়া চাই। দুঃখিনী মায়ের ও গুরুজনের আজ্ঞাকারিণী হওয়া চাই, স্বামীর দুঃখে সুখে সহযোগিনী হওয়া আবশ্যক। তাঁর নাম স্ত্রী বা সহধর্ম্মিণী। চক্ষের মত স্ত্রী অনেক পাওয়া যায়, আজকাল মনের মত স্ত্রী পাওয়া বড় কষ্টকর। তাই বলি চক্ষের মত স্ত্রী চাহিও না। কর্ত্তব্য কর্ম্ম ভুলিও না। মধুর কৃষ্ণনামটি কদাচ ভুলিও না, এমন মহামন্ত্র আর নাই।

তোমার ক্ষেপা দাদা—হর।

দশম পত্র।

(শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা)

স্নেহময়ী মা আমার!

আমার পত্র পেয়ে চুপ ক'রে ব'সে আছ। তাই ত তোমাকে রাক্ষসী মা বলিয়া থাকি। তুমি আমার মা ষষ্ঠী, ছেলে খাবার যম। যেমন মা তুমি ষষ্ঠী, তেমনি মা আমি তোমার লোহার ভীম—খেতে পারবে না, দাঁতে লাগবে। মা, তোমার ছেলে খুব আনন্দে আছে, কোন চিন্তা ক'র না। তবে মা, দুরন্ত ছেলে কখন কি ক'রে ফেলে, তা'র জন্য কোন চিন্তা করিও

না। হেঁসে হেঁসে কৃষ্ণপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে সংসারে প্রবেশ কর মা; আর সব ভুলে যেও; কিন্তু কৃষ্ণকে ভুলে থেকো না। যে কাজ করিলে শেষে বড় মনস্তাপ পেতে হয় এমন কাজের কাছে যেও না। হাঁসতে এসেছ, হেঁসে হেঁসে চল। মুখ লুকাইবার কাজে হাত দিও না। মা, যে কাজটি করা হ'লে পরে, চিন্তা করিলে মন প্রফুল্ল হয়, সেইটিই পুণ্য কার্য্য; আর যাহার চিন্তাতে শরীর শিহরিয়া উঠে, সেইটি পাপ কার্য্য। তাই বলি মা, বেশ পা টিপে টিপে চল, যেন পড়ে না যাও। মা, আমি ত এক-জন মহাপাতকী, মহাপাতকীর মা ব'লে যেন কেহ ঘৃণা না করিতে পারে। এমন কাজ করিবে যেন তোমার উপর সকলেই সন্তুষ্ট থাকেন। নরম গাছকে যে দিকে নোয়াইবে, সে সেই দিকেই নোয়াইয়া পড়িবে। তাই বলি মা, এখন হইতে যে পথটি গ্রহণ করিবে, সেইটিই সহজ হইবে। এই সময়েই মানুষ আপন ভবিষ্যৎ-চক্র রচনা ক'রে নিতে পারে। হয় ভাল, না হয় মন্দ, যা'র যেটি খুসি লইতে পারে। তাই বলি মা, এই সময় একটু সাবধানে চলাই ভাল। সেই কাজটি করিতে হয়, যাহা পাঁচজনের কাছে বলিতে ভয় ও লজ্জা না হয়। স্বামী পরম দেবতা, স্বামীর মা বাপই তোমার মা বাপ। যাঁ'রা তোমায় জন্ম দিয়াছেন, তাঁ'রা তোমাকে দান ক'রে দিয়েছেন, অতএব দেওয়া জিনিষের উপর তাঁহাদের কোন দাবী দাওয়া নাই। যদি কেহ ভ্রান্ত হইয়া করে, তবে তা'র পাপই হয়। ঐ রকম শ্বশুর শাশুড়ীকে সাক্ষাৎ দেবদেবী মনে করিবে। তাঁ'রা আনন্দিত হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলে কোন কষ্টই হইবে না। কিন্তু তাঁরা অসন্তুষ্ট হইলে সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠে থাকিলেও আনন্দ পাইবে না। তোমার ক্ষেপা ছেলের কথা গুলি মনে রাখিও। ক্ষেপাকে ভুলে থেকো না। মা, তোমার ছেলে কি হ'তে পারব? আশীর্ব্বাদ কর যেন হ'তে পারি। আমি খুব আনন্দে আছি। আমার জন্য কোন চিন্তা করিও না। তোমার ছেলে

নিরানন্দে কেন থাকিবে? রাতদিন খেলা করিও না, মন্দ বই প'ড়ো না, মন্দ কথায় থেকো না, মন্দ কাজ নিজেও ক'রো না এবং লোককেও ক'র্ত্তে দিও না।

তোমার স্নেহের ছেলে—হর।

একাদশ পত্র।

ভাই রাধা!

তোমার পত্রখানি পাইয়া হাতে স্বর্গ পাইলাম। সত্যই ভাই, এ সংসার চিরদিন থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু এ সংসারে যাহা কিছু আমার বলিতেছি, তাহা নিশ্চয়ই থাকিবে না। মান বল, ধন বল, স্ত্রী পুত্র পরিবার বল, কিছুই আমার চিরদিনের জন্য নয়, এটি একবারে স্থির। একটি বাগান কিংবা একখানি বাড়ী, তুমি আজ ভাড়া করিয়া দু'দিনের জন্য তাহাকে নিজের মনে করিতেছ সত্য, কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝিবে, নির্দ্ধারিত সময় অতীত হইলেই তাহারা আবার অন্যের হইয়া যাইবে। বাগান বাড়ী ইত্যাদি তেমনই থাকিবে, কেবল তুমি তা'দের অধিকারী থাকিবে না। তাই বলি দু'দিনের যা—তা'র জন্য কেন কাতর হও? লক্ষ কোটী টাকা থাকিলেও তোমার উদরপূর্ণ মত মাত্র তুমি অধিকারী, তারপর সকলই অন্য স্থানে একত্রিত হইয়া থাকে মাত্র। তাই বলি ভাই, তুমি আমার কথাটি বুঝিয়াছ, ধন্য হইয়াছি। তোমার যেটি নিজের মৌরসী, সেই হরিনামটির মাত্র সদা যত্ন কর। সেটি বাড়াইবার জন্য সুদে খাটাও, দরিদ্রকে তাহা হইতে সাহায্য করিয়া, তাকে কৃতার্থ কর আর নিজেও হও। মার খেয়ে, অপমান সহ্য ক'রে, যা'কে তা'কে এই মধুর নামটি দিবার চেষ্টা করিবে। ভাইরে সংসারে কোন দ্রব্যের জন্য

অত কাতরতা প্রকাশ করিও না। ভাল মন্দ উভয় কথাই মন হইতে তাড়াইবার চেষ্টা কর। লোকের দেওয়া মান—যেমন মানই নয়, তেমনি লোকের দেওয়া অপযশও। কোন রকম মনে কষ্ট অনুভব করিও না। আপন ভ্রমে উন্মত্ত থাকিয়া আনন্দিত হও।

তোমার দাদা—হর।

দ্বাদশ পত্র।

বাবা যতীন!

তোমার পত্রখানি পাঠে বড়ই কাতর হইলাম। বাবা! তোমার কষ্ট মনে হইলে, বড়ই কষ্ট পাই। সকলই সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাতেই হইতেছে ও যাইতেছে। আমরা কোন রকম কর্ম্মকর্ত্তা হইতে পারি না। যাহা হউক বাবা, পূর্ব্বকথা ভুলিয়া যাও, পরকর্ম্মের জন্য একটু সতর্ক হও। অনুতাপে হৃদয় দগ্ধ কর, অবশ্যই কৃষ্ণ দয়াময় তোমার উপর স্নেহের নজর করিবেন। এখন সত্বর আরোগ্য হইয়া নিজ কর্ম্মে এস, এই মাত্র আমার ইচ্ছা ও সেই কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা। কৃষ্ণ যদি তোমার উপর নজর না রাখিতেন, তবে কি আর সে দিন তোমার জীবন তোমার এ দেহে থাকিত? যাহা হউক বাবা, তাঁ'কে ভুলিও না। তিনি এমন বন্ধু যে প্রতিদান অপেক্ষা না করিয়াই সকলকে ভালবাসেন! এখন বুঝিয়াছ, তোমার উপর তাঁ'র কত দয়া। তাঁকে ভুলিও না, আর তাঁ'র নামটি ছাড়িও না। নামের দড়ি দিয়া, তাঁ'কে বাঁধা যায়, আর কিছুতেই তিনি কখন বাঁধা পড়েন না। আমার মাকে বলিবে, যেন এ সংসারের চকচকে দেখিয়া সময়ে সময়ে হাবুডুবু না খান। পৃথিবীর বন্ধু পাইয়া যেন সেই চিরদিনের বন্ধুকে না ভুলিয়া যান। এ পৃথিবীতে

কতবারই আসিয়াছি, কৃষ্ণ না ভজিয়া আসা যাওয়ার শেষ এখনও করিতে পারি নাই, এবারও যেন ভুলে না যাই। বাবা, শুনিলাম তুমি নাকি ছেলের উপর অভিমান করিয়াছ? বরং আমার অভিমান করা সাজে। তুমি কত দিন পরে আমার একবার খবর লইয়াছ। বাবা, তোমরা অভিমান করিতে পার, কেন না অভিমান আছে, আর আমার অবস্থা জানিয়া শুনিয়া যদি অভিমান করি, তাহা হইলে সেটা শোভা পায় না। আমি জগতে একটি মহা ঘৃণিত অপদার্থ, আমার আবার মান করিবার স্থান কোথায়? তোমরা সকলে পবিত্র হইতে পবিত্রতর, পবিত্রতম হইয়া সদাই পূর্ণ অভিমানে পূর্ণ থাক—আমি সুখী হই। তবে এই কথা মাত্র বলি যে, অভিমান করিতে হয় সেই কৃষ্ণের উপর করিও। মানুষের উপর কিম্বা কীট পতঙ্গের উপর করিও না। যা'র সঙ্গে প্রাণের ভালবাসা, অভিমান তা'রই উপর করিতে পারা যায়; তাই বলি কৃষ্ণকে প্রাণ দিয়া ভালবাস এবং তাঁহার উপর অভিমান কর। পরের উপর অভিমান চলে না, করিলেও কোন ফল হয় না। কেবল নিজের অভিমানে নিজে পুড়িয়া মরিতে হয়। তাই বলি বাবা, কৃষ্ণকে নিজ মনে করিয়া, সদা তাঁ'কে ভালবাস। এ পৃথিবীর কিছুই স্থায়ী নয়, তবে এ পৃথিবীতে আসিয়া যাহা যাহা করা যায়, সেই কৃত কর্ম্মগুলি মাত্র ভোগ কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া, ভোগাবসানে তাহারও ক্ষয় হয়; এই জন্য নিজ কর্ম্মগুলির উপর সদাই নজর রাখা কর্ত্তব্য।

তোমাদের স্নেহের—হর।

ত্রয়োদশ পত্র।

বাবা যতীন!

সে দিন তোমাদিগকে একখানা পত্র লিখিয়াছি। আজ রাধার পত্রে তুমি বেশ কাজ করিতেছ শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম। সকলই আমার ইচ্ছাময়ী মা-র ইচ্ছাতেই, তিনি আর তোমাকে ছেড়ে থাকিতে ইচ্ছা করেন না, তা'রই জন্য বোধ হয় তোমাকে স্থির করিলেন। এখন নিশ্চিন্ত মনে আমার মা ও তোমার মাকে লইয়া কিছুদিন একত্রে বাস কর। বাবা, স্ত্রী নিকটে থাকিলেই যে একটা মহা অন্যায়, এটি মনে করিও না। তাঁ'রাই সকলের মূলশক্তি, কৃষ্ণ তাঁ'দের এক রকম এক-চেটে ধন। তাঁ'রা ইচ্ছা করিলেই, যা'কে তা'কে কৃষ্ণ দিতে পারেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যম খণ্ডের অষ্টম অধ্যায়ের একটি শ্লোক তোমাকে বলিতেছি, একবার দেখিবে ও ক্রমান্বয়ে দুই চারি মাস চিন্তা করিবে, দেখিবে কি অভিপ্রায়। শ্লোকটি এই রকম "রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী" ইত্যাদি। একটু ভাবিয়া দেখিবে এই ব্রহ্মাণ্ড-রূপ রম্য গৃহটি কিসে সাজিতেছে ও কে কে সাজাইতেছে? তোমরা না সাজাইয়া যাহারা কাজ করিতেছেন তাঁহাদিগকে সাহায্য কর। ক্রমে ক্রমে তোমরাও কাজের কিছু কিছু বুঝিতে পারিবে এবং কতক কতক কাজ নিজেও করিতে পারিবে। "নব রাগ হিঙ্গুল" লইয়া তোমরাও তখন একটু একটু সাজাইতে পারিবে। রাজমিস্ত্রীর নিকট মজুরদারী করিতে করিতে ক্রমে রাজের কাজও বুঝিতে পারিবে, তখন নিশ্চিন্ত হইবে। পাখী ধ'রে, খাঁচার ভিতর দেখা অপেক্ষা, জঙ্গলী পাখী দেখে সুখী হও। পাখী দেখিতে চেষ্টা কর, ধরিতে চেষ্টা করিও না। যে পাখী ধরে তার একটিমাত্র পাখী, আর যে না ধরে, জগতের সকল পাখী তা'র। যে যা' ধরিয়াছ তাই ভাল, আর ধরিতে চেষ্টা করিও না, বরং ধরাগুলিও

ছাড়িতে চেষ্টা করা উচিত। ইচ্ছা ক'রে ছাড়িতে না পার, দরজা খুলে রাখ; ইচ্ছা হয় যা'বে, না ইচ্ছা হয় থাকিবে। পাগলের মত কি লিখিলাম এ সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না, অমি পাগলের মত বলিয়া দিলাম। কি বলিলাম, কিছুই বুঝিলাম না, এ সম্বন্ধে তোমরাই চিন্তা করিয়া বুঝিতে পারিবে। কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যক নাই। বাবা যতীন! তোমাদিগকে পাইয়া আমার সমস্ত পৃথিবী শ্রীধাম বৃন্দাবন বলিয়া মনে হইতেছে। কৃষ্ণ তোমাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন এইমাত্র আমার প্রার্থনা। হেঁট মুণ্ডে তাঁ'র পদতলে শরণ লওয়া ব্যতীত আর কিছু আছে বলে মনে হয় না। বাবা, তুমি যে রকম ক'রে পত্র লেখ, পড়ে প্রাণ উড়ে যায়। এত হা হুতাশ আমার কৃষ্ণের রাজ্যে নাই, সে আনন্দের রাজ্যে আনন্দ বই আর কিছুই নাই; তাই বলি বাবা, কৃষ্ণ বল, আর আনন্দে দিন কাটাও। তাঁ'র নিকট যা যা চাওয়া গিয়াছিল, সবই ত পাইয়াছি, তবে আর কেন চুপ করে থাকি? যখন বুঝিয়াছি, যে কৃষ্ণের নিকট যখন যাহা চাহিব তখনই তাহা পাইব, তবে আর ভাবি কেন? আর কেনই বা দুঃখে কাটাইব? তবে এটি মনে রাখা উচিত, যেন রত্নের স্থানে কাচ মেগে না লই। এ পৃথিবীর দুই একটি চেয়ে কেবল বিশ্বাস করা চাই যে, তাঁ'র নিকট যা চাইব তাই পাইব। বিশ্বাসের জন্য কেবল দুই একটা চাওয়া, তারপর যেন এ পৃথিবীর কোন বস্তু চাহিও না। তাঁ'র নিকট কেবল প্রেম ও ভক্তি ছাড়া অন্য কোন বিষয় চাহিও না। প্রেম চাহিতে গেলে, প্রথমে দুই একটা বড় বড় ধাক্কা খাইতে হইবে, তাহাতে পেছুপা করিলে আর নয়। আর যদি তাতেও অগ্রসর হওয়া যায়, তবে কেল্লা ফতে। প্রেম চাহিলে ছেলেকে চাঁদ ভুলানর মত কত কি খেলানা দিবেন, কিন্তু যেন ভুলিয়া যাইও না। বাবা, কোন ভয় নাই। গত বিষয় আর কোন

চিন্তা করিও না, ভবিষ্যতও ভুলিয়া থাক, নিশ্চিন্ত মনে মধুর নামটি লইতে থাক সবই পাইবে। কৃষ্ণকে বরং ভুলিলে ক্ষতি নাই, কিন্তু যেন কৃষ্ণের নামটি ভুলিও না। নাম করিতে করিতে প্রেম, আর প্রেমের ফল স্বরূপ কৃষ্ণকে পাইবে। প্রেমের নিকট কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব পর্য্যন্তও কিছুই নয়, অন্য সকলের ত কথাই নাই। এ রাজ্যে মুক্তির দর অতীব কম, কেহই কিনিতে চায় না; মুক্তি এখানে দোকানে প'ড়ে থেকে বস্তা-পচা হ'য়ে গেছে। বাবা, শরীর একদিন না একদিন যা'বেই, তার জন্য ভয় কি? বিশেষতঃ আমার সব উপযুক্ত ছেলে, মেয়ে, মা, বাপ, ভাই বন্ধু। আমার কিছুতেই ভয় হয় না। তবে সময়ে সময়ে মনে হয়, তোমাদের নিকট থাকিয়া আনন্দে হেঁসে খেলে যাইতে পারি, তবে বেশী আনন্দ হয়। যাহা হউক বাবা, আমার ইচ্ছাতে কিছু আসে যায় না, কৃষ্ণ ইচ্ছাই সকল সময়ে ফলবতী ও বলবতী। তিনি যাহা করিবেন তাহাই আমার পক্ষে ঠিক; কেন না স্বামী স্ত্রীকে যেখানে রেখে সুখী হন, স্ত্রীর তা'র উপর না-হ্যাঁ, বলিবার কোনই অধিকার নাই। তাই বলি বাবা, না-হ্যাঁ বলিবার আমার কোনও ক্ষমতা নাই—ইচ্ছাও নাই। কৃষ্ণ যাহা করিবেন, হাঁসিতে হাঁসিতে তাহাতেই আনন্দ প্রকাশ করিব। আমরা জীবাধম, কৃষ্ণ-তত্ত্ব, ও কৃষ্ণ-মহিমা কি বুঝিব? তাই বলি, হেঁট মুণ্ডে তাঁ'র পদতলে শরণ লওয়া ছাড়া আর আমাদের করণীয় কি আছে?

তোমাদের ক্ষেপা ছেলে—হর।

চতুর্দ্দশ পত্র।

বাবা যতীন!

তোমাদিগকে পত্র দিবার পরই, শান্তিপুর হইতে আমার মায়ের ও তোমার মায়ের পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। তোমার পত্রে

তাঁহাদের একখানি পত্র দিলাম। বাবা, সময় হইলে নির্জ্জন স্থানে বেড়াইতে যাইবে। নির্জ্জন স্থানে নানা রত্ন আছে, কুড়াইয়া পাইবে। প্রেমের বৃক্ষ নির্জ্জন স্থানেই থাকে, তা'র ফল বড় মিষ্ট, খুঁজিতে খুঁজিতে পাইবে। যত দিন না সমস্ত জমিটি বেশ ক'রে সিক্ত হয়, তত দিন জলের রাস্তাটি বন্ধ করিও না। অন্য সঙ্গে এ স্রোতটি বন্ধ হইয়া যায়। তাই বলি অন্য সঙ্গ কিছুদিনের জন্য বাঁচাইয়া চলিবে, মনের সাধ মিটিবে ; নতুবা জমিও ভিজিবে না, লাভের মধ্যে দাঙ্গা হইয়া পড়িবে। যত দিন মার খেয়ে দয়া করিতে না শিখিবে, তত দিন গাছপালার সঙ্গে আলাপ করিবে, তারপর কুকুর বিড়াল প্রভৃতির সঙ্গে, তারপর মানুষের সঙ্গে। একবারে পর্ব্বত লাফাইতে যাইও না, পড়িয়া যাইবে। আমার হাত পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাই তোমাদিগকে সময়ে সময়ে সাবধান করিতেছি, মনে রাখিবে। আমার জন্য ভাবিও না, আমি শরীর ছাড়িলেও তোমাদিগকে ছাড়িব না, এটি মনে রাখিও। তবে আর চিন্তা কেন ? মধুর কৃষ্ণনামটি ভুলিও না, নামই মহামন্ত্র নামই পরম মঙ্গল। নাম অপেক্ষা বড় আর কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। দরিদ্র হইয়া দুবেলা পেট ভ'রে খেতে পেলে তা'র নিকট রাজত্বও কিছু নয়।

তোমাদের স্নেহের ক্ষেপা ছেলে—হর।

পঞ্চদশ পত্র।

বাবা যতীন !

তোমার স্নেহ ও আদরপূর্ণ পত্র পাঠে যে কি আনন্দিত হইলাম, তাহা অন্তরের ধন হরিই জানেন, লিখিয়া প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। ভাষা থাকিলেও জীবের ক্ষমতার অতীত। আমার সাধন-ভজন সকলই

তোমরা। যখন তোমাদিগকে মনে হয়, তখনই সংসার ভুলিয়া যাই এবং নিজকে ব্রহ্মমণ্ডলে মনে করি। চক্ষে চক্ষে সেই লীলাময়ের ও প্রেমময়ীর প্রেমের খেলা দেখিতে পাই। সত্য বলিতে বাবা, তোমরাই আমার ধন, তোমরাই আমার নেতা ও পথ-প্রদর্শক। যাহার পুত্রেরা পরম ভক্ত তাহার পিতা অন্ধ হইলেও কোন ক্ষতি হয় না। তোমরা আমাকে হাতে ধ'রে, কোলে ক'রে নিশ্চয়ই অভিলষিত আনন্দ-নিকেতনে লইয়া যাইবে। আবার তোমাদের অপেক্ষা আমার প্রধান সহায় আমার আদরিণী মা-রা। আমার মত ভাগ্যধর কে আছে বাবা? তোমাদিগকে পাইয়াই আমি পাপ পুণ্য কিছুই ভয় করি না, তোমাদের জন্যই আমার এত জোর, এত মান ও এত আদর। নচেৎ আমার মত পাষণ্ডের নাম পর্য্যন্তও কেহ লইত না। বাবা, এখন বেশ বুঝিলে আমার অবস্থা কি? তোমরাই আমার একমাত্র আশ্রয়, তোমরা কোন রকমে সামান্য উপেক্ষা করিলেই আমার মহাপতন হইবে। সেই জন্যই তোমাদিগকে সদাই বলিতেছি, তোমরা যেটি আশ্রয় করিয়াছ, অতীব সাবধানে মন-প্রাণ লাগাইয়া, সেই দৃঢ়তম আশ্রয়টিকে ধরিয়া থাক; দে'খ কখনই লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া আমাকে মহাবিপদে ফেলাইও না। তোমাদের আশ্রয়টি, সেই দয়াময় হরির নামটি। এই সুদৃঢ় দুর্গে বাস করিলে, কোন শত্রু কখনই কোন রকম পীড়া দিতে পারিবে না। যে এই দুর্গের মধ্যে বাস করে, সে সদাই নিশ্চিন্ত ও পরম আহ্লাদে থাকিতে পারে। এই দুর্গবাসিদের রক্ষার ও শক্তির জন্য ধ্যান, ধারণা ও উপরতি প্রভৃতি মহা মহা বলবান্ রক্ষী, সারথী, সৈন্যাধ্যক্ষ রাখিতে হয় না; কেন না চক্রধারীর চক্রটি অতীব সতর্কের সহিত দুর্গের চারিধার রক্ষা করিতেছে, যে চক্রের দূরদর্শন মাত্রেই কাম-ক্রোধ-প্রভৃতি পরম উগ্র ও মহাবলবান্ শত্রুরা, ভয়ে দিক্-বিদিক না দেখিয়া দূরে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করে। তাই বলি,

বাবা, ভক্তের নিকট অতীব মধুর এবং শত্রুর পক্ষে বজ্রাদপি কঠিন, কৃষ্ণনামটি কদাচ ভুলিও না। খাইতে, শুইতে, খেলিতে, নাচিতে, গাইতে নাম-স্মরণ করিবে এবং নিজ-জনকে স্মরণ করাইবে। নামের উপর নির্ভর করিয়া, বদ্ধ জীব মুক্ত হইয়া, যাঁহার নাম তাঁহাকে নিশ্চয়ই পাইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যোগ, তপস্যা ইত্যাদিতে পদে পদে পদস্খলনের ভয় বর্ত্তমান, এই কারণেই ফলাফল অনির্দ্দিষ্ট; কিন্তু নাম আশ্রয় করিলে, কোন প্রকার ভয়ের কারণই নাই। জীবকে এই নির্ভুল পথটি দেখাইয়াছেন বলিয়াই প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ, জীবের নিকট অবতার-শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য পথে জাতীয় পার্থক্য রহিয়াছে। যোগের পথে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতির মধ্যে কত পার্থক্য; কিন্তু নামের পথে সকলই একতা, সর্ব্বত্রই সমতা। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি সকলেই জাতীয় মালা লইয়া সেই দয়াময়ের নানা ভাষাতে নাম করিতেছে। তাই বলি, এমন নিত্য, শুদ্ধ ও সর্ব্ববাদিসম্মত পথটি আর নাই; অতএব সকল ভুলিয়া প্রাণের আনন্দে নামে মজিয়া থাক। মন নিজেও নিজ জনকে মহা আনন্দে রাখিতে পারিবে। দৃঢ় কর, সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখ, নিশ্চিন্ত হইবেই হইবে। নামের আর একটি প্রাধান্য এই যে, তপস্যা করিতে করিতে অনেক ঐশিক শক্তি আসিয়া পড়ে, তাহাতে জীব মুগ্ধ হয় ও আত্মহারা হইয়া জীবনের জীবনকে ভুলিয়া অহঙ্কারে মত্ত হইয়া পড়ে। নামে সে ভয় নাই, যত ক্ষমতা হইবে, ততই প্রেম বৃদ্ধি হইয়া জীবকে নত ও শান্ত করিবে। তপস্যার ফল অনৈসর্গিক, আর নামের ফল প্রেম, ইহাতেই বুঝিতে পারিবে দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কি? এ সম্বন্ধে পরের সঙ্গে বিচার করিও না, বিচার করিতে হয় নিজের প্রাণের সঙ্গে, আর নিজের প্রাণের মানুষের সঙ্গে করিও, বুঝিতে পারিবে। ইহার সূক্ষ্ম গতি সকলের নজরে আসে না, এই জন্য যা'র-তা'র সঙ্গে এ সম্বন্ধে কথা কহিলে

আনন্দের স্থানে নিরানন্দ, প্রেমের পরিবর্ত্তে ক্রোধ এবং বিশ্বাসের পরিবর্ত্তে মহা অবিশ্বাস ও সন্দেহ আসিয়া অনেক দিনের অতি কষ্টে অর্জ্জিত ধনটি নিমিষেই হারাইতে হইবে। তাই বলি, যত দিন সম্পূর্ণরূপ বল না পাইতেছ, তত দিন সঙ্কীর্ণ পথে ও সংগোপনে চলিতে, হইবে, পরে আর ভয় নাই। মৎস্য-শিশুর মত প্রথম সামান্য স্থির জলে প্রতিপালন করিয়া মহা সঙ্কুল ও নানা-হিংস্র-জীব-পূর্ণ সমুদ্রে ছাড়িয়া দাও, নির্ভয়ে বিচরণ করিতে থাকিবে এবং দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু প্রথমেই যদি সমুদ্রে ছাড়িয়া দাও, সামান্য সামান্য জীবে তা'দিগকে অক্লেশে খাইয়া ফেলিবে, তখন আর ফিরিয়া পাইবার উপায় থাকিবে না। তাই বলি, প্রথমে একটু সাবধানে চলিতে হইবে। লোকের কষ্ট দেখিয়া অন্তরে অন্তরে সেই দুঃখহারি হরিকে জানাও, কিন্তু যত দিন বল না পাইতেছ তত দিন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পতিতকে উঠাইতে যাইও না। তাহাতে কৃতকার্য্যও হইবে না, লাভের মধ্যে নিজেও পড়ে যেয়ে আঘাত লাগাইতে পার। মনে মনে প্রাণেপ্রাণে, অপরের মঙ্গল প্রার্থনা কর, প্রভু নিশ্চয়ই তোমাদের বাসনা পূর্ণ করিবেন। সামান্য পার্থিব সুখ দুঃখে পড়ে, অনন্ত সুখ দুঃখের উপর দৃষ্টি হারাইও না। দু'দিনের ভাড়াবাড়ীর যত্ন ও সাজাইবার জন্য নিজের চিরস্থায়ী ঘরটিকে শ্রীভ্রষ্ট করিও না। চাকরীর স্থানের দু'দিনের আলাপী বন্ধু পাইয়া, যেন সেই চিরদিনের প্রাণবন্ধুকে হারাইও না। পৃথিবী আমার জন্য দু'দিনের চাকরীর স্থান মাত্র, সদা এটি মনে রাখিও। নাম করিবার সময় অন্য চিন্তা আসিলে কাতর হইও না, তাহাতে কোনই দোষ হয় না, কিন্তু নাম করিবার সময় প্রাণের আকুলতাকে সঙ্গে লইয়া বসিবে, একবার সংকল্প করিয়া কোন কাজে ব্রতী হইবার পর আর কোন প্রকার অশৌচই স্পর্শ করিতে পারে না। তবে দেখিবে, যেন বসিবার পূর্ব্বে কোন অশৌচ লাগিয়া না থাকে। আকুলতাকে ও তা'র আদরের ভগ্নি

লালসাকে নিত্য সঙ্গিনী করিবে, ইহারাই আমার বৃন্দাবনের ললিতা, বিশাখা, ইহারাই কৃষ্ণ দিবার-নিবার একমাত্র অধিকারী। এ দু'জনের সঙ্গ কদাচ ছাড়িও না। ইহারাই আমার হাত ধরিয়া নিকুঞ্জ-কাননে যুগল-মিলন দেখাইবে, ইহারাই তোমার হাত ধরিয়া রাধাকৃষ্ণের নিকট নিত্য সেবার জন্য নূতন দাসী করিয়া অর্পণ করিবে। কুমারপোকার মত ইহারাই তোমাকে নিজেদের রং ধরাইবে; তাই বলি, ইহাদিগকে ভুলিয়া থেকো না। যে আহার দিলে ইহারা পরম পুষ্ট হইবে, সযত্নে তাহাই দিবে। ইহারা কি খাইলে ভাল থাকে ও পুষ্ট হয়, যদি নিজে না জানিতে পার, তাহা হইলে যাহাদের নিকট ইহাঁরা রহিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট যাইয়া দেখিয়া শুনিয়া আসিবে। প্রচণ্ড রৌদ্রে ইহাঁদিগকে রাখিও না, মলিন হইয়া যাইবে। সদা নানা আবরণে আবৃত রাখিও। দেখ নাই কি, শরীর সর্ব্বদা জামাতে ঢাকা থাকে বলিয়া হাতের ও মুখের রং অপেক্ষা কত পরিষ্কার থাকে। গ্রীষ্ম-প্রধান দেশ অপেক্ষা শীত-প্রধান দেশের লোক সুন্দর হইবার ইহাই কারণ। তাই বলি, যত দিন না রং পাকে, তত দিন আবরণের মধ্যে রাখিবার চেষ্টা করিও। স্ত্রীলোকের লজ্জাই আবরণ, লজ্জা হারাইলে আর সে মধুরতা থাকে না। এই জন্য বলি, ইহাদের মুখাবরণ যা'র তা'র নিকট খুলিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিও না। যাহারা কামের নজরে দেখিবে, তাহাদের ছায়াও স্পর্শ করিতে দিও না; ইহাতে সদাই সাবধান হইবে। বাবা, মাকে নিকটে রাখিতে বলিয়া কোন রকম অন্যায় করি নাই। তোমার পক্ষে শান্তিপুরও যেমন, অন্য স্থানও ঠিক সেইরূপ। কোন রকম পার্থক্য দেখিতে না পাইয়াই বলিয়াছিলাম। কিন্তু সত্য কথা, অনুরাগের ধনকে দূরে রাখিলে প্রকৃত অনুরাগ বৃদ্ধি ও পুষ্ট হয়। তবে চিরদিন একই ভাব কোন কাজের ভাল নয়। সম্বৎসর পড়িয়া বৎসরান্তে পরীক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য, তবে উন্নতি অবনতি

কথা বুঝিতে পারা যায়। ভোগের দ্রব্য নিকটে রাখিয়া ত্যাগ করার নামই ত্যাগ। মনে মনে ত্যাগ করা অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্তিমূলক।

তোমার আদরের ক্ষেপা ছেলে—হর।

ষোড়শ পত্র।

শ্রীশরাণচন্দ্র সেন!

তোমার পত্র পাইয়া যুগপৎ আনন্দে অভিভূত হইলাম। বাবারে আমার, শরীর আর চলিতেছে না, তাই সময়ে সময়ে মনে করি, এবার বিশ্রাম করি। কিন্তু কর্ম্ম ছাড়ে না, উদরের জন্য সব করিতে হইবে ও হইতেছে; এর জন্য চিন্তা করিও না। আমি আমার প্রাণের প্রাণ কৃষ্ণ বিজ্জিত হইয়া এত নিষ্প্রভ ও শক্তি শূন্য হইয়াছি। কেন তাঁ'কে হারাইলাম? কে জানে আর নামে রুচি নাই। যাহা হউক বাবা, তোমাদিগকে পাইয়া সকল ভুলিয়াছি, এখন তোমরা আমাকে ভুলিও না। বাবা, এ জগতের কোনও দ্রব্যে বেশী আসক্ত হইও না। যে যত এখানকার দ্রব্যকে ভালবাসে, সে ততই দাগা পাইয়া হায় হায় করে। কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ নাম ছাড়িয়া যা-ধরিতে যাও, তা'তেই প্রতারিত হইবে। ছায়া কেহ কখনও ধরিতে পারে কি? তাই বলি বাবা, এ সম্পূর্ণ ছায়া পৃথিবীর কোন জিনিষে অতিরিক্ত আসক্তি রাখিও না। কৃষ্ণনামটি কদাচ ছাড়িও না। এ পৃথিবীর যেমন সুখ, তেমনি দুঃখও ক্ষণস্থায়ী; এর মধ্যে পড়িয়া যেন চিরদিনের সম্বল অমূল্য নিধি কৃষ্ণনামটি না ছাড়িতে হয়। কায়, মন, বাক্য-দ্বারা কৃষ্ণ পাদপদ্মে শরণ লও, আর পরোপকার জীবনের ব্রত কর। অন্য ব্রত, নিয়ম, কোন কাজেরই নয়। বাবা, স্বর্গ নরকে কোন প্রভেদ

নাই, আমরা ভ্রান্তিবশতঃ এ প্রভেদ দেখিতে পাই। যেমন সুখ হইতে দুঃখ ভাল, তেমনই স্বর্গ হইতে নরক বরং আমার জ্ঞানে মহাআনন্দের স্থান। বিস্মৃতি লইয়া স্বর্গ, আর স্মৃতি লইয়া নরক। অতএব নরকই শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। তাই বলি, এ দুইয়েরই মধ্যে দৃক্‌পাত না করিয়া, সদা হরিপ্রেমে মজিয়া থাক, কোন ভয় থাকিবে না। মাতাল সুখ দুঃখ দুইই বর্জ্জিত। শ্রীধাম ব্রজমণ্ডলে কেমন আনন্দ পাইলে লিখিও। আমার মত হতভাগার অদৃষ্টে বৃন্দাবন-দর্শন নাই।

তোমাদের—হর।

সপ্তদশ পত্র।

পরম প্রেমিকযুগল! (হারাণচন্দ্র সেন)

তোমাদের স্নেহপূর্ণ পত্রখানি পাঠে যে কি আনন্দিত হইলাম, তাহা সেই পূর্ণানন্দময় কৃষ্ণ বই আর কে বুঝিবে? সত্যই তোমরা নবজীবন পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছ। যখন হরিনামে এত বিশ্বাস, তখন আর তোমাদের ভয় কি? এখন তোমাদের দু'টীকে পাইয়া আমিও নির্ভীক হইলাম। তোমাদের দয়াতে আমিও সেই কৃষ্ণচন্দ্রের দয়া পাইতে পারি। অনেক দিন হইতে তোমাদের আশাপথ চাহিয়াছিলাম, আজ সে আশা পূর্ণ হইল। আজ আমার আর একটি প্রেমের নূতন সংসার হইল। নূতন বাগানে নূতন ফুল দেখিয়া কা'র না প্রাণে আনন্দ হইবে? ধন্য হইলাম, কৃতার্থ হইলাম। বাবা, তোমার পত্রে দুই একটি কথা শুনিয়া হাসিলাম। লিখিয়াছ আমার "ভক্তবৃন্দ"। বাবারে, আমিই জগতের সকলকে সেবা করিতে আসিয়াছি, আমা অপেক্ষা হীন এ জগতে দ্বিতীয় নাই। আমিই সকলের ভক্ত, আমার আবার ভক্ত কোথায়? আমি

অতীব নীচজন, এই জন্যই তোমাদের মত মহৎগণ আমার উপর দয়া-না করিয়া থাকিতে পারেন না ব'লেই ভালবাসেন। আমি সকলের নিকট ঋণী। তাঁ'দের ভালবাসার প্রতিদান করিবার শক্তি আমার নাই। কোথায় তাঁ'রা কৃষ্ণপ্রেমে প্রেমী, আর কোথায় আমি আত্মহারা বদ্ধ জীবাধম্। আমার গতি-মুক্তি তোমরাই। যখন দয়া করিয়াছ, তখন আর ছাড়িও না, সদা দয়া-দৃষ্টি রাখিও। বাবা, নিতান্ত দরিদ্রের দ্বারে মহারত্ন ভিক্ষা করার মত আমার নিকট কৃষ্ণপ্রেম চাহিলে, বিফল মনোরথই হইতে হইবে। আমি একটি মহা পাষণ্ড। কেবল পাষণ্ড হইলে কোন দিন না কোন দিন নিতাই উদ্ধার করিতেন। কিন্তু আমার উপায় নাই; কেন না আমি মহা ভণ্ড। মুখে হরিনামের ভাণ করি, আর অন্তরে নানা কুচিন্তা ও কু-অভিলাষ পুষিয়া রাখি। লোক ভুলাইবার ফাঁদ আমি বেশ করিয়া পাতিয়াছি। মানুষ ভুলিতেছে সত্য, কিন্তু তা'তে আমার নিতাই ভুলিবেন না। তাই বলি বাবা, আমার আর উপায় নাই, তবে আমার সকল আশা ভরসা তোমরা। আমাকে বিপথে দেখিয়া ঘৃণা প্রকাশ না ক'রে, দয়া পরবশ হ'য়ে, সৎপথে আনিবার চেষ্টা করিবে। আমার আর কেউ নাই, তোমরাই মা, তোমরাই বাপ, তোমরাই আমার নিজ জন। তাই সময় থাকিতে বলিয়া রাখিলাম, দয়ার নজর রাখিতে ভুলিও না। আর একটি কথা, তোমাদিগকে না ব'লে আর বলিব কোথায়? আমার মত পাতকীর কথা গৌর-নিতাইএর কাছ পর্য্যন্ত পঁহুছিতে পারে না। পাপীদের কথা চিরদিনই তোমরা প্রভুর পাদপদ্মে নিবেদন করিয়া আসিতেছ। সে আদালতের তোমারা উকিল, তোমরা চিরদিনই প্রভুর প্রিয় পাত্র। সেন বংশ সত্যই প্রভুর নিজ জন। শিবানন্দ, নরহরি, ইঁহারা আমার নিতাই-গৌরের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়। তুমিও ত সেই বংশের এক জন, তবে কেন আমার কথা প্রভুর দরবারে না বলিবে? তোমাদের

ক্ষমতা আছে বলেই ত আজ তোমাদের মুখ চাহিয়া রহিয়াছি, দেখিও নিরাশ করিও না। তোমরাই আমার বল, বুদ্ধি। আমার মাকে বলিও যেন এ দুষ্ট ছেলেটির উপর স্নেহের ও দয়ার নজর রাখেন। বাবা, তোমরা বিচারক, সেইজন্য ছেলের দোষ গুণ বিচার করিয়া ভালবাস, মা-রা কিন্তু সে রকম বিচার করেন না। ভালই হউক, আর মন্দই হউক, ছেলেরা মায়ের সমান প্রিয়; তাই তাঁদের নিকটেই আমার বেশী আব্দার। তাঁদের দয়া যেন চিরদিন পাইয়া কৃতার্থ হইতে পারি। মাকে বলিও যেন এই অধম নারকী পুত্রটির উপর স্নেহ ও দয়ার নজর রাখেন। যদিও আমি স্নেহ দয়া প্রার্থনা করিবার পাত্র নই, কিন্তু মায়ের স্নেহের হৃদয় জানিয়াই প্রার্থনা করিতে সাহস পাইলাম। আমার আনন্দময়ী মার আনন্দপূর্ণ মূর্ত্তিখানি দেখিতে বাসনা। জানি না কৃষ্ণ সে শুভদিন আমার কপালে লিখিয়াছেন কি না? যাহা হউক, দর্শন পাই আর নাই পাই, যেন তাঁর স্নেহ পাইতে বঞ্চিত না হই, এইমাত্র তাঁর নিকট প্রার্থনা। মাকে বলিও যেন ছেলে বলে অঙ্গীকার করেন। আমার শান্তিপুরের মা বাবা আমাকে দয়া করে আর একটি মা বাপ দিলেন। তাঁদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিয়াছি, আরও রহিব।

বাবা, এ পান্থনিবাস। রাত্রি প্রভাত পর্য্যন্ত থাকিবে, তার পর অন্য স্থানে। এই রকম ক্রমাগত এক একটি ছাড়িতে হইবে। তবে আর বর্ত্তমানটির উপর একেবারে সম্পূর্ণ আকৃষ্ট না হইয়া, সদাই পান্থশালা মনে করাই যুক্তিসঙ্গত ও উচিত। এখানে যে সকল দ্রব্য সাজান রহিয়াছে, যতই মূল্য দিয়া খরিদ কর, আর যতই যত্ন কর, লইয়া যাইতে কেহ কখনও পারেন নাই আর পারিবেনও না। তবে একটি দ্রব্য আছে, যাহা জীবমাত্রেই প্রথমতঃ অরুচিকর জ্ঞানে গ্রহণ করে না, সেইটি সংগ্রহ করিতে পারিলেই সঙ্গে লইয়া যাইবে এবং কৃতার্থ হইবে। সেই দ্রব্যটির নাম

"হরিনাম"। জীবগণ নানা রকমে মোহে পতিত হইয়া, এ নাম শ্রবণ মাত্রেই শিহরিয়া উঠে ও দূরে পলায়ন করে। কেন না এই নামের এমনই গুণ যে, ক্ষণস্থায়ী পার্থিব সুখ ইহার ধ্বনিমাত্র-স্পর্শেই দূরে পলায়ন করে। জীবকে ঐহিক সুখে বঞ্চিত করিয়া চিরস্থায়ী পারমার্থিক সুখে ডুবাইয়া দেয়। তাই বলি বাবা, পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী সুখকে চিরস্থায়ী মনে করিও না। মধুর হরিনাম লইতে ভুলিও না। এ রত্নটি কেবল নিজের কণ্ঠে ধারণ না করিয়া, যার তার কণ্ঠে পরাইয়া দাও এবং সকলে এক সাজে সাজিয়া প্রেমের রাজ্যে চলিয়া চল। আর পাপের বোঝা বহিবার জন্য আমি মুটে আছি, যার যত ভার আমার মাথায় তুলে দাও, আর তোমরা সকলে হরি বলে হরিপ্রেমে মত্ত হয়ে সেই প্রেমের রাজ্য বৃন্দাবনে যাও, আমি দূর হ'তে দেখে সুখী হই। কৃষ্ণ যেন সে শুভদিন আমাকে দেখিতে দেন। সকলেই হরি বলে আমি দেখতে পাই। বাবা, তোমাকে যখন দয়া করিয়াছেন, আর ভুলে থেক না, মাঝে মাঝে মনে করিও।

তোমাদের ক্ষেপা—হর।

অষ্টাদশ পত্র।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ!

আপনাকে যাহা বলিয়াই সম্বোধন করিব তাহাতেই যদি কষ্ট পান, এই কারণ কোন পাঠই আজ লিখিলাম না। কিছু মনে করিবেন না। আপনার পত্রখানি পাঠে সত্যই কাতর হইলাম, এবং প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিলাম, হে প্রভু, আমাকে সদা সত্য-পথে রাখ। আমি সত্যই মানুষ ভুলাইতে পারিয়াছি, কিন্তু হায়, ইহাতে আমার সেই পরম প্রেমময়

নিত্যানন্দ ভুলিবেন না। তিনি চান ষোল আনা প্রাণ, আমার কিন্তু সতের আনা debit side এ (খরচ) হইয়াছে। আমার credit (জমা) বলিতে কিছুই নাই, আছে কেবল আপনাদের, সদিচ্ছা মাত্র। নিতাই ত আপনাদের, আপনারা তাঁ'র পরম প্রিয় পাত্র, এই জন্যই আমার সকাতর প্রার্থনা, আমার জন্য সেই দয়াল নিতাইকে বলিবেন; আপনাদের কথা তিনি ঠেলিতে পারিবেন না, অবশ্যই এ অধমকেও তিনি দয়া করিবেন। এটি শুনিয়াছি, এবং মনে প্রাণে জানি যে বিনা প্রেমে সেই প্রেমের ঠাকুরকে পাওয়া যায় না। নিতাই আমার প্রেমময়, সাক্ষাৎ প্রেমস্বরূপ এবং প্রধান প্রেমদাতা। যদি প্রাণের গৌর পাইতে চান, নিতাইয়ের পদাশ্রয় করিতে ভুলিবেন না। নিতাই বড়ই দয়াময়। আমার কথাও তাঁ'কে বলিবেন, যেন চণ্ডাল ব'লে ঘৃণা না করেন। আমার নিজের নিকট এক পয়সাও সম্বল নাই, তাই আমি আপনাদের সকলের দ্বারস্থ, বিমুখ করিবেন না। চাঁদপ্রার্থীকে সামান্য মুকুর দেখাইয়া ভুলাইবেন না, রত্নপ্রার্থীকে সামান্য কাচ দিয়া ভুলাইবেন না। আমার এমনই দুরদৃষ্ট, নিজের অবস্থা সত্য বলিলেও কেহ বিশ্বাস করে না। বড় লোকের ছেলে আপন বদ্‌খেয়ালীতে সকল উড়াইয়া মহাগরিব হইলেও, অন্যে বিশ্বাস করিতে চায় না, ইহাতে যেমন ঐ গরিবের দ্বিগুণ কষ্ট হয়, আমার অবস্থাও ঠিক তাই হইয়াছে। আমি সত্যই মহাপুরুষের পুত্র এবং মহা-শক্তির গর্ভজাত, কিন্তু নিজে সাক্ষাৎ রাবণ কিম্বা হিরণ্যকশিপু অপেক্ষা দুরাত্মা। দুঃখের কথা ইহা কেহ বিশ্বাস করিতে চান না। এই আশাতে আমি বসিয়া রহিয়াছি ও থাকিব, নজর উঠাইয়া লইবেন না। সাধু-মুখে একটি কথা শুনিয়াছি, সেইটি আপনাকে বলিতেছি,—"মধুর কৃষ্ণনাম অপেক্ষা মহামন্ত্র এবং মহৌষধি আর দ্বিতীয় নাই। এই নামের জোরে জীব শিবত্বকেও তুচ্ছ করিতে শিখে মহাকালের উপরও হুকুম করে এবং

কালের কালরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া, ইহ-পর-সর্ব্বত্রই সমান সুখে থাকে। নামের শব্দ যতদূর যায়, ভবরোগ তত দূর আসিতে পারে না, সামান্য দৈহিক রোগের ত কথাই নাই। অতএব সদাই কৃষ্ণনামে মত্ত থাকিলে সামান্য দেহের রোগ আসিতে পারে না। প্রত্যহ তুলসীতলায় প্রাতঃ-সন্ধ্যা প্রণাম, স্নানান্তে জলদান এবং তুলসীতলার মৃত্তিকা প্রাতঃসন্ধ্যা লেপন করিলে কোন ব্যাধিই আসিতে পারে না। নাম ভুলিলেই মায়াতে ধরে, মায়াতে ধরিলেই মায়ার অনুচরগণ নানা প্রকার ব্যাধি সঙ্গে লইয়া মায়াবদ্ধকে অশেষরূপে নানা প্রকার কষ্ট দেয়। যেখানে কৃষ্ণনাম সেখানে মায়া নাই এবং সেইজন্য কোন রকম নিরানন্দের ছায়াও আসিতে পারে না।" তাই নিবেদন, কায়, মন, বাক্য দ্বারা কৃষ্ণের শরণাগত হওয়া এবং কৃষ্ণনামটি আশ্রয় করা সকলেরই কর্ত্তব্য। এ সকল কথা আপনাদের জানা থাকিলেও আমি আবার বলিলাম, কিছু মনে করিবেন না।

আপনাদের—হর।

একোনবিংশ পত্র।

ভাইরে!—(শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ)

অদ্য তোমার পত্রখানি পাঠে বড়ই আনন্দিত হইলাম, কিন্তু মাঝে অসুখে কষ্ট হইয়াছে শুনিয়া কষ্ট হইল। যাহা হউক, এখন কেমন আছ লিখিবে। জগতে আসিয়া কেবল খাওয়া পরা ও সুখে দুঃখে মজে থাকাই কেবল কার্য্য মনে করিও না। জীবের কর্ত্তব্য কৃষ্ণনাম লওয়া, জীবে দয়া করা, অর্থীর অভিলাষ পূরণ করা, আতুরের দুঃখ নিবারণের চেষ্টা করা। এই কার্য্যগুলি না থাকিলে মানুষে আর নিকৃষ্ট পশুতে কিছু প্রভেদ থাকিত না। যতদিন পর্য্যন্ত হরিপ্রেমে সম্পূর্ণ আত্মহারা না হওয়া যায়, ততদিন পর্য্যন্ত

অতি যত্নে এই হরিপ্রেম-সহচরগুলিতে মন রাখিতে হয়। ইহাদিগকে মনে প্রাণে ভালবাসিলে হরিপ্রেম আসে, তখন আর এদের পৃথক যত্ন কর্‌তে হয় না। স্বয়ং বরকে পাইলে বরযাত্রীর সেবা কেহ করে না, করিবার অবকাশও পায় না। তাই প্রেমে মত্ত হইবার পূর্ব্বে এই গুলির বিশেষ যত্ন করিবে, কদাচ ইহাদের নিকটে মুখ লুকাইয়া সকল দিক হারাইও না। যত দিন বিবাহ না হয়, বর-ঘরের কুকুরটির পর্য্যন্তও আদর যত্ন করিতেই হইবে। যেমন বিবাহ হইলে সকলকে ছাড়া যায়, কিন্তু বরের মা বাপের সহিত বিরোধ করিতে নাই, তাদের তোষামোদ চিরদিনই করিতে হয়, তেমনি কৃষ্ণপ্রেম হইলেও কৃষ্ণনামটি ছাড়িও না। নামই প্রেমের মা বাপ, নাম হইতেই প্রেম পাওয়া যায়, আর প্রেম হইতেই প্রেমের হরি। তাই বলি, সকল ছাড় কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু নামটি ভুলিও না; অহরহ নামে মত্ত থাক। নাম বই তাঁকে পাবার অন্য কোন সহজ উপায় আছে কি না (বিশেষতঃ এই কলিযুগে) আমি বলিতে পারি না। কৃষ্ণ অপেক্ষা পাপী তাপীর নিকট কৃষ্ণ-নামটি অধিক আদরের ধন কেন না, পাপী, তাপী কৃষ্ণকে পাইতে পারে না। তাদের শান্তির জন্য পৃথিবীতে কৃষ্ণনামটি বিরাজ করিতেছেন; অতএব এই পরম মঙ্গল কৃষ্ণনামটি সদাই জয়যুক্ত হউন, আর জগতের যত পাপী, তাপী ইহার স্পর্শে পরম শান্তি পাইয়া পাপ তাপ ভুলিয়া যান, এইমাত্র সেই দয়াময়ের নিকট প্রার্থনা করি। যখন নাম আছে, তখন পাপী তাপীর আর ভাবনা কেন? যে পিপাসীর নিকটে পবিত্রসলিলা গঙ্গা আছেন, সে কেন পিপাসায় মরিবে? তাই বলি এস ভাই, আমার মত তাপী যত জন আছ, একত্রে মিশিয়া হরি-সঙ্কীর্ত্তন করিয়া জনমের মত মন-প্রাণ, জুড়াই। নামে যে আনন্দ, নির্ব্বাণ মোক্ষেও সে আনন্দ নাই; নামের তুলনা নাই, বড় মধুর—বড় মধুর। যে বুঝিতে চায় খাইয়া দেখুক,

বুঝাইবার নয়। নামের মিষ্টতা, নামের মিষ্টতার মতন। অন্য কিছুর সঙ্গে তুলনা হইতে পারে না। এমন মধুর নাম কেহ যেন কখনও ত্যাগ না করে। মনুষ্য-জীবনের কোন স্থিরতা নাই, আজ আছে কাল নাই, তাই বলি জীবন এই আছে এই নাই মনে করিয়া নামটি আশ্রয় করা সকলেরই কর্ত্তব্য। **সকলে আপন আপন পাপের বোঝা আমার মাথায় চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে হরিনাম করিতে থাক। খারাপ জিনিস ফেলিবার স্থানটি খারাপই হইয়া থাকে, এইজন্য পাপের বোঝা ফেলিবার স্থান, আমার মাথার মত উপযুক্ত স্থান আর কোথায় পাইবে?** তোমরা আনন্দে থাকিলে আমার নরকেও মহানন্দ হইবে। তাই সেই দয়াময়ের নিকট প্রার্থনা যেন তোমাদের সকলকে সদানন্দে রাখেন।

তোমাদের—হর।

বিংশ পত্র।

ভাই উপেন!

ও রকম ভাবে পত্র লিখিয়া আমাকে লজ্জিত করিও না। আমি একজন মহাপাতকী, আমি যে রকম সেই রকম ভাবেই আমাকে দেখিবে। তোমরা ভালবাসার চক্ষে আমাকে যাহা দেখ, আমি কিন্তু ঠিক তার বিপরীতটি। অন্ধকে বিপথে লইয়া যাইতে যেমন কোন কষ্ট করিতে হয় না, তেমনই মানুষ ভুলাইতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। মানুষ ভুলে, আমার নিতাই কিন্তু তাতে ভুলেন না। তাঁকে ভুলাবার দ্রব্য অন্য রকম, সেটি যার তার নিকট থাকে না, নিতাই দয়া ক'রে

যাকে দেন তিনিই পাইয়া চরিতার্থ হন; নিতাইয়ের দেওয়া রজ্জু আবার নিতাইকেই বান্ধেন। এ বন্ধন বড়ই মধুর, যাকে বান্ধে এবং যে বান্ধে উভয়েই সমান আনন্দ পান। এ বন্ধন যতই শক্ত ও দৃঢ় হয়, ততই অধিক আনন্দদায়ক হয়। এখন দেখ দেখি ভাই, পৃথিবীর কার্য্য আর এ কার্য্য উল্টা বটে কি না? জীব চায় বন্ধন মুক্ত হ'তে, আর নিতাইয়ের দাস চায় বন্ধন শক্ত কর্‌তে। ধন্য নিতাই! ধন্য তুমি, আর ধন্য তোমার দয়া! এখন তোমার চরণে প্রার্থনা, দয়া ক'রে আমাদিগকে তোমার সেই অপ্রাকৃত রাজ্যে লইয়া চল। একবার কৃতার্থ কর একবার দেখাইয়া বরং তাড়াইয়া দিও, তবু একবার দয়া করে দেখাও। ভাই রে, এ নিতাইকে ভুলিও না, যদি ধরেছ তবে আর ছাড়িও না। খুব শক্ত বন্ধনে বাঁধ, বড়ই আনন্দ পাইবে। শক্ত বেঁধে শক্ত ক'রে টানিতে থাক, আরও অদ্ভুত রহস্য দেখিতে পাইবে। বান্ধিবে একটি, কিন্তু টানিতে টানিতে দেখিবে কত নূতন নূতন অপার্থিব পদার্থ তাহাতে বান্ধা আছে। একটি টানিলে তিনটি পাইবে, আবার সব মুছিয়া একটি হইবে এবং তাহাতেই আবার দুটি হইবে। কত মজা ও কত অদ্ভুত অদ্ভুত রহস্য দেখিতে পাইবে। এটা, না টানিতে নিত্য নূতন খেলা হইবে, বড়ই আনন্দ পাইবে এবং চিরদিনের মত কৃতকৃতার্থ হইবে। ভাই, নিজে বান্ধ, কিন্তু যদি একা টান্‌তে না পার, অনেক সঙ্গী কর; তোমার চেষ্টাতে তাঁরাও বিনা কষ্টে পরমানন্দে কৃতার্থ হইবেন। ভাই, যাকে তাকে ডেকে লোভ দেখিয়ে, কাহাকেও বা ভয় দেখিয়ে নিজের সঙ্গী কর। মাটির বাসন যাহারা গড়ে, প্রথম তাহাদিগকে সোনার বাসন গড়তে ডাকিলে আসিতে চায় না, কিন্তু তাহারা একবার লাভের তারতম্য অনুভব করিলে আর ডাকিতে হইবে না, আর লোভ দেখাইতে হইবে না, সে স্বয়ংই এই নূতন কাজে যত্ন করিবে। তাই বলি ভাই,

যাকে তাকে সঙ্গী কর। সকলে মিলে আমার নিতাইয়ের রাজ্যে যাবার মত সাজ, সকলেই সমান যত্ন ও আনন্দ পাইবে। এ অগাধ খনিতে একা আর কত রত্ন উঠাইবে? সবাইকে দেখাইয়া দাও, সবাই নিয়ে যাক, আর যেন কেউ দুঃখিত না থাকে, যেন কেহ আর কোন রকমে হা হুতাশ না করে। নিতাই আমার ভাণ্ডার খুলে বসে আছেন, যার ইচ্ছা সেই যাইতে পারে, যাহা ইচ্ছা তাহাই লইতে পারে, সেখানে তোমায় আমায় সমান আদর। সে ভাণ্ডারে যে যেমন পাত্র লইয়া যাইবে, সে তেমন দ্রব্য উঠাইয়া আনিতে পারিবে। আমি কম পাইলাম, আমি বেশী পাইলাম, বলিয়া চীৎকার ও বিবাদ করিবার সেখানে আবশ্যক হইবে না। যার যত ইচ্ছা লইতে পারে কেহ নিষেধ করিবে না তবে এটি যেন মনে থাকে যে, আনিবার আধার সেখানে পাইবে না, কেহই ধার দিবে না, সকলেই লুট করিতে গিয়াছে; এজন্য এখন হইতে এটি মনে রাখা চাই যে, আপন আপন আধার যত বড় হইবে, তত বেশী রত্ন সেখান হইতে আনিতে পারিবে। ভাই রে, যে যেখানে আছে সকলকে সঙ্গে নিয়ে চল, বিলম্বে বিঘ্ন আছে। তাই বলি, আর আজকাল করিয়া বিলম্ব করা কোন রকমে উচিত নয়। কেন না, কপালগুণে আজ চারি শত বৎসর পূর্ব্বে যে ভাণ্ডারের দেওয়াল পর্য্যন্ত ছিল না, তাহাতে দু' একটি ক'রে আজকাল দরজা বসিতেছে, কেবল যে বসিতেছে তা নয়, ক্রমে ক্রমে পাত্রাপাত্র বিচার করে এক একটি দরজা বন্ধ পর্য্যন্ত হইতেছে। তাই বলি, আজও যা আছে, 'দুদিন পরে তাও হয় ত থাকিবে না। তাই আবার বলি ভাই, বিলম্ব ত্যাগ করাই বিধেয়। এখন আর "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ" বলিলে চলিবে না। যত শীঘ্র হয় করা উচিত। তাই বলি ভাই, সকলে মিলে হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে চল, অচিরেই সেই প্রেমময় নিত্যানন্দের ভাণ্ডারে পঁহুছিবে এবং আপন

আপন মনের মত রত্ন পাইয়া চরিতার্থ হইবে। ভাই রে, পাগলের কথা পাগলেই বুঝিবে এবং তাহাদের নিকটেই ইহার আদর। জ্ঞানী ও দর্শীর নিকট এ সব ভাবকলা বিকাইবে না। তাই ভয় হয়, পাছে এ সুখের পণ্য আমার কেহ কিনিতে চাহিলেও অন্যে বাধা দেয়, তা' হলে যেমন এনেছি তেমনি ফিরে নিয়ে যেতে হবে। ভাই, যদি পাগল হ'তে চাও, তাহা হইলে পাগলের দলে মিশ, আর পাগলে পাগলে আলাপ করিয়া পরমানন্দ ভোগ কর, নচেৎ পাগলের দলে ভাল লোকের অবস্থার মত বিপদে পড়িবে। তখন হাতের পাতের মজিয়ে দু'দিক হারাইবে। পাগলের দলে যেমন খাবার জন্য চাকরী করিতে হয় না, বিনা চেষ্টাতে পাওয়া যায়, তেমনি মাঝে মাঝে গাল ও মারপীট সহ্য করিতে হয়। অনেকে খাবার জন্য পাগল সাজে বটে, কিন্তু একবার মার খেলেই তার পাগলামী ছেড়ে যায়, তখন তার অদৃষ্টে জেল বা ততোধিক সাজা। পাগলের ফাঁসি নাই, জেলে খাটিতেও হয় না, পরিশ্রম করিতে হয় না— যদি চিরদিন একই রকম পাগল থাকে, নচেৎ দ্বিগুণ ত্রিগুণ সাজা পাইতে হয়। তাই বলি ভাই, পাগলের দলে মিশিতে হইলে একটু অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা করার দরকার। ভাই রে, কত কি যে বল্লাম কিছু মনে করিও না।

তোমাদের—হর।

একবিংশ পত্র।

প্রিয় উপেন!

তোমার পত্রে নিরাপদে শুভবিবাহ সুসমাধা হইয়াছে শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম। তুমি কত কাতর হইয়াছ; একটি সামান্য কথাতে এত কাতর হবার কি কিছু বিশেষ কারণ আছে? দেখ, যাহার জন্য তুমি

এত কাতর যদি তাহা সত্য হয়, ধন্তবাদ দিয়া নিজেকে শুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিবার সুযোগ পাইয়াছ। মিথ্যা হয়, মিথ্যার জন্য এত কাতর হইবার কোন কারণ নাই। মিথ্যা কথা কিম্বা মিথ্যা প্রবাদের জন্ত বুদ্ধিমান লোক কোন রকমে বিচলিত হয় না। কথা সত্য হইলেও; কাতর না হইয়া প্রতিকারের চেষ্টা করে। দেখ, এ জগতে সকলের সমান বুদ্ধি নয়, যদি তাহা হইত, তবে যখন "পরিত্রাণায় সাধুনাং" সেই সর্ব্বনিয়ন্তা মানুষের দেহ ধরিয়া মানুষের সঙ্গে খেলিতে আসেন, তখন ত সকলেই তাঁহাকে চিনিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইত। তা' হবার নয়, কখনই হইতে পারে না। স্বয়ং প্রভুরও বিরোধী, নিন্দাকারী এবং শত্রুও অনেক হয়। যদি সকলের বুদ্ধি সমান হইত, তাহা হইলে এক ধর্ম্ম জগতে প্রচার থাকিত, প্রভুর একই রূপ নির্দ্দিষ্ট হইত। অতএব এ জগতে সকলেই আপন আপন বুদ্ধি অনুযায়ী কল্পনা করে এবং সুবিধা অনুযায়ী নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিয়া ফেলে। তাই বলি, এই পৃথিবীর এই সামান্ত কার্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইলে চলিবে কেন? আরও কত দেখিতে হইবে, প্রস্তুত থাক। নিজ প্রাণের তুল্য ধর্ম্মনিন্দা অধিক যাতনাদায়ক, সেই জন্যই এই ধনটিকে অনেক যত্নে লুকাইয়া রাখিতে হয়। যার তার নিকট প্রকাশ করিতে নাই। যাহা হউক এত কাতর হইও না। তাই বলি, এই সামান্য কথার জন্য প্রাণে এত অসহ্য যাতনা সহিবার কোন দরকার নাই; যাহা হইয়াছে ভুলিয়া যাও। যদি সত্যই কোন কারণ থাকে, সেই বন্ধুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। দেখ, যে পথে দাঁড়াইয়াছ, তাহার নাম বৈষ্ণব-পথ। সে পথের প্রধান ও প্রথম শিক্ষা "তৃণাদপি সুনীচেন"। যদি সামান্য কথাতে এত কাতর হও, তাহা হইলে কোন ভয়ানক কর্ম্ম ত একেবারে সহ্য করিতে পারিবে না। তখন সত্য সত্যই লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে হইবে। তাই বলি, এত কাতর

হওয়া উচিত নয়। সকলই সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা মনে করিয়া একটু স্থির হও, এবং দৃঢ় মনে তাঁর চরণ আশ্রয় কর—সুখী হইবে, পরম শান্তি পাইবে, মান অপমান লাভালাভের তাপে পুড়িয়া মরিতে হইবে না, নিশ্চিন্ত হইবে। সহিষ্ণুতাই বৈষ্ণবধর্ম্মের গূঢ় তাৎপর্য্য ও চরম শিক্ষা। কোন রকমে কাতর হইও না, কথার তাপ প্রাণের মধ্যে লইও না। মুখের কথা কাণে রাখিও, প্রাণের ভিতর যাইতে দিও না। তবে যে সকল কথা হৃদয়ের, তাহাদিগকে অতি যত্নে হৃদয় মধ্যে স্থাপন ও ধারণ করিবে। তোমার জীবনে হয় ত প্রভু কত কাজ করিবেন, সে জীবনকে এত অল্প মূল্যবান মনে করিও না। এ জীবন আমার নয়, তাঁর মনে করিয়া ইহাকে সযতনে রক্ষা করিবে। কথাটি কখনও ভুলিও না। প্রভুর দ্রব্যটিকে সাক্ষাৎ প্রভু মনে করিয়া যাবৎ প্রভু সন্দর্শন না হয়, রক্ষা করিবে। বিদেশগত স্বামীর সামান্য কোন একটি দ্রব্যকে পতি-প্রাণা স্ত্রী যে ভাবে দেখে ও যত্ন করে, স্বামীর ধনকে সেই রকম যত্নে রক্ষা করিতে কদাচ তুচ্ছ তাচ্ছল্য করিও না। সকলের নিকট প্রকাশও করিও না, হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। তবে মরমের লোকের নিকট প্রকাশ করিতে ভয় করিও না, সেখানে দ্বিগুণ আনন্দ পাইবে। পার্থিব বন্ধুগণকে পৃথিবীর ভালবাসা দিবে, কিন্তু প্রাণের বন্ধুদিগকে প্রাণের ভালবাসা দিতে ভুলিও না। যাহারা প্রাণপতির সোহাগ চিনিয়াছে এবং কথাতেই সুখী হয়, তাহারাই প্রাণের বন্ধু; আর যাহারা সংসারের সুখ দুঃখে, সুখী দুঃখী হয়, তাহারাই পার্থিব বন্ধু। দেখিও একের প্রাপ্য অন্যকে দিও না, তাহা হইলে কেহই সুখী হইতে পারিবে না। হরিনাম ভুলিও না, যাহার সঙ্গে নূতন মিলিলে এবং চিরদিন মিলিয়া থাকিবে, তাকে প্রাণের মত করিতে ভুলিও না। জলে জলে, আগুনে আগুনে মেলে ভাল, জলে আগুনে মেলা বড় শক্ত। তবে রসিকজন জলকে

আগুণ করিতে পারে এবং আগুণকে জল করিতে পারে। তাই বলিলাম, এক ধাত হইবার চেষ্টা করিও। যে পথে তুমি চলিতেছ, তাহাকেও চালাইতে চেষ্টা করিবে এবং চালাইবে। এই শিক্ষার উপযুক্ত সময়। হিন্দু রমণীকে বিবি না সাজাইয়া গরিবের মা বাপ সাজাইবার চেষ্টা করিও। তা' না হ'লে সুখ নাই, লাভের মধ্যে বিস্তর কলঙ্ক ও বিপদ আছে। আদর্শ যুগল হইয়া আদর্শ যুগলকে ভজনা করিবে। স্ত্রী খেলিবার সামগ্রী নয়, তাহা হইলে তাহার নাম সহধর্ম্মিণী হইত না। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" তাই বলিয়া সকল পুত্রই পুত্র নয়। একটি মাত্র পুত্র বাকী সকলগুলিই কামজ। তাই বলি, কেবল পুত্র কন্যাতে ঘর ভরিবার জন্য স্ত্রী নয়। প্রথম হইতে সাবধান ও বিচারের সহিত চলিবে। অধিক পুত্র কন্যা অধিক যাতনার মূল, এটি যেন মনে থাকে। সামান্য পার্থিব অলঙ্কারে সাজাইবার চেষ্টা না করিয়া অপার্থিব অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিবার চেষ্টা করিও এবং সেই রকম শিক্ষা দিও। তাকে কেবল নিজের ছেলের মা করিও না, জগজ্জননী করিবার মত বিশেষ শিক্ষা উপদেশ দিও। কোমলাঙ্গীদের হৃদয় যদি কোন রকমে কঠিন হয়, তাহা হইলে সেটি বজ্রাদপি কঠিন হয়, এটি মনে রাখিও। কোমল হৃদয়ে সরল প্রাণটিই সাজে ভাল। তাহাদিগকে মা সাজাইতে বেশী চেষ্টা ও শিক্ষা দিতে হয় না। They are by birth, mother, (তাহাদের জন্মই মাতৃরূপে)। তাই বলি, প্রথম হইতেই সতর্ক হইয়া চলা উচিত। আজ অনেক কথা বলে ফেল্‌লাম, কিছু মনে করিও না। আমার উপর দয়া রাখিও, আমি ভালবাসা ও দয়ার প্রার্থী। কৃষ্ণ ইচ্ছায় ভালই আছি।

তোমাদের হর।

দ্বাবিংশ পত্র।

প্রিয়তম উপেন!

তোমার পত্রখানি পাঠে সত্যই তোমাকে ভালবাসিলাম। দেখ, এ পৃথিবীতে স্ত্রী গ্রহণ করিয়া গার্হস্থাশ্রম অবলম্বন করা কেবলমাত্র নিজ স্বার্থ পূরণ উদ্দেশ্য নহে। এমন অনেক সেবা মা বাপের আছে, যাহা সকল সময়ে এবং সকল অবস্থাতে নিজ দ্বারা হইতে পারে না। এই জন্য এই একটি স্নেহরূপিণী দেবীর দরকার। তাই বলি, যাহাকে লইয়াছ, তাহাকে তাহার কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিতে ভুলিও না। স্ত্রীগণকে সামান্য বিলাসের দ্রব্য মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইও না। তাহারা সৃজন, পালন, বিনাশন এই তিনটি গুণের আধার। এই অপূর্ব্ব ভাণ্ডার হইতে যার যাহা ইচ্ছা খরিদ করিতে পারে। যে সমুদ্র-- চন্দ্র ও রত্নকে প্রসব করিয়া রত্নাকর হইয়াছে, প্রাণনাশক হলাহলও সেই সমুদ্র সম্ভূত, এটি যেন মনে থাকে। যখন তোমার নিকট রত্ন বিষ দুই-ই রাখিয়া দিয়াছেন, তোমার ইচ্ছানুসারে যেটি খুসি লইতে পার। স্ত্রীকে সাক্ষাৎ দেবী করা কিম্বা ঘোর পিশাচী করা তোমার উপর নির্ভর করিতেছে। স্ত্রীগণ সকলের মাতৃস্থানীয়া ও পরম পূজ্যা। বিষও একটী রত্ন, কিন্তু পাত্র বিশেষে তাহার ব্যবহার জানিবে। শিব হও, তখন দেব ও পিশাচ তোমার সেবকরূপে পরিগণিত হইবে। প্রত্যেক ঘাতের সমান প্রতিঘাত; তাই বলি, তাঁহাদিগকে স্নেহ-চক্ষে দেখিবে, তাঁরাও তোমায় তেমনিই দেখিবেন। পিতা মাতার সেবা আরম্ভ করিয়া যেন সকল দুঃখির সেবা শিখিতে পারেন, এমনি করিয়া লইবে। এ জগৎ চিরদিন থাকিলেও আমার পক্ষে চিরস্থায়ী মনে করা, প্রকৃত ভ্রমের বিষয়। এ জগতে কাহাকেও পর মনে করিও না। সকলকেই নিজ জন মনে করিবে এবং সেই রকম ব্যবহার করিবে। সদ্ব্যবহার পাইয়া কেহ তোমার সহিত অসৎ

ব্যবহার করিলে দুঃখিত না হইয়া কাতর প্রাণে তাহার মঙ্গল প্রার্থনা করিবে এবং ক্ষমা করিবে; ক্রমে দেখিতে পাইবে অতীব ভীষণ বন্য পশুও তোমার স্নেহে বশ হইয়া তোমাকে ভালবাসিবে। আমার কৃষ্ণ ভালবাসার রাজ্যে থাকেন, সেখানে ভালবাসা বই আর কিছুই নাই। গাছ পাতাতেও ভালবাসামাখা। তাই বলি, যদি সে রাজ্যে যাইতে চাও, ভালবাসিতে শিক্ষা কর। গাছ, পাতা, পশু, পক্ষী সকলকেই যখন ভালবাসিবে তখন তাদেরও ভালবাসা পাইবে। তখন বুঝিবে সে রাজ্যে যাইবার রাস্তা পাইয়াছ, আর বেশী কষ্ট নাই। ভালবাসা হইতে গাঢ় ভালবাসা এবং তাহা হইতেই প্রেম এবং প্রেম হইতেই প্রেমের হরি। নাম ভুলিও না, নাম হইতেই সকল হইবে।

তোমাদের—হর।

ত্রয়োবিংশ পত্র।

প্রিয়তম উপেন!

তোমার পত্রখানি নবরাগে রঞ্জিত এবং মধুর হইতে সুমধুর। কৃষ্ণ এ মাধুর্য্য চিরস্থায়ী করুন, এইমাত্র সেই দয়াময়ের নিকট প্রার্থনা। এত দিন কৃষ্ণপ্রেমে একা ডুবে ছিলে, এখন দুজনে ডুবে দেখ কত মধুর। এখন আমার ইচ্ছা দুটি প্রাণে একটি হইয়া সদানন্দে ডুবে থাক। এখন নব জীবন আরম্ভ হইল, অতএব নব ভাবে মধুর হরিনাম কর, আর জীবন-সঙ্গিনীকে করিতে বল। স্ত্রীর উপযুক্ত মর্য্যাদা রাখিয়া চলিবে; খেলার সামগ্রী মনে করিয়া প্রতারিত হইও না। এখন হইতে প্রাণে মিলাইয়া রাধাকৃষ্ণ যুগলের চরণে নত হও। ভুলিও না আর ভুলিতেও দিও না। এ আনন্দের দিন কৃষ্ণ চিরদিনের জন্য করুন। আমি এত

দূরদেশ হইতে কি করিয়া যাই? তবে যদিও শরীর এখানে, কিন্তু স্বয়ং তোমাদের সঙ্গে আনন্দ অনুভব করিয়াছি।

তোমাদের—হর।

চতুর্বিংশ পত্র।

ভাই রসিক!—(রসিকলাল দে)

তোমার সঙ্গে জীবনের অনেক সুখ সম্বন্ধ বর্ত্তমান। তোমাকে মনে হইলেই পূর্ব্ব স্মৃতিগুলি জাগিয়া উঠে ও কাতর ক'রে তোলে। ভাই, তোমার সহবাসের এক একটি মুহূর্ত্ত আমার জীবনের প্রধান সুখ সময় জানিবে। প্রাণ সদাই চায় তোমার সহবাস, কেন পাই না বলিতে পার কি ভাই? বোধ হয় আনন্দের জিনিস নিত্য সহবাসের হইলে মধুরতা হারায়, তাই বুঝি এটি বিধির বিধান যে, যেখানে ভালবাসা সেইখানেই বিরহ। কে জানে ভাই, সেই গৃহস্বামী কি কি দ্রব্য কোন্ কোন্ স্থানে কি রকম ভাবে সাজাইয়া সুখ পাইতেছেন। আমরা না হাঁ করিবার কে ভাই? সকল রকমেই এবং সকল অবস্থাতেই ঘাড় পাতিয়া চলিয়া যাওয়া বই অন্য চেষ্টা আমাদের অযথা ও অশোভনীয়। তাঁর ইচ্ছা তিনিই জানেন। আমাদের সামান্য সুখের জন্য তাঁর চিরসুখে একটু মাত্রও কণ্টক হওয়া ইচ্ছা করা কাহারও উচিত নয়। মানুষ ভুলেই তাঁর নিকট এ দাও, ও দাও বলে তাঁকে কত কষ্ট দিতে যায়। ছি ছি ভাই, তাঁর নিকট আবার আমরা চাহিবার কি জানি? তাঁর ভাণ্ডারে কত কি মহামূল্য রত্ন রহিয়াছে, আমরা তার কিছুই জানি না; না জেনে সেই দয়াময়ের দ্বারে সামান্য সামান্য খেলনা লইয়াই ফিরে আসি। এমন হাস্যাস্পদ আর কি হইতে পারে? ভাই আমরা না বুঝিয়া, যাঁর এই

ব্রহ্মাও তাঁর নিকট সামান্য দু'দিনের পার্থিব সুখ চাহিতে যাইয়া প্রতারিত হই মাত্র। যখন আমরা সেই অগাধ ও অজানিত ভাণ্ডারের রত্নসমূহের বিষয় কিছু জানি না, অতএব যাহা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম সেই রত্নটি আমাকে দাও, এই রকম প্রার্থী নিশ্চয়ই সেই প্রেমময়ের প্রেম পাইবে; কেন না, সে ভাণ্ডারের সকল রত্ন অপেক্ষা এই রত্নটিই মহা মূল্যবান। কারণ সেই মালিক এই রত্নের আদরই বেশী করেন। তাই বলি ভাই, যে কৃষ্ণপ্রেম চায়, সে যেন তাঁর নিকট কিছুই প্রার্থনা না করে। প্রেম পাইলেই প্রেমের হরি আর থাকিতে পারেন না, স্বয়ং আসিয়া প্রেম প্রাপ্তের নিকট হাজির হন। সর্প যেমন আপন মণি প্রাণ অপেক্ষাও ভালবাসে, তেমনি কৃষ্ণ আমার নিজ প্রেমটীকে ভালবাসেন। ভাই রে, এ কথা বলিতে গেলে ক্ষেপিতে হয়, কিছুই ঠিক থাকে না, সকল ভুলিয়া যাইতে হয়।

তোমার—হর।

পঞ্চবিংশ পত্র।

প্রিয় দ্বিজেন্দ্রনাথ!

আপনার ও বৌ ঠাকুরাণীর পত্র পাইয়াছি। আমি ত সকল পত্রেই আপনাদের খবর লই, তবে কেন বোয়ের এত দোষ দেওয়া? তিনি যদি এক দিন নিজের চক্ষে দেখিতেন প্রত্যহ কতগুলি পত্র পড়িতে ও লিখিতে হয়, তাহা হইলে বোধ হয় এ অভিমানের স্থানটি দয়াতে অধিকার করিত। এ বৃদ্ধ শরীর, হাত পায়ের তত বল নাই, তবু এত পত্র না লিখিলে চলে না। যাহা হউক, বৌ ঠাকুরাণীকে বলিবেন, যেন ক্ষমা করেন। তাঁদের নিকট ত আমি সদাই দোষী। মুখরা ননদের মত রাত দিন কেন কলহ

করিবেন? চক্ষের দেখা হয় নাই বটে, কিন্তু চক্ষু ছাড়া দেখিবার আরও একটি উপায় আছে; সেটি চক্ষু অপেক্ষা প্রশস্ত দ্বার। আমি আপনাদেরই একজন মনে করিয়া সদাই দয়ার দৃষ্টি রাখিবেন। আপনি একটু ভাল আছেন শুনে বড়ই আনন্দিত হইলাম। কৃষ্ণ আপনাকে দিন দিন শান্তিরাজ্যে লইয়া যা'ন, যেন শান্ত মনে সেই দয়াময়ের নামটি করিয়া আনন্দিত হইতে পারেন। নাম ভুলিবেন না, আরও বৌঠাকরুণকে ভুলিতে দিবেন না। দু'টিতে একটি হইয়া কৃষ্ণ-নামটি লইতে থাকুন। গিন্নির বেলপাতার সরবতে তত উপকার হইবে না, প্রাতে ও সন্ধ্যায় বেলপাতার চা প্রস্তুত করিয়া খাইতে দিলে বোধ হয় খুবই উপকার হইবে। তবে এটি যেন মনে থাকে, হরিনামই মহৌষধি। আপনি ত জানেন যে ভাঙ্গা কুঁড়েতে বাস করিয়া পবিত্র মনে হরিভক্তির দ্বারা জীবন কাটাইতে পারিলে ঐ কুঁড়ে, রাজার রাজবাটী অপেক্ষাও পরম মঙ্গলময় স্থান হইয়া উঠে। তবে আর ভাঙ্গা ঘর ব'লে এত ভয় কেন? এই ভাঙ্গা ঘরকেই রাজবাড়ী অপেক্ষা আনন্দের করিয়া তুলুন। মার্ব্বেলের নির্ম্মিত পাইখানা দেখে মানুষ চক্ষে মুখে কাপড় ঢাকিয়া যায়, আর অতীব ভাঙ্গা ফুটা জঙ্গলপূর্ণ দেবস্থানেও নত মস্তক করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করে না কি? তাই বলি, কোন চিন্তা করিবেন না। কায়, মন, প্রাণে কৃষ্ণ পাদপদ্মে শরণ লউন, শরীর দেবমন্দির তুল্য হইয়া যাইবে। হরি ভুলিয়া দেব-দেহও নরক-তুল্য মনে করিবেন। হরিকে ভালবাসুন, আর হরির যাহা যাহা তাহাও ভালবাসুন। হরিকে ভালবাসিয়া হরির জিনিসগুলি ভাল না বাসিলে ভালবাসা পূর্ণ হয় না। বোধ হয় এই জন্যই কোন বিলাতী প্রেমময়ী আপনার প্রেমিককে লিখিয়াছেন, "If you love me, love my dog." (যদি আমাকে ভালবাস, তবে আমার কুকুরকে ভালবাস)। তেমনি কৃষ্ণকে ভাল-

বাসিলে সমস্ত জগতকে ভালবাসা চাই, কেন না সকলই সেই কৃষ্ণের জন। এ পৃথিবীকে আর পৃথিবীর জিনিসকে কৃষ্ণের ধন বলিয়া ভাল বাসুন, তা'দের জন্য তা'দিগকে ভাল বাসিবেন না। তাই বলি, যে কেহ চিরজীবনের জন্য শান্তি চায়, সে যেন প্রাণে প্রাণে কৃষ্ণ নামটি নিজের গুপ্তধন মনে করিয়া প্রাণে প্রাণে আদর যত্ন করে। গুপ্তধন যেন পাছে অন্যে দেখে, এই ভয়ে সকল সময়ে দেখিতে চায় না। কিন্তু যেমন ঘুমাইতে ঘুমাইতেও সে ধনের চিন্তা ত্যাগ করে না, সেই রকম কৃষ্ণ-ভজনটি গুপ্তধনের মত প্রাণেপ্রাণে ভালবাস,—লোক দেখাইতে গেলে হয় ত কেহ চুরি ক'রে নিতে পারে। তবে যখন এ ধনে মহাধনী হইয়া পড়িবে, তখন রাজার ধনের ধনাগারের মত সর্ব্ব সমক্ষে রাখিলেও কোন ভয় থাকিবে না। যত দিন পর্য্যন্ত প্রকৃত কৃষ্ণপ্রেমিক না হইতে পারিতেছ, তত দিন গোপন করা চাই। প্রেমিকা যেমন নানা গৃহ কর্ম্মে ব্যস্ত থাকিয়াও, আপন আপন বন্ধুর চিন্তাটি অন্তর হইতে অন্তর করিতে পারে না, তেমনি এই সংসারে মত্ত থাকিয়াও নিজ ইষ্ট কৃষ্ণনামটি কদাচ ভুলিবেন না। এটি মনে রাখিবেন, কৃষ্ণনাম বই আর সকলই অনর্থের মূল। নিজে এই নাম আশ্রয় করুন, আর যত নিজ জন আছে সকলকেই নাম লইতে বলুন। মিষ্ট দ্রব্য একা খেতে তত আনন্দ হয় না, সকলে বাঁটিয়া খেলে বেশী আনন্দ। দিদি, যখন একটা ভাল তরকারী করিলে সকল নিজ জনকে মনে করেন, তেমনি এমন মধুর নাম কি আর একা লইতে আছে? সকলকেই লইতে বলুন, সবাই আপনার মত আনন্দ পান। দিদি, তুমিও আমার নিকট আমার শারীর মত আদরের ধন। এখন তোমার ইচ্ছা তুমি আমাকে শারীর মত দেখ আর নাই দেখ। শারীর মত তুমিও ঐ রকম গরিবের মা বাপ হইয়া সকলের দুঃখে দুঃখী হও, তা'র মত নামকে ভালবাস, তাহা হইলে তা'র মত

আমাকে ভালবেসে তুমিও সুখী হবে, নচেৎ আমি তোমাকে যতই ভালবাসি, তুমি নিজেই পৃথক মনে করিয়া সে সুখ পাইবে না। এখন শারীর মত হওয়া না হওয়া তোমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে। আমাকে দোষ দিতে পাইবে না। আমি তোমাদেরই, তোমরা যেমন ব্যবহার কর তোমাদের ইচ্ছা। আমার কেহ বেশী কম নাই। পৃথিবীর ব্যবহার দেখিতে গেলে বরং তোমাকে আমি বেশী ভালবাসি। শারীকে দিয়াছি একটি মেয়ে, তোমাকে দিয়াছি একটি ছেলে। শারী আমার রাইয়ের মা, আর তুমি আমার কৃষ্ণের মা। এখন বুঝিবে, তোমাতে আর শারীতে আমার নিকট কত পৃথক। আর বলিও না যে, আমাকে শারীর মত ভালবাস।

আপনাদের—হর

ষড়্‌বিংশ পত্র।

প্রিয় যতীন!

কি বলিয়া ডাকিলে তুমি সন্তুষ্ট হইবে জানি না, তাই আজ নূতন রকমে দেখা দিলাম। তুমি যে সকল কথাগুলি লিখিয়াছ, তাহার যে কি উত্তর দিব খুঁজিয়া পাই না। সত্য বলিলে তোমার প্রাণে আঘাত লাগে, আর মনের মত বলিতে গেলে মিথ্যা বলা যায়। এই বিষম সমস্যার ভিতর পড়িয়াছি। যাহা হউক তোমাকে একটা কথা বলিয়া রাখি, সামান্য শিলাতে প্রভুর প্রধান অস্তিত্ব নাই, জগতের অন্য সকল বস্তুতে ও অবস্থাতে প্রভুর সত্ত্ব যতটুকু, শিলাময় শিবলিঙ্গ প্রভৃতিতেও ততটুকু। তবে কেন শিলারূপী লিঙ্গ প্রভৃতির মান্য এত অধিক বলিতে পার? শুন নাই কি, যে সামান্য শিলার মধ্য হইতে ত্রিশূলধারী শিব বাহির হইয়া ভক্তকে রক্ষ

করিয়াছিলেন, সামান্য শিলা হইতে ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করিবার জন্য জগৎপ্রাণ হরি স্বয়ং বাহির হইয়া ভক্তের মান রাখিয়াছিলেন? এখন বল দেখি, পাথরে হরির প্রকাশ কি পাথরের গুণে, না ভক্তের ভক্তির জোরে। এ কথাটি একটু নিশ্চিন্ত মনে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবে। আমার গুণ, কি অটল, রাধা, প্রভৃতির গুণ। তা'রা আমার মত জীব কেন? নির্জ্জীবকেও ঠাকুর সাজাইতে পারে। এ শক্তি তা'দের, আমার বলিতে কিছুই নাই। আমাকে তা'রা যেমন নাচায় তেমনিই নাচিতে হয়। আমি কাঠের পুতুল, তোমাদের ইচ্ছার মত আমাকে নাচিতে হয়। আমার এমন ক্ষমতা নাই, যে সকল স্থানে যাইয়া সকলকে দেখা দিই। কিন্তু আমাকে যাহারা দেখিতে ইচ্ছা করে, সকল স্থানেই তাহারা আমাকে দেখে। আমি একটি কবিরাজ নহি, ডাক্তার নহি, কোন রকম ঔষধ জানি না, জানিবারও ইচ্ছা নাই, তত্রাচ লোকে আপন চেষ্টায় নানা রকম উৎকট ব্যাধি হইতে মুক্ত হইতেছে ও হইয়াছে; এ সমস্ত তা'দেরই ক্ষমতা, আমার নয়। এই কথাগুলি মনে রাখিবে। যখন আমি কি? আমাকে বলিতে হইবে, তখন ঐ কথাগুলি ব্যতীত আর কিছুই বলিতে পারিব না। তবে যখন আমার বন্ধুবান্ধবকে জিজ্ঞাসা করিবে তাহারা নিশ্চয়ই অন্য রকম বলিবে। অতএব আমার সম্বন্ধে বলা ও শুনা দুইটা সম্পূর্ণ পৃথক। আমি ভণ্ড পাষণ্ড, এ কথা শুনিলে তোমার মনে সত্য সত্যই সন্দেহ হইতে পারে; কিন্তু কি করি, আর আমার যে কি গুণ আছে, তা আমি নিজে জানি না। যখনই ভাবি ভাল বলিতে কিছুই দেখিতে পাই নাই, সকলই মন্দ। সকলকে বলি কৃষ্ণ-নামে মত্ত থাক, কিন্তু নিজের অবস্থা যদি কখনও চক্ষে দেখ ঘৃণা করিবে। দিনান্তে একবার তাঁ'র নাম করিতে ইচ্ছা হয় না। সকলকেই বলি পরের উপকার কর, কিন্তু নিজের সম্বন্ধে ঠিক বিপরীত। আমি পরের উপকার লইবার

জন্য, না পরের উপকার করিবার জন্য। তাই বলি, আমার কথা আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেই ঐ রকম ব্যতীত আর কিছুই শুনিতে পাইবে না। তোমাদের জোরেই আমার জোর, তোমরাই আমার বল, বুদ্ধি, মান, অপমান। ইহার জন্যই আমার সদাই প্রার্থনা, যদি আমাকে সুন্দর দেখিতে তোমাদের ইচ্ছা হয়, তোমরা নিজে সুন্দর হও। সুন্দর কাচের ভিতরের দ্রব্য, নিতান্ত খারাপ হইলেও সুন্দর দেখায়; তাই আমার সেই দয়াময়ের নিকট সদাই প্রার্থনা, যেন আমাকে মন্দ করিয়াও তোমাদিগকে পরম পবিত্র ও সুন্দর করেন। এখন বোধ হয় তোমার বুঝিতে বাকি রহিল না, আমি কি ও কেমন। এখন আমি তোমার হাতে, যেমন সাজাইবে, তেমনি সাজিব, মনে রাখিও।

তোমাদের স্নেহের—হর।

সপ্তবিংশ পত্র।

প্রাণের অটল!

ভাই, তোমার পত্র খানি পড়িয়া কষ্ট দিয়াছি মনে ক'রে বড়ই কষ্ট পাইলাম। ভাই, আমার জীবনসম্বন্ধে কোন ভয়ের কারণ নাই, অনেক দিন বাঁচিতে হইবে; তবে এইমাত্র দেখিয়াছিলাম যে আমি একজন pensioner মাত্র। প্রভুর ঘরে যেমন অনন্ত চাকর কর্ম্ম না করিয়া যাইতেছে, আমিও তেমনি এক জন মাত্র। ইহাতে আমার দুঃখ করিবার কোনই আবশ্যক নাই, তোমাদের দুঃখ করাও উচিত নয়। অবশ্যই তোমাদের আশ্রয়ে শ্রীধাম বৃন্দাবনে বাস করিতে হইবেই হইবে। শরীরের কোন অংশই নষ্ট হয় নাই বরং দিন দিন বালকের মত হইতেছে; তাই বলি, এত উতলা হইও না। এইরূপ লিখিবার কারণ প্রভুর কাজ করিব

না আর প্রভুর খাইব চিন্তা করিয়া কাতর হইতেছি, অন্য কোন কারণ নাই। যাহা হউক, এ রকম উতলা হইও না, আমি মরিতেছি না। তবে জীবন যেন সে রকম আনন্দ পাইতেছে না, প্রাণ আর সে রকম মাতিতেছে না, নামে আর তত মধুরতা উপলব্ধি হইতেছে না, তাই সময়ে সময়ে মৃত্যুযন্ত্রণা অপেক্ষা অধিক যন্ত্রণা পাইতেছি; ভাই রে, কিছু মনে করিও না। এক দিন বড়লোক ছিলাম, সেই জন্য পূর্ব্ব সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া অনেক দীন দুঃখী প্রত্যাশী হইয়া, আমার নিকট আসিতেছে, কিন্তু আমার নিকট কিছুই না থাকায় তা'দের মনের আশা মিটাইতে পারিতেছি না। ইহার জন্য আমি কাতর নই, কিন্তু যাহারা প্রার্থী, কাতর প্রাণে ফিরিতেছে, ইহাও একটি দুঃখের কারণ। যাহা হউক ভাই, তোমরা আমাকে ছাড়িও না, আমাকে তোমাদের করিও। এ অবস্থায় আমাকে ফেলিলে আমার বড়ই কষ্ট হইবে, এটি যেন মনে থাকে। এখন আমি নূতন মানুষ, নূতন সংসারে আসিয়াছি। তোমাদের জন্য আমার ভয় নাই, তোমাদিগকে পাইয়াই আমি নির্ভয়ে আছি, আমার উপর নজর রাখিও। আর আমার হাত পা চলিতেছে না, মানুষের চাকরি আর ভাল লাগিতেছে না, যাহা হউক কৃষ্ণ ইচ্ছাই বলবতী।

তোমার—হর।

অষ্টাবিংশ পত্র

দিদিমণি!

তুমি এসেছ ভাই? রজনী তোমাকে কত খোষামদ করাইয়া তবে আমার পত্রখানি দিয়াছে কেমন? এই বিবাদের এই মিলন। দিদি, তোমার এ কাজটি কি ভাল হ'ল? বলি, ঘরে, নাতিকে রেখে, কোথায়

পূজা কর্‌তে গিয়াছিলে? "বাহিরে সোনা আচলে গিরে" ইহার নাম। আমি এখন বুঝলাম, যা'রা গঙ্গাতীরে বাস করে, তা'রা গঙ্গাকে ভালবাসে না। তীর্থবাসীর এই জন্যই ত্রাণ নাই। ঘরের পূজা ছাড়িয়া কোথায় পূজা করিলে? যেমন সকল পূজাতেই নারায়ণ চাই "সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বর হরি" তেমনি সকল কাজেই নাতিকে চাই। যেমন নারায়ণ সন্তুষ্ট হইলেই সকল দেবতা তুষ্ট হন, "তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ" তেমনি স্বামী তুষ্ট হইলেই আর তা'র কিছু বাকী থাকে না। তবে যদি বল পার্ব্বতী তবে কেন বাপের বাড়ী যা'ন? শিবকে সঙ্গে লইয়া যান। যাহা হউক দিদি, স্বামীই সমস্ত। বল দেখি দিদি, যদি তোমাকে কেহ একটি জিনিস দান করে, সে জিনিসটি কা'র হ'বে? অবশ্য তোমায় যিনি দিয়াছেন, তাঁহার আর কোন অধিকার নাই। তাই বলি তোমার শরীরটি আমার নাতির দানে পাওয়া ধন, সেটি আমার নাতিরই। দেহটিকে যত্ন করিবে, সেইটীকে সাজাইবে, সেইটিকে যে মাল্য গন্ধ লেপন করিবে, সে কেবল মাত্র তোমার স্বামীর ধন বলিয়া—নিজের নয়। তুমি নাতির ধন বলিয়া তাঁ'র মা, বাপ, গুরু প্রভৃতিকে গুরুজন মনে করিয়া সেবা করিতে হইবে। যদি অবহেলা কর দোষ হইবে।

তোমার—হর।

একোনবিংশ পত্র।

পরমকরুণাময়ী দিদি! (শ্রীরজনীকান্ত গাঙ্গুলীর স্ত্রী)

তোমার পত্রখানি সত্যই আমার বড় আদরের ধন! কৃষ্ণ তোমাকে সদাই কৃষ্ণপ্রেমে প্রেমময়ী করিয়া রাখুন, ইহাই প্রার্থনা। তুমি ইচ্ছা

করিলে গুরুর নিকট কৃষ্ণমন্ত্র লইতে পার, ইহাতে কোন ক্ষতি নাই। কৃষ্ণই মুলাধার, কৃষ্ণই জগৎ প্রাণ ও প্রাণবল্লভ। এমন পতি ছাড়িয়া অপর পতি ভজনা করা বিড়ম্বনা মাত্র। তুমি তোমার কুলগুরুর নিকট কৃষ্ণমন্ত্র মাগিয়া লইবে, ইহাতে তোমার মঙ্গল হইবে। এমন দয়াময় রসিক-শেখর কৃষ্ণকে ছাড়িয়া আর কাহাকে ভজিবে? তুমি মনে কোন সন্দেহ করিও না। দৈত্যকুলের প্রহ্লাদের মত দিদি তুমি হরি বল, আমি শুনি আর কাঁদি। অহরহ হরিনামে মত্ত থাকিয়া সকলকে হরিভক্ত করিয়া তুল। হরিই প্রধান আশ্রয়, তিনিই প্রধান সহায়, পথের রক্ষক ও প্রধান সঙ্গী। তাই বলি দিদি আমার, একবার আপনা ভুলিয়া হরি বল। হরিনাম যে বলে সে ধন্য, যে শুনে সে ধন্য, আর যাহারা দর্শন করে তাহারা ধন্য। হরিভক্ত যে দিকে যায়, সে দিক পবিত্র হয়, যাহাকে দয়া করে তাহার অনন্ত পুরুষ পবিত্র হয়। তাই বলি দিদি, হরি বল। হরি-ভক্ত কখন কোন বিপদে পড়ে না, সদাই সুখে থাকে। তুমি এক জন প্রধান হরিভক্ত, তোমার আবার অমঙ্গল কোথায়? পরম শত্রুকেও কেবল এই শিক্ষা দিবে। নিতাইয়ের মত মার খেয়ে দয়া করিবে, অযাচককে প্রেম দিবে। কোন বিচার করিও না। কাহারও কোন রূঢ় কথাতে মনে কাতর হইও না। সকল অকাতরে সহ্য করিয়া চল, এক দিন দেখিতে পাইবে, তুমি সকলকে বশ করিয়াছ। কোন কথায় মন না দিয়া একমনে কেবলমাত্র সেই দয়াময় রাধাকৃষ্ণের শ্রীচরণ স্মরণ কর। দেখ দিদি, এক কলস জলে স্পর্শদোষ আছে, কুপমধ্যে কিম্বা পুষ্করিণী মধ্যে কোন প্রকার অপমৃত্যু হইলে তাহাতে জল অপবিত্র হয় সত্য, কিন্তু অনন্ত পাপী, তাপী সংস্রবে অগাধ সমুদ্র কখনই অপবিত্র হয় না। তোমার দয়া ও প্রেম সমুদ্র তুল্য, তাহাতে আমার মত অনন্ত পাপী তাপী পবিত্র ও শীতল হইতে পারে। এই জন্যই আমিও তোমার পরম পবিত্র হৃদয়ে

একটু স্থান পাইয়াছি। এখন প্রার্থনা যখন স্পর্শ করিয়াছ, তখন একবার তোমাদের রঙ্গে আমাকে রাঙ্গাইয়া লও। দিদি, কি নূতন শিক্ষা শিখিবে, শিখিতে হয় ত এইমাত্র শিখ, তোমরা কে, তোমাদের কি কি কর্ত্তব্য এবং কি জন্য তোমরা এই ধরাধাম পবিত্র করিয়া আছ। তোমাদের কর্ত্তব্য কি জানিতে পারিলে, তখন দেখিবে জগতের সকলেই তোমাদের মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছে; তাহাদের সেই মুখ দেখিলেই তোমাদের কোমল হৃদয় একেবারে দ্রব হইয়া যাইবে এবং সকলকেই শান্তিপূর্ণ কোলে উঠাইয়া সকলের দুঃখ দূর করিবে। তোমরাই জগৎগুরু, তোমরাই জগৎ জননী, তোমরাই প্রেমের আধার। এ দৃশ্যমান ও অদৃশ্য জগৎ ও জীব সমুদয়ের তোমরাই একমাত্র আধার ও আশ্রয়। তোমাদের আপন আপন কর্ত্তব্যটি সদাই চিন্তা করিও। যে শিশুটিকে কখনও মারিতেছ, কখনও পালিতেছ, তাহাকে যদি তোমার স্নেহ প্রতিপালন না করিত, তাহা হইলে হয় ত সে আজ কোন অন্য জগতেও থাকিতে পারিত না। তোমাদের দয়ায় জগৎ চলিতেছে ও চলিবে। তোমরা না থাকিলে পলকে এই সুন্দর সৃষ্টি একেবারে নষ্ট ও লুপ্ত হইয়া যাইবে। তাই বলি দিদি, তোমাদের এই গুরুভারটি সদাই যেন মনে থাকে। তোমাদের কর্ত্তব্য দেখাইবার জন্যই প্রভু আমার কালী, তারা, দুর্গা, সীতা, সাবিত্রী এবং সর্ব্বমূলাধার শ্রীরাধারূপে আসিয়াছেন, এখন সেই মত কার্য্য করিও।

তোমার—হর।

ত্রিংশ পত্র।

দয়াময়ী দিদি! (নাতবৌ)

তোমার ভালবাসামাখা পত্রখানি অনেক দেশ ফিরিয়া ঘুরিয়া পরে আমার নিকট আসিল। দিদি, মার কথা শুনিয়া রাগ করিও না।

এ সমস্ত পরীক্ষা। মা কখন অন্তরের সহিত কোন কথা বলেন না। আয়ান ঘোষের মা শ্রীমতীকে কত কি বলিতেন, তাই ব'লে কি তিনি কোন কথা মনের সহিত বলিতেন? কখন মনে করিও না; এ সব খেলা সবই সেই কৃষ্ণের। তোমার মামীমার সহিত গোপনে গোপনে আলাপ করিয়া যা আনন্দ পাও, সকলের সাক্ষাতে তাহা কখন পাইবে না। গোপনে গোপনে কৃষ্ণ কথা কহিয়া যে সুখ, সাক্ষাতে সে সুখ নাই। তোমার কি মনে নাই যখন নাতির সঙ্গে তোমার প্রথম আলাপ হইয়াছিল, অর্থাৎ যখন লজ্জাতে লজ্জাতে তাহার সহিত মিলিতে, তখন যে সুখ পাইতে এখন কি সে রকম আনন্দ পাও? তাই বলি, মা যদি তোমাকে একেবারে কিছু না বলেন, তাহা হইলে এই গোপনে হরি-কথা কহিবার আর সে আনন্দ থাকিবে না; তখন হয় ত হরি-কথা কহিতে ভালই লাগিবে না। পূর্ব্বে যে নাতিকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় নূতন রকম দেখিতে, আজ সেই নাতিকে দুই দিন না দেখিলেও আর তত কষ্ট হয় না। তাই বলি দিদি, মা যাহা যাহা বলিবেন, তাহাতে দুঃখ না করিয়া বরং আনন্দিত হইবে। তাহা হইলে অতি সত্বর সেই জগৎপ্রাণ কৃষ্ণকে পাইবে। তাহা হইলেই কৃষ্ণ-অনুরাগ ক্রমে দৃঢ় হইয়া তোমাকে সদাই পরমানন্দে রাখিবে; তখনই কৃতার্থ হইবে। দেখ দিদি, ঔষধ খাইতে কি কখন মিষ্ট হয়? ঔষধ মিষ্ট নয় বলিয়া যদি ঔষধ সেবন বন্ধ করে, তাহা হইলে আবার ব্যাধির শান্তি কখনই হয় না। ঔষধ মাত্রেই আপাততঃ কটু, কিন্তু তাহার গুণ বড় মধুর। সেইরূপ মা যাহা যাহা বলেন, ঔষধ মনে করিয়া সযত্নে সে-গুলিকে উদরস্থ করিও। দেখিবে শীঘ্রই মনোবাসনা পূর্ণ হইবে; আর সেই প্রাণবঁধুকে ধরা পাইবে। মা কখন কাহারও নিষ্ঠুরা হইতে পারেন না। মা যাহা যাহা বলিবেন, তোমার ভালর জন্য, মনে করিও। তাঁ'র কথা শুনিয়া আপন মনে গোপনে চিন্তা করিও বুঝিতে পারিবে, তোমার

কত উন্নতি হইতেছে। এই কথা বলিতে বলিতে চণ্ডীদাসের একটি গান মনে পড়িল, "রাধিকা অধিকা কাতরা দেখিয়া বিশাখা কহিছে তায়, ধনি চিতে ব্যাকুল হইলে ধরমসরম যায় হে" ইত্যাদি। তাই বলি দিদি, সেই অধর চাঁদকে ধরিতে হইলে, বড় ধীরা হইতে হইবে। এই জন্যই মহাজনগণ বলিয়াছেন, "হরি হীরের গিরে, স্থিরে কি অস্থিরে, ধীরে জানে" ইত্যাদি। তাই বলি দিদি আমার, যদি এই হীরের গিরেকে বুঝিতে চাও, তবে ধীরা হও। অস্থিরাগণ কখনই সেই কৃষ্ণকে পায় না। কৃষ্ণ আমার স্থির হইতে স্থির, তাই বলি ধীর হইয়া দেখ দেখিতে পাইবে। চঞ্চল জলে কি কখন স্থির পূর্ণচন্দ্রকে দেখিতে পাওয়া যায়? স্থির জলেই সেই ধীর চন্দ্রবিম্ব আরও উজ্জ্বলরূপে দেখা যায়! তাই বলি দিদি, যদি যমুনাজলে সেই প্রাণকৃষ্ণের প্রতিবিম্ব দেখিতে চাও, চিত্ত স্থির কর; কিছুতেই চঞ্চল হইও না, মনের সাধ পূর্ণ হইবে, আর আমারও মনের আশা পূর্ণ হইবে। কেন না, আমার একমাত্র ভরসা তুমি ও তোমরা। দিদিমণি, তোমাকে পত্র না দিলে দুঃখ কেন কর? তোমার পত্র পাইতে বিলম্ব হইলে তোমাকে পত্র লিখি না বটে, কিন্তু অন্তরে অন্তরে সদাই তারে খবর দিই, তা' কি তুমি বুঝিতে পার না? খেতে, শুতে, সদাই আমাকে চিন্তা কর, আমার কথা মনে কর, আর এক একবার পুরাতন পত্রখানি খুলিয়া বালিসে মাথা রাখিয়া পড়, আর কত হাস কাঁদ। যদি তারে খবর না হইত, তাহা হইলে এমন কখন হইত না। অনেক দিন আপন মনে কাজ করিতে করিতে অস্থির হইয়া পড়, উড়ে এসে দেখ্‌বে মনে কর, আবার কখন কখন সোনামুখী গিয়া দিদিমণির সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা কর। এই সমস্তের নাম তারে খবর। আমি পত্র লিখি না বলে মনে করিও না যে, আমি তোমাকে ভুলিয়া থাকি। তুমি ভুলিবার ধন নও। তুমি আমার নাতির আদরিণী। নাতির

সমস্ত হৃদয়টুকু অধিকার করিয়া বসিয়া আছ। তুমি কখনও কখনও হরিনাম করিতে বলিয়া তাহার হৃদয় পরীক্ষা কর। নাতির একটিমাত্র হৃদয়, সেটি তোমাকে ছাড়িয়া দিয়াছে, এখন কি করে সে হরি বলে? হরি চিন্তা করিতে বসিলে তোমার সেই হাসি হাসি মুখখানি হৃদয়মাঝে দেখিতে পায়।

তোমার—হর।

একত্রিংশ পত্র।

ভাই রাধা!—(শ্রীরাধাবল্লভ শীল)

তোমার পত্র পাইয়াছি। তাতে মায়ের শরীর ভাল নাই শুনে কাতর হইলাম। কোন চিন্তা করিও না! ভাই রে, এ ভোজবাজীর রাজত্বে সবই এক রকমের, একই নিয়মে চিরদিন চলিতেছে ও চলিবে। এখানকার কাজগুলি দেখ আর আনন্দ কর; কিন্তু ভাই, সত্য মনে করিয়া কোনটির দিকেই বেশী ঝুঁকে প'ড় না। তোমাকে জানিয়াও এ কথা কেন লিখিলাম বলিতে পারি না। কিছু মনে করিও না, ক্ষেপার মন কখন কেমন ভাবে থাকে বোঝা যায় না। সদা প্রেমে মগ্ন থাক, সকলকে ভালবাস, এই ভালবাসার রাজ্য যত প্রশস্ত করিবে, ততই চক্রবর্ত্তী রাজা হইয়া পূর্ণ প্রেমে কাল কাটাইবে। যা'র এই ভালবাসার সীমা যত সঙ্কীর্ণ, সে ততই নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর ও প্রেমশূন্য। তাই বলি, ভালবাসার গাছে প্রেমফল ধরে। এতে হিন্দু, মুসলমান খৃষ্টান, নাই, এখানে সকলেরই সমান অধিকার। তাই বলি ভালবাস। নিজেকে না ভুলিলে প্রকৃত ভালবাসা হয় না। মা যখন নিজ শিশুকে দেখেন, তখন সকলই ভুলিয়া যান; কারণ, সেখানে ভালবাসা কতক আছে;

যতক্ষণ পরের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ না করিবে, ততক্ষণ এই ভালবাসা যে কি, আর ইহাতে যে কি মধু আছে, তা বুঝিতে পারিবে না। তাই ব'লেছে, ব্রজের ভালবাসা আদর্শ ভালবাসা। কেন না, সেখানে নিজ সুখবাঞ্ছা নাই, পরস্পর পরস্পরের সুখের জন্য আত্ম-বিক্রয় করিতেছে। তাই বলি ভাই, যে প্রেম চায়, সে প্রথমে নিজেকে ভুলিয়া পরকে ভাল বাসিতে শিক্ষা করুক। আত্মসুখের গন্ধমাত্রও প্রেম সহ্য করিতে পারে না, তখনই শুকাইয়া যায়। প্রেম চাও ভালবাস, প্রেম পাইলেই সেই প্রেমের ব্রজধামে যাইতে পাইবে। শুষ্ক হৃদয় লইয়া কেহ সেখানে যাইতে পায় না। প্রেমময়ীরা সে রাজ্যের রাজা, প্রজা, রক্ষক। ষোল আনা পূর্ণ না হইলে কাহাকেও সেখানে যাইতে দেন না, যাইতে দিলেও থাকিতে দেয় না। তাই বলি ভাই, প্রেম সঞ্চয় কর, যেখানে যতটুকু পাবে, বেশী বেশী মূল্য দিয়া খরিদ কর। লালসা দিন দিন বাড়াও, লালসা মূল্যেই কেবল সে রত্ন বিক্রয় হয়। সাধনা, তপস্যা মূল্য সেখানে অগ্রাহ্য, কেহ লয় না, এমন কি চক্ষে একবার দেখেও না। সেখানে সকল জিনিসই "সহজ," কোন দ্রব্যে কোন জিনিসই মিশাল নাই। সবই আপনা আপনি পূর্ণ ও প্রেমময়। সে রাজ্যে ধ্যান ধারণার আদরও নাই, অবকাশও নাই। তাই বলি ভাই, সে রাজ্যে যা'বার মত গঠিত হইতে হইলে, নিজেকেও "সহজ" করিতে হইবে। কোন রকম মিশাল সেখানে চলে না। সেই প্রেমময় বৃন্দাবন স্বতন্ত্র রাজ্য, এই জন্য সেখানের নিয়মও স্বতন্ত্র। ঐ সকল কথার প্রমাণ নাই, কেবল চিন্তা ও লালসাতে ক্রমশঃ স্ফূর্ত্তি হয়। যেখানে সেখানে এ কথা কহিবার নয়, কহিলেও কেহ বিশ্বাস না করিয়া পাগল মনে করিবে। এ পাগলের কথা পাগলেই বেশ বুঝতে পারে ও তা'রাই কেবল সুখী হয়। তর্ক, বিচার, যাঁতাতে পিশিলে ইহার মধুরতা থাকা দূরের কথা, এর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ

হইয়া যায়। এ রাজ্যে ঋদ্ধি সিদ্ধির আদর নাই, দেখাইলেও কেহ আশ্চর্য্য হয় না এবং মানে না। ভাই রাধা, তুমি ত সকলই জান, তোমাকে আর কি বলিব ভাই, সদা নাম লও, এ পৃথিবীর বিভীষিকা দেখে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইও না। হইতে দাও যাহা হইতেছে, কোন দিকেই দৃক্‌পাত করিও না। পাগল হইয়া যাও। ভাই, প্রাণে অনেক কথা আসিতেছে, কিন্তু প্রকাশ হইল না। দেখা হ'লে যদি আবার ঢেউ আসে, ডুবাইয়া দেখাইব কত রত্ন ও কত আনন্দ সেখানে আছে।

তোমার ক্ষেপা দাদা—হর।

দ্বাত্রিংশ পত্র।

ভাই রাধা!

তোমার তার ও দুইখানি পত্র পাইয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। কৃষ্ণরও পত্র পাইয়াছি, আমিও লিখিয়াছি। ভাই রে, একে ত ঘরখানি ভাঙ্গা, তার উপর দারিদ্র্য দোষ। এত কষ্ট পেয়ে কে আর থাকিতে চায়? তবে যদি বল রহিয়াছে কেন, সে কেবলমাত্র স্থানের গুণে। কৃষ্ণের হৃদয়ে কৃষ্ণ সদা রহিয়াছেন, সেই জন্য সে স্থানটি বৃন্দাবন হইয়াছে। এই জন্য জীব এত কষ্ট সহ্য করিয়ার এখনও রহিয়াছে, তীর্থ না হইলে এত দিন পলায়ন করিত। তাই বলি ভাই, এ থাকা না থাকার জন্য এত কষ্ট অনুভব করিও না। ইহাতে দু'দিকেই লাভ। গেলেও লাভ, থাকিলেও লাভ। তবে ইচ্ছা, আর কিছুদিন তীর্থবাস করিয়া নাম-গান শুনে চরিতার্থ হয়। কোন চিন্তা নাই, কৃষ্ণ অবশ্যই প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন। কৃষ্ণলালের পত্র ও তোমার তার পেয়ে অবধি মন বড়ই কাতর হইয়াছে, জানি না কৃষ্ণ

এ কাতরতা নিবারণ করিবেন কি না? তিনি ইচ্ছাময়, সকলই তাঁ'র ইচ্ছাতে যাইতেছে আসিতেছে। কোন চিন্তা নাই। ভাই রে, যাহারা কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছে, তা'দের আবার যাওয়া আসার ভয় কেন ভাই? ক্রমেই একটার পর একটা ভাল ঘরে থাকিতে পাইবে, তা'রা ত আর মরিবে না? কৃষ্ণের শ্রীমুখের দৃঢ়বাক্য—"কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি"। তাঁ'র ভক্ত কেহ মরে না। একখানা ঘর ভাঙ্গিলে যাহারা ঘর পায় না কিম্বা নীচ ঘর পায়, তা'রাই ত মরে; আর যাহারা উত্তরোত্তর ভাল ঘর পায় ও ভাল প্রতিবেশী পায়, ভাল সঙ্গী পায়, তা'রা আবার মরিল কিসে? একবার মাত্র কৃষ্ণ-নাম নিলে তা'র আর কখনই অসৎ-সঙ্গ হয় না, যেখানে যায় সেইখানেই কৃষ্ণ দাসদাসীর সহবাস সুখ অনুভব করিয়া সদানন্দে বাস করে ও চরিতার্থ হয়। নিত্য নূতন ও মহৎ সঙ্গ লাভ করা কি অভীপ্সিত নয়? তবে আর ভয় কেন ভাই? কোন চিন্তা করিও না, কৃষ্ণদাস তোমরা, তোমাদের শুষ্ক মুখ দেখিলে কৃষ্ণ বড়ই কষ্ট পান, তাই বলি ভাই, সদানন্দে থাকিয়া প্রাণের ধনকে সুখে রাখ। ভাই রে, অপদর্শী লোকেই ব্রজলীলার পর মাথুর দেখিতে পায়, কিন্তু যাহারা ব্রজের, তাহারা পূর্ণানন্দময়ী ব্রজলীলা চিরস্থায়ী দেখিতে পায়। তাহারা মাথুর লীলা জানে না, কখনই তাহারা বিরহ সহ্য করে না, সদাই মহারাসে উন্মত্তা থাকিয়া আপনা ভুলিয়া যায়। তাই বলি ভাই, মিথ্যা মাথুরলীলা চিন্তা করিয়া অনুতাপে দগ্ধ হইও না। কৃষ্ণ প্রেমময়, কৃষ্ণের রাজ্য প্রেমময়, কৃষ্ণদাস-দাসী সদাই প্রেমপূর্ণ। সেখানে প্রেমের লীলা, প্রেমের খেলা। প্রেম বিনা সেখানে কোন জিনিস বিক্রী হয় না। সেখানে প্রেম খাইতে হয়, প্রেম পরিতে হয়, প্রেমের অলঙ্কারে ভূষিত হইতে হয়। সেখানে প্রেমের তারতম্য—কেবল পৃথক্ পৃথক্ প্রেমক্রীড়ার শোচনা মাত্র। সে রাজ্যে সকলেই

নিজ নিজ ভাবে ও প্রেমে পূর্ণ, কেহই আপন ভাবে ন্যূন নয়। সে বাগানের পৃথক্ পৃথক্ বৃক্ষের পৃথক্ পৃথক্ রঙ্গের ফুল ও পৃথক্ পৃথক্ সুগন্ধে বাগানের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। সে রাজ্যের রাজা রাণী প্রত্যেক তৃণটির পর্য্যন্ত যখন আদর করেন, তখন আর তারতম্য কোথায় আছে? সবাই সমান, সবাই কৃষ্ণকে সমানভাবে সুখ দিতেছে। তাই বলি রে, কোন চিন্তা নাই, কোন ভয় নাই। চলিতে থাক, নূতন নূতন দেখিতে থাক, আর নূতন খেলা খেলিতে থাক; যাহারা খেলিতে যায় খেলিতে আসে, তাহারা ভয় করিবে কেন? তাহারাও স্বাধীন, নিজ ইচ্ছার বশ; তা'রা সুখ পেলেই যায় আসে। দিন দিন কি এক রকম খেলা ভাল লাগে? তাই কৃষ্ণভক্তগণ মুক্তিকে প্রার্থনা করে না। মুক্তি একঘেয়ে এক রকমের খেলা, কৃষ্ণভক্তগণ খেলিতে চায় না। তাহারা ক্ষণে ক্ষণে নব রাগে নূতন খেলা খেলিতে চায় ও খেলে। তোমাদের কোন ভয় নাই ভাই, যে নৌকাতে চড়িয়াছ একটু কষ্ট সহ্য করিয়া থাক, অচিরেই সে প্রেমরাজ্যে যা'বে, আর প্রেমের মেলাতে আত্মহারা হইবে। দেখ ভাই, সেখানে যেয়ে এ অধমকে মাঝে মাঝে মনে করিতে ভুলিও না। আমি সে নৌকাতে চড়িবার পাত্র নই, তাই তোমাদের মুখপানে চাহিয়া আছি। সে নৌকা আমার বাতাসে ডুবিয়া যায়। ভাই রে, একটা টপ্পা মনে হয়ে বড়ই আকুল হলাম তাই তোমাকে লিখিলাম; দেখিবে কথা সত্য।

"আমার এ সাধের তরি প্রেমিক বিনে নিই না কারে।
যে জন প্রেম জানে না উঠ্‌তে মানা ডুব্‌বে তরী একটু ভারে॥
মনে মনে বুঝে দেখ এস যদি প্রেমিক থাক
যে জন বয় প্রেম-পসরা অতি ত্বরা নে যাই পারে।
প্রেম তুফানে তরী ভাসে প্রেমিক দেখে কূলে আসে
ঢেউ দেখে যে ভয় করে না পারাবারে নে যাই তারে॥"

বড়ই সুন্দর কথাটি। যেমন সুন্দর তেমনই সত্য। তাই ভয় হয় ভাই, পাছে আমার স্পর্শে তরী ডুবে। তোমরা দয়া করে আমায় নিয়ে যেও; আমার নিজের সম্বল কিছুই নাই, তোমরা দয়া করে আমায় নিয়ে যেও। একদিন সম্বল করিবার উপায়ও ছিল—ইচ্ছাও ছিল, কিন্তু "দুর্দ্দৈব ঝট্‌কা পবনে, মেঘ নিল অন্য স্থানে" মেঘ উঠিল আর কপালগুণে অদৃশ্য হইল, লাভের মধ্যে প্রাণ গেল। আমার সেই "না দেখে ছিলাম ভাল" হইয়াছে। যাহা হউক, তোমরা সুখে আছ শুনিলে আমার সকল দুঃখ যাবে ও মহাসুখে থাকিব। সকলে আপন আপন দুঃখের পসরা আমার মাথায় দিয়ে ভাঙ্গা তরণীর সাহায্যে পরপারে হাঁসিতে খেলিতে চলে যাও। আমি দেখে সুখী হই।

তোমার ক্ষেপা দাদা—হর।

ত্রয়স্ত্রিংশ পত্র।

প্রাণের অটল!—(শ্রীঅটল বিহারী নন্দী)

ভাই তোমার পত্র ও খাঁ বাহাদুরের পত্র পাইয়া মনে মনে কত কি ভাবিলাম। ভাই আমার খেলা সাঙ্গ হইয়াছে, আমি এখন একজন প্রভুর pensioner, এখন আর আমার কথা ও সুপারিস চলে না। তবে যদি বল তবু কেন লোকে আমার নিকট আসে? তার মানে কি শুনিবে? পূর্ব্বে যখন আমার চাকরী ছিল, তখন আমি একজন most favourite (অতীব প্রিয়)-এর দলে ছিলাম, তখনকার কথা মনে করিয়া লোকে এখন মনে করে যে আমি তেমনই আছি। প্রভু আমার প্রতি সমান সদয়, কিন্তু আমি আর ভিতরের কথার কিছু ধার ধারি না, তাই আমি নিজেই দূরে থাকি। যাহা হউক ভাই, এর জন্য কোন চিন্তা

নাই; তবে পেন্‌সন্ লইয়া বেশী দিন থাকিবার ইচ্ছা নাই, ক্রমেই মন নিস্তেজ হইতেছে, আর প্রাণ নিরানন্দময় হইতেছে। যে পৃথিবী একদিন ইন্দ্রের নন্দনকানন অপেক্ষা সুন্দর মনে হইত, আজকাল আর সে মাধুর্য্য ত'াতে দেখিতে পাইতেছি না। এটিও পৃথিবীর দোষ নয়, আমার বৃদ্ধ বয়সের নজরের ও মনের অবস্থার দোষ। পৃথিবী প্রভুর, তখনও যেমন ছিল এখনও তেমনিই আছে; পরিবর্ত্তন হইয়াছে কেবল আমার। যাহা হউক ভাই, আমার জন্য দুঃখিত হইও না। আজ কয়েকদিন হইতে বড়ই অনুতাপিত হইতেছি, চারিদিক শূন্য দেখিতেছি, লোকের ক্ষেত্র শ্যামল শস্যপূর্ণ দেখিয়া কাতর হইতেছি। আমার ক্ষেত্রে আবর্জ্জনা ব্যতীত আর কিছুই নাই। জঙ্গল ঘরে সেই জন্য নানা ভয়ানক জন্তুর বাসোপযোগী হইয়াছে। সত্যই ভাই, পূর্ণ প্রতারিত হইয়াছি। আর সময় নাই, এখন সম্বলের মধ্যে তোমাদের দয়া বই আমার নিজের বলিবার আর কিছুই নাই। সব হারাইয়াছি, এখন পথের ভিখারী হইয়াছি। ভাইরে, এক সময়ে স্বামীর পূর্ণাদর পাইয়া পরে লাঞ্ছনা ভোগ সত্যই ভয়ানক কষ্টকর। তখন মনে করিয়াছিলাম, এমনি দিনই যা'বে, তাই ভবিষ্যতের জন্য এক পয়সাও রাখি নাই, এখন তা'র প্রতিফল ভোগ করিতে ভয় করিলে চলিবে কেন ভাই? স্বামী আমার এখনও তেমনি ভালবাসেন, কিন্তু আমার বর্ত্তমান সঙ্গিগণ নিজ নিজ সামান্য স্বার্থের জন্য আমাকে তাঁ'র নিকট যাইতে দিতেছে না। তাঁ'র সম্বন্ধে নানা কথা কহিয়া আমাকে প্রতারিত করিতেছে। ভাই, আশ্চর্য্য জানিতেছি, প্রতারিত হইতেছি কিন্তু কেমন কুহক কোন রকমে নিজ ইষ্ট বুঝিতে পারিতেছি না, কোন রকমে পশ্চাৎপদ হইতে পারিতেছি না। তাই বলি ভাই, বোধ হয় আমার খেলা এই সাঙ্গ হ'ল। এখন এই একটু ব'লে রাখি, যা'বার সময়

যেন আমার স্বামীর কথা ও তাঁ'র ভালবাসা মনে পড়িয়ে দিও।' আশা আছে, কেন্দে কেটে তাঁ'র নিকট নিজের দোষ স্বীকার করিলেই তিনি দয়া করে ততোধিক আদর করিবেন। তিনি যেমন প্রেমময়, তেমনই দয়াময়। ভাইরে, তাঁ'র দয়ার কথা মনে হইলে আর স্থির থাকা যায় না। যাহারা পবিত্র তা'দের আদর যত্নের জন্য, পথ দেখাবার জন্য অন্যকে নিযুক্ত করেন কিন্তু পাপী তাপী ও পতিতের জন্য তিনি নিজে আসেন। ভাইরে, পতিতের আদর তাঁ'র নিকট যতটা, ততটা আর কোথাও পা'বার আশা করা যায় না। যাহা হউক ভাই, আমার জীবনের full stop (শেষ) নিকটেই মনে হইতেছে এবং এর জন্য দুঃখিত হইও না। ভাই, কাজ সেরে আরাম কর্ত্তে গেলে কি নিজজন কখন কোন রকম দুঃখ করে? তা'ই বলি ভাই, কোন দুঃখ করিও না। এখন আমার কাজ সারা হ'য়েছে, তাঁ'র হুকুম পেলেই আরাম করিতে যাই, এতে আমার দুঃখ কিসের? এ কথাগুলি বোধ হয় তত মিষ্ট বোধ হইতেছে না, তাই আমিও আর বলিতেছি না। এখন আমি তোমাদের প্রতিপাল্যের ভিতর একজন মনে করিয়া দয়া করিও। শারীকে বলিও ক্ষেপা আবার ক্ষেপেছে, ক্ষেপার কথায় যেন বিশ্বাস না করে। ক্ষেপী ভালই আছে, তবে তা'রই মধ্যে বেশ আনন্দ নাই। এখন শান্তির স্থান কলহে লইয়াছে, মিষ্ট দ্রব্য রসনার দূরে থাকাই উচিত। রসনার স্পর্শেই পলকে মিষ্টতা লোপ পাইয়া উদরাময় জন্মাইয়া দেয়। পিপাসার শান্তি হওয়া অপেক্ষা বোধ হয় পিপাসা বেশী হওয়াতেই বেশী আনন্দ। তীর্থ দর্শন অপেক্ষা তীর্থযাত্রাই বেশী মধুর। রাজা হওয়া অপেক্ষা রাজার বৈভব দর্শন করিয়া সুখী হওয়া বোধ হয় বেশী আনন্দের। যাহা হউক ভাই, আমি ভুলিয়াছি বলিয়া মধুর কুষ্ণনায়টি তোমরা ভুলিও না। তোমরা রাজা হও, আর আমাকে পথ খরচের মত কিছু দিও, আর শারীকে দিতে

বলিও। আমার হিসাবে এখন ফাজিল হইয়া পড়িয়াছে। এও এক নূতন মজা। বেশ চলিতেছে কোন চিন্তা নাই। আমার জন্য তোমরা ভাবিও না, আমি বেশ সুখে আছি। চিরদিন মাটি ধরে থাকা অপেক্ষা মাঝে মাঝে শূন্যে চলা এক নূতন আনন্দ নয় কি? তাই আমি এখন শূন্যে চলিতেছি।

তোমাদের—হর।

চতুস্ত্রিংশ পত্র।

শ্রীহারাণচন্দ্র সেন!

ভাইরে, রাজায় রাজায় মিল্, প্রজায় প্রজায় মিল, সাধুর সঙ্গে সাধুর মিল, আমার মত পাপীর সঙ্গে তোমার বেশ সাজিয়াছে। ডাকাতের নিকট ছিঁচকে চোরের গুপ্তকথা বলিতে ভয় কি, লাজই বা কি? এস একবার কোলাকুলি করিয়া প্রাণ খুলিয়া দুটো মনের কথা বলি। চোর নিজের প্রাণের কথা অন্যের নিকট প্রকাশ করিতে পারে না ব'লে, অনেক যাতনা ভোগ করে, কিন্তু যখন কপালগুণে আর একটি চোর পায়, তখন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে, আজ অবস্থা ঠিক তাই হইয়াছে। চোরে চোরে ভাই সম্পর্ক চিরদিন আছে। আমাকে ও রকম করে লিখে কেন লজ্জা দিয়াছ? আমার অবস্থা তোমা অপেক্ষা শোচনীয়। সত্যই আমি একদিন স্বামী সোহাগিনী ছিলাম, কিন্তু আড়কাটির কুহকে পড়ে যখন পরপতির প্রত্যাশী হইয়াছি, অমনি নিজ পতিরও আদর যত্ন হারাইয়াছি। এখন পথের ভিখারী হইয়া "হায় এখন কি করিলাম, হায় কি হ'ল" বলে বেড়াইতেছি আর পূর্ব্বের আদর যত্ন মনে করে জীয়ন্তে মরিয়া যাইতেছি। আমার মত হতভাগিনী আর কেউ নাই। আমি ঠেকিয়া

শিখিয়াছি, আমি একজন ভুক্তভোগী; অতএব আমার বাক্য শাস্ত্রবাক্য অপেক্ষা বেশী প্রামাণ্য ও অকাট্য মনে করিয়া কষ্টে. স্রষ্টে নিদারুণ যাতনা ভোগ করেও কেহ কখনও আড়কাটির কুহকে পড়ে নিজপতি ছাড়িবেন না। যাঁহাকে প্রাণ দিয়াছেন তাঁ'রই হয়ে থাকুন। দু'দিনের কষ্ট যেমন তেমন ক'রে কেটে যা'বে, পরে সোহাগিনী ও আদরিণী হইয়া পরম সুখে কাল কাটাইবে; নচেৎ আমার মত পথের কাঙ্গালিনী হইতে হইবেই হইবে। সত্যই আমি যখন পতিব্রতা ছিলাম, তখন যাহাকে যাহা বলিয়াছি, যখন যাহা মনে করিয়াছি সকলই কল্পবৃক্ষের মত ফল প্রসব করিয়াছে। আজ আর সে দিন নাই। যখন রূপ ছিল, তখন রূপের মর্য্যাদা রক্ষা করি নাই, তাই আজ আমার এই দশা। এখন ব্যভি-চারিণীর কথা আর কে শুনিবে? কান্দিলেও কেহ আর দৃক্‌পাত করে না। আজকাল আর আমার কিছুই নাই, আমিই পরপ্রত্যাশী হইয়াছি। আজকাল দয়া ক'রে আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি পতিত বলিয়া আমাকে ঘৃণা না করিয়া আমার কার্য্যকে ঘৃণা করিবেন, আর আমার উপর দয়া করিবেন। আমি পতিত, আমাকে তুলিবার উপায় থাকে করুন, আপনাদের সহবাসে পবিত্র হইতে পারি, এর জন্য আমাকে সঙ্গী করুন; কিন্তু প্রাণ থাকিতে আমার কার্য্যগুলিকে নিজ সঙ্গী করিবেন না। পাপকে ঘৃণা করুন, কিন্তু পাপীকে ঘৃণা না করিয়া দয়া করুন। যে সময় আমার সকলই ছিল, আমি একজন রাজরাজেশ্বরী ছিলাম, তখন আমার নিকটে যে যাহা চাহিয়াছে, বিনা চিন্তাতে তাহা দিয়াছি; তখন আমার কোন জিনিসের অভাব থাকে নাই, আজ কিন্তু আমি পথের ভিখারী, তাই সকলের ইচ্ছা পূরণ করিতে পারিলাম না, ক্ষমা করিবেন। আমি পূর্ব্বে কেন এমন ছিলাম, তা'র কারণ দুই একটি বলি। আপনারা সেই রকম করিলে আপনারাও সোহাগিনী হইতে পারিবেন, এই

আশাতেই বলিতেছি। মনের ধারণা যদি এক শত prophets এক বাক্যে যদি কোন কথা বলে, তাহার শক্তি যত, একজন পাপী আপনার কথা নিজ মুখে বলিলে বোধ হয় তাহা অপেক্ষা শতগুণে বেশী ও উপকারী। তাই আমি আজ মুক্তকণ্ঠে নিজ উন্নতি ও পতনের কথা সকলের নিকট বলিতেছি। পাপীর নিজ মুখের কথা জানিয়া সকলে যেন সাবধান হয় এইমাত্র প্রার্থনা। জীবনের প্রথম অবস্থাতে জানি না কি কারণে আমার কৃষ্ণনামে বড় লালসা হয় এবং বিনা নাবিকে মহাসমুদ্রে যাত্রা করি। সামান্য সামান্য বাধা আসিয়া প্রথমে ফিরাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু তাহাতে পশ্চাৎপদ হওয়া দূরের কথা বরং দ্বিগুণ উৎসাহে চলি। ক্রমে ক্রমে বড় বড় বাধা বিপদও আমার মহা সম্পদ ও সাহায্য মনে হইতে লাগিল। তখন প্রাণপতিকে না জানিয়া, না চিনিয়া ভাল বাসিলাম। এই নবাঙ্কুরে আমি পৃথিবীর সমস্তই প্রাণপতির বলিয়া ভালবাসিতে লাগিলাম। সাপ, বাঘ, মত্ত হস্তী সকলেই আমার বন্ধুর ধন মনে করিতাম ও ভালবাসিতাম এবং পরিবর্ত্তে ভালবাসা পাইতাম। তখন আমি জীবিত না মৃত কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। তখন আমি না খেয়ে, না ঘুমায়ে, পার্থিব সকল সুখের ইচ্ছা ও আশা ত্যাগ করিয়া যে অপার আনন্দ পাইয়াছি, আজ সকল আনন্দে ডুবে থেকেও তা'র কোটী অংশের এক অংশও পাইতেছি না। পরপতিরক্তা মূর্খা স্ত্রীগণ যেমন দিনরাত উপপতি-সহবাস-মিথ্যা-লালসাতে গৃহে, কুলে, জলাঞ্জলি দিয়া বাহির হয় এবং দুই দিন মধ্যেই সামান্য সুখের পরিবর্ত্তে অপার দুঃখ পায়, আমার অবস্থাও তাই হইয়াছে। এখন পথে দাঁড়াইয়া কুলবতীগণকে সাবধান করিতেছি, যেন আমার মত প্রতারিত না হয়। সুখে দুঃখে যেন স্বামীকে ত্যাগ না করে। এ পথের আড়কাটি কে কে তাও বলিয়া দিই। যাহারা সোহাগ চায়, প্রেম চায়, আর স্বামী সুখে

সুখী হইতে চায়, তাহারা যেন পরের মুখে পরের স্বামীর গুণকীর্ত্তন না শুনেন, যে সকল স্ত্রী অলঙ্কারের পক্ষপাতী তা'দের সহবাস না করেন। যাহারা স্বামীর সেবা উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র রতিসুখ লালসাতে মত্তা, তা'দের ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ না করেন। যাহারা কঠোরপুরুষ-স্বভাবা তা'দের মুখ পর্য্যন্তও দর্শন না করেন। যে স্থানে নিজ স্বামীর নিন্দা হইবে, সে স্থান ভ্রমেও না মাড়ান। যাহারা স্বামীর মন না বুঝিয়া নিজেদের রূপ যৌবনমদে মত্তা তা'দের নিকটে না যান। যাহারা স্বামীর ভালবাসা না চাহিয়া অপদার্থ সংসারের দ্রব্যের জন্য স্বামীর নিকট সর্ব্বদাই এটী ওটী প্রার্থনা করে, তা'দের পথে গমন না করেন। আর যাহারা একত্র হইয়া পরস্পরের স্বামীর কথা তুলে বিচার করেন, সে দলে কোন রকমে ভুক্ত না হন। এই সমস্ত ত্যাগ করিয়া পথের সহায় যাহারা, সদাই তা'দের সঙ্গ করিলেই দিন দিন ভালবাসা বৃদ্ধি হইয়া প্রেম হয়, আর প্রেম হইলেই প্রেমের ধন কৃষ্ণচন্দ্রকে পাওয়া যায়। এ পথের সঙ্গী কারা তাও আমি জানিয়াছিলাম, এখন হারাইয়াছি। তবে তাদের নাম জানি বলিয়া দিতেছি, মনে রাখিলেই উপকার হইবে। প্রধান প্রেমিক-জন, তাঁ'দের সঙ্গ সদা অভিলাষ করিতে সকলেরই কর্ত্তব্য। তাঁ'রা দয়া করিলে পাথরেও প্রেম জন্মাইতে পারেন। দ্বিতীয় যাঁহারা তোমার মত স্বামী-সোহাগিনী ও স্বামী-প্রেমোন্মত্তা, তাঁ'দের জাতিবিচার না করিয়া তাঁ'দের সহবাস করিতে কদাচ ভুলিবেন না। যেখানে নিজ স্বামীর যশোকীর্ত্তন ও গুণানুবাদ হয়, আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সেই স্থানে বাস করিতে হয়, আর যতদিন এই প্রেম গাঢ় না হয়, তত দিন পরসঙ্গ না করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সদাই স্বামীর নাম স্মরণ, কীর্ত্তন, শ্রবণ করা চাই। জগতের জন্য কিম্বা তোমার জন্য এই ক্ষণভঙ্গুর জগতের কোন জিনিসকেই ভালবাসিবে না। সকল

জীবকে সমভাবে দয়া করিতে হইবে, আর অনচিত্ত হইয়া নিজ স্বামীর প্রতি অনুরাগিণী হইতে হইবে। ষোল আনা প্রাণ না দিলে আর প্রেম হয় না। একটা গানে তাই আছে, "প্রেম চায় ষোল আনা প্রাণ"। আর প্রেম না হ'লে প্রেমের হরি মিলে না। সকল অপেক্ষা প্রধান ও প্রথম উপায় নাম এবং ইহার গোপন ও উচ্চ সংকীর্ত্তন প্রেমের সোপান। সকল ভুলিয়া নাম করিলে কৃষ্ণ নিশ্চয় দয়া করিয়া থাকেন। এই কথাটি আমার নিজ জীবনের পরীক্ষিত বিষয়। একদিন আমি কি ছিলাম, তাহা এখন ভাবিয়াও পারি না। ইহার জোরে আমি একদিন মরিয়া বাঁচিয়াছি। দারুণ ও দুরারোগ্য যক্ষ্মাকাশে বিনা ঔষধে ও বিনা যত্নে পরিত্রাণ পাইয়াছি, ভয়ানক বিষাক্ত সর্পদষ্ট হইয়াও মরি নাই, বাঘের সঙ্গে মিলিত হইয়াও মরি নাই। তখন আমি কৃষ্ণসোহাগিনী ছিলাম বলিয়া কৃষ্ণের সকল জীবই আমাকে বন্ধু মনে করিয়া ভালবাসিত এবং সেই জোরে এখনও আমি দাঁড়াইয়া আছি। এক দিন গাছ পাহাড় আমার সঙ্গে কথা কহিয়াছে; আজ সেই আমি, আমার এই অবস্থা। এখন আমার নিবেদন, তোমরা সকলে আমাকে দেখিয়া শিক্ষা কর ও সাবধান হও। আমার পূর্ব্ব জীবন মনে হওয়াতে কাতর হইয়া সকল ভুলিলাম, এই জন্য আর লেখা গেল না। তবে আর একবার বলি, আমাকে দেখিয়া তোমরা সাবধান হও। নাম ভুলিও না, কৃষ্ণ পাইতে চাও তাঁ'র নামটি* মনে প্রাণে নিজের ধন করিতে ভুলিও না। নির্জ্জন-বাস ভালবাসিবে; কায়, মন, বাক্য দ্বারা পরোপকার করিতে চেষ্টা করিবে। অসৎ কার্য্য অপেক্ষা অসৎ চিন্তা অধিক খারাপ মনে রাখিবে, নিজ শত্রুর হিত-চিন্তা করিবে, যৎসামান্য লাভে সুখী হইবে, অসদুপায়ে অর্থ চেষ্টা করিবে না, নিজ অর্জ্জিত কতক অংশ সদ্ব্যয়ে লাগাইবে। অর্থ সঞ্চয় করা মনুষ্যত্ব নয়, অর্থের উপযুক্ত ব্যবহার করাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব

মনে করিবে। পার্থিব আয়াস আরামের জন্য লালায়িত হইবে না। মাকে বাপকে এই পৃথিবীর দেবতা মনে করিয়া সেবা করিবে। জগতের স্ত্রীমাত্রকেই রাজার জাতি মনে করিও, স্ত্রীকে কদাচ সামান্য মনে করিয়া প্রতারিত হইও না। পাপীর প্রতি দয়া করিও।

দয়ার ভিখারী—হর।

পঞ্চত্রিংশ পত্র।

স্নেহময়ী মা আমার!—(ইনি শ্রীবৃন্দাবনবাসিনী 'শ্রীশ্রীগোপাল বিগ্রহের সেবিকা ছিলেন)

আজ পত্র পেলাম। কাল রাঘবের ঝুলি পাইয়াছি। মা, এত স্নেহ পা'বার কি আমি পাত্র? সেই ভাবিয়াই কাল পার্শেল পেয়ে কান্না এল। মাগো, সমস্ত দ্রব্য স্নেহমাখা মনে হইতেছে, সকল দ্রব্যের সুঘ্রাণে প্রাণ মন আকুল হ'য়ে উঠেছে। এখানে সকলে দেখে ও খেয়ে যে কত আনন্দিত হ'ল তা' আর পত্রে কি লিখিব মা? নিচু, আম, সবই ঠিক পঁহুছিয়াছে, কোন জিনিসটি খারাপ হয় নাই। হ্যাঁ মা, আমি ত তোমার কাছেই আছি, দিন দিন তুমি খাওয়াও, তবে আবার কেন পাঠান? মা, এত আদর যত্ন, এ হতভাগাকে কেন কর বুঝিতে পারি না। যে ছেলেতে মাকে কখন কষ্ট বই সুখ দেয় না, তা'কে এত আদর যত্ন কেন মা? মনোহরা গুলি সত্যই মনোহরা হইয়াছে। চন্দ্রপুলির কথা আর কি বলিব মা, সকলের উপর তোমার অপার স্নেহ, তাই অধিক সুন্দর ও মিষ্ট। মাগো, মিষ্ট পাঠাইয়াছ আর তা'র সঙ্গে তোমার গোপাল বান্ধা ছাঁদন দড়িটিও পাঠাইয়াছ, ইহাতে আমাকে ভয় দেখানও হইয়াছে, লোভ দেখানও হইয়াছে। মা গোপাল বান্ধা তোমার দড়িটি যত্নে বাক্সে

তুলে রাখ্‌লাম, মাঝে মাঝে দেখ্‌ব আর দুষ্টামী ছাড়বার চেষ্টা কর্‌ব। তাই মা, তোমার গোপাল এত ধীর হ'য়ে তোমার কোল জোড়া ক'রে ব'সে থাকে। তা'কে ভয়ে পীরিতে বশ করেছ। মাগো, গয়লার ছেলেকে এত ভাল ভাল জিনিস খাইয়ে লোভী করিও না, তখন সে একবারে পেয়ে বস্‌বে। গয়লার ছেলে কেবলমাত্র মাখন ছানা পেলেই সন্তুষ্ট। মাগো বৃন্দাবন বৃন্দাবন ক'রে এত উতলা কেন? তোমাদিগকে লইয়াই ত বৃন্দাবন, তোমরা যেখানে সেই ত বৃন্দাবন। তোমরা যেখানে থাক বৃন্দাবনচন্দ্র সেইখানেই থাকেন, আর তিনি যেখানে, বৃন্দাবন সেই-খানেই। মা, আমারও ইচ্ছা বৃন্দাবনে তোমার কোল জোড়া ক'রে আর আর সবার সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করি, অবশ্যই ইচ্ছাময় ইচ্ছা পূরণ কর্‌বেন। আমার জন্য এত ভাবিবেন না, দিদিমাকেও ভাবিতে নিষেধ করিবেন। মাগো, দিদি তোমার ছেলেকে ঠাট্টা ক'রেছেন, তুমিও বুঝি তাই মনে ক'রে ব'সে আছ? তাঁ'র কথা শুনে খেপ্‌বেন না। আমি তোমার বড় আদুরে ছেলে মা, আমার কেউ নাই ব'লে সকলেই আমাকে ভালবাসেন। আমি মা, বড় অধম গরীব, তাই মা, সকলে আমাকে দয়া ক'রে ভালবাসেন। ইহাতে আমার নিজের কোন গুণ আছে মনে করিও না। এটিতে বরং তোমার গুণের পরিচয় দিতেছে। মা, আমার আশা ভরসা সকলই তোমাদের চরণ ও ভালবাসা। এখন আশা হইয়াছে যে তোমাদের কৃষ্ণ আমাকেও দয়া করিবেন। মা, বেশ ক'রে তোমাদের সেই রাখালরাজকে বলে দিও যেন আমাকে দয়া করিতে কুণ্ঠিত না হন। সে গয়লা, তা'র বুদ্ধি কম, একটু বেশ ক'রে বুঝিয়ে দিলেই বুঝে যাবে ও আমাকে দয়া করে ফেল্‌বে। একবার তার দয়া পেলে আর হারাইতে হয় না। এত আর এ পৃথিবীর জিনিস নয়, যে আজ আছে কাল নাই, এ জিনিস একবার পেলে আর হারায় না। "হেলে

তা'র যোগ, না হয় তা'র বিয়োগ, বিয়োগ হইলে কেহ না জীয়য়।" তাই বলি মা, সেই গয়লা ছোঁড়াকে একবার বশ করতে পারলে আর হারাইতে হয় না। তবে যে মাঝে মাঝে লুকাচুরি খেলে সে মা তোমরা খেল ব'লে তাকেও খেলিতে হয়। সে খেলতে বড় ভালবাসে, আর বিশেষ লুকাচুরি খেলা তা'র অধিক প্রিয়। মা আমাকেও খেলবার সঙ্গী করতে তা'কে বলে দিও ত। সে তোমাদের কথা ভারি শুনে। দিদিমণি-দিগকে আমার সভক্তি ভালবাসা দিয়ে নিবেদন করিও, তাঁ'দের আদুরে নাতির উপর যেন নজর রাখেন। মা, আমি এত দূরে আছি, কিন্তু দিদিমণির সেই ছলছল চক্ষু আমি সদাই দেখিতে পাই ও তাঁ'র সেই স্নেহমাখা কথাগুলি আমি সদাই শুনিতে পাই। তিনি আমাকে বেশী পাগল করেছেন। তাঁ'কে বলিও, আমি ত সদাই তাঁ'র কাছেই আছি। মাগো, আজকাল আমার বড় রূপ হ'য়েছে; কেন মা নিজের রূপ দেখে নিজেই মুগ্ধ হই? বোধ হয় দিদিমণির স্পর্শগুণে এমন হ'য়েছে। স্পর্শ-গুণ মানতে হ'বে মা, শ্রীরাধাকুণ্ডে স্নান করিয়া কৃষ্ণ কলেবর সোনার মত হ'য়েছিল, তাই বিদেশিনীরূপ ধ'রেছিলেন। সখীরা সেই জন্যই কৃষ্ণকে বলিতেন, "ছুঁইও না কালা, কাল হইবে মম অঙ্গ"। আমারও আজ তাই মনে হইতেছে। ছোটদিদিকে আমার ভালবাসা দিবে। কালা পেয়ে এত দুঃখ কেন? কালা পা'বার জন্য কত লোক সাধন ভজন করছে, তিনি যখন পেয়েছেন, তবে আর দুঃখ কেন? তিনি যেন ইহার জন্য দুঃখ না করেন। তাঁ'কে বলিবে, তাঁ'র নাতিও কালা, মিলবে বেশ। মথুরাতে বাঁকায় বাঁকায়, আর আজ আমাদের কালায় কালায় মিলবে ভাল। তাই বলি মা, তিনি যেন দুঃখ না করেন। আমার জন্য ভাবিও না, তবে ভুলে থেক না—

তোমার আদুরে—হরকে।

ষট্‌ত্রিংশ পত্র।

প্রাণাধিকে!—(ক্ষেপী ঠাকুরাণী শ্রীহরনাথ ঠাকুরের সহধর্ম্মিণী)

কল্য তারিখে তোমার পত্র পাইয়া যে কত আনন্দিত হইলাম, তাহা আর পত্রে কি করিয়া জানাইব। যদি সে আনন্দের সীমা থাকিত তাহা হইলে লিখিয়া জানাইতাম। এ আনন্দ বাহিরের নয়, প্রাণের আনন্দ। যাহাদের প্রাণে প্রাণে মেল আছে, কেবল তাহারাই অনুভব করিতে পারে, অন্যের অসাধ্য। ভাই, পাত্রের জন্য তুমি সত্যই এ ঘর ও ঘর কর, কিন্তু মনে করিয়া দেখ, তোমার অবস্থা ও আমার অবস্থা কত তফাৎ। তোমার নিকট ভুলিবার জিনিস আছে, আমার নিকট মনে পড়াইবার জিনিস আছে। তোমার মন খারাপ হইলে পুত্র কন্যাগুলির আদরে ভুলিয়া যাইলেও যাইতে পার, কিন্তু আমার রাবণের চিতা কখনই নিবে না। এমন কি ভাই, যখন কাক কিম্বা অন্য কোন ছোট প্রাণী আপন সন্তানগুলিকে খাওয়ায়, তখনই অমনি মাকে মনে পড়ে, আর আপনা আপনি চক্ষু জলে ভরে যায়। ভাই, এ সংসারে যে বস্তুর উপর নজর পড়ে, সেই খানেই মায়ের পুত্রের প্রতি ভালবাসা দেখিতে পাই। মনে হয়, যদি এ পৃথিবীতে মায়ের ভালবাসা না থাকিত, তাহা হইলে এক মুহুর্ত্তও সংসার থাকিত না। যেমন জল বিনা কোন ফসলই থাকিতে পারে না তেমনি মাতৃস্নেহ ব্যতীত এ সংসার কখনই থাকিতে পারে না। এমন মাকে ছাড়িয়া থাকার মত কষ্ট আর কি হইতে পারে? এমন মায়ের চরণসেবা না করিতে পাওয়ার মত বিপদ ও দুঃখ এ সংসারে আর দ্বিতীয় নাই। তবে ভরসা করি, তুমি আমার হইয়া মায়ের সেবা করিয়া আমাকে চরিতার্থ করিবে। আমি তোমার নিকট অন্য কিছুই চাই না, আর চাহিবও না। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তুমি মাকে সন্তুষ্ট করিতে পারগ হও। তিনিও তোমার উপর সদা সন্তুষ্ট থাকেন। ভাই, যখন

সন্ধ্যার সময় দূর পাহাড়ের উপর মিটি মিটি সন্ধ্যার আলো নজরে আসে তখন অমনি সমস্ত মনে পড়ে। মনে হয় ঐ আলোর চারিধারে সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া, মা, বাপ সকলে বসিয়া আছেন, আর ছোট ছোট ছেলেগুলি চারিধারে খেলিয়া বেড়াইতেছে, কখনও কখনও মা বাপের গলা জড়াইয়া ধরিতেছে। এই সকল মনে হয়, আর প্রাণ আকুল হইয়া উঠে। এখন ভাবিয়া দেখ, তোমাতে আর আমাতে কত তফাৎ। তোমার দুঃখ হয় সত্য, কিন্তু নিবাইবার স্থান আছে, কিন্তু ভাই, আমার তোমা অপেক্ষা বেশী জ্বালা, আর ঠাণ্ডা হ'বার জায়গা নাই। এখন দেখ ভাই, তুমি ভাল আছ না আমি ভাল আছি? এত দুঃখ তোমার হ'লে তুমি কি সহ্য কর্‌তে পার্‌তে? কখনই না। আমরা পুরুষ, স্বভাবতঃ কঠিন, এই কারণ কতক সহ্য করিতে পারি। ভাই, তোমার পত্র না পাইলে প্রাণে যে কি অসুখ হয়, পত্রদ্বারা তাহা জানান অসম্ভব। তুমি ভাই পরবশ, এই জন্য ধৈর্য্য ধরিয়া থাকি, নচেৎ অসম্ভব হইত। যাহা হউক প্রাণাধিকে, যখন পারিবে মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিও, আমিও খবর দিব কখনই ভুলিব না। হ্যাঁ ভাই, ভুলিব ত থাকিব কি লইয়া? কৃষ্ণ তোমার উপর নজর রাখুন, তোমাকে মঙ্গলে রাখুন। এবার একটু সাবধানে থাকিবে, দেখ ভাই, এই কথাটি ভুলিও না। আমার জন্য সাবধান হইও। বড় আদরের তুমি, কিন্তু কখন আদর করিতে পারি নাই, এতদিনে তোমাদের আদর করিতে কিছু কিছু শিখিতেছি। ভাই, লিখিয়াছ, কাশ্মীরে আসিয়া কিছু মিলিয়াছে, তা' এ কথা ত পূর্ব্বে লিখিয়াছি। **কাশ্মীরে আসিয়া মিলিয়াছে নূতন জীবন, নূতন প্রেম।** তবে আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ, এখানে আসিয়া কি পাইয়াছি? পাইয়াছি সত্য, কিন্তু ভুলি নাই। ভুলিবার জিনিসও নও।

তোমার—হর।

সপ্তত্রিংশ পত্র।

প্রাণাধিকে!

অনেক দিন তোমাদের পত্র পাই নাই, কিন্তু নিত্য নিত্য খবর পাই। নানারূপে নানাভাবে নূতন নূতন সাজে সাজিয়া কেমন তোমরা নিত্য নূতন খেলা কর দেখিয়া আনন্দিত হই, তা' আমিই জানি আর সেই জানে। চক্ষের দেখা অপেক্ষা এ দেখা যে কত গুণে ভাল, তা' এক মুখে বলা যায় না। চক্ষে দেখা সকাম আর এ দেখা নিষ্কাম। এই দেখা দেখিবার জন্যই ত কৃষ্ণের মথুরায় গমন, এই সুখ পাবার জন্যই ত কৃষ্ণের গৌরাঙ্গরূপ ধারণ। নিকটে থাকিলে যাহাকে কাম বলিয়া থাকি, দূরে সেই বিষই অমৃত হইয়া প্রেম নাম ধারণ করে। তাই ত মথুরায় কৃষ্ণ গমন করিলে শ্রীমতীর নেত্রে জল, তাই ত আমার গৌরাঙ্গের নেত্রবারির বিরাম নাই। বল দেখি প্রাণাধিকে, এমন না হইলে, এত আনন্দ না পাইলে কি যাহাকে প্রাণের ভিতর স্থান দিয়াছি, তাহাকে ছাড়িয়া কি কখন থাকা যায়, না সম্ভব? বাহিরে যাহাকে ভালবাসি, যাহাকে একবার পলকের জন্য না দেখিলে প্রাণ আকুল হয়, তাহাকে প্রাণের ভিতর বসাইয়া নির্জ্জনে একমনে এক প্রাণে ভালবাসিলে কি আনন্দ হয়, এটি অনুভব করিতে হইলে ভালবাসার নিকট হইতে দূরে যাওয়া কর্ত্তব্য। যাহারা এটি না জানে, তাহারা কখন প্রাণের ভালবাসা জানে না, তাহাদের ভালবাসা ভালবাসাই নয়, তাহারা প্রণয় কি বুঝিতে পারে না ও পারিবে না। যাহারা কৃষ্ণ-কৃপায় এই ভালবাসার ঘ্রাণমাত্রও পাইয়াছে, তাহারা চক্ষের ভালবাসাকে অতি তুচ্ছ মনে করিয়া ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে। তাহারাই প্রণয়ের প্রকৃত আস্বাদ বুঝিয়াছে ও চরিতার্থ হইয়াছে। প্রাণাধিকে, এখন বুঝিতে পারিয়াছ, বিরহ কত ভাল জিনিস? বিরহই মনে করিলে কৃষ্ণ দিতে পারে, কেন না

বিরহই ত কাম মারিয়া প্রেম করায়, আর কেবল প্রেমেতেই তোমাদের সেই গরুর রাখাল সন্তুষ্ট। দেখ ভাই, যেমন আখের রস হইতে মিছরি প্রস্তুত করিতে হইলে কেবল একমাত্র আগুন সহায়, আগুন ব্যতিরেকে সকল বৃথা, রস পচিয়া নষ্ট হয়; সেই কাম-ভিয়ান করিয়া প্রেম প্রস্তুত করিতে হইলে চাই একমাত্র বিরহ অগ্নি। বিরহ অগ্নি ব্যতিরেকে কাম জারিয়া প্রেম করিতে আর কাহারও সাধ্য নাই। আশা করি, কৃষ্ণ আমাদিগকে এই বিরহকে পরম সখাজ্ঞানে ভালবাসিতে শিক্ষা দিবেন! তাহা হইলে দুঃখ যাইবে, আনন্দ পাইবে ও চরিতার্থ হইবে। তবে ভাই, একটি কথা, কেবল আগুন জ্বলিলেই ত আর মিছরি হইবে না? তাহাতে প্রথমতঃ দুধ জল দিয়া ময়লা কাটাইতে হয়, তার পর আবর্ত্তন করা চাই। তাই বলি, এই বিরহ অগ্নি জ্বালিলেই আর কাম মরিয়া প্রেম হইবে না। ইহারও আর একটি উপায় আছে, রসিক ময়রাতে জানে। তবে একটি কথা বলি, মহাজনগণ যে প্রকার পথ অবলম্বন করিয়াছেন, জানি না আমাদের ভাগ্যে সে রাস্তার দর্শন হবে কিনা। তবে যেমন শুনিয়াছি শুনিতে চাও ত বলি—

দোঁহার স্বরূপ দোঁহের হৃদয়ে আনিয়া।
নিত্য পরতত্ত্ব মিলি দুই এক হইয়া॥
পুরুষ প্রকৃতি হবে প্রকৃতি পুরুষ।
বস্তু তত্ত্ব ঘরে দেখ কহিল আভাষ॥

ইত্যাদি ইত্যাদি।

এখন বোধ হয় বুঝিতে বাকী নাই যে বিরহই এই রকম ভাবাইবার একমাত্র কারণ।* কাছে থাকিলে প্রাণের ভালবাসাকেও প্রাণের ভিতর পূরিয়া ভালবাসা হয় না। নিকটে থাকিলে তোমার আমার ত দূরের কথা, সেই রসিকশেখর স্বয়ংই পারেন নাই। ভাবিয়া দেখ, যখন বংশীস্বরে

ব্রজগোপীগণকে বনে আনিলেন তখন নিকটে পাইয়া যাহাদের বিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন, তাহাদিগকেই কত প্রকার ভৎসনা করিলেন, কত কান্দাইলেন, কত বনে ছুটাইয়া কষ্ট দিলেন। এই কারণেই ত রসিক ভক্তগণ বলিয়াছেন "সঙ্গেতে রাখিলে হবে অনুরাগ হীন"। আরও দেখ প্রাণাধিকে, মহাজনের বাক্য ত উপরে বলিলাম, এখন মহাজনের কার্য্য দেখ বুঝিতে পারিবে। কার কথা বলিব, বলি ত বড়র কথাই বলি, বড়তে হাত দেওয়াই উচিত। দেখ তোমাদের কৃষ্ণ, মথুরাতে আর বৃন্দাবনে তফাৎ অতি সামান্য, তবে কেন নিকটে রাখিতে পারিতেন না? এই আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ, কই কেহই ত সঙ্গে রাখেন নাই। কেন জান কি? কেবল কান্দিবার জন্য, কেবল সেই অপরূপ রূপরাশির নির্জ্জনে একমনে ধ্যান করিয়া আত্মহারা হইবার জন্য। দ্বারকাতে কি মথুরাতে কৃষ্ণের প্রেয়সীর ত অভাব থাকে নাই, তবে কেন কান্দিতেন? এইটিই ভাবিবে। ভাবিতে ভাবিতেই জীব শিব হয়, ভাবিতে ভাবিতেই প্রকৃতি পুরুষ, পুরুষ প্রকৃতি হয়। ভাবিতে ভাবিতেই তোমাদের কালা গৌরাঙ্গ হ'ল, ভাবিতে ভাবিতেই শিব গোপীশ্বর হইলেন, ভাবিতে ভাবিতেই ছয় মঞ্জরী ছয় গোস্বামী হইলেন। তাই বলি, প্রাণের পুতলি আমার, আমরা পরস্পরকে ভাবিতে ভাবিতে একদিন তুমি আমি, আর আমি তুমি হইলেও হইতে পারিব। ভরসা করি, এ কথা মিথ্যা মনে করিয়া অবিশ্বাস করিও না। আমার হৃদয়ের কথা আজ বাহির হইল, প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে তবু ছাড়িলাম না। আজ অনেক দিনের গুপ্তধন প্রকাশ করিয়া ফেলিলাম। দেখিও প্রিয়ে, যেন নিন্দুকে এ কথা শুনিয়া আমাদিগকে উপহাস না করে। আমার হৃদয়ের ধনটি তুমি হৃদয়েই রাখিবে। সাবধান, সাবধান আমার মৃত্যুশর যেন শত্রুর হস্তে না পড়ে। গোপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু

আর রাখিতে পারিলাম না। আশা করি, তুমি আমার প্রাণের ধনটিকে যত্নে প্রাণের ভিতর করিয়া রাখিবে। এই জন্যই বলিয়াছিলাম, বিদেশে না থাকিলে মরিয়া যাইব। এখন ত বুঝিলে? এই চিঠিখানি অতি যত্নে ও সাবধানে রাখিবে। লিখিয়া আজ আমার ভয় হইল, তাঁ'র ইচ্ছা কেন আজ লেখাইলেন, তিনিই জানেন। আশা করি তুমি সমস্ত কথাগুলি ভাল করিয়া বুঝিবে ও হৃদয়ের অতি গুপ্তস্থলে রাখিবে। আজ তোমাদের শ্যামের রথ, সকলকেই রথ দেখিতে পয়সা টাকা দিতে হয়, আমার মত গরীব আর কি দিবে? আজ প্রাণের রত্নটি তোমাদিগকে দিতে আসিয়াছি, আশা করি আদর করিয়া লইবে ও যত্নে রক্ষা করিবে। অনাদর করিও না, আমার আর কিছুই নাই, যাহা কিছু এতদিনে যত্নে সংগ্রহ করিয়াছিলাম, আজ দিলাম। এখনও তোমরা আমাকে কিছু রথ দেখিতে দাও। তোমরা মহাজন, মনে করিলে চিরদিনের মত অদীন করিয়া দিতে পার, তাই ত চাহিতেছি। আশা করি দিবে, কৃপণতা করিবে না। আমার মাদিগকে আমার ভগিনীদিগকে শুধাইবে, তত্ত্ব করিলেই তত্ত্ব করিতে হয়। দেওয়ার দেওয়া, খাওয়ার খাওয়া ত আছেই। তাই দয়া ক'রে আমার ঝুলিটি ভরিয়া দাও, বিদায় হইয়া যাই, চির পিপাসার শান্তি করি। যাক্, এখন আমার মাদিগকে আমার প্রণাম। আজ ত সবাই একত্র, খুঁজিতে হইতেছে না। আমার হইয়া মায়ের সেবা করিও, তাঁহাকে ভাবিতে দিও না। আমার বিবাহের দিনে পাল্কি চড়িবার সময়ের আমার প্রতিজ্ঞা যেন ভঙ্গ না হয়। "তোমার সেবার জন্য দাসী আনিতে চলিলাম" মাকে বলিয়াছিলাম, যেন প্রতিজ্ঞাটি পূরণ হয়, যেন আমার ধর্ম্ম রক্ষা হয়। যে স্বামীর ধর্ম্ম রক্ষা করে, সেই প্রকৃত সহধর্ম্মিণী। যাক্ অনেকবার এই সব কথা লিখিয়াছি, বার বার ঘ্যান্ ঘ্যান্, প্যান্ প্যান্ ভাল না লাগিতে পারে, কিন্তু

প্রাণাধিকে, প্রাণ মানে না, তাই ত লিখি। যাক্ আজ তোমাদের হলুদ মাখা রাঙ্গা গা, আজ তোমাদের এ রুকু ধুকুর কথা ভাল লাগ্‌বে কেন? যাও যাও সব, অনেক কাজ; এবার কাপড় কাচা, তারপর আবার গহনা ও কাপড় পরা, ছেলেদিগকে দুই একটি চড় চাপড়, দাঁত কিস্‌মিস্ ইত্যাদি অনেক কাজ; আর আমারও ভাত প্রস্তুত, আলু, মটরশুটী, কপী, কড়মশাক ইত্যাদি। আজ দুই তিন দিন, তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না, ভাল আছ ত? আমার সাপটি কেমন আছে? এখন ভাত শুকিয়ে যায়, যাই তবে বিদায় দাও।

তোমারই—হর।

অষ্টত্রিংশ পত্র।

প্রাণাধিকে!

অনেক আগুণে জল দিলে। তোমার পত্রখানি অমৃতধারা বর্ষণ করিয়া আমাকে শান্ত করিল। প্রিয়তমে, তুমি আমার জন্য না কান্দিলে কি জগতের লোক আমার জন্য কান্দিত? এ সকলই তোমার দয়া। কেবল হাতরস্ নয়, যার সঙ্গে কেবল দু চক্ষের দেখা হইয়াছে, সে তোমার জন্য আমার উপর রাগ করিয়াছে। যাক্ এ দেশের কথা লিখিয়া আর তোমাকে কষ্ট দিব না। যখন মা ছিলেন, তখন বড় বধূর ও দাদার তোমার উপর তত নজর রাখিবাব দরকার হয় নাই, তাই তাঁরা তখন নিশ্চিন্ত ছিলেন। এখন তাঁরা তোমাকে নিজের পেটের কন্যার মত দেখিবেন, তুমিও তাঁ'দিগকে মা বাপের মত মনে করিয়া চলিবে। যত দিন তাঁ'রা আছেন, ততদিন আমরা বালক বালিকার মত সদা আনন্দে থাকিব, আমাদের কোন চিন্তা থাকিবে না। তাঁ'রাই ভাবিবেন, আমাদের

কি আছে, কি নাই, আমাদের কি দরকার। তাই বলি, তাঁদের উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত মনে কাল কাটাও, কোন ভয় নাই। তাঁদের মনের মত থাকিতে পারিলে তাঁরাও সন্তুষ্ট হইবেন, এবং কৃষ্ণও দয়া করিবেন। তাঁদের হুকুম পালন করিবার জন্যই কৃষ্ণ আমাদিগকে ছোট করিয়াছেন, অতএব তাঁদের হুকুম মত ও কথা মত কাজ করাই আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। বড় বধূ ঠাকুরাণীকে আমার প্রণাম জানাইবে, তিনি যেন আমাদের উপর স্নেহ নজর রাখেন।

প্রিয়তমে! বুঝিলাম কেন শাস্ত্রে স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী, বলে। এ সংসারে যাহার স্ত্রী সত্যই সহধর্ম্মিণী, সেই সুখী ও সেই ধার্ম্মিক। কাজ কি তার স্বর্গে, কাজ কি তার মোক্ষে, সংসার তাহার পক্ষে বন্ধন নয়, সংসার তাহার পক্ষে নরক নয়, এমন কুস্থানও তাহার পক্ষে শ্রীবৃন্দাবন, সেই স্থানই সাক্ষাৎ রাধাকৃষ্ণের বিলাস ভূমি। শান্তি ও সমস্ত তীর্থ সেই গৃহে বাস করেন, সমস্ত দেবগণ সেই স্থানে নিত্য ভ্রমণ করেন। আমি প্রার্থনা করি তুমি সেই প্রকার হও, আমি তোমার সেই প্রকার হই। এমন স্ত্রী যাহার নাই তাহার বৈকুণ্ঠ ও নরক। তাহার জীবনই সাক্ষাৎ মৃত্যু আর মৃত্যুই সাক্ষাৎ জীবন। তাঁর পাদপদ্মে প্রার্থনা, আমাদের যেন কখনও এমন না হয়। এই সংসার রঙ্গভূমিতে খেলিতে যতদিন আসিয়াছি এবং যে যে সঙ্গীগুলিকে লইয়া আসিয়াছি, তাহাদের সঙ্গে সুখে খেলিয়া অন্য স্থানে চলিয়া যাই। তিনি নিশ্চয়ই আমার প্রার্থনা পূরণ করিবেন। তোমার প্রেরিত ও আমার প্রার্থিত আদরের ধন চন্দন তুলসী পাইয়াছি, সেই সময়ে আমার অবস্থা যে কি হইয়াছিল থাকিলে দেখিতে পাইতে এবং সেই সেই উন্নত অবস্থাতে তোমাদের সকলকে যে কত আশীর্ব্বাদ করিয়াছি তাহা আর কি লিখিব। তোমরা আমার খেলার সঙ্গী; দেখ আমি খেলিতে খেলিতে যে এখানে চলিয়া আসিয়াছি,

ইহার জন্য দুঃখ করিও না, সংসারের নিয়মই এই। দেখ ভাই, কত লোকের খেলিতে আসিয়া বেশ করিয়া সঙ্গী মিলে, যখন সকলের সঙ্গে বেশ মেশামিশি হয় ও বান্ধাবান্ধি হয়, তখন আর তাহারা এ সংসারে না খেলিয়া নূতন সংসারে খেলিতে চলিয়া যায়, আর সঙ্গীগুলিও কান্দিতে থাকে। আমি ত আর তেমন করি নাই, যে তোমরা কাঁদচ। আমি এ পৃথিবীতেই আছি। আমি ত এ পৃথিবীর যেখানেই থাকি তোমাদেরই খেলার খেলী। একদিন না একদিন তেমনি করিয়া খেলিব। এখন প্রার্থনা করি, তোমরা আমার চিরদিনের খেলার সঙ্গী হও। আমি যেখানে থাকি, যাঁদের নিকটে থাকি, তাঁরাই আমায় ভালবাসেন, তাঁরাই আমার তত্ত্ব নেন। তাই ত বলি, আমার জন্য আবার ভাবনা কি? আমার জন্য ভাবিও না। শ্যামের জন্য ছেলেগুলি বুঝি কান্দে? তাহাদিগকে সুখে রাখিও, খুড়িমাতাঠাকুরাণীর সেবা করিও, বড় বধুর প্রিয় হইও।

তোমারই—হর।

একোনচত্বারিংশ পত্র।

প্রিয়তমাসু!

তোমার পত্র পরশু পাইয়া বড় ভাবিলাম, আবার তখনই মনকে বুঝাইলাম; তোমর কথা বুঝিলাম, কি করিব হাত নাই। যাহার কেহ নাই কৃষ্ণ তাহারই, এ কথা বেদে পুরাণে বলিয়াছেন, সেই সাহস, অন্য কেহ নাই ভরসাও নাই। যাহা হউক আর কিছুদিন যদি প্রাণ থাকে, যাইয়া দেখিব ও দেখাইব, সম্প্রতি বন্ধ রহিল। ভাই একটা কথা শুন, যাহাকে ভালবাসি তাহার নিকট হইতে অপেক্ষা দূরে থাকিয়া তাহা বড়ই

আনন্দদায়ক। কেমন ইহাতে মত কি? অবশ্যই হাঁ করিতে হইবে। বল দেখি, জিনিষ দূরে না থাকিলে সুন্দর দেখায় কি না, তাই ত আমি এত দূরে। ভাই দূরে থাকার জন্য ভাবিও না। দেখ ভাই, স্ত্রী, পুত্র, স্বামী, মা, বাপ এ সব সম্বন্ধ দুদিনের জন্য। যাঁহার সঙ্গে, যে কৃষ্ণের সঙ্গে জীবের নিত্য ও চির সম্বন্ধ, তিনি আমাদের নিকট হইতে কত দূরে আছেন। কিন্তু ভাই কি আশ্চর্য্য, তোমার জন্য আমি যত কাতর হইতেছি, সেই প্রাণের প্রাণ কৃষ্ণের জন্য হয়ত তাহার শতাংশের এক অংশও অস্থির হই নাই। কিন্তু ভাই, তিনি আমাদের সামান্য দুঃখ দেখিলেই হয় ত একেবারে আকুল হইয়া পড়িতেছেন। আমরা এমনি মূর্খ ও অপবিত্র যে, আমরা তাঁহার জন্য না ভাবিয়া খেলা ঘরের সাজান পুতুলের জন্য সর্ব্বদাই অস্থির ও চঞ্চল। জানিনা কবে এ ভবের ঘোর ও নেশা ছুটিবে, কবে বুঝিব এ ভোজবাজীর খেলা, কবে প্রাণ বল্‌বে সব মিথ্যা, কৃষ্ণ সত্য, কবে জানিব সব পর, কৃষ্ণ আপন। আশীর্ব্বাদ কর যেন শীঘ্রই আমার সে দিন আসে। আমি চাই যা, কেন পাই না তা? তোমরা জগতের পূর্ণ শক্তি, প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ কর। আমার প্রাণ অস্থির, এ কথা আর কাহাকেও বলিও না, দেখ যেন কেহ না শুনে। আমি পাগলের মত যাহা লিখিলাম, তাহা সত্য সত্য আমার মনের ভাব নয়। যাহার এমন ভাব, সত্যই সে শিব, সে পরম বৈষ্ণব, সে পরম পূজ্য। আমি নরকের কীট, অন্নের দাস, যাহা হউক আমি দুঃখিত নই, কারণ কৃষ্ণ কখন কাহাকেও দুঃখ দেন, আবার যাহা যাহার সুখের জন্য তাহাকে তাহাই দেন; তাই বলি এই আমার সুখ এবং তজ্জন্যই পাইয়াছি। দেখ বিষ্ঠার মধ্যে যে কৃমি থাকে, বিষ্ঠাই তাহার সুখের আলয়, যদি তাহাকে সুধাভাণ্ডে রাখ, সে নিশ্চয়ই মরিয়া যাইবে, কখনই বাঁচিবে না। আমিও সেই বিষ্ঠার কীট, সুধা ভাল লাগিবে কেন।

সেই জন্যই কৃষ্ণ আমাকে আমার যাহা সুখকর সেইটি দিয়াছেন। ভাবিও না, আমি যথায় থাকিব সুখে থাকিব। মন প্রাণ সকলই সুস্থ। মনের মানুষের কথা বলিয়াছিলে, ভাই মনের মানুষ মিলা বড় শক্ত, যাহার ভাগ্যবলে মিলে সেত আর সংসারে আসে না, সে একদমে বৃন্দাবনে চলিয়া যায়। আমার মনের মত লোক কবে মিলিবে জানিনা ঈশ্বর সে দিন লিখেছেন কিনা জানি না। যাহা হউক আমার জন্য তোমরা সকলে প্রার্থনা কর, যেন মনের মানুষ মিলে। যাক্ ও সব কথা ছাড়িয়া দাও, বাড়ী যাইবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত, কিন্তু ভাই কি করি দৈব বশতঃ যাইতে পারিতেছি না। রাস্তা ঠিক নাই, যমুনার পুল ভাঙ্গিয়াছে আরও ছোট ছোট দু'চারটি পুল ভাঙ্গিয়াছে, এমন বর্ষা কখনও দেখি নাই। জম্মু সহরের অর্দ্ধেক ঘর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে যাহা হউক ভাবিও না। বর্ষাতে মিইয়ে যাই নাই। এখন বল তুমি কেমন আছ আর আর সকলে কেমন আছে। মনে করিতেছি আজ বিদায় হই। তবে এখন আসি গো—তোমাদের হাত জোড়া—আমারও চল ঘোড়া।

তোমারই—আমি।

চত্বারিংশ পত্র।

প্রিয়তমে!

কল্য তারিখে তোমার একখানি পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইয়াছি এবং কত যে আনন্দিত হইলাম তাহা প্রকাশ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমার সুখ,আমার অবস্থা লোকেই অনুভব করিতে পারে, কিন্তু প্রকাশ করা অসম্ভব। পূর্ব্বে এক পত্রে লিখিয়াছিলাম, বোধ হয় মনে থাকিতে পারে যে, এ দেশে গরমির দিনে এক বাতাস চলে, যাহা

গায়ে লাগিলে মনুষ্য সঙ্গে সঙ্গে অসুস্থ হইয়া পড়ে; কিন্তু তখন বিশ্বাস কর নাই, আজ দেখ। আসিবার সময় সেই হাওয়া গায়ে লাগিয়া জ্বর হয়। জ্বর বেশী হয়, জ্বর যদিও খুব বেশী হইয়াছিল, কিন্তু ভাই, ঈশ্বর সত্য সত্যই আমাকে ভালবাসেন, মাতাঠাকুরাণী সত্যই আশীর্ব্বাদ করেন, তোমরাও প্রাণের সহিত আমার মঙ্গল প্রার্থনা কর বলিয়া, আমি সামান্য কষ্ট পাইয়া পুনর্জ্জীবন লাভ করিলাম। অন্য লোক হইলে বোধ হয় প্রাণ পাওয়া কষ্টকর হইত; কিন্তু আমি কৃষ্ণ কৃপায় ও তোমাদের আশীর্ব্বাদে সামান্য কষ্ট পাইয়াছি মাত্র এবং বেশ সুস্থ শরীর হইয়াছি। আমার জন্য তোমরা ভাবিও না। মাতাঠাকুরাণীকে আমার প্রণাম জানাইবে, আর বলিবে তিনি যাহাকে আশীর্ব্বাদ করেন, তাহার এ সংসারে কোথাও বিপদ নাই। মা আশীর্ব্বাদ করিলে কখনও কাহারও কষ্ট থাকে না। এই জন্যই বারবার তোমাদিগকে বলিয়াছি মাকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিবে। মা সন্তুষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলে, এ জগতে তাহার কিছুই অভাব থাকে না, সর্ব্বদাই সুখ সচ্ছন্দে থাকিয়া অন্তিমে কৃষ্ণপদ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ভাই, যাহার মা কান্দেন, তাহার সোনার সংসারও দেখিতে দেখিতে ছারখার হইয়া যায়, আর মহা ধাম্মিক সন্ন্যাসী হইলেও অন্তে নরক বই আর অন্য স্থান হয় না। তাই বলি মাকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা কর। আর একটী কথা ভাই, যে ব্যক্তি আপনার ঠাকুরটিই ঠাকুর, আর অপরের ঠাকুর কিছুই নয় মনে করে, সে নিশ্চয়ই পাপ করে। এখন দেখ, জগতে যত স্ত্রী আছে সকলেই কাহারও না কাহারও মা, এজন্য সকল স্ত্রীলোকই পরম পূজনীয়া। স্ত্রীলোকমাত্রেই পরম পূজনীয়া, এইটী মনে করিয়া তাঁহাদের যথাযোগ্য মান্য করিতে শিখ। তোমরাই ধন্য, তোমরাই মান্যের, তোমরাই আদরের ধন, তোমরা যাহাকে অনুমতি দিয়াছ, তাহারাই কেবল নির্ব্বিঘ্নে ও পরমানন্দে সেই নিত্য

বৃন্দাবনে যাইতে পারিয়াছে ও পারিতেছে। তোমাদিগকে চেনা বড় শক্ত কর্ম্ম, তোমরা যাহাকে অকৃপা কর তাহার আর উপায় নাই, এই জন্যই শাস্ত্রে স্ত্রীলোকদিগকে স্বর্গ এবং নরকের দ্বার স্বরূপ বলিয়া গিয়াছেন। আমার উপর যেন তোমাদের কখন অকৃপা না হয়। এবারের কথা দেখা হইলে বলিব, পত্রে লিখিতে মন চাহিতেছে না—গোপনীয়। যাহা হউক ভাই, সত্যই আমি সেই করুণাময়কে বড় কষ্ট দিতেছি. সাধ করিয়া। ভাই, তোমাদের হৃদয় কি কঠিন হওয়া কখন সম্ভব? যে হৃদয় হইতে মনুষ্যের জীবন স্বরূপ ক্ষীর নির্গত হইতেছে, সে হৃদয় কি কঠিন হইতে পারে? কখনই না। যদি কেহ কখন এ কথা লিখে ত সে নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী। তোমাদের হৃদয় কঠিন হইলে জগত জীবশূন্য হইয়া যাইত, কেহই বাঁচিতে পারিত না। তোমরা সাক্ষাৎ স্নেহরূপিণী। যাক্ ভাই, তোমাদের স্তব কেহ সম্পূর্ণ করিতে পারে নাই, আমি কোন্ ছার। অপর্ণা ও পেনিকে বলিবে, কেন তাহারা আপনা আপনি নিন্দা করে? এ প্রকার করিতে নাই। আত্ম নিন্দা মহা নিন্দাজনক এবং সেই জন্য মহাপাপ। তাহারাই পবিত্রা তা' কি জানে না। অজ্ঞানকৃত কার্য্য কার্য্যই নয়, তার জন্য কোন চিন্তা করিতে নাই। অজ্ঞান অবস্থাতে বালক মাতৃবক্ষে পদাঘাত করে বলিয়া কি বালকের পাপ হয়? যাক্ এখন সে কথা। তোমাদের শ্যামসুন্দর কেমন আনন্দ দিতেছেন? এবার তাঁহাকে নির্জ্জনে পাইয়া খুব চড় চাপড় লাগাইতেছ নাকি? না দেখেই কেন্দে ফেল্‌ছ, দেখে কেন্দে ফেল্‌বার জিনিসই বটে। সে দিন আমার কবে হবে? মালা ত গাঁথিয়া দাও, ফুল কেমন সাজে? হতভাগা আমি দেখিতে পাইলাম না। তুমিই দেখ, আমি আসি। চরণতুলসী মনে আছে? কুঙ্কুম চন্দন কেমন শ্রীঅঙ্গে সাজিতেছে? বল ত এখন আসি।

তোমাদেরই—হর।

———

একচত্বারিংশ পত্র।

প্রাণ প্রিয়তমে!

তোমাদের পত্রখানি যথাসময়ে আসিয়াছিল, কিন্তু তোমরাও যেমন আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলিতেছ, তোমাদের পত্রখানিও সেই রকম। আজ পাঁচদিন পরে আমার হাতে আসিল, তজ্জন্যই উত্তর দিতে দেরী হইল। ইহাতে আমার অপরাধ কিছুই নাই। যাহা হউক প্রাণ প্রিয়তমে, আমি একটি কথা শুনিয়া বড়ই আশ্চর্য্য হইলাম। তোমরা লিখিয়াছ, রূপ রক্ষা করিতে; সেটি কি রকমের কথা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। হ্যাঁ রে রূপ দেবার ও রাখিবার মালিক যে তোমরা। তোমাদের দেওয়া রূপে আমার রূপ, আর তোমরা রূপ কাড়িয়া লইলেই আমার অন্ধকার। তোমরা যদি কৃপা করিয়া দিয়াছ, তাহা হইলে আবার অকৃপা করিয়া কাড়িয়া না লইলেই রূপ এমনই থাকিবে। ইহাকে রাখা আমার ক্ষমতা নয়। এ কথাটি সত্য বলে কি মনে হইতেছে? দেখনা প্রাণাধিকে, তোমাদের ঘনকৃষ্ণ শ্যাম কেবল রাইয়ের দেওয়া রূপে কেমন সোণার গৌরাঙ্গ হইয়াছে? এ কথাটিও শুনিয়াছ ত যে, কৃষ্ণ রাধাকুণ্ডে স্নান করিয়া রাধার মত রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, রামচন্দ্র সীতার রূপে নব দুর্ব্বাদল হইয়াছিলেন। এখন বোধ হয় বুঝিলে যে রূপ দিবার মালিক তোমরা। এ জগতে যে নানা রূপ দেখিতেছ, বল দেখি, ইহার কারণ কে? ইহার কারণ তোমরা। যখন তোমরা না থাক, তখন এ জগত থাকিতে পারে না। তাই বলি, রূপের মালিক তোমরা। তোমরা যাহাকে যেমন সাজাও, তাহারা তেমনি সাজে। আপনা আপনি সাজিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। তাই বলি, যদি আমাকে সাজাইয়াছ, হরণ করিও না, তাহা হইলে রূপ থাকিবে। এ বিষয়ের জন্য আমাকে

অনুরোধ করা কেবল লোক দেখান মাত্র। কলকাটী তোমরা, ইচ্ছা করিলেই কাহাকেও স্বর্ণজ্যোতি দাও, কাহাকেও ঘোর নরকে ঘন কৃষ্ণ-বর্ণে আবৃত করিয়া ইহকাল পরকাল সমান হেয় করিয়া রাখ। যাহা হউক ভাই, আর একটি কথা আমি তোমাদিগকে কি লিখিয়াছিলাম মনে নাই, যাহাতে তোমরা সন্তুষ্ট হইয়াছ। যদি মনে থাকিত, তাহা হইলে সেই রকম লিখিতেই চেষ্টা করিতাম, সেই রকম না হয় স্বামীই সাজিতাম। কিন্তু ভাই, আমার ভোলা মন যখনই যাহা করি, তখনই তাহা ভুলিয়া যাই। এ অপরাধ আমার নয়। আর একটি কথা লিখিয়াছ, আমি কি তোমাদের মর্ম্ম বুঝিয়াছি। যাঁদের মর্ম্ম ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব আজ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারেন নাই, যাঁদের মর্ম্ম সেই সর্ব্বকারণের আদিকারণ নন্দনন্দন বুঝিয়াছেন কিনা সন্দেহ তাঁদের মর্ম্ম এ ছার জীব বুঝিয়াছে? তোমরা কি কাহাকেও তোমাদের মর্ম্ম বুঝিতে দাও? তোমরা সদাই আপনাদের স্বরূপ আবরণ করিয়া নূতন সাজে দেখা দিতেছ, আর জগত আবদ্ধ করিতেছ। যতদিন জীব বিরজার পরপারে না যাইতে পারে, ততদিন সাধ্য কি যে তোমাদের চিনিতে পারে। যতদিন তোমরা কৃপা করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব না দেখাও, ততদিন কাহার সাধ্য যে তোমাদিগকে চিনিতে পারে। এ সংসারের বন্ধন মোচনের কারণ তোমরা, এ সুখ দুঃখ বিধানের মালিক তোমরা, এ সংসারের ধর্ম্ম অধর্ম্মের মূল কারণ তোমরা। তোমরা যাকে যে রকম নয়নে দেখ, সে সেই রকম তোমাদিগকে দেখে। যাকে যে রকম নাচাও, সে সেই রকম নাচে। এও একটি বিস্ময়ের কথা, সত্যই কি অভিমান শিখিয়াছি? আমার ত কই কিছুই মনে নাই। এবার কি অপরাধ অনুসন্ধান করিতেছ না কি? অনুসন্ধান করিতে কেন হইবে আমরা ত তোমাদের নিকট সদাই অপরাধী। যদি তোমরা আমাদের অপরাধ লইতে, তাহা হইলে বল দেখি এ সংসার জীবময় থাকিতে পারিত

কি? কখনই না, কখনই না। না জানি এমন কি কথা লিখিয়াছি, যাহাতে তাঁর অন্তরে আঘাত লাগিয়া থাকিবে। এই কারণেই বোধ হয় শাস্ত্রে বলিয়াছেন, "সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতং" অধিক কিছুই ভাল নহে। সেই দর্পহারী অধিক কিছুই রাখেন না। সকলেরই নিরূপণ আছে। যাহা হউক যদি—যদি কেন—সত্যই অপরাধ হইয়াছে, মার্জ্জনা করিতে উপরোধ করিবে। যাক্ এ কথা লিখিয়া আর মন অন্যরকম করিতে চাই না। আমার জন্য কোন চিন্তা করিও না, আমার ভাবনা সেই সর্ব্বনিয়ন্তাই ভাবিতেছেন। তিনি ইচ্ছাময়, তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। তাঁর উপর হাত কাহারও নাই। ভাবিবার কোন কারণ নাই, সদাই নিশ্চিন্ত থাকিবে। চিন্তা না করিয়া যদি থাকিতে না পার, সেই চিন্তামণির চিন্তাতে রত থাকিবে, তাহা হইলেই নিশ্চিন্ত থাকিবে। তাঁর চিন্তা ছাড়া সবই আন্ চিন্তা সে সব ত্যাগ করাই ভাল। যদি বল, তাও কি হয়? এ কথাটি আমাদের পক্ষে বটে, তোমাদের নয়। কেননা, দেখ ভাই, তোমরা দুদিনের পথের সঙ্গী পাইয়া সব ভুলিয়া যাও। যে পিতা মাতা ছাড়িয়া এক পলকও থাকিতে পারিতে না, দুদিনের জন্য এক স্বামী পাইয়া সব ভুলিয়া যাও। তখন সেই সর্ব্বদিনের, নিত্য ও পরমানন্দময় স্বামীর চিন্তাতে যে আন্ চিন্তা ভুলিবে, তার আর সন্দেহ কি? তোমাদের পক্ষে সবই অতি সহজ। তাই ত একবার একবার ভাবনা হয়, তাই ত সদাই হারাই হারাই মনে হয়। তোমাদের কৃপাতে বেশ স্থির, নিশ্চিন্ত ও সুখী আছি, আমার জন্য ভাবিও না। যখন তোমরা সকলেই আমার সুখ প্রার্থনা কর, তখন আবার আমার জন্য ভাবিবার আবশ্যক কি? তোমরাও নিশ্চিন্ত থাক।

তোমাদের—হর।

দ্বাচত্বারিংশ পত্র।

প্রাণ প্রিয়তমে !

আজ আমার আনন্দের সীমা নাই। আজ আমি এ বিদেশে ক্ষণিকের জন্য ভুলে আছি। কয়েকদিন উৎকণ্ঠিত ছিলাম, মনে করিয়াছিলাম শ্যাম পাইয়া এ অধমকে ভুলিয়াছ, কিন্তু আজ বুঝিলাম শ্যাম পাইয়া ভুল নাই, বরং উত্তেজিত হইয়াছ। হয়ত মনে করিতেছ, এক সঙ্গে দেখিতে পাইলে না, তা প্রাণাধিকে! তুমি কি করিবে, আমি আমার কর্ম্মফলে তোমাদের মত সৌভাগ্য কোথায় পাইব? তোমাদের পা হাত আছে যাইতেছ, চক্ষু আছে দর্শন করিতেছ, আমার সকলগুলিরই অভাব। তাই বলি প্রাণাধিকে, তোমাদের শ্যামকে বলিবে, যে কাণা খোঁড়া আছে আসিয়া দেখা দেন, যেন নির্দ্দয় না হন। আমার কর্ম্ম ত তাঁহাকে আনিতে পারিবে না, তবে তোমাদের কথা ত আর তিনি কাটিতে পারিবেন না, তাই তোমাদের শরণ অনেক দিন লইয়াছি, অদ্য আবার লইলাম। দেখিও বলিতে ভুলিও না। আজ তোমাদের আনন্দ দেখে কে, তোমাদের কালার যেমন সাজে মন যাইতেছে তেমনই সাজাইতেছ; কান্দাইতে মন গেলে কান্দাইতেছ, হাঁসাইতে মন গেলে হাঁসাইতেছ। প্রাণ খুলে কাণে কাণে প্রাণের কথা বলিতেছ, কখন দুজনাতেই কান্দিতেছ আবার কখন দুজনাতেই হাঁসিতেছ আমি তোমাদের আনন্দ দেখিতে পাইলাম না। তাঁর হাঁসি ত আমার দেখিবার ক্ষমতা নাই, তোমাদেরও দেখাইতে পারিলাম না। আচ্ছা তোমরা যখন আমার আছ, হতাশ হইলাম না। আশা আছে, একদিন দেখিতে পাইবই পাইব। সে কতদিন আড়ালে থাকিয়া কান্দাইবে, তোমরা দয়া করিলে সে নিঠুর আর স্থির থাকিতে পারিবে না, সে নিঠুর তখন ভীত হইয়া

দেখা দিবে, তার আর সন্দেহ নাই। এখন চাই তোমাদের ভালবাসা,— পাব কি? পাব কি না? আমার ত মনে হয় কে কোথায় নিজেকে অপাত্র মনে করিয়াছে বা মনে করিতে চায়? সকলেই আপনাকে অবশ্যই ভাল দেখে, কিন্তু তাহা হইলে ত আর চলিবে না। তোমাদের সুনয়নে পড়িলেই উপায়, নচেৎ যেমন আঁধার তেমনি আঁধার। এখন বল দেখি কি করিলে তোমাদের সুনয়নে পড়িতে পারি? তোমাদের সাধন তোমরাই জান, আর সেই জানে—যাকে দয়া ক'রে তোমরা জানাও। আমার উপর দয়া কি কখন হবে? না যেমন আসিলাম তেমনিই যাইব? কখন কি এ ধূলা কাদা ধুইতে পাইব? না এমনই থাকিব? আমি তোমাদিগকে ছাড়িতে লিখিয়াছিলাম, সে ছাড়া কি আমাকে ভয় দেখাইবার জন্য একবারে ছাড়ার পথ দেখাইতেছ? তবে যে নিরুপায় আমি, সে রকম ছাড় চাই না; এ ছলনা ছাড়, সত্যপথে চল। আমি চাই রাস্তা ছাড়িতে, তোমরা যে সে পথের রক্ষক; তোমরাই ত রাসমণ্ডলের দ্বারী সেখানে তোমরা ব্যতীত অন্যে থাকিতে পায় না; আমি চাই সেইটি, তোমাদের নিত্য সঙ্গ। আমি ছুটি চাহিতেছি তোমাদের কুহক হইতে; যদ্দ্বারা এই জগত সংসারকে মোহিত করিয়া সেই রাসমণ্ডল ভুলাইয়া দিয়াছ, সেই অনন্ত সুখ ভুলাইয়া এই ঘোর দুঃখ পূর্ণ সংসারের বোঝাটী মাথায় তুলিয়া দিয়া মজা দেখিতেছ, আর আপনার স্থানে দাঁড়াইয়া হাঁসিতেছ। ধন্য বাজী জান, তা' না হ'লে কি সব বাজীকরের ওস্তাদ বাজীকরকে এমন করিয়া মোহিত করিয়া রাখিতে পার? তা' না হলে কি সেই গোলকের ধনকে এই মর্ত্তে আনিতে পার? ধন্য তোমাদের ক্ষমতা! তোমরা যে রকম ছাড় দেখাইয়াছ, সে রকম ছাড় আমাকে দেখাইও না। আমাকে ধরিয়াছ ত উপরে তুল। এই পড়ি পড়ি করে একে ভয়ে জড়সড়, তার উপর আবার ভয়

দেখাও কেন? আমাকে ছাড়িও না; আমাকে পথ ছাড়, আমার উপর 'কুহকের জালখানি আর ফেলাইও না। যদি একবার মুখ তুলিয়াছি, তোমাদের স্বরূপ দয়া করিয়া দেখাও ও জানাও, আর আমিও দেখিয়া জানিয়া চরিতার্থ হই। "এত দূরে থাকিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে না" এটি না বলিলে যে বোঝাটি চাপাইয়াছ, সেটির ভরে যে মরিয়া যাইব, তাই ত এ কথাটি। এইটিই ত মজা। একখানি খোলের লোভেই ত বলদ ভয়ানক শক্ত ঘানি কাঁধে করিয়া সারাদিন বয়। এ কথাটীও আমাদের পক্ষে খোল বই ত নয়। দাও বলেই ত ঘানি টানি। কি মজা দেখ! যদি দড়িতে একটি ঢেলা বাঁধিয়া ঘুরাইতে হয়, তাহা হইলে আমাকে ঘুরিতে হইবে কেন? আমি স্থির দাঁড়াইয়া থাকিব কিন্তু পাথরটি চারিদিকে ঘুরিতে থাকে। তেমনিই প্রাণাধিকে! তোমরাও ত ঘর ছেড়ে এক পাও যাও না। যাইবে কেন, ওইটীই ত মজা, এক স্থানে বসিয়া বসিয়াই ঐ মজাটি করিতেছ। আমাদিগকে পাকে পাকে ঘুরাইতেছ, তোমাদের হাতে কিন্তু সূত্রটি; যখনই মন হইতেছে অমনি টানিয়া লইতেছ। আর আমরাও জড় সড়, অমনি যাইয়া হাজির। আমি চাই ঐ সূতোর ছাড়টি। ঘুরিয়া ঘুরিয়া অস্থির হইয়াছি, একবার ছেড়ে দাও ত তোমাদের স্বরূপ স্থির হ'য়ে দেখিতে পাই। একবার ছাড়। তোমরা চিরকাল আমাদিগকে খাটাও—খাটিব, বিনা বেতনে খাটিব, কিন্তু একবার আগে দেখি। মনিব কেমন আগে দেখিয়া লই, পরে যত খাটাও খাটিব, তখন "না" বলিব না। আমাকে খাটিতে হইতেছে বলিয়া কখনও মুখ চূণ করিব না, হাঁসিতে হাঁসিতে চিরকাল খাটিব; তবে আঁধারটি ছুটিয়ে দাও। তোমরা সত্যই ত অবলা; তোমাদের নাম অবলা কেন শুনিবে? এটিও তোমাদের ছলনা মাত্র। অবলা না হ'লে এত চারিদিকে কাঁদাতে স্থির থাকিতে পারিতে?

দেখ না ভাই, যারা বোবা, নিশ্চয়ই তারা কালা, কিছুই শুনিতে পায় না। আমাদের এই ঘোর চীৎকার শুনিতে পাওনা বলিয়াই শাস্ত্রে তোমাদিগকে অবলা বা বোবা বলিয়া গিয়াছেন। দেখ দেখি তোমাদের চাতুরী, যদি মিথ্যা করিয়া অবলা না সাজিতে, তাহা হইলে তোমাদিগকে নিষ্ঠুর বলিয়া দোষ পাইতে হইত। সকলেই বলিত, "এত দুঃখ শুনেও দয়া হয় না" কেবল সেইটির জন্যই ত তোমরা অবলা সাজিয়াছ। তোমরা এদিকে বল অবলা, আবার ভাবিয়া দেখ, তোমরাই সকল শব্দের মূলাধার। সরস্বতী কি তোমরা? না আর কেহ? আর ঘর থেকে বাহির হও না কেন, তাও ত এবার বুঝিলে? কান নাই শুনিতে পাও না, কিন্তু চক্ষু আছে দেখিতে ত পাইবে? তাহা হইলেও পাছে আমরা বলি, দেখিতে পাইয়াও দয়া হল না, সেটির জন্য ঘরে থাক। তোমাদের ছলনা অতি দুর্ব্বোধ্য। তাই ত ছাড়াইতে চাই এই ছলনাটি, সেটির বেলায় অবলা সাজিলে। আর একটি কথা, আমরা মূর্খ নই ত কি তোমরা? এত কথা বলিবার পরও বল, "আমরা" বিদ্বান্ তোমরা মূর্খ। ধন্য! যাহাকে "তুই আমার শ্লেষ চুল্‌কা, আমি তোর মুড়ি খাই" বলিয়া ভুলাইতে পার, তাকে আবার মূর্খ নয় বলিতেছ, এটিও তোমাদের ছলনা। যাহারা না খাইয়া, না নিদ্রা যাইয়া পরনিন্দায় কাল কাটায়, তাহারা কে জানিতে চাও কি? তাহারা জটিলা আর কুটিলা। কৃষ্ণলীলার পোষক, রাধাকৃষ্ণের পরম ভক্ত। বৃন্দাবন সুখের মূল কারণ। তোমরাই চালটী, আমরা তোমাদের আবরণ। সময়ে আমাদিগকে দূরে ফেলাইয়া দাও, তোমাদের তখন আদর আমাদের অগ্নি মধ্যে। বল দেখি তোমাদের কেমন কুহক? এখন আর বলিবে "আমরা বিদ্বান"? যাক্ আজ অনেক কথা বাকী রহিল। কি করিব চক্রীর চক্র; কারু পায়ে কাঁটা, কারু সতর ঘর। কালাকে বলিও, চোর ধরিয়াছে কিন্তু চুরি ধরিতে পারে

নাই। ধন্য! যখন পেয়েছে তখন চুরি জানা যাবেই যাবে। তবে যদি চোর বলে, তার বাঁকা বই সোজা নাই, হয়ও না, তা হলে? আমার মাকে আমার প্রণাম জানাইবে। দেখ ভাই, যদি আম ভালবাস ত গাছটীর যত্ন কর! যদি কেহ আম ভালবাসে ত বরং আম চাইলে দিতে পারে, কিন্তু গাছটি কি দিতে পারে? তাই বলি, ফল ভালবাস ত গাছও ভালবাস এবং যত্ন কর। তবে আসি, ভাত সুমুখে আর বসিতে পারি না—এখন তবে বস।

তোমাদের—হর।

ত্রিচত্বারিংশ পত্র।

প্রাণাধিকে!

তোমার একখানি পত্র পাইয়া যে কত আনন্দিত হইলাম, তাহা আর লিখিয়া কি জানাইব, যদি তুমি আমাকে ভালবাস, বুঝিতে পারিয়াছ। আমার পত্র পাইলে তুমি যেমন হও—তবে একটু তফাৎ আছে। কি শুনিবে? আমার পত্রে কেবলমাত্র আমারই খবর থাকে, তোমার পত্রে আমি সংসারে যাহাদিগকে আপনার দেখিতে পাই, সেই সকলের খবর পাই। আমার পত্রখানি একটি ফুল, তোমার পত্র খানি একটি ফুলের বাগান। আমার পত্রখানি একটি নির্জ্জন জনমানব শূন্য আশ্রম, তোমার পত্রখানি আনন্দ ও কোলাহল পূর্ণ সুখের সংসার, এইমাত্র তফাৎ। এই কারণ বশতঃ আমি তোমা অপেক্ষা বেশী আনন্দিত হই। তার উপর আবার এই পত্রখানি সকল অপেক্ষা সুখকর। যেমন বর্ষার পর শরতের চন্দ্র দর্শনে চকোরের আনন্দ হয়, যেমন বহুদিন ক্ষুধায় তাড়িত ব্যক্তি পরিপূর্ণ খাদ্য দ্রব্য দেখিলে হয়। কেমন কি বুঝিতে

পারিয়াছ? বোধ হয় পারিয়া থাকিবে। এই পত্র খানিতে আমার মহা পাগলিনী—যিনি আমার জন্য বোধ হয় বেশী উন্মাদিনী হইয়াছেন, সেই খেপী মার খবর আছে। তিনি আমার সকল বিষয়ের মা। ভাই লিখিয়াছ,—কই খুলিয়া লেখ নাই কেন? তিনি আমার কথা কি কি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তিনি আমাকে ভুলিয়াছেন সত্য বলিতেছি, আমি আসিবার সময় মাকে বড় কান্দাইয়া আসিয়াছি; সেই জন্য আজ এত কান্দিয়াও দেখিতে পাইতেছি না। ভাই যখনই মাকে দেখি, তখনই তিনি কান্দিতেছেন, আমার জন্যই যেন কান্দিতেছেন। মায়ের কান্না দেখিলে ছেলে কতক্ষণ স্থির থাকিতে পারে? অমনি আমিও ব্যাকুল হইয়া পড়ি। কান্না অনেক দিন ভুলিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু নূতন মা পাইয়া নূতন কান্না শিখিয়াছি। আহা আমি কেন তাঁহাকে মা বলিয়াছিলাম? কেন তিনি এ নরাধমকে পুত্রস্নেহ করিয়াছিলেন। যদি এমন না করিতেন হয় ত তিনি সুখে থাকিতে পারিতেন। যাহা হউক ভাই, আমি যাঁহাকে মা বলিয়াছি, তাঁহাদিগকে না কান্দাইয়া ছাড়ি নাই। মাকে কান্দান বড় পাপ, যে মাকে কান্দায় তার নরকেও স্থান হয় না। আমি ঐ সব মহাপাতকীদের এক জন। ভাই, আমার এখন ভরসা তুমি। তুমি মনে করিলে উঠাইতেও পার আর ডুবাইতেও পার। এখন আমি তোমার হাতে পড়িয়াছি। দেখ ভাই এই জন্য স্ত্রীর নাম সহধর্ম্মিণী। দেখ ভাই, তুমি আমার সহধর্ম্মিণী হইও। দেখ ভাই, আমাকে ডুবাইও না। দেখ যে কার্য্য করিতে আমি অক্ষম, সে কার্য্য তুমি আমার জন্য করিও। আমি আমার মাদিগকে আনন্দিত করিতে পারিলাম না, কিন্তু তা বলিয়া তুমি তাঁহাদিগকে ভক্তি শ্রদ্ধা যত্ন ও সেবা দ্বারা সুখী করিতে ত্রুটী করিও না। তাঁহারা যাহা আজ্ঞা করিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহা প্রতিপালন করিও, একটু পরে করিব মনে

করিও না। এখন কি যখন ছেলেকে দুধ খাওয়াইতেছ, সেই সময় তাঁহারা যদি কিছু অনুমতি করেন, অমনি দুধ খাওয়ান বন্ধ করিয়া সেই কার্য্যটি করিবে। যদি বল, আমি করিলে তোমার কি হইবে? তুমি করিলে মঙ্গল হইবে, কেন না তুমি করিলেই আমার স্বয়ং করা হইল। যদি মনে কর তা আবার কি হয়? তবে শুন। হে ভাই, কৃষ্ণ কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন জান, তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন শ্রীধাম বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া আমি এক পাও কোথাও যাইব না কিন্তু জানত, অল্প দিন পরে মথুরা চলিয়া যান। তবে বল কৃষ্ণ মিথ্যা বলিয়াছেন, না না, তিনি মিথ্যা বলিবেন কেন, সত্য বলিয়াছেন। যদি বল কি করিয়া সত্য বলিয়াছিলেন, তা দেখ, যখন কৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ হইয়া মথুরায় যান শ্রীমতী রাধা তখন বৃন্দাবনে রহিলেন, এই রাধা মথুরায় যাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া আসিতেন না। এখন দেখ দেখি, তোমার করাতে আমার করা হইবে কি না। তাই বলি, আমাকে ডুবাইও না আমাকে উদ্ধার কর। আমার অনেকগুলি মা, তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই সুখে রাখিতে চেষ্টা করিবে। মা কি জিনিস আজ স্পষ্ট করিয়া বলি। দেখ গাভীর দুগ্ধ খাই এই জন্য তিনি মা এবং পরম পূজনীয়া, পৃথিবী আমাদিগকে বক্ষে ধারণ করিয়া আছেন এই জন্য তিনি মা, দেবদেবীগণ আমাদিগকে সুখ দিতেছেন এই জন্য তাঁহারা পূজনীয়া। সাধুগণ আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম দেখাইতেছেন এই জন্য তাঁহারা আমাদের পূজনীয়। গুরু মন্ত্র দিয়া উদ্ধার করিতেছেন, এই জন্য তিনি পরম পূজনীয়। এই সমস্তগুলিই আমাদের পূজার জিনিস; কিন্তু দেখ ভাই, এক মা দুধ দিতেছেন, সর্ব্বদা বুকে করিয়া রাখিতেছেন, তোমার কিসে ভাল হবে, তুমি কিসে সুখে থাকিবে সদাই তাহার চেষ্টা করিতেছেন, তোমাদিগকে গৃহকর্ম্ম হইতে দেব সেবা পর্য্যন্ত শিখাইতেছেন, কোন্‌টি করিতে হয়,

আর কোন্‌টি করিতে নাই শিক্ষা দিতেছেন, আর পরলোকে লইয়া যাইবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত, কেননা পূর্ব্ব মত শিক্ষা। এখন দেখদেখি ভাই এক মায়ে একাধারে সমস্ত গুলিই আছে কি না? মা গাভী, মা পৃথিবী, মাই দেবতা, মাই সাধু, মাই গুরু। এক মা সন্তুষ্ট হইলে, এই সমস্ত গুলিই সন্তুষ্ট হন। এমন মায়ের সেবা আমি করিতে পারিলাম না তাই বলি তুমিই করিবে। তাহা হইলে তোমারও উদ্ধার আর পেছু পেছু আমারও উদ্ধার। এখন যাক্ সে সব কথা। আজ তোমাদের শ্যামের দোল, তবে দোল দেখ্‌তে পয়সা দাও। তোমায় আমায় ত চিরকেলে ফাগ, এবার ঝালান ফাগ। আমার মাদের শ্রীচরণে আবির দিলাম, যেন আশীর্ব্বাদ করেন। আমার মাকে ভাবাইও না। দোলে রাসে পূজা পার্ব্বণে মাকে মুখ শুকাইয়া কষ্ট দিও না। আমাকে সমস্ত খবর দিও। তবে বল ত এখন আসি।

তোমাদেরই—হর।

চতুশ্চত্বারিংশ পত্র।

প্রাণ প্রিয়তমে!

এসংসারের নিয়মই যে নূতন পাইলে পুরাতনের কেহই আদর করে না। তাই বলি তুমি বিনা প্রসব বেদনা পাইয়া, বিনা গর্ভ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া একটি নূতন পুত্র পাইয়া তোমার পুরাতনগুলিকে এবং তৎসঙ্গে আমাকে ত ভুলিয়া যাও নাই? আমাকে ভুলিয়া যাও তাহাতে আমি তত দুঃখিত নই, কিন্তু পুত্র কন্যাগুলিকে অনাদর করিও না। কি সংসার চক্র দেখ, অল্প দিন পূর্ব্বে তুমি আমি সকলেই একটি একটি স্বতন্ত্র ছিলাম, তখন কে জানিত আমরা আবার এই প্রকারে বৃহৎ সংসার সৃষ্টি

করিব। আমরা একদিন পুত্র ছিলাম, কে জানিত আমাদের আবার পুত্র কন্যা হইবে? আমরাই পূর্ব্বে একজনার জামাই ছিলাম, কে জানিত আমাদের আবার জামাই হবে? হে পরমেশ্বর, তোমার অচিন্ত্য মায়া। তোমার এই মায়ার এমনি চমৎকার গুণ যে, জীবসকল অপনা আপনি অতি আনন্দের সহিত এই ফাঁসটি গলায় লইতেছে। যা' হউক তুমিই ধন্য! যার এমন কৌশল। দেখ প্রাণাধিকে, জীব সকলের যেমন পায়ের সংখ্যা বাড়ে, ততই তাহারা মৃত্তিকা ছাড়িয়া উঠিতে পারে না; পা থাকা সত্ত্বেও মাটি ধরিয়া চলিতে হয়। দেখ মানুষের দুটি পা, তারা বেশ মাটি ছাড়িয়া চলিতে পারে, তার পরই যত পায়ের বৃদ্ধি ততই অকর্ম্মণ্য। দেখ, বিছে, কাণকটারি প্রভৃতির অনেক পা এই জন্য পৃথিবীর উপর ভর দিয়া চলিতে হয়, তাহারা অধিকতর পৃথিবীর হইয়া পড়ে। ধর্ম্মের রাস্তাতেও তাই, যতক্ষণ মনুষ্যের দুইটি মাত্র পা থাকে ততক্ষণ যাহা ইচ্ছা করিতে পারে, পরে যখন বিবাহ হয়, তখন আর দু'টি পা বৃদ্ধি হইয়া চতুষ্পদ হয়; কিন্তু তখনও চেষ্টা করিলে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে পারে, কিন্তু তারপর যত পুত্র, কন্যা, জামাতা, পুত্রবধূ ইত্যাদি হইতে থাকে, ততই পদ বৃদ্ধি হইয়া একবারে পৃথিবীর সঙ্গে মিশিয়া যায় আর কখনই পৃথিবী ছাড়িয়া যাইতে পারে না। তখনই পূর্ণরূপে মায়াফাঁসে হস্ত পদ আবদ্ধ হইয়া এই দুঃখময় সংসারে হাবুডুবু খায়। এই প্রকার বদ্ধজীবের ক্রন্দন, পরমেশ্বর করুণাময় হইয়াও শুনেন না। ভাই, বাল্যকাল হইতে যতই এই সংসারের খেলা খেলিব না মনে করিতেছি, ততই দিন দিন নূতন নূতন খেলা আসিয়া আমাদিগকে জড়ীভূত করিতেছে। জানিনা ভাই, আমাদের এ খেলার অন্ত আছে কি না? যাহা হউক প্রাণাধিকে, একেবারে হতাশ হই না বা হইও না, বা কাহাকেও হইতে দিও না। যা যা খেলা আসিতেছে খেলিতে থাক,

কিন্তু এটি সদাই যেন মনে রাখিও যে দুই দিনের জন্ত; এ সব ছেড়ে যেতে হবে। এই সংসারের খেলাকে নিত্য চিরস্থায়ী মনে করিয়া যেন বদ্ধ না হও, এই ভাবে খেলা খেলিতে থাক কিন্তু মনকে সেই নিত্য-সখার পাদ পদ্মে রাখিয়া দাও। দুই দিনের জন্য যে সকল খেলার সাথী পুত্র, কন্যা, স্ত্রী, স্বামী রূপে মিলিয়াছে তাহাদিগকে পাইয়া সেই নিত্য আর বড় দয়াল প্রাণের সখা হরিকে ভুলিও না। যদি বল তা'কে কি করিয়া মনে করিতে হয় জানি না, তা এই যেমন তুমি আমাকে মনে কর। বল দেখি আহারে, নিদ্রাতে, চলিতে, বসিতে, উঠিতে এমন কোন সময় আছে যে সময়ে তুমি আমাকে মনে না কর। এই রকম তাঁকে। জগতে যত খেলা খেল কিন্তু তাঁকে মনে রাখ। আমাকে তুমি সদা ভাব বলে কি আর সংসারের কোন কার্য্য কর না? সেই রাঁধিতেছ, সেই খাইতেছ, সেই সব করিতেছ কিন্তু বল দেখি এমন কোন পলকটি যাইতেছে যে সময়ে তুমি আমাকে মনে না করিতেছ। আমার মত তাঁকে মনে রাখ তাহা হইলেই মায়া ফাঁস আর থাকবে না; নিশ্চিন্ত হবে।

তোমাদের—হর।

পঞ্চচত্বারিংশ পত্র।

প্রাণ প্রিয়তমে!

তুমি সত্যই আমার হিতৈষিণী, পরমানন্দদায়িনী আর সহধর্ম্মিণী। তোমরা কে আমি যেন চিনিতে পারি। হেঁয়ে, আমার মনোবাসনা পূরণ করিতে কে শিখাইল, কে বলিল এ হতভাগাকে দেবদুর্ল্লভ কৃষ্ণ প্রসাদ পাঠাইয়া দিতে, কে এ পতিতকে উঠাইতে উপদেশ করিল?

ধন্য তোমরা, সত্যই তোমরা মহাশক্তির অংশরূপিণী। যাহার উপর তোমরা করুণা কর তাহার আর এ ভয়ানক সংসার সমুদ্রে কোনই ভয় নাই; কিন্তু ভাই যখন কাহারও উপর অকৃপা করিয়া বিভীষিকাময়ী উগ্রমূর্ত্তি ধারণ কর তখন তাহার স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেও নিশ্চিন্ত হইবার স্থান নাই। তোমাদের উগ্রতেজে ঐ সকল হতভাগারা পতঙ্গের মত পুড়িয়া মরে। দেখ ভাই, অগ্নির তাপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছেলেগুলির পুষ্টি হয়, ঐ অগ্নি দূরে রাখিয়া তাহার তাপ অঙ্গে সেক নিলে শীত নিবারণ ও বিশেষ উপশম হয়; সেই অগ্নিতে ঘৃত মধু দান করিলে মহাপুণ্য হয়; কিন্তু ভাই যখন কোন মূর্খ অজ্ঞানতা বশতঃ এই সর্ব্বমঙ্গলময় অগ্নির সহিত বিরোধ করিতে যায় তবে তাহার দশা আর ভাবিতে হয় না, সে স্বয়ং অগ্নিতে পুড়িয়া ভষ্মীভূত হইয়া যায়। এসব কথা মনে করিতেও অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হয়। আশীর্ব্বাদ কর যেন কখন তোমাদের কোপ নয়নে পতিত না হই। আমি যেন সর্ব্বত্রই তোমাদের কৃপাপাত্র হইতে পারি। হেঁরে! লিখিয়াছ "আমি পত্র দিই আর না দিই" কেন এমন লিখিলে এক বার ভেবে দেখ দেখি। তোমরা অনেকে আনন্দিত হও সত্য, আর আমি একা—তাই বলে কি তোমাদের আনন্দ অপেক্ষা আমার অধিক হইল? যে একলা একটি আম বা অন্য কোন মিষ্ট দ্রব্য খায় আর যদি অনেকে সেইটি ভাগ করিয়া খায়—তাহা হইলে যে সম্পূর্ণটী খাইয়াছে তার বেশী আনন্দ হয় না ভাগীদের বেশী? দেখ আলোক রাশির মধ্যে একটি দীপ, আর অন্ধকারের মধ্যে একটি দীপ, বল দেখি কোন্‌টির বেশী দরকার? বল দেখি কোন্‌টির বেশী জ্যোতি? দিনের বেলা একটি আলো জাল আর নাই জাল রাত্রে চাইই চাই; কেমন সত্য কি না। তোমরা আছ আলোক রাশির মধ্যে, মা, বাপ, ভাই, ভগিনী, বন্ধু বান্ধব আর কত বল্‌ব? এত আলোর মধ্যে এ একটি

আলো না থাকিলেও তত ফাঁক ফাঁক লাগে না কিন্তু ভাই যাহার আন্ধার ঘরের একটি মাত্র আলো তাহার যদি সেইটির অভাব হয় তাহা হইলে বল দেখি সে কি করে? তাহার কত কষ্ট। কথাটি আজ ভুলে লিখিলাম দেখিও মনে কষ্ট কর না, দেখিও একলা বসিয়া কান্দিয়া ছেলেদিগকে কষ্ট বা অন্য কাহাকেও কষ্ট দিও না, দেখিও মাকে দেখিয়া মুখ শুকাইও না। তা' হলে তিনি বড় কষ্ট পা'বেন। পুত্রের জন্য মায়ের মন যে কি করে তা তুমি বেশ শিখিয়াছ। দেখ ভাই, পুত্র কোন একটি জিনিস ভাল বাসিলে মা যখনই সেই জিনিসটি দেখেন তখনই পুত্রকে মনে পড়ে। এই তো সামান্য দ্রব্যের কথা। তাহাতে আবার স্ত্রী,—স্ত্রী স্বামীর ভালবাসার জয়পতাকা। তাহাকে ভাল অবস্থাতে দেখিলেও মা যখন দূর দেশস্থ পুত্রের জন্য একেবারে আকুল হইয়া পড়েন তখন আবার তাহার মলিন অবস্থা দেখিলে তিনি কি আর বাঁচিতে পারেন? তিনি কি আর স্থির হইতে পারেন? তাই আমার কথা রাখ আমার মাকে সদাই সন্তুষ্টা রাখিতে কোন প্রকারে ত্রুটি করিও না। তাঁহাদিগকে সুখে রাখিলে তুমিও সদাই সুখে থাকিবে। দেখ আমিতো ছেলে বেলা হইতেই পাগল, কখন কি বলিয়া বসি সব কথা মনে রাখিও না। ভালগুলি মনে রাখিবে আর মন্দ গুলি ভুলিয়া যাইবে। দেখিও এই কথাটি ভুলিও না। পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতি গুরুজনকে প্রত্যক্ষ নররূপী দেবতা মনে করিবে, তাঁহারা আনন্দিত হইয়া তোমায় সমস্ত বর দান করিবেন। দেখ ভাই, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতি পঞ্চ পাণ্ডব যে শ্রীকৃষ্ণকে এত বশ করিয়াছিলেন, এ কোন তপের ফলে নয়, এ কোন যজ্ঞের ফলে নয় কেবল মাত্র মাতৃ ভক্তির দ্বারা কুন্তির বরে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছিলেন। কুন্তিই শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন আমার ছেলেদিগকে বনে বনে রক্ষা

করিও; কৃষ্ণও তাহাই করিতে বাধ্য। কার সাধ্য মাতৃবাক্য অবহেলা করে; আরও দেখ লক্ষ্মণ যে ১৪ বৎসর অনাহারে অনিদ্রায় ছিলেন, এ কেবল মাতৃ আজ্ঞার জোরে। এটি মনে মনে রাখা কর্ত্তব্য, মা যখন যাহা বলেন সে গুলি বেদবাক্যের মত সত্য ও ফলপ্রদ। পিতা মাতা কখনই মিথ্যা বলেন না। পিতা মাতা সাক্ষাৎ গুরু, সাক্ষাৎ দেবতা, এ কথাটি নিদ্রিত অবস্থাতেও ভুলিও না। প্রত্যহ প্রাতঃকালে উঠিয়া আমাদের ঘরে থাকিলে মাকে নিকটে যাইয়া প্রণাম করিবে, আর আপন পিতা মাতাকে উদ্দেশে প্রণাম করিবে। বাপের বাড়ী থাকিলে আপন পিতা মাতার চরণে প্রণাম করিবে আর মাকে উদ্দেশে প্রণাম করিবে। যখন কেহই নিকটে থাকিবে না, তখন উভয়কেই উদ্দেশে প্রণাম করিবে। দেখিও ভুলিও না, ইহাতে লজ্জা কি? লজ্জা করিয়া পাপের পথ পরিষ্কার করিও না। ঈশ্বরের নিকট আবার লজ্জা কি? যাহাদের পিতা মাতা নাই তাহারা উদ্দেশে আপন মা বাপকে প্রণাম করিবে, এই ত শাস্ত্র বচন।

তোমার—হর।

ষট্‌চত্বারিংশ পত্র।

প্রাণ প্রিয়তমে!

এবার বড় কষ্ট পাইতেছ। কি করিবে ভাই, হাত নাই; বিধাতা অদৃষ্টে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা খণ্ডন করিবার জীবের সাধ্য নাই। তাই বলি, যাহার উপর হাত নাই, তাহার জন্য অনর্থক দুঃখ করিও না। মনুষ্যের অবস্থা চিরস্থায়ী নয়, সুখ দুঃখ সময়কে পাইয়াই আসে, আবার সময়কে

পাইয়া যায়। অতএব এই অস্থির সুখ দুঃখে বিমোহিত না হইয়া সেই চিরকাল স্থির, সকল সময়েই এক রকম, নিত্য কৃষ্ণপাদপদ্মে মতি রাখ, তাঁহার নাম সদা স্মরণ রাখ, আর তাঁহাকেও মনে প্রাণে ডাক; তিনিই কেবলমাত্র দুঃখ দূর করিবার একমাত্র অধিকারী, তিনি তোমার কষ্ট নিবারণ করিবেন। আমি ত ভাই এই কথাটি অনেক দিন হইতেই তোমাকে বলিয়া রাখিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি সেই নিত্য চিন্তাময়ের চিন্তা ভুলিয়া এই দুই দিনের পাতান ভালবাসাতে মুগ্ধা হইয়া তাঁহাকে ভুলিয়া আমার চিন্তাতেই মগ্ন ছিলে ও আছ। এ সংসারের সম্বন্ধ সমস্তই অল্প-দিনের জন্য। দেখ ভাই, এ জন্মের পূর্ব্বে তুমি কতবার কত নূতন নূতন রূপে এ সংসারে আসিয়াছে। কখন তুমি পুরুষ, কখন স্ত্রী, কখন পশু, কখনও পক্ষী ইত্যাদি নানারূপে এ সংসারে আসিয়াছিলে, তখনও ত তোমার ঘর, পুত্র, কন্যা, স্ত্রী, স্বামী, মা, বাপ সকলই ছিল; কিন্তু দেখ, তাহারা এখন কোথায়? কই তুমি ত একবারও এখন তাহাদের জন্য ভাব না? দেখ ভাই, তখনও আজকার মত সুখের পাতান ভালবাসা ছিল, কিন্তু সময়ে তুমি সে সকলকে ভুলিয়া গিয়াছ, তেমনি আবার যখন এই আজকার পাতান সংসারও ত্যাগ করিবে, তখন আবার এই সমস্ত প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় বলিয়া যাহাদিগকে মনে করিতেছ, তাহাদিগকে একেবারে ভুলিয়া যাইবে। এ ছেলেদের খেলাশালের মত আজ এখানে পাতিতেছে, কাল আবার এখান হইতে উঠাইয়া লইয়া যাইতেছে। আজ আমাকে খেলী লইতেছে, কাল আমার সঙ্গে গণ্ডোগোল করিয়া তোমাকে খেলী করিতেছে। এ সংসারে আমরাও তাই করিতেছি। আজ আমি তোমার খেলী, কাল আবার তোমাকে ছাড়িয়া অন্য কাহারও হইতে পারি। তাই বলি ভাই, এই দুই চারি দিনের ভালবাসা পাইয়া সেই কৃষ্ণের নিত্য ভালবাসাকে ভুলিও না। দেখ ভাই, সকলের প্রাণের প্রাণ কৃষ্ণ,

সকল সময়ের খেলিবার সঙ্গী; যখন জীবসকল গর্ত্তে থাকে, তখন নিত্য সঙ্গী কৃষ্ণ, সেই ঘোর নরকের মত স্থান গর্ভেও তাহার সঙ্গে খেলেন। কখন হাঁসায়, কখনও নাচায়, ক্ষুধা পাইলে আহার, তৃষ্ণা পাইলে পানীয় দিয়া রক্ষা করেন। এখন বল দেখি ভাই, তাঁর চেয়ে আর কেহ কি তোমাকে অধিক ভালবাসিতে পারে—না কি অধিক ভালবাসে? তাই বলি প্রাণাধিকে সেই প্রাণের প্রাণ কৃষ্ণধনকে ভালবাস। তাঁহাকেই কেবল আপনার মনে কর? তিনি তোমার ও আমাদের সকলেরই মা বাপ, ভাই, বন্ধু ও স্বামী। তাঁহাকে ভালবাসিলে সকলেরই ভালবাসা হইল। এই কথা বলিলাম বলিয়া মনে করিও না আমি এই সংসারের সমস্ত আপনার জনকে ভালবাসিতে নিষেধ করিলাম। সকলেই আপন আপন বন্ধু বান্ধবকে প্রাণের সহিত ভালবাস কিন্তু মুগ্ধ হইও না। সদাই মনে রাখিবে যে ছাড়িয়া যাইতে হইবে। কেবল সেই রাধাগোবিন্দকে প্রাণ খুলিয়া ভালবাস, আর তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া যাও, তাহা হইলে তিনিও তোমাদিগকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিবেন, তিনিও তোমাদিগকে আপনার করিয়া লইবেন। সেখানে বিচ্ছেদ নাই, আর নিত্য নূতন; তাই বলি তোমরা তাঁহাকে ভালবাস।

তোমাদের—হর।

সপ্তচত্বারিংশ পত্র।

প্রাণ প্রিয়তমে!

আজকাল হয় ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছ, কেন না তোমাদের প্রাণাধিক কৃষ্ণ আজ তোমাদের কুঞ্জে নাই, অপর কোন অধিকা অনুগতার মন রক্ষা করিতেছেন, অপর কোন নবীনার প্রেমে পড়িয়া নূতন কুঞ্জে

বিহার মানসে তোমাদিগকে ভুলিয়া অন্য স্থানে গিয়াছেন। তা' কি করিবে ভাই, তিনি হলেন বহুবল্লভ, তাঁহাকে অনেকের মন রক্ষা করিতে হয়। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি যাবতীয় স্থাবর জঙ্গমাদির প্রাণাধিক; তবে ভাই, তোমরা একা চাহিলে পাইবে কেন? তোমরা যেমন তাঁ'কে চাও, তেমনি অপরাপর সকলেই তাঁহাকে চায়। আপনার স্বামীকে কোন্ পতিব্রতা সতী না চায়? ভাই, তিনি যে জগৎস্বামী, তাই বলি, অস্থির না হইয়া ধৈর্য্য ধর। তিনি চক্ষের অন্তর হইয়াছেন বলিয়া মনের অন্তর করিও না। সেই রাঙ্গা চরণ শয়নে স্বপনে মনে রাখিবে। সেই কালরূপ সর্ব্বদা হৃদয়ের ভূষণ করিয়া রাখিবে, সে সুধাময় নাম রসনায় জড়াইয়া রাখিবে, আর তাঁহার নানারূপ লীলা ধ্যান করিবে, তাহা হইলে তিনি কখনই তোমাদিগকে ভুলিতে পারিবেন না। যদি বল এ কথা সত্য নয়, কিন্তু ভাই, বিবেচনা করিয়া দেখ, রাস করিতে কৃষ্ণ যখন অন্তর্দ্ধান হন, তখন কৃষ্ণপ্রাণা গোপীগণ কৃষ্ণের বাল্যাদি লীলা স্মরণ করিয়াই কেবলমাত্র তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তোমরাও সেইরূপ কর, তোমরাও তাঁ'কে প্রাপ্ত হইবে। হায় আমার অদৃষ্ট! সেই সুশীতল কোমলাঙ্গ স্পর্শ করিয়া জীবন জুড়াইতে পাইলাম না, সেই নধর রূপরাশি নয়ন ভরিয়া দর্শন করিতে পাইলাম না, তোমার মত নির্জ্জনে বসিয়া প্রাণপতিকে প্রাণের কথা শুনাইতে পেলাম না। তোমরাই ধন্য! তোমাদের চক্ষু কর্ণ ধারণ সত্য ও সার্থক। তোমারা সেই কৃষ্ণকে দেখিয়াছ, মনের মত সাজাইয়াছ, ইচ্ছামত খাওয়াইয়াছ, আর আমি নরাধম না দেখিতে, না স্পর্শ করিতে পাইলাম। তোমাদের শ্যামকে বলিও যেন কিছু না করিলেও তোমাদের সঙ্গে আমাকেও কৃপা করেন। অনেক টাকার সঙ্গে একটী মেকী টাকাও অক্লেশে চলিয়া যাইবে। ধানের সঙ্গে আগড়াও সমান দরে বিক্রী হইয়া যায়। আমার ভরসা তোমরা।

ভাই, তোমার শ্যাম বিরহের উপর পত্রাদি না লিখিয়া অনর্থক যে কষ্ট দিয়াছি, ইহার জন্ত দুঃখ করিও না। তোমরা যাহার উপর রুষ্ট হও, তাহার আর শান্তি নাই; রাবণ তাহার প্রমাণ, দুর্য্যোধন তাহার প্রমাণ। তাই বলি, তোমরা এ সংসারে যতরূপ আছ, যেন কেহই আমার প্রতি কোপ না করেন। তোমরা স্ত্রী কোমল প্রাণ, আর পুরুষ শুষ্ক কাষ্ঠ। যাহা হউক আমার শরীর ও জীবন সম্বন্ধে পূর্ব্বে তোমাকে লিখিয়াছি, এখন নূতন খবর কিছুই নাই; তবে এই পর্য্যন্ত এখন বেশ সুস্থ ও সবল হইয়াছি, প্রাণের ভিতর কোন প্রকার অশান্তি নাই; যেন নূতন মানুষ নূতন রাজ্যে আসিয়াছি, নিতান্ত শিশুর মত হইয়াছি। কৃষ্ণ কৃপাতে—আমার এই নব ভাব, নূতন রূপ, নূতন দেহ তোমাদের কৃপাতে আমার সবই নূতন, এই নূতন দেহে যেন নব অনুরাগ বৃদ্ধি হয় এইমাত্র প্রার্থনা।

তোমাদের আদরের—হর।

অষ্টচত্বারিংশ পত্র।

প্রিয়তমে!

তোমার পত্রখানি প্রাপ্ত হইলাম কিন্তু ভাই, এবার ভয়ানক বিভীষিকাময়। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে প্রাণশীতলকর রূপে আসিত এবার তা নয়। এবারের মূর্ত্তি কার্ত্তিক মাসের মহা অমাবস্যা নিশার মত উগ্রচণ্ডা। ভাই, একটি গোপনীয় কথা যাহা কখন প্রকাশ করিব না মনে করিয়াছিলাম কিন্তু না বলিয়া থাকা উচিত নয় মনে করিয়া বলিতেছি মন দিয়া শুন; আমি দেহে পুরুষ কঠিন, কিন্তু সত্য সত্যই বিধাতা অন্তরের যাবতীয় ভাব প্রকৃত রমণীর মত গঠিয়াছেন। আমি সামান্ত বিপদেই অপার সমুদ্র

মনে করি ও অধীর হইয়া পড়ি, অন্যের গুলিতেও ততোধিক হয়। আমি আমার জন্য অতি অল্প ভাবি, অন্যের ভাবনা আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। তাই যেখানে দুঃখের কথা হয়, সে স্থানে কদাচ যাই না; কাহারও কান্না সহ্য করিতে পারি না, এ বিষয়ে তোমাকে অধিক বলিবার দরকার নাই, কেন না তুমি বেশ জান। ভাই, এ সংসার মধ্যে কষ্ট ভুলা একটি অমূল্য রত্ন, যাহারা ভুলিতে শিখিয়াছে তাহারা সংসার জয় করিয়াছে। এক পক্ষে ভুলা যেমন একটি মহা রত্ন অপর পক্ষে মনে রাখা তেমনি একটি অমূল্য নিধি। তাই বলি, ভুলিতেও শিখ, আর মনে রাখিতেও শিখ। বুঝিতে পারিয়াছ কি? বোধ হয় মনে করিবে, কি ভুলিব আর কিবা মনে রাখিব? তাই বলি শুন। অপরে যখন তোমাকে অপমান করিবে, তাড়না করিবে, মারিবে, তজ্জন্য যে মনের কষ্ট সেইটি ভুলা, আর তুমি যখন স্বয়ং অন্য কাহারও মনে কষ্ট দিবে সেইটি চিরকাল মনে রাখা এবং তজ্জন্য দুঃখিত হওয়া এই দুইটিই অগাধ সমুদ্রে মহা রত্ন। যাহারা শিখিয়াছে তাহারা সব বশ করিয়াছে। দেখ ভাই, একটি মরমের কথা শুন—যে দিন শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, সেই দিন শ্রীমতী, সখী সকলের সহিত বিলাপ, কত প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। সখীদিগকে বলিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ দুষ্ট, শ্রীকৃষ্ণ প্রতারক, উহার সহিত আর কথা কহিব না, কাল দ্রব্য দেখিব না—উহার নাম পর্য্যন্ত শুনিব না, যদি অন্য কেহ করে তাহার মুখ দেখিব না। পরদিন শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া সখীদের নিকট মিনতি স্বীকার করিতেছেন, কত দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু সখীরা কৃষ্ণে আসিতে দিতেছেন না, তখন পরাদেবী প্যারীজি সখীদিগকে ডাকিয়া শুধাইলেন,—হে সখি! প্রাণাধিক কৃষ্ণকে তোমরা অমন করিতেছ কেন? তখন সখীরা বলিল 'ও দুষ্ট, কাল তোমাকে বড় কষ্ট দিয়াছে, তাই আমরা উহার সহিত আর আলাপ

করিব না। তখন শ্রীমতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, কই সখি, আমার মনে হয় না। যে কৃষ্ণ জগতকে আনন্দ দিতেছেন, তিনি আমাকে কষ্ট দিবেন, এ বড় অসম্ভব। সখি! কৃষ্ণকে আমি বরং কত কষ্ট দিয়াছি, হয় ত তিনি আমার জন্য কত কষ্ট পেয়েছেন, ধিক্ আমাকে! এইরূপ কত বিলাপ করেন। তাই ত তিনি সেই অধরচাঁদকে বশ করিয়াছেন বল দেখি, এমন না হলে কি পরাঠাকুরাণী হইতে পারিতেন? তাই বলি এই দুইটিই রত্ন। হে ভাই, যদি কেহ আম ভালবাসে, আর যদি কখন আমের ডালে গা চিরিয়া যায়, তাহা হইলে কি কেহ কখন গাছটি কাটিয়া ফেলে? যদি সত্যই গাছটি কাটে তাহা হইলে বুঝা যায় আমে তার তত প্রীতি নাই। যে আম ভালবাসে তাহার গাছকে আম অপেক্ষা বেশী ভালবাসা চাই। কেন না গাছ মনের মত আম প্রসব করে। হ্যাঁরে তুমি কি জান না, আমি যে ঐ বৃক্ষের একটি মাত্র ফল। যদি আমি বৃক্ষ ছাড়ি, তবে বৃক্ষের কোনই ক্ষতি নাই। বৃক্ষ হইতে ফল ছিঁড়িয়া পড়িলে বৃক্ষটি মরিয়া যায় না, ফলটি শুকাইয়া যায়। যদি ভালবাসিয়া কোন বৃক্ষ হইতে ফল লইয়া সোনার সিংহাসনে রাখিয়া দেয়, তাহা হইলেও দিন দিন শুকাইয়া যায়। তাই বলিলাম আমাকে যদি সত্য সত্যই ভালবাস, তাহা হইলে আমি যে বৃক্ষের একটি সামান্য তুচ্ছ ফল মাত্র, সে বৃক্ষটিকে অধিক ভালবাসিবে, প্রাণ ভরিয়া ভক্তি করিবে, তবে তোমার আমাকে ভালবাসা প্রমাণ হইবে। তবে ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন। যাহার লক্ষ ভাবনা, দিনান্তে সমস্তগুলির বিষয় ভাবিয়া শেষ করিতে পারে না, তাহাকে আবার একটি ভাবিবার নূতন পথ দেখিয়ে দিতে হয়? একটি মানুষ মরণদশায় পতিত দেখিয়া কেহ কি তাহার গলা টিপিয়া দেয়? আমি ভাই সর্ব্বদা চিন্তা সমুদ্রে বাস করিতেছি, তার উপর মাঝে মাঝে প্রবল ঝড় ডেকে আনা কি ভাল? যাহা হউক ভাই

আমার কথা শুন, হাঁসিতে শিখ, হাঁসাইতে শিখ, তবে দুঃখের সংসারে কিছু সুখ পাইবে। সংসারে একেই ত সুখ নাই, তার উপর সর্ব্বদা কাঁদিয়া কেন দুঃখ বৃদ্ধি কর? ঘোর অন্ধকার তাহার উপর আবার চক্ষু বুজা কেন? চাল সহজেই চিবান যায় না, তাহার উপর তেঁতুল খাইয়া দাঁত টকান কেন?

তোমার—হরনাথ।

একোনপঞ্চাশত্তম পত্র।

প্রাণ প্রিয়তমে!

ভাই, আমাদের রাঙ্গা গাও নয় আর হলুদও নাই, তাই ত উল্টা রথে আসিলাম। তোমরা সোজা রথও দেখিয়াছ, আবার কাল উল্টা রথও দেখিবে। তোমাদের রথে নব জলধর শ্যাম সুন্দর, কিন্তু এ হতভাগার রথ শূন্য। কত রকমে রথখানি সাজাইয়া রাখিয়াছি, কিন্তু নব নীরদের দর্শন নাই। তিনি এই মহাপাতকের রথে আসিবেন কেন? প্রাণাধিকে! বলিয়া দাও, কি করিলে আমার রথখানি তোমাদের মত হয়? কি প্রকার সাধন করিলে এই কঠিন শুষ্ক রথখানি তোমাদের মত সরস ও কোমল হয়? বল বল, তাহা হইলে তোমাদের মত আমার এই রথখানিও সেই প্রাণবল্লভের শ্রীচরণ স্পর্শ করিতে পারে। আমার দুঃখ নিবারণ করিতে চেষ্টা করা তোমাদের কর্ত্তব্য; কেননা, তোমরা আপনার জন, তোমরা না করিলে আর কে করিবে? তাই বলি, কৃপা করিয়া উপায়টি বলিয়া দাও, আমার দুঃখ দূর কর। প্রাণবন্ধুকে না পাইলে জীবন নিস্ফল, জল-হীন সরোবরের মত কোন কার্য্যেরই হয় না। যাঁহারা তাঁকে এক পলকের জন্যও পাইয়াছেন, তাঁহারা ব্রহ্মার ব্রহ্মত্বকেও তুচ্ছ মনে করিয়া-

ছেন, স্বর্গের রাজত্বও তাঁরা তাচ্ছিল্য করিয়াছেন। বল দেখি ভাই, এমন প্রাণ বঁধূর দেখা কখন কি পাব? না জীবন এমনই বৃথা যাবে? তাঁহার সাধন করিব মনে করিয়া সংসারেও মিশিলাম না, কত লোককে কাঁদাইলাম, মাকে সদাই চিন্তাতে কাতর করিলাম, তত্রাচ উপায় শূন্য হইয়া হতাশ হইয়া পড়িতেছি। দিন দিন কোথায় উন্নতি হইবে—ক্রমেই অবনতি, ক্রমেই অধঃপতন, তাই তোমাদের নিকট উপায় জানিতে চাই। তোমরা ভিন্ন আমার উপায় নাই, তোমরা কৃপা করিয়া আমাকে শিক্ষা দাও, তোমাদের বলে আমি জীবন সফল করিয়া লই। কি করিলে তোমাদের মত সরল হওয়া যায়, কি করিলে তোমাদের মত কোমল হওয়া যায়, কৃপা করিয়া বলিয়া দাও। তুমি আমাকে ভালবাস না, কিন্তু আমি যে ভালবাসি ইহার কারণ শুনবে? দেখ ভাই আমাতে গুণের লেশ মাত্র নাই, দোষেই পরিপূর্ণ; আর প্রাণাধিকে, তুমি আমার সর্ব্ব-গুণের গুণময়ী। যে ফুলের মধু নাই, সে ফুলের গন্ধও নাই, এই জন্য সে ফুল কেহ চায় না এবং পূজা প্রভৃতি কোনই কার্য্যে লাগে না; কিন্তু ভাই, যে ফুলে মধুভরা সকলেই তাহাকে ভালবাসে ও পাইতে চায়। মনুষ্য মধ্যেও ঠিক তাই; যাহার গুণ আছে, তাহাকে সকলে ভালবাসে এবং সকলেই চায়। এখন বোধ হয় তোমার বুঝিতে বাকি রহিল না, কেন তোমাকে আমি এত ভালবাসি। রূপে পশু, আর গুণে দেবতাগণ মুগ্ধ হয়। রূপে মুগ্ধ হওয়ার ফল পদে পদে বিপদ, আর গুণে মুগ্ধ হওয়ার ফল অনন্ত সুখ, অনন্ত আরাম। যাহারা রূপে মুগ্ধ হয় তাহারাই বদ্ধ জীব। ভাই, জীবের গুণই রূপ। যার গুণ আছে, তার মত রূপবান বা রূপবতী আর এ জগতে নাই। এইটি একটি সূক্ষ্ম কথায় বলিয়া রাখি—সদাই মনে রাখিও, সদাই ধ্যান করিও। দেখ, কৃষ্ণের রূপের বশ চন্দ্রাবলী, আর গুণের বশ শ্রীমতী রাধিকা; এখন বুঝলে প্রভেদ

কত? যাক্ এ কথাটি আর অধিক না বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। যার যেমন মত তিনি সেই রকম করিবেন। তবে এই পর্য্যন্ত বলি, রূপে বাড়ায় লালসা—আর গুণে বৃদ্ধি করে রতি-প্রেম। এখন আমি ধান ভান্‌তে শিবের গীত এনেছি। তোমরাও হয়ত পাগল মনে করিতেছ। এখন এইটি প্রার্থনা, আমার অপরাধ ভুলিয়া যাও, আর আমাকে ক্ষমা কর।

তোমাদেরই—আমি।

পঞ্চাশত্তম পত্র।

প্রাণ প্রিয়তমে!

তুমি যদি সত্য বল তবে মিথ্যা বৃথা কষ্ট এবং আমিও সন্তুষ্ট। যাক্ ও সব ছেড়ে দাও, আজ অনেক দিন পরে আবার দেখা দিলাম, বোধ হয় ভুলিয়াছি। পেরেছ কি? ভোলাই মজা, ভোলাই সুখ। লোকে বলে শুন নাই,—মরিলে হায় বাঁচি। কেন বলে জান? মরিলেই সব ভুলিয়া যায়, কিছুই আর মনে থাকে না। মান, অপমান, সুখ, দুঃখ, আপন পর বড় মজা, তাই সুধাইলাম পারিয়াছ কি? ভোলাতে মজা আছে, তাই শিব সর্ব্ব দেবতা অপেক্ষা মজাতে আছেন; তাই বলি ভুলিয়া যাও। তোমাদিগকে বলি ভুলিয়া যাও কিন্তু আমি নিজে অসামাল। ভুলি ভুলি মনে করি, কিন্তু কোন প্রকারে ভুলিতে পারি না। ইহাতে আশ্চর্য্য হইও না। কেন না, একখণ্ড মৃত্তিকা যতই কঠিন হ'ক না কেন, জলে গুলা যায় ও মিশান যায়। তা' আমরা হ'লাম লোহা, কিন্তু প্রাণাধিকে, তোমরা মাটী; তোমরা অক্লেশে পারিবে কিন্তু আমরা অনেক চেষ্টা করিলেও নয়। পুরুষে আর নারীতে এই তফাৎ। যাক্, আর মেয়ে মরদে

গণ্ডগোল বাধানতে কাজ নাই। দেখ ভাই, যদি কেহ পাপ করে আর অন্যে সেই পাপের কথা কয়, তাহা হইলে যাহারা কথা কয় তাহারাও পাপী হয়, কেন বল দেখি? ধ্রুব কি প্রহ্লাদের কথা শুনিলে পুণ্য হয় কেন বল দেখি? সাবিত্রীর কথা শুনিলে পাপ দূর হয় কেন বল দেখি? কেন না, তাঁহারা সর্ব্বদাই পবিত্র, তাঁহাদের কর্ম্মও পবিত্র, এই জন্য তাঁহাদের কথা শুনিলেই তাঁহাদের অনেক কর্ম্ম করা হইল কিনা? তাহা না হইলে ধর্ম্মসঞ্চার হইল কেন? তাহা না হইলে পবিত্র হইল কেন? তাই বলে, নিন্দুকে সাধু শোধন করে। কেন না, নিন্দা করিয়া সমস্ত পাপ সাধু-শরীর হইতে টানিয়া লয় ও আপনারা পাপী হয়, আর সাধু পবিত্র হইয়া যায়। তাই বলি ভাই, কখনও কাহারও পাপের কথা কহিও না, মনে মনে চিন্তা ও করিও না। বরং কেহ পাপ করিলে তাহার যদি কিছু ভাল দেখিতে পাও, সেই ভালটিরই কথা কহিবে, ভালটিই মনে মনে চিন্তা করিবে, তাহা হইলে তোমরা পবিত্রা হইবে, তোমরা পরম পবিত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া হইতে পারিবে এবং দিন দিন সংসারে সুখী হইতে পারিবে। যাহারা পরের ছিদ্র দেখিয়া বেড়ায়, কি মনে মনে স্মরণ করে কৃষ্ণ কখনই তাহাদিগকে আপন পরিবারে নেন না। তাই বলি, যদি কৃষ্ণপরিবারে হইতে চাও, পরের পাপের কথা কখনই মনে করিও না বরং নিজের দোষ সর্ব্বদা দেখিয়া বেড়াইবে। ধর্ম্ম সঞ্চয়ের এইটিই সহজ উপায়। কেবল পূজা, পাঠ কি তীর্থ দর্শন করিলেই ধর্ম্ম হয় না, দান করিলেই ধর্ম্ম হয় না। দেখ না যদি কেহ কিছু তোমার নিকট মাগে আর তুমিও তাহাকে দাও, কিন্তু মনে মনে কর বেটা কি সাধু, রাত হইলেই চুরি করিবে আর দিনে সাধু, তবে তোমার দানে কি ফল হইল? দেওয়া হইতে না দেওয়াই আচ্ছা ছিল। খেপার মত বকিতেছি শুনিয়া হাঁসিও না, তবে প্রার্থনা, একবার কষ্ট হইবে, কিন্তু যদি একবার

দেখ, যদি একবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, কি সুখ, কি আনন্দ; আর ছাড়িতে ইচ্ছা হইবে না, তখন বুঝিবে কি মজা। আর একদিন মানুষ বুঝিতে পারে কিন্তু তখন আর উপায় নাই; সে দিন হস্ত পদ, নয়ন, কর্ণ সমস্তই থাকে কিন্তু কার্য্য করে না, যে দিন মনুষ্য মধ্য স্থলে দাঁড়ায়, এক দিকে মা, বাপ, ভাই, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি সব আপনার মায়া মমতার ঘর বাড়ী প্রভৃতি এবং অন্য দিকে যমদূত ভীষণ মূর্ত্তি কর্কশ-স্বর লইয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত—সেই দিন; কিন্তু ভাই, সে দিন আর হাত নাই সমস্তই অচল; তাই বলি, সে ভয়ানক দিন। কাহার কবে আসিবে কিন্তু আসিবে নিশ্চয়, না আসিতে আসিতে চেষ্টা কর। আপন পরিবারে মুগ্ধ না থাকিয়া সেই আপনার ধন কৃষ্ণ রত্নে মন দাও, সুখ পাইবে।

তোমার—হরনাথ।

একপঞ্চাশত্তম পত্র।

প্রাণ প্রিয়তমে!

তাই ত তোমাকে এত ভালবাসি। মনে মনে যাহা ভাবি তখনই তুমি তাহাই কর, মনে যাহা বলিতে বলি, কথাতে তুমি তাহাই বল। কৃষ্ণ আরও তোমার মনে আমার মনে এক করুন্। ভাই, দুয়ে এক না হইলে সে খানে যাইবার অধিকার নাই। একক কেহ কখন যাইতে পায় না। এ কথা শুনিয়া হয় ত তুমি মনে করিবে, তবে যাহারা কখন বিবাহ করে নাই, যাহারা জন্মাবধি একক, তাহারা যাইতে পাইবে না, চেষ্টা করিলেও তাহারা যাইতে পাইবে না; কিন্তু ভাই, তা নয়। তবে প্রভেদ এই—সহজ আর কষ্টকর। একক যাইতে হইলে অনেক সাধন, অনেক তপস্যা অনেক ভজন-বল দরকার হয়, আর দুয়ে এক হইলে অতি সহজ।

তোমরা শুনিয়াছ অগস্ত্য প্রভৃতি মহা মহা ঋষিগণ যে আশ্রমে বাস করিতেন, সে আশ্রমের বৃক্ষগণ সব কল্পবৃক্ষ ছিল: আম গাছে আম, কাঁটাল প্রভৃতি সমস্ত ফলই ফলিত। ঐ ঋষিগণ যে বৃক্ষের নিকট যে ফল ভিক্ষা করিতেন, সেই সেই ফলই প্রাপ্ত হইতেন; এ সব উগ্র তপের ফলে, কিন্তু আজকাল অনেকেই দেখিয়া থাকিবে, না হয় শুনিয়া থাকিবে যে, কলম বাঁধিলে এক বৃক্ষে নানা রকম ফুল ফুটিতেছে। এক বৃক্ষের একধারে এক রকম, অন্যধারে অন্য রকম ফল ফলিতেছে। দেখ দু'টিতে তফাৎ একটি কত কষ্টকর, অন্যটি কত সহজ। সেইরূপ যাহারা একক তাহারা বহু কষ্টে আপনাকে দুই ভাগ করিয়া পরস্পর ভালবাসিতে শিখিবে। এখন দেখ এক প্রাণকে দুই ভাগ করা কত কষ্ট? তাহাতে আরও কঠিন, ঐ দুই—একটি ভাগ পুরুষ অন্যটিকে প্রকৃতি করিতে হইবে; এখন বল দেখি কত কঠিন? কিন্তু যাহারা এক না হইয়া ভাগ্যবশতঃ দুই হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে কত সহজ? কত শীঘ্র তাহারা নিত্যধামে যাইতে পারে, কত শীঘ্র কৃষ্ণের কৃপা পাইতে পারে। এখানে তোমাদের মনে হইতে পারে, তবে ত যাহারা বিবাহ করিয়াছে তাহারাই কৃষ্ণ পাইবে, কিন্তু ভাই তাহা নয়। বিবাহ করিয়া যুগল হইয়াছে বটে, কিন্তু কই যুগল এক ত হয় নাই, যুগল যুগলই আছে। এই যুগল এক না হইলে যাইতে পায় না। এখন বোধ হয় মনে করিবে দুয়ে এক কি করিলে হয়? এইটিই সাধন, এইটিই ভজন। দুয়ে এক হইতে হইলে পরস্পর পরস্পকে প্রাণ খুলিয়া ভাল বাসিতে হইবে, স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে, কপটতা ছাড়িয়া সরল হইতে হইবে, পরস্পর পরস্পরকে সদাই ভাবনা করিতে হইবে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণপতি রাধাকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া মিলনের জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে। এই প্রকার অভ্যাস করিতে করিতে প্রাণের ভিতর এক অপূর্ব্ব

আনন্দ উদয় হইবে। সে সময় কি হইবে, তা' লেখা কাহারও সাধ্য নাই। সে ভোগের জিনিস, সে অনুভবের জিনিস, সে লিখিবার কহিবার জিনিস নয়। যাহারা ভাগ্যবান্, কৃষ্ণ যাহাদের উপর মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন, তাহারাই জানে। চণ্ডিদাস ও রজকিনী মিলিয়াছিলেন, তাঁহারা বুঝিয়াছেন। জয়দেব পদ্মাবতী মিলিয়াছিলেন, তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন। কত শত এমন এই সংসারে আছেন তাহার ঠিক করিবার কাহারও সাধ্য নাই। কেন না তোমরা ত জান, "দেবের শকতি নাই বৈষ্ণব চিনিতে" তবে যাহারা সেই ঘরের, সেই পরিবারের তাহারা চিনিতে পারে, তাহারা দেখিতে পায়, অন্যের অসাধ্য। দেখ না হাটতলায় কেহ কি তোমাদিগকে চিনিতে পারে? তাহারা ত নিকটে রহিয়াছে, তবু চিনিবার ক্ষমতা নাই, কিন্তু দেখ আমি এত দূরে রহিয়াছি, তত্রাচ আমি তোমাদিগকে চিনিতে পারি, কেননা আমি তোমাদের ঘরের। কৃষ্ণ পরিবারেও এই নিয়ম; যে সেই পরিবারের একজন হইতে পারিয়াছে সেই সকলকে চিনিতে পারিয়াছে। যেমন নূতন বধূ আসিয়া পরিবারের সকলকে চিনিয়া লয়। জানি না, কৃষ্ণ আমাদিগকে তাঁহার পরিবার মধ্যে গণ্য করিবেন কি না? সে সুখ আমরা পাইব কি না? ভাই, কাণ, খাঁদা কি রোগগ্রস্তা কোন কন্যাকে কেহ সম্বন্ধ করিতে চাহে না, তেমনি পাপী, কপট, স্বার্থপর, বিমুখ ও অবিশ্বাসীকে কৃষ্ণ আপন পরিবার মধ্যে স্থান দেন না। তোমরা চেষ্টা করিয়া সাদা কাচের মত স্বচ্ছ, ধ্রুবের মত বিশ্বাসী হও, কৃষ্ণ আমাদিগকে আপনার করিয়া লইবেন। মন আমাদের পবিত্র নির্ম্মল হউক, মন আমাদের সরল হউক, মন আমাদের নিজের দুঃখের মত অন্যের দুঃখকে দেখিতে শিখুক। আমাদের মনের পরিধেয় বস্ত্র কৃষ্ণ হরণ করুন, আমাদিগকে সোজা পথে লয়ে চলুন।

তোমার—হর।

দ্বিপঞ্চাশত্তম পত্র।

প্রাণ প্রিয়তমে !

আমার গায়ে তোমার একখানি পত্র ও তোমার গায়ে আমারও একখানি পত্র আছে, এই নিয়ে লড়াই হইতেছে। তুমি মনে করিতেছ তুমি জবাব পাও, আমি মনে করিতেছি আমি জবাব পাই, এই বিবাদেই পত্র লিখিতে দেরি। অদ্য আমিই হার মানিলাম, তোমাদের জয় চিরকালই, আমরা চিরদিন পরাজিত হইয়া তোমাদের দাসত্ব করিতেছি। তোমাদের জয় বেদের লিখন, কার সাধ্য খণ্ডন করে ? কৃষ্ণ যিনি বেদের বেদ, ঈশ্বরের ঈশ্বর, তিনি স্বয়ং হারিয়া জগতকে দেখাইয়া গেছেন। তাঁর হার কেবল মাত্র লোক শিক্ষা দিবার জন্য। "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখান্"। তাই বলি, তোমাদের জয় চিরদিন বাঁধা আছে ও থাকিবে। তুলসীর মত তোমাদের কেহ ছোট বড় নাই, তোমরা সবাই সমান, সবাই এক। "মোষের শিং বাঁকা যুঝবার বেলা একা"। তোমরাই তোমাদের গুণ ও মমতা জান, আর যাকে জানাও সেই জানে। আমাকে যে অগাধ সমুদ্রে ডুবাইয়াছ, জানিনা কেমন করে উঠিব। সদাই ভয়, পাছে তলিয়ে যাই। এমন কষ্ট জানিলে না হয় ঝাঁপ দিতাম না। আগুণে মানুষ পুড়ে, আগুণ নিভে যায় কিন্তু জালা যন্ত্রণা থাকিয়া যায়। মানুষ চলে যায় কিন্তু স্মৃতি কেবল যাতনা দেয়। যদি মানুষের সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্মৃতিটুকুও চলিয়া যাইত, তবে কোনই কষ্ট থাকিত না। প্রতিমা বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে সকল দুঃখ নিভিয়া যাইত। স্মৃতিই কষ্টের মূল। কোথায় তুমি, কোথায় আমি কিন্তু পোড়া স্মৃতিটুকু মনের ভিতর থাকিয়া সদাই যাতনা দিতেছে। নিকটে থাকাতে তবু তুমি বাহিরে ছিলে, কিন্তু যেমন দূরে আসিয়াছি, অমনি তুমি সমুদয় হৃদয়টুকু অধিকার করে ফেলেছ, এই রূপটিই শ্রীগৌরাঙ্গ রূপ। অন্তরে রাধা,

বাহিরে কৃষ্ণ। অন্তরে প্রকৃতি, বাহিরে পুরুষ। রাধা বিরহে কাতর হইয়াই কৃষ্ণ আমার গৌর হয়েছিলেন। এই কারণেই গৌরের চক্ষে সদাই জল। যাহা হউক আর ভয় দেখাইও না। একে সমুদ্র অগাধ অসীম, তাহার উপর আর তুফান তুলো না; স্থির হও, স্থির কর, কিছু-ক্ষণ বিশ্রাম করিতে দাও। আর কিছু লিখিব না, মনে বুঝে আমাকে অভয় দিও।

তোমার পত্রখানি বেশ নরম গরম, কোথাও নাচায় কোথাও কাঁদায়। কাল দেখিলাম তোমার হঠাৎ কেমন এক বিপদ হইয়াছে, তোমার শরীরও ভাল নয়, যাহা হউক তুমি কেমন আছ বিশেষ করিয়া লিখিবে। মা যাইয়া সংসারে বার আনা বন্ধন ছিঁড়িয়াছেন, যাহা কিছু বাকী আছে, ইচ্ছা হয় ছিঁড়ে দাও আমিও নিশ্চিন্ত হই। যখন সেই আনন্দময়ী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপিনী মা চলে গেছেন, তখন তার পেছু শান্তি সুখ সব চলে গেছে, এখন শূন্য ঘর, এ ঘরে আর ভরাভর কি? যাহা হউক যতদিন চলে বেশ আনন্দে ও সুখে চল, কোন রকমে অধিক কাতর হইও না। য'দিন যায় সুখে কাটাইতে চেষ্টা কর, কোন রকমে মন খারাপ করিও না। সামান্য সামান্য কষ্টে ও বিপদে কাতর হইও না। বিপদও যার, সম্পদও সেই এক কৃষ্ণের ইচ্ছা, তবে আর ভয় কেন? কোন রকমে কাতর হইও না এ সংসারটি চিরদিন থাকিবার জন্য নয়, আজ আছি কাল হয়তো চলে যেতে হবে, তবে কেন লোকের সঙ্গে মিথ্যা বিবাদ করিয়া মরি? সকলকে আপনার জন ভেবে সুখে কাল কাটাইতে চেষ্টা করা উচিত। যে যত এই মিথ্যা সংসার ও সংসারের জিনিসকে আপনার আপনার করিবে, যাবার সময় তারই বেশী কষ্ট হইবে। তাই বলি, একটু ভূলে থাকা সকল রকমেই ভাল ও উচিত। তুমিও সেই রকম চেষ্টা করিবে, মিথ্যা কারণে মন খারাপ করিও না। অনেক পাপ করে সংসারে এসে এত

কষ্ট পাইতেছি, আবার কেন এমন কাজ করে যাই, যাহাতে আবার কষ্ট পাইতে হইবে। এখন একমাত্র সেই করুণাময় কৃষ্ণের উপর নির্ভর করিয়া আনন্দে কাল কাটাও। কৃষ্ণ বই আপনার বল্‌তে আর কেউ নাই, প্রাণ মন দিয়া তাঁ'কেই ভালবাস। এ দুদিনের সম্পর্কে মজিয়া ভুলে থেকো না। কৃষ্ণকে ভুলিলেই পদে পদে বিপদ, চক্ষের সামনে দেখিতেছি রোজ রোজ কত লোক আপনার জন ছেড়ে চলে যাচ্ছে, একবার চলে গেলে আর কেউ কাহারও জন্যে ভাবেনা, তখন সব ভুলে যায়। দিন দিন দেখেও যে আমরা বুঝি না, এইটিই মায়া—মহা অন্ধকার। কাহারও জন্যে ভাবিও না, সবাই আপনার কাজ নিয়ে এসেছে, কাজ করে চলে যাবে, কেউ কারো জন্য দাঁড়ায় না। সকল সময়ের সাথী কেবল সেই কৃষ্ণ, আমরা ভুল্‌লেও তিনি ভুলেন না। এমন দয়াময়কে ছেড়ে আর কা'কে ভালবাসিবে? কোনও চিন্তা করিও না। নিশ্চিন্ত মনে ইষ্ট চিন্তা কর। আজ কাল শ্যামের ফুলের মালা হইতেছে কি না? শ্যামের ভোগের জন্য আজকাল দু'একটি পাকা আম পাইতেছ কি না? আমার ইচ্ছা হইতেছে একবার দৌড়ে দেখে আসি। নূতন বাগানের আম গিরীশের মাকে বেশ করে খাওয়াইবে, তাহা হইলেই মা সন্তুষ্ট হইবেন। সে দিন আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি, মা আমাকে বলে গেছেন। ভুলিও না তাকে যত্ন করিও। স্বপ্ন বলিয়া যেন মিথ্যা মনে কর না। মা মরেন নাই সদাই নিকটে রহিয়াছেন। আজকাল শ্যামের সেবার অনেক পাট, তাই আর বিরক্ত করিব না, চলিলাম। মনে রাখিও ভুলে থেকো না। তাই বলি, আমার জন্য ভেব না আমি ভাল আছি।

তোমার—হরনাথ।

ত্রিপঞ্চাশত্তম পত্র।

প্রাণ প্রিয়তমে!

তোমার পত্র খানি পাইলাম, আজকাল শ্যাম নিয়ে সুখে আছ শুনে বড়ই আনন্দিত হইলাম। এমনি করে শ্যামকে বারমাস রাখিতে পারিলে ত আর কোন কষ্ট থাকিবে না, সকল জ্বালা যন্ত্রণা ভূলে যেতে পারিবে। তবে কেন শ্যামকে নিজের করে নিতে চেষ্টা কর না? শ্যাম সকলেরই, যে শ্যামকে চায়, শ্যামও তাকে চায়। তাই বলি, শ্যামকে নিজের করে নিতে চেষ্টা কর। শ্যাম নিজের হলে, তাকে যখন যা বলিবে, তখনি তাই শুনিবে। মানুষকে ভালবেসে কত কষ্ট তাত বেশ বুঝ্তে পাচ্ছ? তোমাকে এ কথাটি বেশী করে বুঝিয়ে দিতে হবে না; তাই বলি প্রাণপ্রিয়ে, মানুষকে ভুলে যাও, আর শ্যামকে ভালবাস। মন প্রাণ দিয়া তাকে ভালবাস, সেও তোমায় মন প্রাণ দিয়ে ভাল-বাসিবে। বার মাস নিকটেই থেকে কত রকম সোহাগ ও আদর যত্ন করিবে। শ্যামের মত ভালবাসিতে আর কে জানে? যিনি ভাল-বাসা দেখাবার জন্য গোলোক ছেড়ে মানুষের মধ্যে মানুষ হইয়া আসেন ও ভালবাসিয়া যান এবং ভালবাসা শিখাইয়া যান, বল দেখি, সে কত ভাল বাসিতে জানে? তা ছাড়া তার ভালবাসার আর একটি গুণ যে, সে ভালবাসা দুদিনের নয়, সে ভালবাসা আজ আছে কাল নাই এমন নয়, সে ভালবাসা চিরদিনের ও নিত্য নূতন। সে ভালবাসা মানুষের ভালবাসার মত কখন পুরাতন হয় না। তাই আমার ইচ্ছা মানুষের ভালবাসা ভুলিয়া যাও, শ্যামের ভালবাসা শিক্ষা কর। শ্যাম এত ভাল-বাসিতে জানে যে বালবাসা দেখাবার জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে ভাল-বাসা মেখে কেঁদে কেঁদে ঋণ পরিষ্কার করে বেড়ায়। বল দেখি, সে কত ভালবাসিতে জানে? তার ভালবাসার টানে মা কোলের ছেলে

ফেলে চলে যান। স্ত্রী স্বামী ফেলে চলে যান। তার ভালবাসাতে সকল জীবই মোহিত হয়। তুমিত বেশ জান, যাকে ভালবাসা যায় তার নামটি শুন্‌তে বল্‌তে ও মনে মনে চিন্তা কর্‌তেও কত আনন্দ হয়। মানুষকে ভালবাসিলে নাম করিবার পথ থাকে না, কিন্তু শ্যাম এমনি দয়াময়, ভালবাসিতে দিয়াছেন আবার তার মধু মাখা নামটি করিতে নিষেধ করেন নাই। বল দেখি, এমন ভালবাসিতে কে জানে? তাই বলি মানুষকে ভুলে শ্যামকে ধর, চিরসুখে থাকিবে। পেট ভরে খেতে পাবে। গা ভরে গয়না পর্‌তে পারবে, প্রাণ ভরে ভালবাসতে পাবে এবং নয়ন ভরে দেখ্‌তে পাবে। তাকে ভালবাস্‌লে সে এক তিলের জন্য বুক ছেড়ে কোথায়ও থাক্‌বে না, সদাই বুকের উপর বিরাজ কর-বেন। একবার ভেবে দেখ দেখি কত আনন্দ ও কত আরাম? শ্যামের সব গুণ—একটু দোষও আছে—একটু কাল ও কুটিল। তা সরলের কাছে থাক্‌লে সে'ও সরল হয়ে যাবে। সুন্দরীদের কাছে থেকে সুন্দর হয়ে যাবে। কত লোক যে কাল, তা "বলে কি আর ফেলে দেয়? নীলকান্তমণি যে কাল তাই বলে কি তার আদর কমে? শ্যাম, কাল লোকের কাছে কাল, সুন্দরের কাছে বড়ই সুন্দর। শ্যাম, বাঁকার কাছে বাঁকা, সোজার কাছে বড়ই সরল। তাই বলি, শ্যামকে ভাল-বাস, মানুষকে ভুলে যাও। এই শ্যামকে পেয়ে আমার ব্রজের মা আমার ভালবাসা ভুলে চলে গেছেন। আমি কি ভালবাসতে জানি যে তাকে ধরে রাখবো? মা এমন করে যাবেন জানলে কখনই মা বলিতাম না। মা বলার সুখ যেমন আমি পেলাম তেমন্‌টি আর কেহই পায় না। আর কাহাকে মা বলিব না। আমার মা হয়ে কেউ কখন সুখ পেলেন্ না, আমার মত পোড়া কপাল আর কার আছে? এমন কপাল নিয়ে কেন সংসারে আসিয়াছিলাম বলিতে পারি না। আমাকে যে

যেখানে ভালবাসে, কেবল কাঁদে, হাঁসিবার অবকাশ পায় না। সকলকে বলে দিও, যেন আমাকে আর কেউ ভাল না বাসে। আমার সঙ্গ দেখলেই কান্না আসে, এমনি আমার লগ্ন। আমাকে কেহ ভালবাসে না। যদি কেহ বাসিতে চায় বারণ করিয়া দিও। এখন সব ভুলে শ্যামের সঙ্গে ভালবাসা কর, সুখে থাকিবে। তোমার পাঠান চরণ-তুলসী পাইয়া আনন্দিত হইলাম, এই রকম দয়া যেন চিরদিন থাকে। শ্যামের কাছে কেঁদোনা, শ্যাম আবার কান্না সহিতে পারে না। যেখানে আনন্দ পায় সেইখানে থাকিতে ভালবাসে ও থাকে। তাই বলি, যদি সেই সদানন্দ পুরুষের সঙ্গে ভালবাসা করতে চাও, তাহলে সদানন্দ থাক। সে কান্নাও ভালবাসে, কিন্তু সে কান্না দুঃখের কান্না নয়, সে কান্নাটি প্রেমের কান্না। সে একটু বাঁকা কিনা তাই হাঁসি থেকে প্রেমের কান্না বেশী ভালবাসে, অন্য কান্না দেখিতে পারে না। এ কথাটি তোমার কলকে জিজ্ঞাসা করিলে বুঝিতে পারিবে যে আমি মিথ্যাবাদী নই। সত্য বলে জানে বলেই তোমার কলটি মাঝে মাঝে এই কান্না কাঁদে। তার দেখা দেখি অনেকেই কাঁদে। তাকে বলবে যেন আমাকে ভুলিয়া যায়। তোমার কলের কলটি কখন চলে, কখন বন্ধ হয়। যে সেকলটি চালায় এ সব তাঁরই খেলা। আমার ইচ্ছা কলটি বারমাস চলে ও সমান চলে। আমার শুষ্ক ভালবাসাতে সে কলে তেল লাগবে না, তবু দিও যদি কোন কাজে লাগে। আমার ভালবাসাটি কাটতেল, কল জড়িয়ে যায় সত্য কিন্তু এর একটি গুণ আছে। চুলকে চিটে করে, কিন্তু একটু কটা রং ঘুচিয়ে কালও করে। তাই মাঝে মাঝে কাটতেল মাখালে পুকুরের একটু মাটি খরচ হয় সত্য, কিন্তু একটু কালও হয়। তাই সাহস করে আমার ভালবাসা তোমার কলকে মাঝে মাঝে দিতে চাই।

তোমার—হর।

চতুঃপঞ্চাসত্তম পত্র।

প্রাণ প্রিয়তমে!

অদ্য আষাঢ় মাহার ১লা, আমিও আবার দেখা দিলাম। তোমাদের একখানির ভিতর দুইখানি পত্র পাইয়া আপনা আপনি অনেক ধিক্কার দিলাম। সত্য সত্যই তোমাদের সরল প্রাণে আঘাত করিয়াছি, সম্প্রতি প্রায়শ্চিত্তও হইল। তোমরা যে জগতের ভূষণ, তাহা আমি অনেক দিন হইতেই জানি, আজ আরও ভাল করিয়া জানিলাম। তোমরা এই ভয়ানক কষ্টপূর্ণ সংসারকে আনন্দময় করিয়া রাখিয়াছ। এক পলকের জন্য যদি তোমাদের শক্তি অন্তর্হিত হয়, তাহা হইলে এ সংসার কখনই থাকিতে পারে না। পুরুষের উগ্রতেজে কীট, পতঙ্গ পর্য্যন্ত দগ্ধ হইয়া যায়। তোমরা আপন কোমলতাতে এই ভয়ানক পুরুষ-শক্তিকে সামঞ্জস্য করিয়া রাখিয়াছ এবং তাই এই বিশ্ব শান্তিতে রহিয়াছে! তোমাদের লীলা অচিন্ত্য; কাহাকেও ডুবাইতেছ, কাহাকে ভাসাইতেছ, আবার কাহাকে কৃপা করিয়া সেই চিরশান্তিময় বৃন্দাবনের পথ দেখাইয়া দিতেছ। তোমাদিগকে চিনিতে পারিয়াছে এমন লোক অতি বিরল। তোমাদের অপরূপ মায়া অতিক্রম করিয়া তোমাদিগকে যে চিনিয়াছে, সে সকলকে জিনিয়াছে; তাহার আর ভাবনা নাই, সে নিশ্চিন্ত হইয়াছে। তোমাদিগকে যে চিনিয়াছে, সে ঈশ্বরকে পাইয়াছে। আমি কায়মনোবাক্যে সদাই প্রার্থনা করিতেছি, যেন আমি তোমাদের স্বরূপ জানিতে পারি। তোমাদের উপরের আবরণ খুলিয়া যেন অন্তরের ভাব বুঝিতে পারি। তোমাদের সাহায্যে যেন সেই নিত্যধামের পথ দেখিতে পাই। যেন কখন তোমাদের বাহিরের আবরণ দেখিয়া চিরমুগ্ধ হইয়া অন্ধের মত না ঘুরিয়া বেড়াই। তোমরা কৃপা করিয়া তোমাদের স্বরূপ

আমাকে দেখাইয়া আমার উপকার কর। পুরুষমাত্রে তোমাদের অকৃপাতে চির অন্ধ হইয়া আত্মহারা হইয়া পড়ে; সদা প্রার্থনা, আমাকে তোমরা যেন কখনও অকৃপা না কর। সদাই যেন তোমাদের কৃপাভাজন হইয়া তোমাদেরই ভাবে মুগ্ধ থাকি। আমি বাহিরের চাক্‌চিক্য দেখিয়া যেন কখন মুগ্ধ না হই। এই কঠিন পুরুষ দেহে যেন তোমাদের সরলতা মাখা কোমল ভাব কখনও অনুভব করিতে পাই। তোমাদের ভাব এই দেহে একদিনের জন্যও যদি আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে আমি সমস্ত পূর্ব্ব পুরুষের সহিত কৃতার্থ হইব ও জীবন সার্থক মনে করিব। জানি না, কৃষ্ণ আমার সেদিন লিখিয়াছেন কিনা? তোমাদের কথা কেহ কোন যুগে পূর্ণরূপে লিখিতে পারেন নাই, আমি ত কোন সামান্য কীটাণু-কীট। যাহা আমার অসাধ্য তাহা ত্যাগ করাই ভাল। এখন এ সমস্ত কথা ত্যাগ করিয়া মোটা কথা লিখি। হাঁগো, তুমি আমাকে লিখিয়াছ "ভুলিতে পারিলে কি না?" তা কি সম্ভব? তোমাদিগকে ভুলিতে আমি কেন, জগতের কোনও জীব কি পারে? তোমরাই জগতের চৈতন্য-রূপিণী, তোমরা যাহাকে ভুল সে অচৈতন্য হয়। এখন দেখ দেখি আমি তোমাদিগকে ভুলিয়াছি কি না? তোমাদিগকে ভুলিলে থাকিব কি লইয়া? তোমরাই জগতের মূলাধার। মূলশক্তি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় করিতেছে। সেই শক্তিই আবার মাতৃরূপে সকলকে পালন করিতেছেন। ধন্য তোমরা। আর ধন্য তাহারা যাহারা তোমাদিগকে চিনিয়াছে। তোমাদের জন্যই সেই জগৎপ্রাণ কৃষ্ণকে গৌরাঙ্গ হইয়া আজীবন নয়নজলে ভাসিতে হইয়াছিল। ধন্য তোমরা! আজকাল এই সংসার সম্বন্ধে স্বামী স্ত্রীরূপে আবদ্ধ না হইলে কোটী কোটী নমস্কার লিখিতাম। ধন্য তোমরা! যাহারা কৃষ্ণকে ঋণী করিতে পারে; ধন্য তোমরা! যাহারা কৃষ্ণকে কাঁদাইতে পারে। তোমাদিগকে কে চিনিতে

পারে? যাহা হোক এ কান্না আর কত কাঁদিব? তবে শেষ প্রার্থনা, যেন তোমাদের কৃপা আমার উপর থাকে।

তোমার—হর।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম পত্র।

প্রাণ প্রিয়তমে!

অদ্য এইমাত্র বেলা ৯টার সময় তোমার পত্রখানি পাইয়া যে কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইলাম তাহা সেই অন্তর্যামীই জানেন, অন্যে আর কি বুঝিবে? জ্বর ঈশ্বর ইচ্ছায় আরাম হইয়াছে, সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকিও না। যে করুণাময় কৃপা করিয়া তোমায় আরাম করিয়াছেন তাঁহাকে দিবানিশি স্মরণ করিও সদাই তাঁর নামটি মনে মনে জপ করিবে। দেখিও ভাই, ভুলিও না। তাঁহাকে ভুলিয়া সংসারে থাকিবে কি লইয়া? তিনি সংসারের আদি ও মূল কারণ, তিনি ছাড়া এ সংসারে আর কি আছে. তাই বলি, তাঁহাকে সদাই মনে করিবে, মনের দুঃখ তাঁহাকেই জানাইবে। তিনি বই দুঃখ শুনিতে আর কেহ নাই, তিনি সকলেরই কথা শুনেন। আর একটি কথা, তিনি সকল সময়ে সকল অবস্থাতে তোমার নিকটে, এই জন্য যখনই তুমি তাঁহাকে কিছু বলিবে, অমনই তিনি শুনিবেন। মনে মনে বলিলেও তিনি শুনিয়া থাকেন। তিনি ভাই মনের কথা বেশী আগ্রহ করিয়া শুনেন। তাঁহাকে চীৎকার করিয়া বলিলে যত শুনুন আর না শুনুন, মনে মনে বলিলে শুনিবেনই শুনিবেন। তাই তোমরা আপনাপন মনের দুঃখ, মনের কথা এবং মনের আশা তাঁহাকে জানাও দেখিবে তিনি শুনেন কিনা? বুঝিতে পারিবে, তিনি তোমাদের আপনার হতেও আপনার কিনা? তিনি বড় দয়াল। ভাই, তিনি

কাহারও চক্ষের জল দেখিতে পারেন না। যাঁহার চক্ষে জল দেখেন, অমনি দূরে থাকিয়া অজানিতরূপে দুঃখের কারণ ঘুচাইয়া দেন। তাই তোমাদিগকে বলি, আপনাপন মনের কথা তাঁহাকে বল। দেখ ভাই, আমি যদি তোমাকে মরমের কথা বলি, তা'হলে তুমি আমাকে মরমের বন্ধু বলিয়া আপন প্রাণের কথা বলিবে কি না এবং প্রাণের বন্ধু মনে করিবে কি না? এবার দেখ ভাই, যদি সেই হৃদয়বন্ধু জগদ্বন্ধু কৃষ্ণকে তোমরা সবাই আপনাপন মনের ভাল মন্দ সমস্ত কথাই বল তা'হ'লে তিনিও তোমাদিগকে তাঁর অচিন্ত্য, অতি গোপনীয় ও প্রাণ-মন-মোহন-কারী অপূর্ব্ব লীলা কথা বলিবেন ও শুনাইবেন; তাহা হইলে তোমরা ধন্য হইবে। আমাদের মত অতি নিষ্ঠুরের কথা তত শুনেন না, কিন্তু তোমাদের কথা শুনিবেনই শুনিবেন। তোমরা তাঁহার অতীব প্রিয়। দেখ না যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন প্রভৃতিকে কৃষ্ণ কত ভালবাসিতেন কিন্তু ভাই অনেক সময়ে হয়ত তাহাদের কথা শুনিতে পাইতেন না অথচ দ্রৌপদী ডাকিলে আর কোথাও থাকিতে পারিতেন না। সখাদের ডাকে কখনও কখন আসিতেন না কিন্তু সখীদের ডাকে স্থির থাকিতে পারিতেন না। তাই বলি ভাই, তোমরা ডাকিলে তিনি নিশ্চয়ই আসিবেন, তোমরা ভাল বাসিলে তিনি শত গুণ ভালবাসিবেন। এ কথাটি তোমাদের খেপা হরর কথা নয়, স্বয়ং তাঁরই কথা, বিশ্বাস কর। আজ ভাই অষ্টমী—মহাষ্টমী, আনন্দের দিন, সকলদিকেই আনন্দ। আজ সকলেই আনন্দিত। হয়ত এই আনন্দের দিন মা আমার, এ হতভাগার জন্য একধারে বসিয়া ভাবিতেছেন ও কত নিশ্বাস ফেলিতেছেন, আমি হয়ত তাঁকে কত কষ্ট দিতেছি আর তোমাদের ত অন্ত আমি জানিনা, তোমাদের কথা তোমরাই জান। তোমার—হর।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম পত্র।

"একটী সামান্য নিঃশ্বাস জীবনের অনেক সুকৃতিকে ধ্বংস করিতে পারে; যেন তার জন্য কেহ নিঃশ্বাস না ফেলে। জীবনের প্রায় সমস্ত সময়ই যায় যায় হইয়াছে, আর কেন এ সকল খেলা? এ সকল খেলিবার দিন অনেক দিন গেছেত? এখন যে কয়েকটি দিন বাকী, যেন সকলকে আনন্দ দিয়া নিজেও সদানন্দে থাকেন, এই মাত্র আমার কথা। বড় মধুর হরিনামটি যেন কণ্ঠ-ভূষণ হয়। ভিতর বাহির যেন এক রঙ্গের এক চেহারার হয়। মুখে মনে যেন বেশ মিল থাকে। মুখ মনের আর মন মুখের হইয়া যেন দু'টি প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় থাকে। মানুষের চক্ষে ধূলি দিবার জন্য যেন হরিনামের জামা গায় না দেওয়া হয়। ব্যাধের মত যেন পর্ণ-কুটীরে বাস না করা হয়। কোন জীবকেই কষ্ট দিবার ইচ্ছা যেন মনে প্রাণে না থাকে। কৃষ্ণ প্রাপ্তি যেন জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া মনে থাকে। সাধু সহবাস ব্যতীত যেন অসৎ সঙ্গ কখন করিবার ইচ্ছা না হয়। নিতান্ত ভালবাসার উপরোধেও যেন অসৎ স্থানে ও অসৎ সঙ্গে না যাওয়া হয়।"

...থ।

দ্বিতীয় খণ্ড স...